পাত্রপক্ষের সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে আরাবী।পাত্রপক্ষ বললে অবশ্য ভুল হবে কারন পাত্রই তো আসেনি এসেছে পাত্রপক্ষের পরিবার।তাও আবার তারই বাবার অফিসের বস।আরাবী'র বাবা জিহাদ সাহেবের অফিসের বস নিহান সাহেব স্বপরিবারে তার ছেলের জন্যে আরাবী'কে দেখতে এসেছেন। তার একমাত্র ছেলে জায়ান সাখাওয়াতের জন্যে আরাবীর হাত চাইতে এসেছেন তিনি। জিহাদ সাহেব প্রথমে বেশ ভড়কে গেলেও পরক্ষনে তার অফিসের বস মানে নিহান সাহেবের অমায়িক ব্যবহারে তার ভ'য়টুকু গায়েব হয়ে গিয়েছে।এদিকে শাড়ি পরে

তাদের সামনে পুতুলের মতো বসে আছে আরাবী।কি থেকে কি হচ্ছে সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।হাত-পা কেমন যেন কাঁ’পছে বাজেভাবে।ভীষন নার্ভাস লাগছে আরাবীর। বাবার দিকে একবার তাকালো আরাবীর। জিহাদ সাহেবের হাস্যজ্বল চেহারা দেখেই বুঝা যাচ্ছে তার এই সম্বন্ধে পুরোপুরি মত আছে।-‘ জিহাদ সাহেব তো ধরে নিবো সম্পর্ক’টা পাকাপোক্ত? ‘
জিহাদ সাহেব নিহান সাহেবের প্রশ্নে অপ্রস্তুত হলেন।তিনি অবশ্য রাজি এই সম্বন্ধে। জায়ানকেও তার ভালোলাগে।ছেলেটা ভালো। তবে কথাবার্তা একটু কম বলে এই আরকি।

কিন্তু যতোই হোক।তাদের কথায় তো আর কিছু হবে নাহ? ছেলে মেয়ের নিজেরও একটা পছন্দ আছে।তাদের যদি একে-অপরকে পছন্দ হয় তবেই না আহাবে সম্পর্কটা। জিহাদ সাহেব আগেই তো সম্মত্তি দিতে পারেন না। জিহাদ সাহেব আমতা আমতা করতে দেখে নিহান সাহেব হালকা হেসে বলেন,-' কোন সমস্যা থাকলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন জিহাদ সাহেব।কোন সমস্যা নেই।' জিহাদ সাহেব যেন কিছুটা সাহস পেলেন এই কথায়।তাই কোন ভণিতা না করেই বললেন,
-' ভাবছিলাম যে স্যার আমাদের কথায় তো আর কিছু হবে নাহ।জায়ান বাবা আর আমার

আরাবী তো একে-অপরকে দেখলো না। তাদের যদি দুজন দুজনকে পছন্দ হয় তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।কিন্তু তাদের মতামত ছাড়া তো আর আগানো যাবে না স্যার।’নিহান সাহেব হেঁসে উঠলেন।বললেন,
-‘ এই সমস্যা? তাহলে আমি এক্ষুণি আমার ছেলেকে ফোন করে আসতে বলছি।আসলে ওকেও নিয়ে আসতাম কিন্তু ও আবার মিটিংয়ের জন্যে একটু ধানমন্ডির দিকে গিয়েছে।’
-‘ স্যার জরুরি মিটিং তো থাক পরে নাহয় দুজন একসাথে দেখা করে নেবে।’

নিহান সাহেব হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলেন।তারপর বলেন,-‘ মিটিং বোধহয় ১৫ মিনিট পরেই শেষ হয়ে যাবে। কোন সমস্যা হবে নাহ।’

নিহান সাহেব ফোন করে তার ছেলেকে জানিয়ে দিলেন এখানে আসার কথা।তারপর ফোন রেখে বললেন,

-‘ তা আপনার শরীরের অবস্থা কেমন জিহাদ সাহেব?’

-‘ এইতো আলহামদুলিল্লাহ। আর গোটা পাঁচেক পরেই অফিস জয়েন করবো।’

-‘ প্রেসার নিতে হবে নাহ।মাত্রই আপনার এপেন্ডিসাইটিস এর অপা’রেশন হলো

ঠিকঠাক বিশ্রাম নিন।শরীর পুরো সুস্থ্য হলে তবেই অফিসে আসবেন।'জিহাদ সাহেব হেঁসে মাথা দুলালেন। দুজন আরো খোশগল্প করতে লাগলেন।তাদের দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না যে তাদের সম্পর্কটা অফিসের বস আর এমপ্লয়িয়ের।আরাবী টুকুরটুকুর চোখে এতোক্ষন সবটাই দেখছিলো।কিন্তু যখন নিহান সাহেব জায়ানকে ফোন করে এখানের আসার কথা বললেন তা শুনেই আরাবীর ভ'য়ের মাত্রা যেন আরো বেড়ে গেলো।গলা শুকিয়ে চৌচির হয়ে গিয়েছে একেবারে। আরাবী কোনরকম ইনিয়েবিনিয়ে সেখান থেকে কেটে পরলো।সোজা নিজের রুমে

প্রবেশ করলো আরাবী।চুপচাপ বিছানায় বসে রইলো। আরাবী বিরবির করে বলে উঠলো,-‘ আব্বু মনে হয় এইবার আমার বিয়েটা পাকাপোক্ত করেই ফেলবেন যে অবস্থা দেখছি।’

নানান রকম চিন্তাভাবনা চলছে আরাবীর মাথার ভীতরে। বিছানায় সুয়ে চোখ বুজে নিলো আরাবী।ঠিক তখনই দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হলো।আরাবীর মা লিপি বেগম ডাকছেন আরাবীকে।আরাবী লাফ দিয়ে উঠে বসলো।তারপর জলদি গিয়ে দরজা খুলে দিলো।আরাবী দরজা খুলতেই লিপি বেগম বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠেন,

-‘ কি সমস্যা তোর?বাড়িতে মেহমান ভরা আর তুই দরজা আটকে আছিস কেন? বড়লোক বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এসেছে এইজন্যে কি ভাব বেরে গিয়েছে?’আরাবী মায়ের কথাগুলো শুনে মন খারাপ করে মাথা নিচু করে নিলো।হালকা আওয়াজে বলে,

-‘ না আম্মু।এমন কিছু না।’

-‘ তাহলে কেমন কিছু? এখনই এই অবস্থা বিয়ে হলে তো তোর ভাবের চো’টে মনে হয় মাটিতে পা পরবে নাহ।’

আরাবী চোখ ভরে উঠলো। মায়ের কথাগুলো তীরের মতো এসে বিধছে বুকে।আরাবী আর কোন কথা বললো না।চুপচাপ রইলো।লিপি

বেগম আরাবীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলেন,-‘ এইভাবে সং সেজে না দাঁড়িয়ে থেকে যা ভালোভাবে হাত মুখ ধুয়ে আয়। তোকে ছেলের পছন্দ হলেইবিয়েটা পাকাপোক্ত হবে।হালকা সাজগোছ করে নিস। ভালোই ভালোই বিয়েটা হলেই হলো। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে এই বাড়ি থেকে বিদায় হো তুই।তাহলেই আমি বাঁচি।’কথাগুলো বলেই লিপি বেগম চলে গেলেন।আরাবী অ’শ্রু চোখে মায়ের যাওয়ার পথে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।টলমলে নয়নজোড়া আলতো হাতে মুছে নিলো আরাবী।ভাবলো ওর মা ওর ভাই আর বোনকে অনেক ভালোবাসে।তাহলে ওর

সাথেই কেন এমন করে? কেন ওর ভাই আর ছোট্টো বোনের মতো ওকেও ভালোবাসে না আদর করে নাহ।কেন সবসময় এইভাবে রু'ক্ষ ব্যবহার করে ওর সাথে। কি এমন করেছে আরাবী যে মা ওকে একটুও দেখতে পারে নাহ।আরাবী তো মায়ের একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে ছটফট করে সারাটাক্ষন।মা যা পছন্দ করেননা এমন কোন কাজ করে নাহ আরাবী।মায়ের সাথে সাথে সকল কাজে সাহায্য করে ও।বাড়িতে থাকলে সুয়ে বসে সময় কাটায় না ওর ছোট বোনের মতো।সেদিন একা হাতে সব করে আরাবী। তবুও মা কোন দিন ওর প্রসংশা করেনি আজ

পর্যন্ত। বুঝার বয়স হতেই সবসময় মা'কে তার সাথে এইরকম রু'ক্ষ ব্যবহার করে আসতেই দেখছে আরাবী।হতাশার নিঃশ্বাস ছাড়লো আরাবী।তারপর চলে গেলো ওয়াশরুমে। হাতমুখ ধুয়ে এসে নিজেকে পরিপাটি করে নিলো আরাবী।বাহির থেকে বেশ শোরগোলের আওয়াজ আসছে। তাহলে কি কাঙ্খিত ব্যাক্তিটি এসে পরেছে। অজানা ভ'য়ে উত্তেজনায় হিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আরাবী। বুকটা ধ্বুকপুক করছে ভীষনভাবে। দরজার বাহিরে লিপি বেগমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে কেঁপে উঠলো আরাবী।তিনি আরাবীকে বাহিরে আসতে বলছেন।-' আরাবী?হলো

তোর? জলদি বাহিরে আয়।ছেলে এসে পরেছে।'

আরাবী মায়ের কথায় দুরুদুরু বুক নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসলো।লিপি বেগম চোখ রাঙ্গিয়ে তাকাতেই আরাবী মাথা নিচু করে নিলো।লিপি বেগম বলেন,

-' জলদি আয়!'আরাবীকে নিয়ে লিপি বেগম বসার ঘরে আসলেন।আরাবী মাথা নিচু করেই ধীর স্বরে সালাম জানালো।ঠিক তখনই ওর কানে তীব্রভাবে গম্ভীর গলার একটা পুরুষালি কণ্ঠ এসে বারি খেলো। ওর সালামের জবাব দিয়েছে মূলত।আরাবীকে নিয়ে নিহান সাহেবের স্ত্রী সাথি বেগমের পাশে বসালেন।

সাথি বেগম আরাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,-‘ মেয়ে আমার তোর বাবা তোর চাচ্চু আর ছোটমায়ের খুব পছন্দ হয়েছে।এখন তুই কি বলিস?তুই যা বলবি তাই হবে।’

আরাবী কান পেতে। লোকটা কি বলে শোনার জন্যে।কিন্তু কোন রকম উত্তর এলো না অপরপাশ হতে।আরাবী ঠোঁট চেপে বসে রইলো।ভাবছে লোকটা বোবা না-কি? নিহান সাহেব ছেলের দিকে একবার তাকালেন।ছেলে যে তার ঘার’ত্যারা সেটা তিনি ভালোভাবেই জানেন।এখানে আসতে চাইছিলো না। কোনরকম বুঝিয়ে শুনিয়ে এনেছে।ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে আনার কারনে ঠ্যা*টামি ধরে

বসে রয়েছে।নিহান সাহেব বলে উঠলেন,-‘ জিহাদ সাহেব।বলছিলাম কি আমার ছেলে আর আরাবী মা’কে একটু আলাদা কথা বলতে দেওয়া উচিত কি বলেন?’

জিহাদ সাহেব নিহান সাহেবের কথায় হেসে বলেন,

-‘ অবশ্যই তা কেন নয়।আরাবী মা?’

আরাবী’র জবাব,

-‘ জি আব্বু।’

-‘ যাও জায়ান বাবাকে নিয়ে ছাদে যাও।’আরাবী বাধ্য মেয়ের মতো মাথা দুলালো।কিন্তু ওর মনের ভীতরে তৈরি হওয়া উথা*লপাথা*ল ঝড়টা কেউ বুঝতে পারছে

না।দমটা কেমন যেন আটকে আসছে আরাবী'র।পাজোড়া যেন সামনের দিকে অগ্রসর হতেই চাচ্ছে না।কি একটা অবস্থা। আরাবী হেটে দু-একপা সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।লিপি বেগম আরাবীর কানে ফিসফিসিয়ে বেশ কিছু কথা বলে দিলেন তারপর সরে গেলেন।এদিকে জায়ানকে কোনরকম নড়চড় করতে না দেখে নিহান সাহেব জায়ানের গা ঘেসে ফিসফিস করে বলেন,

-' কি হচ্ছে জায়ান?উঠছো না কেন? চুপচাপ ভদ্র ছেলের মতো আরাবী মায়ের সাথে যাও।

কোন রকম অভ’দ্রতা করে আমায় লজ্জা দিও নাহ।’

জায়ান বাবার কথায় শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বাবার দিকে।অতঃপর শক্ত গলায় নিচুস্বরে বললো,-‘ যা করছো ভালো করছো নাহ।’

কথাটা বলেই জায়ান হনহনিয়ে চলে গেলো। নিহান সাহেব ছেলের দিকে হতা*শ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন।যাই হয়ে যাক আরাবীকেই তিনি পুত্রবধু রূপে ঘরে তুলবেন ব্যস।স্নিগ্ধ প্রকৃতি,হিমেল হাওয়া বইছে। আকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা।সূর্য প্রায় হেলে পরছে পশ্চিমে।লাল আভা ছড়িয়েছে

চারদিকে। ছাদের আনাচে কানাচে গাছ-গাছালিতে ভরপুর।এমন একটা মনোরম পরিবেশেও মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আরাবী।আর কিইবা করবে ও? এমনিতেই কাঁপা-কাঁপি করতে করতে ওর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর একটু পর বোধহয় শ্বাস আটকে মা'রা যাবে ও এমনটাই মনে হবে ওকে দেখলে।প্রায় আধাঘন্টা যাবত এমনভাবে দাঁড়িয়ে আরাবী।ভ*য়ের পাশাপাশি বিরক্তও হচ্ছে।ছাদে এসেছে পর থেকে জায়ান নামক ব্যাক্তিটি একটা কথাও বলেনি ওর সাথে না নিজ জায়গা হতে একটু নড়চড় করেছে।সেইযে এসে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে

ফোনে কি যেন দেখছে তো দেখছেই।এদিকে যে তার সামনে একটা মানুষের ভ'য়ের চোটে দম ব*ন্ধ মা*রা যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে সেদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।আরাবী যে একপলক তাকিয়ে লোকটাকে দেখবে সেই সাহসও হচ্ছে না ওর।কি একটা অবস্থা। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে বা*জেভাবে।লোকটা কি তাকে পছন্দ করে নি?তাই তো কিছুই বলছে না।না করারই কথা।ওর গায়ের রঙটা তো শ্যামলা বর্ণের।আর মানুষ হলো সুন্দরের পূজারি।আর এতো বড়লোক বাড়ির ছেলে কি ওর মতো শ্যামলা গায়ের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে নাকি?যাই হোক বিয়েটা না

হলেই ভালো।আরাবী এখনই বিয়ে করতে চায়না।সবে মাত্র অনার্স কমপ্লিট করেছে ও। মাস্টার্সের ভর্তি হয়েছে এইতো কিছুদিন পর থেকেই ক্লাস শুরু হবে ওর।ও মাস্টার্স কমপ্লিট করে একটা চাকরি করতে চায়। তারপরেই বিয়েটা করার ইচ্ছা আরাবী। মনেপ্রানে চায় ওর সামনে দাঁড়ানো ব্যাক্তিটি যেন বিয়েতে না করে দেয়।তাহলেই হলো। কিন্তু এই বিয়েটা ভেঙ্গে গেলে যে ওর মা ওকে কি করবে আরাবী জানে না।এই শ্যামবর্ণের জন্যে ওর দু-তিনিটা সম্বন্ধ ফিরত চলে গিয়েছে।এই জন্যে কম কথা শুনায়নি ওকে লিপি বেগম।তবে আরাবী এটুকু ভেবে

পায় না।ওর ভাই আর ওর ছোট বোনের গায়ের রঙ ফর্সা,ওর আব্বু আম্মুও ফর্সা। তাহলে ও এমন শ্যামলা গায়ের রঙ পেলো কিভাবে?এই প্রশ্নটা প্রায় জাগে ওর মনে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করে না।এমন বাচ্চামো প্রশ্ন করা নেহাতই বোকামি বলে গন্য করবে সবাই।আরাবী চাপা শ্বাস ফেললো।ঠিক তখনই ছাদে এসে উপস্থিত হয় ইফতি।ইফতি সাখাওয়াত পুরো নাম। নিহান সাখাওয়াতের ভাই মিহান সাখাওয়াতের ছেলে ইশতিয়াক ইফতি সাখাওয়াত।ইফতি ছাদে এসেই চাপা স্বরে জায়ানকে ডেকে উঠলো,-‘ ভাই,তোকে ডাকছে নিচে।’

কথাটা বলেই ইফতি দ্রুত পায়ে নিচে চলে গেলো।জায়ান ফোনটা পকেটে রেখে ছাদ থেকে নামার জন্যে অগ্রসর হলো।আরাবী ইফতির ঝড়ের মতো আসা যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলো।পরক্ষনে জায়ানকে ভালো মন্দ কিছু না বলে চলে যেতে দেখে আরাবী নিজেও নিচে যাওয়ার জন্যে অগ্রসর হলো। কিন্তু কাঁপাকাঁপির কারনে ঠিকঠাকভাবে হাঁটতেও পারছে না মেয়েটা।তার উপর এই শাড়িটাও তার সাথে যেন শ'ত্রুতামি শুরু করেছে। শাড়ির কুচিগুলো ঢিলে হয়ে বার বার নিচের দিক চলে যাচ্ছে। ফলে আরাবীর হাঁটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। হাঁটার মাঝে

একসময় শাড়ির কুচিতে পা পেঁচিয়ে পরে যেতে নেয় আরাবী।ভ'য়ে মৃদ্যু চিৎকার করে উঠে।নিজেকে রক্ষার জন্যে যা পায় তাই স্বজোড়ে আঁকড়ে ধরে মেয়েটা।ভ'য়ে প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম ওর।আজ যেন সব ওর সাথে উল্টাপাল্টা হচ্ছে।সাথে সাথে কোমড়ে কারো শীতল হাতের স্পর্শে সর্বাঙ্গ মৃদু ঝংকার দিয়ে কেঁপে উঠে।হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো হু হু করে।ব্যাপারটা ও যা ভাবছে তা যদি হয়ে থাকে।তাহলে আরাবী এখনই এই মুহুর্তে লজ্জায় কেঁদে দিবে।অলরেডি ওর চোখজোড়া ভিজে উঠেছে।ভেজা ভেজা চোখজোড়া নিয়েই আস্তে আস্তে চোখ মেলে

তাকালো আরাবী।আর ওর আন্দাজ করা ব্যাপারটাই সত্যি।এইমুহূর্তে ও জায়ানের বাহুডোড়েই বন্দি।সাথে নিজেও খামছে ধরে আছে জায়ানের গায়ে পরিহিত কোট'টা। লোকটার দিকে তাকালো আরাবী ভয়ে ভয়ে। সাথে সাথে যেন হৃদয়ের মাঝে কেমন করে উঠলো আরাবীর।নিজেও বুঝতে পারলো না কিছু।এমন সুদর্শন ছেলে না-কি ওকে বিয়ে করবে? গ্রে কালার সুট কোট পরিহিত,ফর্সা গায়ের ছেলেটা অধিক সুদর্শন। সূর্যের লাল আভায় অন্যরকম লাগছে, গালে চাপদাড়ি,পুরু ভ্রুজোড়ায় ওই চোখদুটোর সৌন্দর্য যেন দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।চোখের দিকে তাকাতেই

আরাবীর যেন অন্য জগতে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।দিন দুনিয়া ভুলে বেহায়ার মতো ওই চোখের দিকেই তাকিয়ে রইলো। চোখের পলক ফেলাও যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওর।হঠাৎ পুরুষালী কন্ঠের চাপা ধমকে হুশ ফিরে আসে আরাবীর,-‘ ডা’ফার একটা।শাড়ি পরে হাটতে না পারলে পরো কেন? এখন নিজেও পরতে সাথে আমাকেও ফেলতে,ইডি’য়ট একটা।’

আরাবী এমন ধমকে ভ’য়ে কেঁপে উঠলো। ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই হাশফা’শ করতে লাগলো আরাবী।জায়ানও আরাবীকে ছেড়ে দিলো।তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরাবীকে একপলক

দেখে তারপর হনহনিয়ে চলে গেলো নিচে। এদিকে আরাবী ক্যাব'লাকান্তের মতো দাঁড়িয়ে। ভাবছে লোকটা একমুহূর্তে ওর সাথে কথা বললো।তাও কিভাবে?প্রথম কথাতেই ধম'কে ধাম'কে একাকার করে দিলো। আর ওইবা কি? মানছে লোকটা সুন্দর তাই বলে এইভাবে হা*বলার মতো তাকিয়ে থাকার কোন মানে হলো?কিভাবে তাকিয়েছিলো ও? লোকটা কি ভাববে এখন আরাবীকে?নিশ্চয়ই ভাববে আরাবী ছ্যা*ছড়া মেয়ে।নিজের মনে আরো শত রকম উল্টাপাল্টা ভাবনা চিন্তা করতে করতে নিচে নেমে আসলো আরাবীও। সাথি বেগম এগিয়ে এসে আরাবীকে টেনে

নিয়ে আবারও নিজের পাশে বসালেন। নিহান সাহেব জায়ানের পক্ষ থেকে জানালেন তার ছেলের এই বিয়েতে কোন আপত্তি নেই। এখন আরাবী মতামত দিলেই হলো।জিহাদ সাহেব মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন,-' আরাবী,আম্মু তোমার কোন আপত্তি আছে এই বিয়েতে?'

আরাবী কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।কিইবা বলবে ও?ছেলে মেয়েদের আলাদা কথা বলতে পাঠালো তারা।অথচ আধাঘন্টা খামোখা সং সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন।কেউ কোন কথা বলে নি।লাস্টে আসার সময় জায়ানই আগে কথা বললো কিন্তু ওটাকে কথা বলে না

ওটাকে ধম’কাধম*কি বলে।এখন আরাবী তাদের এসব কথা কিভাবে বলবে?জিহাদ সাহেব আবারও একই প্রশ্ন করতে আরাবী নড়েচড়ে বসলো অপরপাশে সোফায় বসা লিপি বেগমের দিকে আঁড়চোখে তাকাতেই তিনি চোখ রা’ঙ্গিয়ে আরাবীকে ইশারা করলো হ্যাঁ বলার জন্যে।আরাবী ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আলতো করে মাথা দুলালো।সাথে সাথে সবাই আলহামদুলিল্লাহ বললো।দীর্ঘশ্বাস ফেললো আরাবী।নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও বাবা মায়ের খুশির জন্যে হ্যাঁ বলে দিলো আরাবী।ভবিষ্যতে যা হবে দেখা যাবে। আরাবী জানে ওর বাবা কখনো ওর খারা’প

চাইবে না।বাবার উপর সেই ভরসা আছে ওর।তাই আর দ্বিমত করলো না। ।এদিকে সাথি বেগম হাসি মুখে বলে উঠেন,-‘ ভাই সাহেব ছেলেমেয়েদের যেহেতু কোন আপত্তি নেই।আমরা চাইছিলাম বিয়েটা যেন খুব দ্রুতই হয়ে যাক।আপনার কোন আপত্তি আছে?’

জিহাদ সাহেব বলেন,

-‘ নাহ নাহ আমার কোন আপত্তি নেই, আলহামদুলিল্লাহ! ‘

নিহাদ সাহেব বলেন,

-‘ তাহলে এই মাসের তো আর পনেরোদিন আছে।তাহলে জিহাদ সাহেব সামনের মাসের

১ তারিখেই ওদের বিয়ের ফাইনাল ডেট। কি বলেন?’
-‘ জি আচ্ছা,আপনারা যা ভালো মনে করেন।’সবার মতামতে আগামী মাসের ১ তারিখই বিয়ের দিন নির্ধারন করা হলো। জায়ানের পরিবার আরাবীকে আংটি পরিয়ে দিলেন আর পাঁচ হাজার টাকা সালামিও দিলেন।তারপর তারা সন্ধ্যার হালকা নাস্তা করে চলে গেলেন।রাতের ভোজনের জন্যে অনেক সাধলেন জিহাদ সাহেব আর লিপি বেগম কিন্তু তারা কেউ রাজি হলো না তাতে। জায়ান’রা চলে যেতেই জিহাদ সাহেব হেসে বলেন,-‘ শুনলে লিপি আমার এখনো বিশ্বাস

হচ্ছে না আমার আরাবী আম্মুর এতো ভালো ঘরে বিয়ে হবে।অবশ্য হবে নাই বা কেন? আমার আম্মুর মতো মেয়ে লাখে একটা হয়। আমার আম্মাটা আমার কাছে সেরা।'জিহাদ সাহেব মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন।আরাবী চোখ বন্ধ করে বাবার বুকে মাথা ঠেকিয়ে রাখলো।তার বাবা এই বিয়েতে অনেক খুশি। আর বাবার খুশি জন্যে আরাবী সব করতে রাজি।কারন এই মানুষটাকে পৃথিবীর সবথেকে বেশি ভালোবাসে ও।বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে আরাবী। আপন ভাবনায় ব্যাকুল সে।মাথায় চিন্তার শেষ নেই।কি থেকে কি হয়ে গেলো হঠাৎ। কয়েকপলকের মাঝে ওর

জীবনের মোড় পুরোই ঘুরে গেলো।হাতের দিকে তাকালো আরাবী।সেখানে মাঝের আঙুলে পরা আংটিটার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।আচমকা আংটিটায় হালকা স্পর্শ করলো আরাবী।স্পর্শ করা মাত্র হালকা কেঁপে উঠলো ও।আর মাত্র হাতে গোনা পনেরো দিন তারপরেই বাবা মায়ের আদরের কন্যা বিদায় নিয়ে চলে যাবে অন্যের বাড়ির বউ হয়ে। সারাজীবনের জন্যে একজন পুরুষের সাথে ওর জীবন জুড়ে যাবে ওর। স্বামি স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হবে ওরা।লম্বা শ্বাস ফেললো আরাবী।সকল চিন্তা চেতনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলো।যা হবার তা

হবেই খামোখা টেনশন করে লাভ নেই।
আরাবী রুমে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।
তৎক্ষনাত দরজায় হুলস্থুলভাবে কেউ বা'রি দিতে লাগলো।আরাবী ভড়কে গেলো এমন করায়। দ্রুত পায়ে গিয়ে রুমের দরজা খুলে দিলো। দরজা খুলতেই আরাবীর ছোট বোন ফিহা হুরমুরিয়ে ওর রুমে প্রবেশ করলো।
আরাবী ভ্রু-কুচকে তাকালো ফিহার দিকে।
এদিকে ফিহা আরাবীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করে বললো,-' কিরে তোর না-কি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে? আব্বু বললো।'
আরাবী ড্রেসিংটেবিলের দিকে যেতে যেতে বলে,

-‘ আব্বু যেহেতু বলেছো তাহলে তাই হবে।’
ফিহা রেগে গেলো আরাবীর কথায়।রাগি গলায় বলে,
-‘ বিয়ে ঠিক হতে না হতেই তোর ভাব বেড়ে গিয়েছে তাই নাহ আরাবী?’
আরাবী শান্ত কন্ঠে বলে,-‘ সম্মান দিয়ে কথা বল ফিহা।আমি তোর বড় বোন।’
-‘ বড়বোন মাই ফুট।তোকে বড়বোন মানে কে? তোকে কোন দিক দিয়ে আমার বোন মনে হয়? আমার সাথে তো তোর কিছুই মিল নেই।না চেহারায় না গায়ের রঙে।সো নিজেকে আমার বোন বলবি না কোনদিন।’

আরাবী’র চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো ফিহার কথায়।মেয়েটা এতো বেয়া*দপ হচ্ছে দিন দিন।কারো পরোয়া করে নাহ।মানুষকে নূন্যতম সম্মানটাও করতে জানে নাহ এই মেয়ে।আরাবী শক্ত গলায় বলে,-‘ ফিহা আমার রুম থেকে বের হো।তোর এসব অহেতুক কথা আমি শুনতে চাই নাহ।’

-‘ যাবো না কি করবি তুই?’

আরাবী এবার বেশ চটে গেলো।রাগি আওয়াজে বলে,

-‘ ফিহা আমি কিন্তু তোকে থাপ্পর দিতে বাধ্য হবো। বের হো আমার রুম থেকে।’কথাগুলো বলে আরাবী হাত উঁচিয়ে ফিহা রুম থেকে

বের হবার জন্যে ইশারা করলো।ওমনি ফিহা নজরে আসে আরাবী হাতে পরিহিত স্বর্ণের আংটিটা।ফিহা দ্রুত পায়ে এসে আরাবীর হাত চেপে ধরলো। আচমকা এমন করায় বেশ অবাক হলো আরাবী।নিজের হাত ছাড়াতে চাইলো ফিহা থেকে।কিন্তু ফিহা ছাড়ছে নাহ। আরাবী বিরক্ত হয়ে বললো,

-‘ কি করছিস ফিহা? হাত ছাড়।’ফিহা আরাবীর হাতের আংটিটা টেনে খুলার চেষ্টা করতে করতে বলে,

-‘ এই আংটিটা অনেক সুন্দর। আমাকে দে না আমি একটু পরি।দু তিন দিন হাতে দিয়ে তারপর তোকে ফেরত দিয়ে দিবো।’

-‘ ফিহা কি হচ্ছে কি এসব?ছাড় আমার হাত।ছাড়।’ফিহা আর আরাবী ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলো।ফিহা আংটিটা খুলার চেষ্টা করতে লাগলো।আরাবী সহ্য করতে না পেরে ফিহাকে সজোড়ে ধাক্কা মারলো।ফিহা ছিটকে পরলো গিয়ে বিছানার উপর।আরাবী হাত চেপে ধরলো।ফিহা শক্ত করে হাত ধরায় হাতের কব্জিতে বেস ব্যাথা পেয়েছে আরাবী। আবার যেই আঙুলে আংটি পরা সেই আঙুলটাও অনেক খানি ছি*লে গিয়েছে।র’ক্ত বের হচ্ছে।এদিকে বিছানায় পরে গিয়ে ফিহা ন্যাকা কান্না করতে লাগলো চিৎকার করে।

-‘ আম্মু, আব্বু, ভাইয়া দেখে যাও আরাবী আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আম্মুউ!’ফিহা একটুও ব্যাথা পায়নি শুধু শুধু অভিনয় করছে।এদিকে ফিহার কান্না শুনে সবাই ছুটে আসলো আরাবীর রুমে।লিপি বেগম গিয়ে ফিহাকে আঁকড়ে ধরলো।জিহাদ সাহেব আরাবীর কাছে গেলেন দ্রুত।কারন তিনি দেখেছেন আরাবীর হাত থেকে র’ক্ত ঝরছে। লিপি বেগম রাগি গলায় আরাবীকে বলে,

-‘ কি সমস্যা তোর? ফিহাকে কেন ধাক্কা দিয়েছিস তুই?’

আরাবী মাথা নিচু করে নিলো।চাপা আওয়াজে বলে,-‘ আমি ইচ্ছে করে ধাক্কা দেইনি আম্মু।’

-‘ চুপ একদম ন্যাকা সাজবি নাহ।তুই যে ফিহাকে দেখতে পারিস না তা আমি ভালোভাবেই জানি।’

-‘ কি বলছো আম্মু।এমনটা কেন হবে? ফিহা আমার বোন।’

ফিহা এই কথা শুনে চেচিয়ে বলে,-‘ একদম আমাকে নিজের বোন বলবি না। তুই আমাকে বোন মানিসই না। তাহলে কি তুই আমাকে ধাক্কা দিতি?’

-‘ ফিহা তুই তো আমার সাথে জোড়জুড়ি করছিলি?’

-‘ একদম মিথ্যা বলবি না আরাবী।নাহলে আমি তোকে চড় মারবো বলে দিলাম।’লিপি বেগমের ধমকে চুপ হয়ে গেলো আরাবী। এদিকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আরাবীর বড় ভাই ফাহিম।এতোক্ষন সে চুপচাপ সব দেখছিলো।মেজাজ তু’ঙ্গে উঠে গিয়েছে ওর। ফাহিম একটা কোচিং সেন্টারে পড়ায়।ফিহাও সেখানে পড়ে।ফাহিমের পড়ানো শেষ হলে ফিহাকে নিয়েই একেবারে বাড়ি ফিরে আসে ফাহিম।আজকেও তাই হয়েছে।ফ্রেস হয়ে আসতেই ওর বাবা জানায় আরাবীর বিয়ে ঠিক হয়েছে তাও তার বাবার অফিসের বসের ছেলের সাথে।শুনে খুব খুশি হয় ফাহিম।কিন্তু

এই কথাটা শুনার সাথে সাথে ফিহা যে উঠে আরাবীর রুমের দিকে গিয়েছে সেটা ও লক্ষ করেছে।তাই নিজেও পিছু পিছু এসেছে।সে জানে ফিহার স্বভাব কেমন।এবং এতোক্ষন যা হচ্ছিলো সবই দেখেছে ও। ফাহিম রাগি চোখে ফিহার দিকে তাকিয়ে বলে,-‘ মিথ্যা আরাবী না মিথ্যা বলছে ফিহা।ফিহা এসেই আরাবীকে ওর শশুড়বাড়ি থেকে পরিয়ে যাওয়া আংটিটা নেওয়ার জন্যে টানাটানি করছিলো।আরাবী হাতে ব্যাথা পাওয়ার কারনেই ফিহাকে ধাক্কা দিয়েছে।আমি নিজেই সব দেখেছি।’

-‘ ভাই..ভাইয়া কি বলছো তুমি এসব?’

জিহাদ সাহেব ধমকে উঠলেন ফিহাকে,-‘ বেয়াদ*প মেয়ে।বড়বোনের এনগেজমেন্টের আংটি নেওয়ার জন্যে এসব করতে তোমার লজ্জা করলো নাহ? যাও নিজের ঘরে যাও। নাহলে চড়িয়ে গাল লাল করে দিবো।’

ধমক খেয়ে ফিহা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো নিজের রুমে। লিপি বেগম এইবার ফাহিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

-‘ সামান্য একটা আংটির জন্যে আরাবী এমন করলো।আর তুই ফিহাকে এর জন্য দোষ দিচ্ছিস।’

জিহাদ সাহেব বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বলেন,-‘ এটা সামান্য আংটি না লিপি সেটা তুমিও জানো। এটা ওর বাগদানের আংটি।’

লিপি বেগম কিছু বলতে নিবেন তার আগেই জিহাদ সাহেব তাকে থামিয়ে বলেন,

-‘ আমি আর কিছু শুনতে চাই না।তোমার গুনধর ছোট মেয়ের কাছে যাও তুমি।এই বিষয়ে যেন আর কোন কথা না উঠে।আর ফিহা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিও বড়বোনের সাথে কিভাবে বিহেব করতে হয়।’

লিপি বেগম স্বামি কথায় দমে গেলেন। রাগি চোখে আরাবীর দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন।

ফাহিম এইবার এগিয়ে এসে বলে,-‘ বাবা

যাও তুমি রুমে যাও।খাওয়ার আগে তোমার মেডিসিন আছে।আমি আরাবীকে দেখছি যাও তুমি।’

ছেলের কথায় জিহাদ সাহেব আরাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তারপর চলে গেলেন।তিনি যেতেই ফাহিম আরাবীকে ধরে বিছানায় বসালো।তারপর ফার্স্টএইড বক্স এনে আরাবীর হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিলো।আরাবী মাথা নিচু করে আছে।ফাহিম আরাবীর মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে বলে,-‘ তুই এতো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলি কিভাবে বলতো আরাবী? তোর নাকি বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছে।বাবার কাছে কথাটা শুনে একটু রাগ

লেগেছিলো।এভাবে হুটহাট কি কোন কিছু হয় বল? পরে যখন শুনলাম বাবার অফিসের বস নিহান সাখাওয়াতের ছেলে জায়ান সাখাওয়াতের সাথে তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে ততোটাই খুশি হলাম।ছেলেটা অনেক ভালো।আমার থেকে দু ব্যাচ সিনিয়র ছিলো সে ভার্সিটিতে ।তাই তাকে বেশ ভালোভাবেই চিনি আমি।ছেলেটা একটু গম্ভীর তবে মনের দিক দিয়ে বেশ ভালো।আমি যতোটুকু দেখেছি।'আরাবী কিছু বললো না চুপ করে রইলো।ফাহিম এইবার ধীর আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো,

-' তুই কি এই বিয়েতে রাজি আরাবী?'

আরাবী হাসিমুখে তাকালো ভাইয়ের দিকে তারপর বলল,

-‘ আমার আব্বু আর ভাইয়া যেহেতু বলছে এখানে বিয়ে হলে আমি সুখে থাকবো।আর তারা যেহেতু রাজি তাই আমিও রাজি।আর আমার যেহেতু কোন পছন্দ নেই।তাই তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ ভাইয়া।আমি এই বিয়েতে খুশি।হয়েছে?এটাই তো শুনতে চেয়েছিলে তুমি?’

ফাহিম হেসে আরাবীর গাল টেনে দিলো,-‘ সব জানিস দেখি।’

-‘ তোমার বোন বলেই তো সব জানি।’

ফাহিম বোনকে বুকে টেনে নিলো।আরাবীও ভাইকে জড়িয়ে ধরলো।ওর আব্বু আর ভাই যেহেতু বলেছে লোকটা ভালো আর ফ্যামিলিও ভালো।তাহলে আরাবীর আর কোন চিন্তা নেই।ওর আব্বু আর ভাই ওর জন্যে বেস্ট'টাই সিদ্ধান্ত নিবে ও জানে।নূর আর ইফতি ফিসফিস করছে।নূর হলো জায়ানের ছোট বোন।নূর বলছে,

-' ইফতারি ভাইয়া জায়ান ভাইয়ার কি হয়েছে বলোতো?'

ইফতি নূরের কথায় বিরক্ত হয়ে তাকালো নূরের দিকে।চাপা ধমকে বলে,

-‘ বেয়া*দপ মেয়ে।ইফতারি কি হ্যা? আমার নাম ইফতি ঠিকঠাকভাবে বল।নাহলে থাপ*ড়িয়ে কান লাল করে দিবো।’

নূর মুখ কালো করে বললো,-‘ আমি তোমাদের দুই ভাইয়ের একবোন আমাকে মা*রতে পারবে তুমি?’

ইফতি রাগি কণ্ঠে বললো,

-‘ তাহলে তুই উল্টাপাল্টা নামে ডাকিস কেন আমায়?’

-‘ উফ,আচ্ছা বাদ দেও।এটা বলো ভাইয়া আমাদের ভাবিকে দেখে কি রিয়েকশন দিয়েছিলো?’

-‘ কি আর রিয়েকশন দিবে?ব্যাটা জন্মের নিরামিষ।ওর মতো আমি আর কাউকে দেখি নি।’

নূর ভাব নিয়ে বললো,-‘ দেখবা কেমনে আমার জায়ান ভাইয়ার মতো একপিছই হয়।’

ইফতি নূরের মাথায় চা*টি দিয়ে বলে,

-‘ ও মানুষ না রোবট।’

-‘ উফ, ভাইয়া মারলা কেন?’

-‘ তোরা দুটো বের হো আমার রুম থেকে। আমার কাজে সমস্যা হচ্ছে।’

ওদের খুনশুটির মাঝে হঠাৎ জায়ানের গম্ভীর গলার আওয়াজে দুজনেই ভড়কে গেলো।নূর

নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁত কেলিয়ে বলে,-‘ ভাইয়া বলছিলাম কি...’

জায়ান নূরকে আর বলতে দিলো না।তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়ে নিজে বলে,

-‘ কোনরকম অযথা কথা বললে এখনই চুপ যা।’

-‘ আরে ভাইয়া শুনে তো নিবে আমি কি বলি।’

-‘হু!’

-‘ বলছিলাম কি ভাবি কে দেখে তোমার কেমন লেগেছে।’

নূরের প্রশ্নে জায়ানের তেমন একটা পরিবর্তন দেখা গেলো না।জায়ান ল্যাপটপে আঙুল চালাতে চালাতে উত্তর দিলো,

-‘ হু,ভালো।’হতাশ হলো নূর আর ইফতি। এতো ইনিয়েবিনিয়ে প্রশ্নটা শেষমেষ করলো ওরা।আর জায়ান উত্তর দিলো কি এটা? ‘ হু,ভালো।’ এটা কোন উত্তর হলো?

ওদের ভাবনার মাঝে জায়ান ল্যাপটপ কোল থেকে রেখে তীক্ষ্ণ চোখে নূর আর ইফতির দিকে তাকিয়ে বলে,

-‘ আর কিছু আস্ক করবি?নাহলে যা বের হো।’নূর মুখ ফুলিয়ে নিলো।তার এই ভাইকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। শুধু

ত্যাড়াব্যাকা উত্তর দিবে। নূর ইফতির হাত ধরে টানতে টানতে জায়ানের রুম থেকে বেড়িয়ে গেলো। তারপর ইফতিকে ঝারি দিয়ে বলে,

-‘ কেমন মানুষ তুমি।ভাইয়া আর ভাবি ছাদে একা কথা বলতে গেলো তুমি একটু লুকিয়ে চুরিয়ে দেখবা না ওরা কি করছিলো তখন।’ইফতি বিরক্ত হলো নূরের এতো বকরবকর শুনে।বললো,

-‘ থামবি তুই?আমি বেহা*য়া নাকি বড় ভাই আর ভাবি একা একা কি করছিলো তা উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবো।চল এখান থেকে জলদি ভাইয়া নাহলে রেগে যাবে।’

ইফতি নূরকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।এদিকে জায়ান ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসলো।ধীর আওয়াজে বললো,-‘ আমার মনের অনুভূতি সম্পর্কে জানাটা এতো সহজ ব্যাপার না।যাকে আমি মন দিয়েছি সে ছাড়া আমার চোখের ভাষা,আমার মনের অনুভূতি কেউ বুঝবে নাহ।’

তারপর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বিরবির করলো,

-‘ আর মাত্র পনেরো দিন।’সূর্যের প্রখ’র তেজে যেন ঝলছে যাচ্ছে চারপাশ।অসহ্য গরমে নাস্তানাবুদ অবস্থা সবার।একটুখানি

শীতল বাতাস এসে গা ছুঁয়ে দিলেই যেন কলি*জা জুড়িয়ে যায়। গরমে অস্থির হয়ে গিয়েও বেঁ*চে থাকার তাগিদার জন্যে সবাই কাজের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরেছে।থেমে নেই কারো নিত্যদিনকার কাজকর্ম।এইতো আরাবীও আজ ইউনিভার্সিটিতে এসেছে।আজ মাস্টার্সের প্রথম ক্লাস।মিস দিলে হবে বুঝি? ক্লাস শেষ করে ইউনিভার্সিটি'র গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও।পাশেই দাঁড়ানো ওর বান্ধবী আলিফা।আলিফা গরমে হাসফাস করে এইবার আরাবীর উদ্দেশ্যে বললো,-'
দোস্ত,ভাল্লাগে না।গরমে সি*দ্ধ হয়ে যাচ্ছি।'
আরাবীও ক্লান্ত স্বরে বললো,

-‘ হু,আজ অনেক গরম পরেছে।’
-‘ চল না আরাবী পাশে একটা ক্যাফে আছে ওখানে যাই।’
আলিফার কথায় আরাবী ভাবলো আসলেই ক্যাফে গিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা কিছু খেলে মন্দ হয় নাহ।গলাটা শুকিয়ে এসেছে এমনিতেও।ব্যাগে যে বোতল আছে সেগুলোর পানি খাওয়া আর না খাওয়া সমান ব্যাপার।তাই আরাবী রাজি হয়ে গেলো।-‘ হ্যাঁ,যাওয়া যায়।’
আরাবী ব্যাগ খুলে ফোন বের করলো।বাবাকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।বাবাকে না বলে ও কোথাও যায় নাহ।ফোন বের করতে নিয়ে আঙুলের ব্যাথা জায়গায় আবারও

ব্যাথা পেলো আরাবী।ব্যাথায় 'ইস' করে উঠলো।ফলে ব্যান্ডেজটায় র'ক্ত উঠে লাল হয়ে গেলো।আলিফা তা দেখে বলে,-' আরে কি করলি? আবারও ঘা*টা তাজা হয়ে গেলো। একটু দেখে শুনে ব্যাগটা খুলবি নাহ?'

আরাবী মলিন হেসে বলে,

-' এইটুকুতে কিছু হবে নাহ।চিন্তা করিস নাহ।'

বাবাকে ফোন করে জানিয়ে দিলো আরাবী। তারপর আলিফার সাথে ক্যাফের উদ্দেশ্যে চললো।-' অফিস টাইমে আমি কাজ রেখে এখন তোদের সাথে এখানে এসেছি।আমার কতো ইম্পোর্টেন্ট কাজ ছিলো জানিস?'

নূর জায়ানের কথায় বিরক্তিতে ‘চ’ এর মতো শব্দ করলো।তারপর বললো,

-‘ একটু আধটু কাজ বাদ পরলে কিছু হয় না ভাইয়া।তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে।ট্রিট দিবে না আমাদের? তুমি এতো কিপ্টা কেন?’

জায়ান ভ্রু-কুচকালো।বললো,-‘ কিপ্টামি কোথায় করলাম?তোদের কার্ড দিয়েছিলাম নাহ?’

-‘ কার্ড দিয়ে কি হবে?যার বিয়ে তাকেও আসতে হবে স্বয়ং নিজে থেকে ট্রিট দিতে হবে।এটাই নিয়ম।’একটা মাত্র বোন তার কথা ফেলতে পারবে না জায়ান।তাই চুপচাপ বসে রইলো না চাওয়া সত্ত্বেও।অফিসে গিয়ে

সেখান থেকে জায়ান আর ইফতিকে একপ্রকার ধরে টেনেহিছড়ে নিয়ে এসেছে নূর।পুরোটা সময় নূরকে দিতে হবে আজ। শপিং করিয়ে দিতে হবে সাথে যা যা নূর চাইবে তাই দিতে হবে।জায়ানের কাজ থাকায় নিজের কার্ড দিয়ে বলেছিলো ইফতিকে সাথে নিতে। কিন্তু আরাবী নারাজ সে আজ তার দু ভাইকে সাথে করে নিয়েই তবে ক্ষ্যান্ত হয়েছে।ওদের খাওয়ার মাঝে জায়ানের কল আসলো একটা ফোনে।তাই জায়ান উঠে একটু সাইডে চলে গেলো কলটা এটেন্ড করার জন্যে।

নূর বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ ফুলিয়ে বলে,-‘ ভাইয়া এমন কেন? আমি উইশ করি ভাইয়াকে যেন ভাবি নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরায়।’

ইফতি মাছি তারাবার মতো করে বলে,

-‘ হাহ সেটা স্বপ্নে।’কথাটা বলেই ইফতি ক্যাফের দরজার দিকে তাকালো।তাকানো মাত্র হা করে রইলো।নূর ইফতিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভ্রু-কুচকালো। নিজেও তাকালো সেদিকে।বিষ্ময়ে গোলগোল হয়ে গেলো নূরের চোখ। তারপর কোন কিছু না ভেবে একদৌঁড় লাগালো সেদিকে।নূরকে এমন করতে দেখে ইফতি চেচিয়ে উঠলো,

-‘ নূর আস্তে যা পরে যাবি।’

কে শুনে কার কথা সে নূর দৌঁড়।কথা বলতে বলতে আরাবী আর আলিফা ক্যাফেতে ঢুকছিলো।এমনসময় কেউ এসে হুরমুর করে আরাবীকে জড়িয়ে ধরলো।এমন করায় বেশ ভড়কে গেলো আরাবী।আলিফা চেঁচিয়ে উঠলো,

-‘ আরে আরে কে আপনি?ওকে এইভাবে চেপে ধরেছেন কেন?’

আরাবী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।এদিকে সে আর কেউ না নূর আরাবীকে ঝাপ্টে ধরেছে।নূর আরাবীকে লম্বা একটা হাগ করে তারপর আরাবীকে ছাড়লো।তারপর হাসিমুখে বললো,-‘ ভাবি,ভাবি।ইস,তুমি এখানে

এসেছো।আমি তোমাকে দেখে একেবারে খুশি হয়ে গেলাম।'

আরাবী চিনতে পারছে না নূরকে।আসলে সেদিন ও ভয়ে আর লজ্জায় কারো দিকেই ভালোভাবে তাকায়নি।আরাবী আমতা আমতা করে বললো,

-' কিন্তু তুমি কে?'

নূর হা করে রইলো আরাবীর প্রশ্নে।পরক্ষনে আবার চেহারা দুঃখী দুঃখী করে বলে,

-' ভাবি এটা কি বললে তুমি?আমি তোমার জামাইয়ের একমাত্র বোন।তোমার একমাত্র ননদিনী নূর। আর তুমি কিনা আমায় চিনতেই পারোনি।'আরাবী নূরের কথায় সাথে সাথে

জিহবায় কামড় দিলো।সর্বনাশ বড় ভুল করে ফেলেছে।ইস, নূর মেয়েটা এখন কি ভাবছে ওকে নিয়ে।আরাবী জোড়পূর্বক হেসে বলে,
-‘ আসলে বুঝোই তো সেদিন একটু নার্ভাস ছিলাম তাই কারো দিকে তেমনভাবে তাকাইনি।এইজন্যেই চিনতে পারিনি তোমাকে।সরি হ্যাঁ।’
নূর ফিঁক করে হেসে দিলো,-‘ আরে ভাবি চিল।আমি তো এমনিতেই একটু দুষ্টুমি করছিলাম।’
এরমধ্যেই এখানে এসে ইফতি উপস্থিত হলো।ইফতিকে মনে আছে আরাবীর।তাই ইফতির উদ্দেশ্যে বলল,

-‘ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।ভালো আছেন।’

-‘ ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ভালো আছি ভাবি।আপনি ভালো আছেন?’

-‘ আলহামদুলিল্লাহ!ভালো।’আলিফা এতোক্ষন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে পুরো ঘটনা দেখছিলো।আরাবীর ওর দিকে নজর যেতেই আরাবী আলিফার হাত ধরলো।ধ্যান ভাংলো আলিফার।আরাবী হালকা হেসে বললো,

-‘ ও আমার বান্ধবী আলিফা।’

নূর বললো,-‘ হ্যালো আলিফা আপু।আমি আরাবী ভাবির একমাত্র একটা কিউট ননদ নূর।’

ইফতি প্রথমে সালাম জানালো।আলিফাও সালামের উত্তর নিলো।ইফতি বলে,
-‘ আমি ভাবির দেবর ইফতি সাখাওয়াত। ‘
সাক্ষাৎ শেষ হতেই।নূর আরাবীর হাত টেনে ধরলো,
-‘ ভাবি তোমরা নিশ্চয়ই ক্যাফেতে কিছু খেতে এসেছো।’
আরাবী নূরের প্রশ্নে বলে,-‘ হ্যাঁ, আসলে বাহিরে অনেক গরম।তাই ভাবলাম আমি আর আলিফা কোল্ড কফি খাই।’
-‘ বেশ ভালো করেছো।চলো আমরাও এখানে কফি খেতে এসেছিলাম।চলো আমাদের সাথে জয়েন করবে তোমরা আসো।জায়ান ভাইয়াও

এসেছে। অনেক মজা হবে।জানো আমি আজ ভাইয়াকে অফিস থেকে ধরে নিয়ে এসেছি। আমার একমাত্র বড় ভাই।তার বিয়ে ঠিক হয়েছে।সে আমাকে ট্রিট দিবে না এটা কি হয়?তাই আমি জায়ান ভাইয়া আর ইফতি ভাইয়া দুজনকেই ধরে বেধে নিয়ে এসেছি।’জায়ানও এখানে আছে ভয়ে গলা শুকিয়ে আসলো আরাবীর।লোকটা এখানে আছে তারমানে।এখন আরাবী কিভাবে যাবে লোকটার সামনে?এই ব্যাক্তির উপস্থিতি টের পেলেই তো আরাবীর ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে।কাঁপাকাঁপি করতে করতে জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা হয়ে যায়।নূরকে যে

বলবে ও যাবে নাহ সেটাও পারবে নাহ।
মেয়েটা না আবার খারাপ কিছু ভেবে বসে।
এদিকে নূরকে এমন বকবক করতে দেখে
ইফতি বলল,-‘ আস্তে কথা বল।শ্বাস নেহ।
এতো কথা কিভাবে বলিস তুই?’
নূর মুখ কুচকালো।প্রতিবাদি সুরে বলে,
-‘ আস্তে কথা কেন বলবো? মুখ দিয়েছেই
আল্লাহ কথা বলার জন্যে।যা মনে আসবে
ডিরেক্ট বলে ফেলবো।কোন থামাথামি
নেই।’নূরের এমন বাচ্চামো কথায় আলিফা
হেসে দিলো।ইফতি তাকাতেই আলিফা
নিজের হাসি বন্ধ করে আবারও সিরিয়াস মুড
নিয়ে দাড়ালো।তা দেখে ইফতি হালকা

হাসলো।নূর আরাবীকে নিয়ে ওদের টেবিলের সামনে নিয়ে দাড়ালো।ঠিক তখনই জায়ান কথা বলা শেষ করে এসেছে।জায়ানকে দেখেই আরাবী মাথা নিচু করে রইলো।জায়ান আরাবীর দিকে অদ্ভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে।নূর বললো,-‘ ভাইয়া দেখো সার্প্রাইজ।ভাবিকে নিয়ে আসলাম।’

জায়ান শীতল কন্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

-‘ হু! কোথায় পেলি ওকে?’

ইফতি জবাবে বলে,-‘ গরম লাগার কারনে ভাবি আর ওনাত ফ্রেন্ড ক্যাফেতে এসেছে কোল্ড ড্রিংস এর জন্যে।ক্যাফেতেই দেখা হলো মাত্র। তাই নূর আমি গিয়ে নিয়ে

আসলাম।আমাদের সাথে যেন জয়েন করে। ভালো করেছি না ভাইয়া।?'জায়ান ইফতির কথা পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই বললো না। শীতল চাহনীতে সে তাকিয়ে আরাবীর দিকে।আরাবী চোখ তুলে একবার তাকালো জায়ানের দিকে। তাকাতেই জায়ানের ওই শীতল চোখের চাহনী দেখে ওর অন্তর আত্মা কেঁপে উঠলো। এইভাবে তাকিয়ে আছে কেন লোকটা ওর দিকে? কি যেন আছে ওই দৃষ্টির মাঝে। আরাবীর বুকের ভীতর এফোড় ওফোড় করে দেয় ওই চাহনী।আরাবী ভয়ের সাথে ঢোক গিললো।শুকিয়ে যাও গলাটা একটু ভিজানোর

বড্ড দরকার।জায়ানের শান্ত কন্ঠ শোনা গেলো,-‘ হেভ আ সিট।’
নূর জায়ানের কথা শুনে টেনে আরাবীকে বসিয়ে দিলো।ইফতিও আলিফাকে বসার জন্যে বললো।আলিফা আরাবীর দিকে তাকালো।আরাবীর একপাশে নূর বসেছে অন্যপাশ খালি।আরাবীর হবু বর সামনে দাঁড়ানো সেই বসবে ওই খালি জায়গাটায়। আলিফা পরিস্থিতি বুঝে অপরপাশে গিয়ে বসে পরলো।ওর পাশে বসলো ইফতি।তবে মাঝে যথেষ্ট জায়গা রেখে বসেছে ছেলেটা।আলিফার ভালো লাগলো ব্যাপারটা দেখে।এদিকে আরাবী চুপচাপ বসে ক্রমাগত হাত

কচলাচ্ছে।নার্ভাসনেসের ঠ্যালায় ও বোধহয় ম’রে টরে যাবে।আরাবী বিরবির করলো,-‘ ইয়া মাবুদ। আমাকে একটু স্বাভাবিক করে দেও।’

কিন্তু তা আর হলে তো?আরাবীর কাঁপাকাঁপি আরো একধাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জায়ান ধপ করে বসে পরলো ওর পাশে।একদম ওর গা ঘেষে বসলো।আরাবীর শ্বাস গলায় আটকে গেলো।পুরো শরীর বরফের জমে গিয়েছে ওর।জায়ানের বাহু আরাবীর বাহুর সাথে একেবারে লেগে।আরাবীর যেখানটায় জায়ানের স্পর্শ করছে।আরাবীর মনে হচ্ছে সেই জায়গাটায় কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

এসির মাঝেও ঘামতে লাগলো আরাবী।জায়ান আরাবীর অবস্থা দেখে সবার আড়ালে ঠোঁট কামড়ে মৃদ্যু হাসলো।আলিফা আর ইফতি নূরের বকবক শুনতে ব্যস্ত।জায়ান মাথাটা নিচু করে আরাবীর কানে ফু দিলো।এমন করাতে ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠলো আরাবী।হাটুর কাছের জামা সজোড়ে খামছে ধরলো। হৃৎপিন্ডটা বোধহয় বুক চিরে বেড়িয়ে আসবে। আরাবীর সেই কাঁপা হাতটা জায়ান নিজের হাত দ্বারা চেপে ধরলো।জায়ানের এক একটা কান্ডে যেন আরাবী চারশো চল্লিশ বোল্ডের ঝটকা খাচ্ছে।কি হচ্ছে ওর সাথে কেন হচ্ছে? লোকটা এমন কেন করছে?সেদিনের জায়ান

আর আজকের জায়ান এক নাহ।কোনভাবেই এক নাহ।অন্তত আরাবীর কাছে তো নাই। জায়ান আরাবীর হাতটা আরো একটু শক্ত করে ধরে।আরাবীর কানে ফিসফিস করে বললো,-‘ টেক আ ব্রিথ।’

আরাবী সাথে সাথে মাথাটা সরিয়ে ফেললো। জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিচ্ছে আরাবী। জায়ানের হাতের মাঝে থাকা হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো।কিন্তু কোনভাবেই পারছে। আরাবী এইবার না পেরে কাঁপা গলায় নিচু কণ্ঠে বলে,

-‘ হাতটা ছাড়ুন প্লিজ।’

জায়ানের কোন জবাব নেই।সে নির্বিকার।ইয়া মাবুদ এই কোন লোকের খপ্পরে পরলো ও, ভাবছে আরাবী।আরাবী আবারও বলে,-‘ ছা..ছাড়ুন নাহ প্লিজ।’
জায়ানের ভাবলেসহীন উত্তর,
-‘ উহু,এইভাবেই থাকুক।’এই উত্তরে যেন আরাবীর কেঁদে দেবার মতো অবস্থা।ঠোঁট ভেঙ্গে কান্না আসছে ওর।’এইভাবেই থাকুক!’ বললেই হলো নাকি? এমনভাবে আরাবী থাকবে কিভাবে? এইযে আরাবীর হাত-পা কাঁপছে,হাপানি রোগির মতো শ্বাস নিচ্ছে,হৃৎপিন্ড ধরাস ধরাস করছে।এইভাবে কি থাকা যায়?উহু! একদম নাহ।আজ

আরাবীর ম'রেই যাবে।একদম মরে যাবে। সেদিন ওকে কি ধমকটাই নাহ দিলো। জায়ানের ধমক খেয়ে আরাবীর রূহ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।আর আজ লোকটা এসব কি করছে? একটা মানুষ রাতারাতি এমন ভাবে বদলে যেতে পারে কি করে?মানে কিভাবে?জানা নেই আরাবীর। কিচ্ছু জানা নেই।' হাতে ব্যাথা পেলে কিভাবে?'

জড়সড় হয়ে বসা থাকা আরাবীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করলো জায়ান।আরাবী এহেন প্রশ্নে কি উত্তর দিবে ভেবে পেলো না।তবুও আমতা

আমতা করে বলে উঠলো,-‘ আং..আংটিটা খুলার সময় একটু ছি..ছিলে গিয়েছিলো।’ জায়ান ভ্রু-কুচকালো আরাবীর কথা শুনে। ব্যান্ডেজটায় এখনো তাজা র’ক্ত ভেসে আছে। আলতো করে হাত ছোঁয়ালো সেখানে জায়ান। জায়ানের স্পর্শে জায়গাটা কেমন শিরশির করছে আরাবীর।জায়ানের ধীর আওয়াজ,-‘ ব্যাথা আছে?’

-‘ উঁহু।’

-‘ এখনো র’ক্ত লেগে যে?’

-‘ ব্যাগের সাথে লেগে আবার ব্যাথা পেয়েছিলাম।’

-‘ চলো আমার সাথে।’আকস্মিক জায়ানের এই কথায় আশ্চর্য হলো আরাবী।চোখ তুলে তাকালো জায়ানের দিকে।জায়ান নির্বিকারে ওর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু জায়ানের চোখে আরাবী দেখতে পাচ্ছে একরাশ ব্যাকুলতা,অস্থিরতা।তবে কি তা ওর জন্যেই? কিন্তু ওর জন্য কেনই বা এতো অস্থির আর ব্যাকুল হবে লোকটা?আজ নিয়ে মাত্র দু’দিন হলো ওদের দেখা।আরাবী বিরবির করলো,-‘ আপনি আস্ত একটা ধাধা।এই ধাধার উত্তর আমি মিলাবো কিভাবে?’

-‘ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে অপেক্ষা করতে হয়।’

হকচকিয়ে গেলো আরাবী। এতো আস্তে কথা বললো তাও লোকটা শুনে ফেললো।কি ভয়া'নক ব্যাপার স্যাপার। আরাবীর ভাবনার মাঝে জায়ান গম্ভীর স্বরে বলে,-' চলো।'
আরাবী মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলো,
-' কো..কোথায় যাবো?'
-' ডাক্তারের কাছে।'
আরাবী অবাক।
-' কিন্তু কেন?'কোন উত্তর দিলো না জায়ান। সে এখনো আরাবীর হাতের ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়ে।আরাবী শুকনো গলায় বলে,

-‘ লা..লাগবে নাহ তো ।একটুখানি কেটেছে। আমার ব্যাগে ব্যান্ডেজ আছে ।আমি আলিফাকে দিয়ে করিয়ে নিবো।’

কথাটা শোনা মাত্রই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো জায়ান আরাবীর দিকে ।আরাবী ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে নিলো ।আশ্চর্য লোকটা এভাবে তাকাচ্ছে কেন? একটু আগেই তো কি সুন্দর নরম কন্ঠে কথা বলছিলো ।এখন আবার সেদিনের মতো তাকাচ্ছে।

-‘ ভাই তুমি কিছু বলছো নাহ কেন?’নূরের প্রশ্নে আরাবী দ্রুত জায়ান থেকে একটু সরে বসার চেষ্টা করতে লাগলো ।কিন্তু জায়ান তা হতে দিলে তো। সে এখনো আরাবীর হাত

ধরে বসে।তবে খুব নরম স্পর্শে ধরেছে আরাবীর হাতটা।যেন আরাবী একটুও ব্যাথা না পায়।বুকের ভীতরটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে।জায়ানের একটুখানি ছোঁয়াতেই যেন আরাবীর মন আরাবীকে বলছে।ইনিই সেই জন যেইজন তোকে সবসময় সবকিছু থেকে আগলে রাখবে। তোর একমাত্র নির্ভরযোগ্য, ভরসাযোগ্য ব্যাক্তি।যার কাছে তুই নির্দ্বিধায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবি।কিন্তু মন এমনটা কেন বলছে?কি কারনে এমন হচ্ছে? যেখানে অন্যসব ছেলে আরাবীর দিকে একটু আঁড়চোখে তাকালেই আরাবীর অসস্থি লাগে। সেখানে জায়ান আরাবীর সাথে প্রায়

একপ্রকার গা ঘেসে বসে আছে।সাথে ওর হাত ধরে আছে।কিন্তু আরাবীর একটুও খারাপ লাগছে না।বরং সারা মনপ্রাণ জুড়ে ভালোলাগার প্রজাপতিরা এদিক সেদিক উড়াউড়ি করছে।আনমনেই আরাবীর ঠোঁটের কোণে লজ্জা রাঙা হাসি ফুটে উঠলো। এতোক্ষনের ভয়,ড’র,জড়তা সব যেন একনিমিষে কোথাও গায়েব হয়ে গেলো। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই নূর সিদ্ধান্ত নিলো দূরে কোথায় ঘুরতে যাবে।আরাবী আর আলিফাকেও ওদের সাথে যেতে হবে।তা শুনে আরাবী ভড়কে গেলো।সে কিভাবে যাবে? দুপুর তিনটা বাজে।বাড়ি ফিরতে হবে।নাহলে

ওর বাবা চিন্তা করবেন।আর বাবাকে যে ফোন করে জানাবো।তো জানাবেটা কি?যে ও জায়ানের সাথে আছে?এটা আরাবী কখনই বলতে পারবে নাহ।লজ্জায় আরাবী তৎক্ষনাত ম’রে যাবে।কি মনে করবে ওর বাবা আর মা। বলবে বিয়ে ঠিক হয়েছে একদিনই হয়নি। এখনি হবু বর এর সাথে ঘুরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে।আরাবী ইতস্ততভাবেই বলে উঠলো,-‘ নূর বলছিলাম কি,তোমরা ঘুরতে যাও।আমি অন্য একদিন যাবো নেহ তোমাদের সাথে।আলিফাকে ওর বাড়ি ফিরতে হবে।আংকেল আবার একটু ইস্ট্রিক্ট ওর বিষয়ে।’

জায়ান আরাবীর কথা শুনে শীতল দৃষ্টিতে তাকালো।আরাবী সেটা বুঝতে পেরে এদিন ওদিক নজর ঘুরিয়ে নিলো।জায়ান বলে উঠলো,-‘ আরাবী ঠিক বলছে।ইফতি..’

-‘ জি ভাই।’

ইফতি এগিয়ে আসতেই।

-‘ নূরকে নিয়ে তুই চলে যাহ।আমি আরাবী আর আলিফাকে ড্রপ করে সোজা অফিসে আসছি।’

-‘ আচ্ছা ভাই।’আরাবী জায়ানের ড্রপ করে দেওয়া কথা শুনে কিছু বলবে।তার আগেই জায়ানের ঠান্ডা কন্ঠ,

-‘ ডোন্ট স্যে আ ওয়ার্ড। আমি যেহেতু বলেছি ড্রপ করে দিবো।মানে দিবো।’

আরাবী সাথে সাথে বলতে চাওয়া কথাটা গিলে ফেললো।যেইভাবে তাকায় লোকটা। মানুষ কথা আর বলবে কিভাবে? ইফতি আর নূর মিটিমিটি হাসছে ওদের ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। জায়ান বিরক্ত হলো এই দুটোর কান্ডে। চাপা ধমক দিয়ে বললো,-‘ কি সমস্যা তোদের?’

নূর হাসি বন্ধ করে সাথে সাথে বলে,

-‘ কোন সমস্যা নেই ভাইয়া।এইযে তুমি ভাবির সাথে আরেকটু টাইম স্পেন্ড করতে চাচ্ছো।আমার আর ইফতি ভাইয়ার এতে

কোন সমস্যা নেই।তুমি চাইলে ভাবির সাথে আজ সারাটাক্ষন থাকতে পারো।এতেও আমার আর ইফতি ভাইয়ার কোন সমস্যা নেই।’একনাগারে কথাগুলো বলে ফেললো নূর।নূরের এমন কথায় জায়ান কোন গুরুত্ব দিলো না।এদিকে ইফতি আর আলিফা হেসে দিয়েছে।আর আরাবী লজ্জায় পারে নাহ মাটি ফাঁকা করে তার মধ্যে ঢুকে যেতে। কি একটা অবস্থা।এইভাবে তাকে লজ্জা দেওয়ার কোন মানে আছে? নূর মেয়েটা অতিরিক্ত কথা বলে।আরাবী ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ইফতি হাসি থামিয়ে বলে,-‘ নূর চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।আসি ভাবি।ভালো থাকবেন।’

-‘ আসি ভাবি।আমি কিন্তু আবার তোমার সাথে দেখা করবো।নেক্সট দেখা হলে কিন্তু আমরা ঘুরতে যাবো বলে দিলাম।আমরা শপিং ও করবো।এখন আমি একা নই তুমিও আছো আমার দলে।দুজন মিলে একসাথে ভাইয়ার পকেট খালি করবো।’জায়ান বিরক্ত হয়ে ইফতিকে ইশারা করলো নূরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ইফতি ইশারা বুঝতে পেরে সাথে সাথে নূরের মুখ চেপে ধরলো।

-‘ আরে বোন আমার চুপ যা। এতো কথা বলিস নাহ।’

নূর ইফতির হাতে কামড় দিয়ে দিলো।ব্যাথা পেয়ে ইফতি হাত সরিয়ে নিলো।নূর রাগি

গলায় বলে,-‘ আমার কথা বলার সময় ডিস্টার্ব করবা নাহ ভাইয়া।নাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।’

-‘ আচ্ছা বুঝেছি।চল তো।ভাইয়া রেগে যাচ্ছে।’

নূর মুখ ভেংচি কেটে বাইকে গিয়ে উঠে বসলো ইফতি গিয়ে বাইক স্টার্ট দিয়ে চলে গেলো।ওরা যেতেই জায়ান আরাবীর উদ্দেশ্যে বলে,-‘ গাড়িতে উঠো।’

জায়ান ফ্রন্ট সিটের দরজা খুলে দিতেই আরাবী গাড়িতে উঠে বসলো।আলিফা নিজেই গাড়ির দরজা খুলে পিছনে বসতে বসতে বলে,

-‘ আমি নিজেই উঠতে পারবো ভাইয়া।আপনি বরং আপনার বউয়ের দিকে নজর দিন।’

জায়ান নিস্তব্ধে বাঁকা হাসলো।বললো,-‘ নজর আমার সবসময় তার দিকেই থাকে।’

কথাটা শোনা মাত্রই আরাবী চোখ বড় বড় করে তাকালো।লোকটা কিসব বলে আলিফার সামনে।একটুও কি লজ্জা নেই নাকি।হঠাৎ টুং করে একটা মেসেজ আসে আরাবীর ফোনে। আরাবী মেসেজটা ওপেন করে দেখে আলিফার মেসেজ। মেসেজটা পড়েই আলিফা লজ্জায় হাসফাস করতে লাগলো।এতো অস’ভ্য এই মেয়েটা।কিসব নির্ল’জ্জ কথাবার্তা লিখে মেসেজ পাঠাচ্ছে।মেসেজটা আবার

পড়ল আরাবী।লাজুক হাসলো ও।আলিফার উদ্দেশ্যে লিখে পাঠালো,-‘ অস’ভ্য কথা কমিয়ে বল।সে আছে এখানে।আমাকে আর লজ্জা দিস নাহ প্লিজ।’

বান্ধবীর মেসেজের উত্তর দেখে আলিফা মিটিমিটি হাসতে লাগলো।এদিকে জায়ান এসে গাড়িতে বসলো।তারপর বলে,

-‘ সিট বেল্ট বেধে নেও।’আরাবী জিভ কাটলো।ইস,সে তো এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো। আরাবী দ্রুত সিট বেল্ট লাগালো। জায়ান গাড়ি স্টার্ট দিলো।এর মধ্যে আর কোন কথা হলো নাহ।সবার আগে আলিফার বাড়ি পরায়। আলিফাকে আগে নামিয়ে দিলো

জায়ান।আলিফা যাওয়ার সময় আরাবীকে চোখ টিপ মেরে গিয়েছে।বিনিময়ে আরাবী চোখ রাঙ্গানি দিয়েছে আলিফা। তারপর আবারও গাড়ি চলতে শুরু করলো।একেবারে আরাবীদের বাড়ির গেটের সামনে এসে থামলো।আরাবী সিট বেল্ট খুলেছে মাত্র।হঠাৎ জায়ান বললো,-‘ তোমার ব্যাগটা দেও।’

বুঝতে পারলো না আরাবী।

-‘ অ্যাঁ?’

-ব্যাগ!’

জায়ান চোখের ইশারায় দেখালো।আরাবী এইবার বুঝলো জায়ানের দিকে ব্যাগটা

এগিয়ে দিলো।জায়ান ব্যাগটা নিলো না।তবে বললো,

-‘ ব্যান্ডেজ বের করো।’আরাবীর আজ কি হয়েছে কে জানে?ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো জায়ান যা যা বলছে তাই করছে।আরাবী ব্যান্ডেজ বের করে জায়ানের দিকে এগিয়ে দিলো। জায়ান সেটা হাতে নিয়ে বিনাবাক্যে আরাবীর হাত টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসলো। খানিক কেঁপে উঠলো আরাবী তবে কিছু বললো না।জায়ান খুব যতনে আরাবীর হাতের ব্যান্ডেজটা খুলে ফেললো।খুব নরমভাবে স্পর্শ করছে।যেন আরাবীকে একটু জোড়ে ছুঁলেই আরাবী ব্যাথা পাবে। জায়ানের প্রতিটা স্পর্শে

আরাবী দেহ মন কেমন চনমনিয়ে উঠছে।
পায়ের তলায় সুরসুরি লাগছে।আরাবী ঠোঁট কামড়ে বসে রইলো।জায়ান সুন্দরভাবে আবারও আরাবীর হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলো। তারপর আরাবীর হাত দ্রুত ছেড়ে দিয়ে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিলো।আরাবী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে জায়ানের দিকে।জায়ান চোখ বন্ধ করা অবস্থাতেই শক্ত কন্ঠে বলল,-‘ যাচ্ছো না কেন?’
আরাবী কথাটা শুনেই হুরমুরিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলো।এ কেমন লোক রে বাবা। এইভাবে বলার কি আছে? লোকটা অদ্ভুত। এই নরম তো আবার এই গরম।আরাবী

বাড়ির দিকে পা বাড়াতে নিয়েও থেমে গেলো।এভাবে চলে যাওয়াটা ভালো দেখায় নাহ। হাজার হোক লোকটা ওর হবু বর। আরাবী আবার ফিরে আসলো।জায়ানের দিকের দরজার কাছে গিয়ে দাড়ালো। ইতস্ততভাবে জানালায় ঠকঠক আওয়াজ করলো।-‘ আবার কি চাই?’

নাক মুখ কুচঁকে এলো আরাবীর।এটা কেমন প্রশ্ন?আরাবী নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলে,

-‘ জি বাড়িতে আসুন।’

জায়ানের জবাব নেই।আরাবী জানালা দিয়ে ভীতরে জায়ান কি করছে দেখার চেষ্টা করলো

কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না।ফোঁস করে শ্বাস ফেলে আরাবী নিজেই আবার বলে,-‘ বাড়িতে আসুন।এইভাবে গেটের কাছ থেকে চলে যাবেন।বিষয়টা খারাপ দেখায়।’

-‘ আসলে কি খাওয়াবে?’

জায়ানের সোজাসাপটা প্রশ্ন।এমন প্রশ্নে আরাবী কি উত্তর দিবে জানে নাহ।জীবনেও শুনে নি কাউকে বাড়িতে আসার কথা বললে সে ব্যাক্তি সোজাসাপটা জিজ্ঞেস করে ‘আসলে কি খাওয়াবে?’। এই জায়ান নামক ব্যাক্তিটা অদ্ভূত, বড্ড অদ্ভূত।আরাবী ধীর আওয়াজে বলে,-‘ আপনি আগে আসুন তো।আমি

আপনার জন্যে চা,পাকোরা,পাস্তা,নুডুলস।যা যা আপনি খেতে চান বানিয়ে দিবো।’

-‘ বাট আই লাভ সুইটস মোর।’

আরাবী সরল মনে বললো,

-‘ হ্যাঁ তাও বানিয়ে খাওয়াবো।আমি রসমালাই,গোলাপজাম, বানাতে পারি।’

-‘ এইগুলা না অন্য মিষ্টি।’

কথাটা বলেই জায়ান গাড়ির জানালা খুলে অদ্ভূত দৃষ্টিতে তাকালো আরাবীর দিকে। আরাবী সাথে সাথে দৃষ্টি নত করলো।জায়ান বাঁকা হেসে বলে,-‘ বাড়ি যাও।আমি আসবো নাহ।কারন আমি জানি আমি যেই মিষ্টির কথা বলছি তুমি তা আমায় বিয়ের পর ছাড়া দিতে

পারবে না।আর আমিও বিয়ের আগেই মিষ্টি খেতে চাই নাহ।'

গোলমেলে কথাটা বুঝতে পারলো না আরাবী। চিন্তায় বিভোর সে কথাটা নিয়ে।আরাবী ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। হঠাৎ পিছন থেকে জায়ান ডেকে উঠলো,

-' আরাবী...!'ইস, কি সুন্দর সেই ডাক। একেবারে আরাবীর কলিজায় গিয়ে লাগে। কারো মুখে নিজের নামটা শুনতে এতো ভালো লাগে জানা ছিলো না আরাবীর।আরাবী সময় নিয়ে পিছনে ঘুরে তাকালো।আরাবী তাকাতেই জায়ান শীতল কণ্ঠে বললো,

-‘ আর কখনো আমার সামনে ঠোঁট কামড়াবে নাহ।আই কান্ট কন্ট্রোল মাইসেল্ফ দেন।’কথাটা শেষ করতে দেরি জায়ানের গাড়ি ছুটিয়ে যেতে দেরি নেই।আরাবী হা করে জায়ানের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।জায়ানের এমন অদ্ভূত কথাবার্তা ওর মাথায় কিলবিল করতে লাগলো।জায়ানের কথার অর্থ ভাবতে ভাবতে আরাবী নিজেদের ফ্লাটে চলে আসলো।লিপি বেগম দরজা খুলে দিলেন।ভ্রু-কুচকে আরাবীকে খানিক দেখলো তবে কিছু বললো না।কারন বসার ঘরে জিহাদ সাহেব বসে আছেন।তাই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।আরাবী বাবার সাথে কিছু কথা

বলে রুমে চলে আসলো।গোসল করে ফ্রেস হয়ে আসলো।এখনও ভাবছে জায়ানের কথা। বিরবির করে বার কয়েক জায়ানের কথা আওড়ালো।হঠাৎ কিছু একটা বুঝে চমকে উঠলো আরাবী।থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। র'ক্ত হিম হয়ে গিয়েছে ওর।আকস্মিক চাঁপা চিৎকার দিয়ে বালিশে মুখ গুজে দিলো আরাবী।ভাজ্ঞিস কেউ শুনেনি।কারন ওর রুমটা বসার ঘর থেকে একটু সাইডে। আরাবীর লজ্জায় দ'ম বন্ধ হয়ে আসছে। নাক,কান,গাল গরম হয়ে গিয়েছে।আরাবী বালিশে মুখ গুজে বিরবির করলো,

-‘ শেষমেষ কিনা এমন নির্ল’জ্জ ছেলেকেই আমার বর হতে হলো?অস’ভ্য, অ’সভ্য,অস’ভ্য।’আজ শুক্রবার। সপ্তাহিক ছুটির দিন।সকাল থেকে আরাবী বসে নেই। একে একে ঘরের সব কাজ আজ সে একা হাতেই করছে।এখন রান্না করছে।অবশ্য রান্না প্রায় হয়ে এসেছে।ফাহিম বোনের হাতের পাস্তা খেতে চেয়েছে। সেটাই বানাচ্ছে আরাবী।চুলোয় পাস্তা সিদ্ধ দিয়ে কাটাকুটি করছে আরাবী।এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো।আরাবী ভ্রুক্ষেপ করলো না।বসার ঘরে লিপি বেগম আর ফিহা আছে। তাদের মাঝেই কেউ গিয়ে খুলে দিবে।আরাবী

পেয়াজ,কাচা মরিচ কেটে নিয়েছে।পাস্তাটা চুলোয় বসিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করছে আরাবী। এমন সময় রান্না ঘরে এসে হাজির হয় ফিহা। এসেই আরাবীকে দেখে মুখের বিকৃতি আকার করলো।ফিহা বলল,-‘ তোর শশুড়বাড়ির লোক এসেছে। আম্মু তোকে ভালোভাবে হাত মুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে আসতে বলেছে।’ আরাবী কথাটা শুনেই বড় বড় চোখে তাকালো।মনে মনে বললো,

-‘ ইয়া মাবুদ।হঠাৎ তারা আসলো যে?’আরাবী ঝটপট পাস্তা বানিয়ে রুমের দিকে ছুট লাগালো।সুন্দরভাবে ফ্রেস হয়ে একটা বেবি পিংক কালার গোল জামা পরে নিলো।জামাটা

আরাবীর খুব পছন্দ। স্পেশালি জামাটার ওড়না।ওড়নায় খুব সুন্দর কারুকাজ করা। আরাবী এইবার বসার ঘরে গেলো।গিয়ে দেখলো ওর হবু শাশুড়ি,চাচি শাশুড়ি আর নূর এসেছে।নূর আরাবীকে দেখা মাত্রই দৌঁড়ে উঠে গিয়ে আরাবীকে জড়িয়ে ধরলো।তারপর বলল,-' জানো ভাবি আমি তোমায় কত্তো মিস করেছি।ভাইয়াটা না অনেক শ'য়'তা'ন।কতো করে বললাম ভাবির নাম্বারটা দেও। আমি ভাবির সাথে ভিডিওকলে কথা বলবো। শয়'তানটা দিলোই নাহ।তুমি কিন্তু ভাইয়াকে ব*কা দিয়ে দিবে এরজন্যে ঠিক আছে?'আরাবীর নূরের একনাগারে বলা

এতোগুলো কথা ঠাওর করতে সময় লাগলো। তারপর জোড়পূর্বক হেসে আরাবী মাথা দুলালো।আরাবী সাথি বেগম আর মিলি বেগমকে সালাম দিলেন।তারাও সালামের জবাব নিলেন।সাথি বেগম বলেন,

-‘ আমরা এসেছিলাম আরাবীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ওকে নিয়ে আজ জুয়েলার্সের দোকানে গিয়ে গহনা বানাতে দিয়ে আসবো। আপনার এতে কোন আপত্তি আছে আপা,ভাই সাহেব?’

জিহাদ সাহেব হেসে বলেন,-‘ নাহ নাহ আপা সমস্যা নেই।আপনারা যান নিয়ে ওকে। এমনিতেও তো আর কয়েকদিন পর মেয়ে

আমার আপনাদেরই হয়ে যাবে।তখন উল্টো ওকে নেয়ার সময় আমার অনুমতি লাগবে আপনাদের কাছ থেকে।’বলতে বলতে জিহাদ সাহেব মন খারাপ করে আরাবীর দিকে তাকালেন।মেয়েটা তার বড্ড আদরের। কলিজার টুকরো মেয়েটাকে আর কয়েকদিন পর পরের ঘরে পাঠিয়ে দিবেন ভাবলেই তার দ’ম বন্ধ হয়ে আসে।আরাবীও বাবার দিকে মলিন হেসে তাকালো।চোখে ওর একরাশ কাতরতা।পরিবার, আপনজন ছেড়ে চলে যাবে কয়েকদিন পর।সেই দুঃখের হাহা*কারে ভীতরটা কেমন খালি খালি হয়ে আসছে

এখনি।লিপি বেগম বলেন,-‘ আরাবী যা রেডি হয়ে আয়।’

আরাবী নিচু স্বরে বলে,

-‘ আমি রেডিই মা। শুধু হিজাব বাধলেই হবে।’আরাবী রুমে এসে সুন্দরভাবে একটা হিজাব বেধে নিলো।কি মনে করে যেন চোখে কাজল দিলো আর ঠোঁটে হালকা লিপগ্লোস। আনমনেই হাসলো আরাবী নিজেকে দেখে। সেদিন জায়ানের কথাগুলো মানে বুঝার পর থেকে আরাবী হুটহাট লজ্জা পেয়ে বসে। এইযে যেমন এখন হঠাৎই জায়ানের কথা ওর মনে পরে গেলো।আর এখন লজ্জায় গাল গরম হয়ে উঠেছে ওর। মনে মনে জায়ানকে

আরেকবার অ*সভ্য উপাধি দিয়ে বেড়িয়ে আসলো আরাবী।এসেই দেখে ফিহাও তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে। ভ্রু-কুচকালো আরাবী।এই মেয়ে এমন সেজেগুজে আছে কেন? ওকে আরো অবাক করে দিয়ে ফিহা বলে,-‘ চলুন আন্টি,আরাবী আপু এসে পরেছে।’
ফিহার মুখে আপু ডাক শুনে আসমান থেকে পরলো আরাবী।রাতারাতি এতো পরিবর্তন? ফিহার এসব নাটক সহ্য হচ্ছে না আরাবীর। দাঁত খিচিয়ে রয়েছে।নেহাত ওর শশুড়বাড়ির লোক আছে এখানে নাহলে।আরাবী ফিহা দুটো করা কথা নিশ্চিত শোনাতো।

সবাইকে বলে ওরা শপিংমলের উদ্দেশ্য বেড়িয়ে পরলো।জুয়েলারি শপে আসতেই অবাক হলো আরাবী।কারন গাড়ি পার্কিং এরিয়াতে আগে থেকেই জায়ান আর ইফতি দাঁড়ানো।তারা নামতেই জায়ান আর ইফতি এগিয়ে আসলো।জায়ান আরাবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

-‘ আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?’আরাবী মাথা দুলিয়া ‘ না ‘ বুঝালো।লজ্জায় আরাবীর গালে লাল আভা দেখা দিলো।সেদিনের ঘটনার কথা মনে পরে গিয়েছে জায়ানকে দেখে।আরাবী লজ্জা পাচ্ছে এদিকে অ’সভ্য লোকটার কোন হেলদোল নেই।ফিহা হা করে

তাকিয়ে আছে জায়ান আর ইফতির দিকে। কেউ কারো থেকে কম নাহ।দু ভাই-ই সুদর্শন।সাথি বেগম ফিহাকে পরিচয় করিয়ে দিলো।জায়ান ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল,-‘ ভালো আছো?’
ফিহা কেমন যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গিয়েছে।বেশ ভাব নিয়ে বলে,
-‘ আমি ভালো আছি জায়ান ভাইয়া।আপনি কেমন আছেন?বাই দ্যা ওয়ে আপনাকে এই ব্লাস স্যুটে দারুণ লাগছে।’
আরাবী ফিহার কথা শুনে রাগান্বিত দৃষ্টিতে ফিহার দিকে তাকালো।ছ্যা’ছড়ামো শুরু হয়ে গিয়েছে অসহ্য।আরাবীর মস্তিষ্কে যেন ঈর্ষা’রা

কিলবিলিয়ে উঠলো। জায়ান ফিহার কথার কোন গুরুত্বই দিলো না।সবার উদ্দেশ্যে বলল,-‘ ভীতরে চলো সবাই।’

সাথি বেগম,মিলি বেগম ফিহাকে নিয়ে ভীতরে চলে গেলেন।নূর দাঁড়িয়ে আছে দেখে জায়ান শান্ত কণ্ঠে বলে,

-‘ যাচ্ছিস না যে?’

-‘ ভাবিকে নিয়ে যাবো।’

-‘ তুই যা।ও পরে আসবে।’

-‘ নাহ, ভাবি আমার সাথেই যাবে।’-‘ তোর অনলাইনে যেই যেই ড্রেসগুলো অর্ডার দিয়েছিলি সব কেন্সেল।’

-‘ ব্লেকমেইল করা হচ্ছে? ভালো হবে দেখো। এর শোধ আমি তুলবই।’
-‘ ইফতি, ওকে নিয়ে যাহ।’
ড্রেস কেন্সেল করে দেবার ভয়ে নূর ইফতির সাথে চলে গেলো।আরাবী ভাই বোনের খুনশুটি দেখে হাসছিলো।জায়ান তাকাতেই সাথে সাথে হাসি বন্ধ করে দিলো।জায়ান পকেটে দু-হাত ভরে টান টান হয়ে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক ঘার নাড়িয়ে বললো,-‘ হাসি থামালে যে?’
জবাব দিলো না আরাবী।এই লোকটার সামনে কেমন যেন মিইয়ে যায় ও লজ্জায়। কন্ঠ হতে শব্দ-রা বেরই হতে চায় না।

-‘ লজ্জা পাচ্ছো কেন?আমি তো কিছুই করি নি?’
এইবার ভয়ংকর রকম লজ্জা পেলো আরাবী। এই লোকটা ইচ্ছে করে ওর সাথে এমন করছে আরাবী ভালোভাবেই জানে।জায়ান আরাবীর অবস্থা দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসলো। আরাবী মিস করে গেলো জায়ানের সেই হাসি।হাসলে ছেলেটাকে যে মারাত্মক সুন্দর লাগে।জায়ান আরাবীর দিকে একধ্যানে তাকিয়ে থাকলো।হঠাৎ জায়ান বলে উঠলো,
-‘ ভীষণ সুন্দর লাগছে।’
ঘোরলাগা এমন কন্ঠস্বর শুনে চকিতে তাকালো আরাবী।জায়ান ওর দিকেই তাকিয়ে

আছে।নে’শাগ্রস্ত সেই চাহনী।যা আরাবীর ভীতর শুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয়।জায়ানের এই ছোট্টো প্রসংশাতেই যেন আরাবীর মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেলো।আকস্মিক জায়ান এসে আরাবীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো।হালকা কাঁপলো বোধহয় আরাবী। জায়ান আরাবীর হাত ধরে শপিংমলে ভীতরে প্রবেশ করলো।জুয়েলারি শপে যেতেই ফিহা এসে জায়ানের ডানহাত হঠাৎ করে চেপে ধরে বলে,-‘ কোথায় ছিলে ভাইয়া? আমি অপেক্ষা করছিলাম তোমার?’

দাঁতেদাঁত চেপে আরাবী। আপনি থেকে সোজা তুমিতে এসে পরেছে? এটা যে ওর বোন

ভাবতেও আরাবীর ঘৃনা লাগে।এদিকে জায়ান ভয়া*নক রেগে তাকালো ফিহার দিকে।ফিহা জায়ানের রাগত মুখশ্রী দেখে ভয় পেয়ে সাথে সাথে জায়ানের হাত ছেড়ে দিলো।জায়ান চিবিয়ে চিবিয়ে বললো,-' আই সুড নেভার সি ইউ ডুয়িং দিস এগেইন।আদারওয়াইস আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না।জাস্ট বিকয ওফ ওর বোন বলে আমি কিছু বললাম নাহ।বাট বি কেয়ারফুল নেক্সট টাইম।'

ফিহা ভয় পেয়ে সরে গেলো।আরাবী বোনের এমন কান্ডে ভীষন লজ্জিত হলো।আহত সুরে বললো,

-‘ আমার বোনটা একটু ছটফটে।ওর পক্ষ থেকে আমি মা...’

জায়ান আরাবীকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো। বললো,-‘ ডিড আই টোল্ড ইউ টু এপোলোজাইয ওন হার বিহাফ?’

আরাবী জায়ানের এমন হারকাপানো ঠান্ডা কন্ঠের কথায় ভয় পেয়ে বলে,

-‘ নাহ।আসলে...’

-‘ জাস্ট বি সাট আপ।’

আরাবী চুপ মেরে গেলো জায়ানের ধমক খেয়ে।লোকটা রেগে গিয়েছে ভীষণ।আরাবী জায়ানের অগোচরে ফিহাকে চোখ রাঙানি দিলো।ফিহার এতো কোন হেলদোল হলো

নাহ।ও চলে গেলো জুয়েলারি দেখতে।
পুতুলের মতো বসে আছে আরাবী।আর দুই শাশুড়ি একের পর এক গহনা ওকে পরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।জায়ান আরাবীর বরাবর বসে।সে ওর মাকে ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে কোনটা ভালো লাগছে নাকি ভালো লাগছে না।
অবশেষে অনেক বাছাই দাছাইয়ের পর গহনা সিলেক্ট হলো।আরাবী যেন হাফ ছেড়ে বাচঁলো।আরাবী উঠে একটু সাইডে গিয়ে দাড়ালো।একেরপর এক গহনা পরতে পরতে ও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।সিলেক্ট করা গহনা গুলোর দিকে তাকিয়ে আরাবী শুকনো ঢোক গিললো।এতোগুলো গহনা ওর জন্যে নেওয়া

হচ্ছে।এগুলো কিভাবে পরবে আরাবী?গহনা ভারে না জানি ও বিয়ের দিন হাটতে নিয়ে উল্টেই না পরে যায়।মান সম্মান আর থাকবে না তাহলে।জায়ানের দৃষ্টি সর্বদা আরাবীর দিকে।মেয়েটার থেকে একপলকের জন্যে যেন ও চোখ সরাতে পারে নাহ।এমন সময় ফিহা আসলো হাতে একটা আংটি নিয়ে। এসেই বলে,

-‘ ভাইয়া আংটিটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমায় কি এটা আপনি কিনে দিবেন?’

জায়ান তাকালো না পর্যন্ত ফিহার দিকে। সেভাবে বসে থেকেই ইফতির উদ্দেশ্যে বলে,

-‘ ইফতি ফিহা যেটা পছন্দ করেছে তা ওকে প্যাক করে দিয়ে দে।’
-‘ আচ্ছা ভাই।’ফিহা দাঁতেদাঁত চেপে চলে গেলো।কেমন ছেলে এটা?সামনে এমন সুন্দরী মেয়ে ঘুরঘুর করছে।আর সে তাকাচ্ছেও নাহ।ওই মেয়েটার মাঝে কি আছে যা ফিহার মাঝে নেই? আরাবীর থেকে ফিহা আরো দ্বিগুন সুন্দর।আর মেয়েটার ড্রেসাপ দেখো আর ওকে দেখো।ও কি সুন্দর লেডিস জিন্স আর শর্ট টপ্স পরেছে।ওর ফিগার এমনিতেও সুন্দর।আরো ও আজ টাইট ফিট পোষাক পরায় তা আরো বেশি দৃশ্যমান।তাতে ওকে আরো আকর্শনীয় লাগছে।এইযে শপিংমলে

প্রবেশ করার পর বেশ কয়েকজন ছেলে ওর দিকে তাকিয়েছিলো।কিন্তু এই ছেলেটা ওর দিকে ফিরিয়েও তাকালো নাহ। ফিহা বিরবির করলো,

-‘ কে জানে ওই কালি পে’ত্নিটাকে কি দেখো এতো এই ছেলে।’আরাবী স্বর্ণের খুব সুন্দর একটা ব্রেসলেট হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে।এমন সময় ফিহা এসে ওর হাতটা আরাবীর মুখের সামনে এনে বললো,

-‘ দেখ দেখ জায়ান ভাইয়া আমাকে এই আংটিটা গিফট করেছে সুন্দর নাহ?’

আরাবী কথাটা শুনে চটজলদি ফিহার হাতের দিক তাকালো।অবাক হয়ে বলে,

-‘ মানে কি?তোকে গিফট করবে মানে?’
-‘ মানে আবার কি?আমি আংটিটা দেখছিলাম।সে এসে বলে পছন্দ হয়েছে।আমি হ্যাঁ বলে দিতেই সে আমাকে এটা ঝটপট কিনে গিফট দিলো।’আরাবী নাক মুখ কুচকে ফেললো।জায়ানের দিকে একবার তাকালো। লোকটা তার দিকেই তাকিয়ে।আরাবী দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।আরাবী জানে ফিহা মিথ্যে বলছে।তবে এর মাঝে একটু সত্যিও আছে। আংটিটা ওকে সত্যিই হয়তো জায়ান কিনে দিয়েছে।নাহলে এই আংটি কিনার মতো কোন টাকা ফিহার কাছে নেই তা আরাবী ভালোভাবে জানে।মনটা কেমন যেন একটু

খারাপ হয়ে গেলো আরাবীর।জায়ান ফিহাকে আংটি টা কিনে দিয়েছে শুনে বুকের ভীতরটায় একটা চিনচিনে ব্যাথা অনুভব হলো ওর।আরাবী মুখটা মলিন করে হাতের ব্রেসলেট'টা রেখে চলে গেলো ওখান থেকে। গিয়ে নূরের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে আরাবীকে মন খারাপ করতে দেখে পৈচা*শিক আনন্দ পেলো ফিহা।আংটিটার দিকে তাকিয়ে খুশিতে গদগদে হয়ে গেলো। শপিং শেষে সাথি বেগম আর মিলি বেগম চলে গেলেন।জায়ান,আরাবী,নূর,ইফতি,ফিহা ওরা রেস্টুরেন্টে যাবে। ছোটদের মাঝে তারা বড়রা অহেতুক না থেকে চলে গিয়েছেন।

রেস্টুরেন্ট'টার ছাদে এসে বসেছে ওরা।খুব সুন্দর ভাবে সাজানো ছাদটা।আরাবীর মন খারাপ থাকায় ও সবার থেকে একটু সাইডে গিয়ে ছাদের রেলিং ঘেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।উত্তাল হাওয়া বইছে।ছাদে নানান রকম ফুলের গাছ রয়েছে সেখানে হরেকরকম ফুল ফুটেছে। বাতাসের সাথে সেই ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসছে।আরাবী লম্বা শ্বাস টানলো। ভীষন সুন্দর একটা ঘ্রাণ ফুলগুলোর সংমিশ্রণের।হঠাৎ নিজের পিছনে কারো অস্তিত্ব টের পেয়ে চোখ খুললো আরাবী।ঘার ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে জায়ান দাঁড়িয়ে।দৃষ্টি

তার ওর দিকেই।আরাবী চোখ সরিয়ে নিলো।

জায়ান গম্ভীর গলায় বলে,-‘ কোন সমস্যা?’

আরাবীর মিনমিনে কন্ঠ,

-‘ কি সমস্যা আবার?’

-‘ সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। কোন সমস্যা?’

-‘ কোন সমস্যা নেই।’

-‘ মন খারাপ যে?’

-‘ একটুও নাহ।’

-‘ আমি তো দেখছি।’-‘ আপনার চোখের সমস্যা,জেনে রাখুন।’

-‘ আচ্ছা জেনে নিলাম।’

বলতে বলতে জায়ান আরাবীর হাত টেনে ধরলো।আরাবী হকচকিয়ে গেলো। ঘাবড়ে গিয়ে বলে,

-‘ কি করছেন?’

জায়ান কিছুই বললো না।নিজের পকেট থেকে সেই স্বর্ণের ব্রেসলেটটা বের করে আরাবীর হাতে খুব যত্নে পরিয়ে দিতে দিতে বলে,-‘ পছন্দের জিনিস কখনো হাতছাড়া করতে হয় নাহ।সময় করে নিজের করে নিতে হয়।’

ব্রেসলেট পরানো শেষে আরাবীর হাতের কবজি চেপে জায়ান আরাবীর ব্রেসলেট পরা জায়গায়টায় খুব আলতোভাবে ঠোঁটের নরম স্পর্শ করলো।হৃদপিন্ড থমকে যায় আরাবীর।

মাথাটা ভণভণ করছে।চোখ খিচে দাঁড়িয়ে রইলো ও। এ কি করলো জায়ান ওর সাথে। আরাবী নিজের ভারসাম্য সামলাতে না পেরে পরে যেতে নিলেই জায়ান আরাবীকে আগলে নিলো নিজের কাছে।আরাবীর শরীর ভীষণভাবে কাঁপছে।আর হবেই বা না কেন? এই প্রথম কোন পুরুষ ওর এতোটা কাছাকাছি এসেছে।তাই আরাবীর অবস্থা এমন হয়েছে।নিস্তব্ধে হাসলো জায়ান আরাবীর অবস্থা দেখে।আরাবীর কানের কাছে ফিসফিস করে আওড়ালো,-‘ কৃষ্ণচূড়া,রাধাচূড়া অনেক আমি দেখেছি।

সব ভুলেছি যেদিন আমি কাঠগোলাপের প্রেমে পরেছি।’-‘ ঠিক আছো তুমি?’
জায়ানের কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌছাতেই চট করে সরে আসলো আরাবী।লাজে রাঙা মুখ নিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো। ভয়া*নক লজ্জা পেয়েছে ও।এমন অস’ভ্য লোকের ক্ষপ্পরে পরেছে ও।যার এক একটা কর্মকান্ডে জান বেরিয়ে আসে আরাবীর।এই-যে একটু আগে ওর হাতের কব্জিতে চুমু খেলো লোকটা।কি রকম একটা অনুভূতি যে হচ্ছিলো বলে বুঝানো যাবে নাহ।শরীরটা এখনো স্থির হয়ে উঠেনা।এই লোকের এমন সব কর্মকান্ডে আরাবী কাঁপতে কাঁপতে না

জানি কবে ই’ন্তে’কা’ল করে।আরাবীর জবাব দিচ্ছে না দেখে।জায়ান ভ্রু উঁচু করে বলে,-‘ আমি জাস্ট তোমার হাতের কব্জিতে কিস করেছি।এতেই এই অবস্থা?’

তারপর হঠাৎ করে আরাবীর কানের কাছে এসে বললো,

-‘ বিয়ের পর তো আরো কতো কি করবো তখন কি করবে তুমি?’

আরাবী ভ’য় পেয়ে কিঞ্চিৎ সরে গেলো। একেবারে লেগে দাঁড়ালো রেলিংয়ের সাথে। রিনরিনে কন্ঠে বললো,

-‘ আমি এমন অস’ভ্য মানুষ জীবনেও দেখিনি।’জায়ান ভ্রু-কুচকালো আরাবীর দিকে

চেয়ে।কথাটা সে শুনেছে।হাতের আঙুলগুলো দ্বারা চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে বলে,
-‘ সে তুমি আমায় যতোই অস’ভ্য উপাধি দেও।ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ফোর মি।আমি দুনিয়ার সবার কাছে সভ্য হলেও।শুধু একজনেরই কাছেই সারাজীবন অস’ভ্য থাকতে চাই।বুঝলে?’কি সর্ব’নাষ?সব শুনে ফেলেছে।দেখা যায় এখন আর আরাবী একা একা নিজের সাথে কোন কথাই বলতে পারবে নাহ। জায়ান এগিয়ে গেলো আরাবীর দিকে।আরাবীর পেছানোর জায়গা নেই।তাও সমানে পেছাতে চাচ্ছে।পারলে ছাদের রেলিংটাকে ভেঙে আরাবী পালিয়ে যায়।জায়ান

আরাবীর হাত ধরে দ্রুত নিজের কাছে নিয়ে আসলো। আরাবী ভড়কে তাকাতেই।জায়ান একধমক দিলো,-‘ কি সমস্যা?আমি বাঘ নাকি ভাল্লুক? যে তোমায় খে’য়ে ফেলবো?আর একটু হলেই তো পরে যেতে।ডা’ফার একটা।’

লোকটা আসলেই পাগল।এই কিছুক্ষন আগে ওর সাথে অস’ভ্য অস’ভ্য কথা বলছিলো।আর এখন আবার ধমক দিচ্ছে।এমনিতেই জুয়েলারি শপের ব্যাপারটা নিয়ে আরাবীর মন খারাপ।এখন আবার লোকটা ধমকাচ্ছে। অভিমানে আরাবীর ছোট্ট হৃদয়টা টইটম্বুর হয়ে গেলো।নিজের হাত জায়ানের হাতের

থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে নিতেই। জায়ান আবারও ওকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসলো।আরাবীর দুহাত এইবার জায়ান তার একহাত দিয়েই অনায়াসে ধরে ফেলেছে।আরাবী ভ'য় পেয়ে গেলো।কি আশ্চর্য লোকটা ওকে এমনভাবে ধরেছে কেন? আর কিভাবে আরাবীর হাতদুটো একহাত দিয়েই শক্তপোক্ত ভাবে ধরে।ওর হাত কি এতোটাই ছোট? আরে নাহ ওর হাত ঠিকই আছে।এই লোকটাই অতিরিক্ত বড় মানে লম্বা।আরাবী লোকটার দিকে তাকাতে গেলে গলা টানা দিয়ে তাকাতে হয়। লম্বা আছে লোকটা।তাই

তো হাতগুলোও ইয়া বড় বড়।আরাবী চোখ বড়বড় করে বলে,-‘ কি..কি কর..করছেন?’

জায়ান ভাবলেসহীনভাবে বলে,

-‘ কোথায় কি করলাম?এখনো কিছুই করিনি। যা করবো বিয়ের পর।’

-‘ অস’ভ্য কথাবার্তা বন্ধ করুন আপনার।’

-‘ তুমি তো মেইন কথাটা শুনলেই না।শুনো তবে...’

-‘ চুপ থাকবেন?আমি কিন্তু আর আপনার সাথে কথাই বলবো নাহ।’-‘ আচ্ছা,ভ’য় দেখাচ্ছো?’

আরাবী মিনমিন করলো,

-‘ ভ’য় দেখালেই কি আপনি ভ’য় পান?এমন নির্ল’জ্জ কোন মানুষ হয়।’

-‘ ঠিক আমি কাউকে ভ’য় পাই নাহ।এমন কি আমার লজ্জা শরমও নেই।’

-‘ তা আর বলতে।’-‘ মিনমিন করো কেন? ‘

আরাবী চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর বলে,

-‘ হাত ছাড়ুন।’

জায়ানের ত্যাড়া জবাব,

-‘ আগে মন খারাপের কারন বলো।’

আরাবী মুখ ভার করে বলে,

-‘ আমার মন খারাপ নেই।’

-‘ মিথ্যে!’আরাবী চোখ পিটপিট করে তাকালো।এই লোক কি অন্তরযামি?নাহলে বুঝলো কিভাবে ওর মন খারাপ।জায়ান এখনও আরাবীর হাত চেপে ধরে।আরাবী বুঝলো সে এখন মন খারাপের কারন জায়ানকে না বলা পর্যন্ত জায়ান তাকে ছাড়বে নাহ। তবে আরাবীর ভালো লাগছে লোকটার কাছাকাছি থাকতে।একেবারে অন্যরকম ভীষণ সুন্দর একটা অনুভূতি।আরাবী কথা ঘুরানোর জন্যে মিনমিন করে বলে,-‘ আচ্ছা আপনি তখন ফিসফিস করে আমার কানে কি বলেছিলেন?’

-‘ কথা ঘুরাচ্ছো?’

আরাবী হা।এতো চালাক এই লোক।তবুও আরাবী মাথা নাড়িয়ে না বুঝালো।ও আসলেই তখন জায়ান কি বলেছিলো শুনতে পায়নি। প্রায় তো বেহুশই হয়ে যাচ্ছিলো ও।মাথার ভীতরে শুধু জায়ানের ওর হাতে চুমু দেওয়ার মুহূর্তটুকুই ভাসছিলো।তাই তো কৌতুহল বসত আরাবী জিজ্ঞেস করলো। জায়ান আরাবীর হাত ছেড়ে দিলো।ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বললো,-‘ যা শুনতে পাওনি।তা আর শুনে লাভ নেই।’

আরাবী মুখ ভেংচি মারলো।জায়ান তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো।সে দেখেছে আরাবী মুখ ভেংচি কেটেছে ওকে।জায়ান চুলে হাত বুলিয়ে

বললো,-‘ মুখের বিকৃতি আকার আবার করলে যেটা একটু আগে হাতে দিয়েছি।সেটা ডিরেক্ট ঠোঁটে দিবো।’

আরাবী চোখ বড়বড় করে তাকালো জায়ানের দিকে।জায়ান চোখ মারলো আরাবীকে। ইশারা করলো ওর ঠোঁটের দিক।আরাবী সাথে সাথে দুহাতে ওর ঠোঁট চেপে ধরলো।এখনো ভ’য়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটা।জায়ান আরাবীর কান্ডে নিস্তব্ধে হেসে দিলো।আরাবী ঠোঁট থেকে হাত সরিয়ে বলে,-‘ এমনিতে তো সবাই বলছিলো আপনি নাকি কথা কম বলেন।দরকার ছাড়া বেশি কথা বলেন না।তো

এখন আপনাকে দেখে তো সেটা আমার কাছে মিথ্যে মনে হচ্ছে।'
জায়ান গভীর দৃষ্টিতে তাকালো আরাবীর দিকে।ওর চোখে চোখ রাখলো।আরাবী জায়ানের চোখের দিকে তাকাতেই যেন ও সেই চোখের গভীরে হারিয়ে গেলো।কি স্বচ্ছ সেই চোখজোড়া।আরাবী শতোবার এই চোখের গভীরতম মায়ায় ডুবে যেতে রাজি।
জায়ান আরাবীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে,-' আমি কেন তোমার সাথে এতো কথা বলি?কেন তোমার এতো কাছে আসি।এর উত্তর তুমি নিজেই খুঁজে বের করে নিও

কেমন? ফারদার আমি বুঝাতে গেলে কিন্তু বলে না করে বুঝাবো।বি কেয়ারফুল।’
কথাগুলো বলেই চট করে সরে আসলো জায়ান।আরাবীর হাত নিজের হাতের মাঝে নিয়ে বলে,
-‘ চলো ওরা অপেক্ষা করছে।’আরাবীকে টেনে নিজের সাথে নিয়ে গেলো।নূর আর ইফতি জায়ান আর আরাবীকে হাতে হাত ধরে এখানে আসতে দেখে মিটিমিটি হাসছে।জায়ান বিরক্ত হলো।বলল,
-‘ কি সমস্যা?’
নূর মুচঁকি হেসে বলে,-‘ কোন সমস্যা নেই। এইযে তুমি ভাবির হাত ধরে রেখেছো এতে

আমাদের কোন সমস্যা নেই।তারপর ভাবির সাথে সাইডে গিয়ে একটু রোমান্স করে এসেছো এতেও আমাদের কোন সমস্যা নেই। একদম নেই।’

আরাবী নূরের কথায় যেন লজ্জায় ম’রে যাওয়ার মতো অবস্থা।গালে লজ্জা রাঙা আভা ফুটে উঠেছে। আরাবী নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো জায়ানের কাছ থেকে। কিন্তু জায়ান ছাড়লে তো।সে আরো শক্ত করে ধরলো আরাবীকে।তারপর নূরের উদ্দেশ্যে বলে,-‘ তোর ড্রেসগুলো কেন্সেল।’

-‘ এই নাহ নাহ ভাইয়া।সরি হ্যাঁ সরি।আমি আর কিছু বলবো না বিশ্বাস করো।এইযে আমি চুপ।’

ইফতি শব্দ করে হেসে দিলো এইবার।নূর গাল ফুলালো।কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে,

-‘ কেউ আমায় ভালোবাসে নাহ।আমি মানি আমি নাহয় একটু বেশি কথা বলি।তাই বলে তোমরা আমার সাথে এমন করবে?যাও আমি আর কথাই বলবো না তোমাদের সাথে।’জায়ান এইবার মুচঁকি হাসলো বোনের অভিমানে। আরাবীকে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলো।তারপর নিজেও বসে পরলো।জায়ানের একপাশে আরাবী আরেকপাশে নূর।জায়ান

এইবার নূরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। জায়ান এইবার নিজের পকেট থেকে একটা আংটি আর চকোলেট বের করে দিলো নূরের দিকে।নূর আংটিটা পছন্দ করেছিলো।কিন্তু মেয়েটা কথার তালে তালে সেটা কিনতেই ভুলে গিয়েছে।এটা পেয়েই নূর খুশি হয়ে গেলো।হাসিমুখে বলে,-‘ ইস,এই আংটিটাই তো আমার পছন্দ হয়েছিলো খুব।কিন্তু কিনতে মনে নেই।ভুলে গিয়েছিলাম।এখানে এসেই মনে পরলো।ভাবছিলাম কাল গিয়ে কিনে আনবো।তুমি সেটা খেয়াল করেছিলে ভাইয়া?’

জায়ান নূরকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,

-‘ আমার একমাত্র বোনের খেয়াল আমি রাখবো নাহ।’ইফতি নিজেও একজোড়া নূপুর বের করে নূরকে দিলো।তারপর বলে,

-‘ কোন এক ফকিন্নি মিসকিন এর জন্যে পছন্দ হলো।ভাবলাম নিয়ে নেই।’

-‘ ভাইয়া,এই ইফতি ভাইয়াকে কিছু বলবা?’জায়ান হাসলো।ইফতি জোড়ে হাসছে। নূর নিজেও ভাইদের হাসি দেখে হেসে দিলো।তারপর ইফতির হাত থেকে নূপুরজোড়া নিয়ে।ইয়া বড় একটা হাসি দিয়ে বলে,

-‘ থাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া।’আরাবী তিনভাই বোনের খুনশুটি দেখে হাসছে।

কতোটা প্রাণচ্ছল তারা একসাথে।ওর ভাইটাও ঠিক জায়ানের মতো।জায়ানের মতো হয়তো এতো টাকা না থাকায় ওকে দামি দামি গিফট দিতে পারে নাহ।তবে ফাহিমের সামর্থ্যে যেটুকু হয় সব করে ওর জন্যে। ফিহার জন্যেও সেম।তবে মেয়েটা কেন যে এমন করে।ওর ভাই কিছু গিফট আনলে সেটা কমদামি, এগুলো মানুষে পরে নাকি,লো ক্লাস।এসব বলে সেই গিফট আবার ঠিকই নেয়।আরাবীর কথা তুই গিফট যেহেতু নিবিই তাহলে খামোখা প্রথমে এই কথাগুলো বলিস কেন? ফাহিম শুধু কথাগুলো শুনে মলিন হাসি দিতো।বোনটা পুরোই উশৃঙ্খ'ল হয়ে গিয়েছে।

এইযে এখনো বসে কিভাবে নির্ল’জ্জের মতো ড্যাবড্যাব করে জায়ান তো আবার ইফতির দিকে তাকাচ্ছে।আরাবী বিরক্ত হয়ে নিচু স্বরে বলে,-‘ ফিহা নজর ঠিক কর।এভাবে তাকানোর কি হলো?’

ফিহা রাগি গলায় বলে,

-‘ তাতে তোর সমস্যা কি? আমি তোর থেকে সুন্দর তাই তোর হবু বরকে পটিয়ে ফেলতি পারি এইজন্যে বুঝি ইনসিকিউরড ফিল হচ্ছে।’

আরাবী ফিহার কথায় দাঁতেদাঁত চেপে বলে,-‘ আজেবাজে কথা বললে থাপ্প’ড় দিয়ে তোর গাল ফাটিয়ে দিবো।’

-‘ ওহ রেয়েলি?দেখি তুই কি করতে পারিস।’

-‘ এনি প্রবলেম আরাবী?’

জায়ানের প্রশ্নে আরাবী দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক করে নিলো।মেকি হেসে মাথা নাড়িয়ে বুঝালো কোন প্রবলেম নেই।সবাই খাওয়া দাওয়াতে মনোযোগ দিলো।জায়ান আরাবীকে এটা দিচ্ছে,তো ওটা দিচ্ছে।আরাবী এইবার সহ্য করতে না পেরে বলে,-‘ কি হচ্ছে? আমি এতোসব খাবো কিভাবে?’

জায়ান আরাবীর প্লেটে আরেকটু ফ্রাইড রাইস দিতে দিতে বলে,

-‘ এইটুকু খাবার খেয়েই অবস্থা?জলদি শেষ করো।’

আরাবী মলিন মুখে খেতে লাগলো।শেষে আর না পেরে করুণ গলায় বলল,

-‘ আর খেতে পারছি না। সত্যি!’জায়ান কিছু বললো না তবে আরাবীর প্লেটটা নিজের কাছে নিয়ে আরাবীর রেখে দেওয়া অবশিষ্ট খাবারটুকু খেতে লাগলো।ইফতি হেসে দিলো জায়ানের কান্ডে। হাসতে হাসতে বলে,

-‘ ভাই তোমার অনেক উন্নতি হচ্ছে।মাত্র কয়েকদিনেই এই অবস্থা?’

জায়ান নির্বিঘ্নে খেতে খেতে বলে,

-‘ ইট্স টেস্টি।’

-‘ হ্যাঁ হ্যাঁ,বুঝেছি।অনেক টেস্টি।’আরাবী লজ্জায় জুবুথুবু হয়ে বসে।এই লোকটা এসব

করে করে আরাবীকে লজ্জার সাগরে একদিন চুবি'য়ে মে'রে ফেলবে।ভয়ং'কর ব্যাপার-স্যাপার।বিয়ের পর এই লোকের সাথে থাকবে কিভাবে আরাবী? তখন মনে হয় শ্বাসটুকু ঠিকভাবে নিতে দিবে লোকটা।অস'ভ্য লোকটা অস'ভ্য কথাবার্তা বলে ওর শ্বাস চে'পেই ওর ইন্না-লিল্লাহ করে দিবে।তবে আরাবী এটা মানতে বাধ্য।জায়ান ভীষণ কেয়ার করে ওর।আর মানুষটার এই ছোট ছোট কেয়ারগুলোই আরাবীর ভীষণ ভালোলাগে।ভেবেই মুঁচকি হাসলো আরাবী। অতঃপর লাঞ্চ শেষে সবাই আরাবী ফিহাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে।জায়ানরা নিজেদের বাড়ি

চলে গিয়েছিলো। সবাই থাকায় জায়ান আরাবীকে আর কিছু বলতে পারে নি।শুধু ভালো থেকো/থাকিয়েন বলে দুজন বিদায় নিয়েছিলো।শুয়ে শুয়ে ফোন ঘাটছে আরাবী। এর মাঝে পেরিয়ে গেছে একদিন। কালকের সারাটা সময় জায়ানের সাথে বেশ ভালো কেটেছে।জায়ানের কথা মনে পরতেই লজ্জামিশ্রিত হাসি ফুটে উঠলো আরাবীর ঠোঁটে। লোকটার প্রতি যে ওর ভালোলাগা তৈরি হয়েছে মনে ইতিমধ্যে তা বুঝতে পেরেছে আরাবী। আরাবীর চারপাশে অদৃশ্য ভালো লাগার রঙিন প্রজাপতিরা এদিক সেদিন উড়াউড়ি করছে।ওদের ছুঁয়ে দিতে

পারলেই বোধহয় ভালোবাসাও হয়ে যাবে। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো আরাবী।ফাহিম ডাকছে আরাবীকে।আরাবী ভাইয়ের ডাকাডাকি শুনে দ্রুত পায়ে ফাহিমের রুমের সামনে আসলো।ফাহিমের রুমের দরজায় দুটো টোকা দিতেই ভীতর থেকে ফাহিমের কণ্ঠস্বর ভেসে আসল,

-‘ ভীতরে আয়।’আরাবী রুমে প্রবেশ করে দেখে ওর ভাই বিছানায় বসে আছে।ফাহিম হাতের ইশারায় ওর পাশে বসতে বলল। আরাবী বিনাবাক্যে ফাহিমের পাশে গিয়ে বসল।ফাহিম বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো।আরাবী ভাইয়ের আদরে হাসলো।

ফাহিম এইবার একটা ছোট্ট বক্স আর একটা ব্যাগ এগিয়ে দিলো আরাবীর দিকে।আরাবী সেগুলো হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে তাকালো।ফাহিম চোখের ইশারায় দেখালো সেগুলো খুলে দেখতে।আরাবী আগে ব্যাগটা খুললো তারপর বক্সটা।ব্যাগের মাঝে একটা শাড়ি আর বক্সটার ভীতরে একটা স্বর্ণের লকেট।ফাহিম আলতো হেসে বলে,-‘ বিয়ে উপলক্ষ্যে তোর জন্যে ছোট্ট উপহার আমার বোন।আমার তো ওতো ইনকাম নেই।তাই যেটুকু পেরেছি তাই এনেছি।’

আরাবীর চোখ ভড়ে উঠলো। সাথে সাথে ভাইকে ঝাপ্টে ধরে ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে

কেঁদে উঠলো।কাঁদতে কাঁদতে বলে,-‘ তুমি আমার জন্যে যা এনেছো তাই আমার জন্যে আমার লাইফের বেস্ট গিফট ভাইয়া।আই লাভ ইউ ভাইয়া।তুমি পৃথিবীর সেরা ভাই।’ফাহিমের চোখ ভরে উঠলো।বোনটা আর কয়দিন পর চলে যাবে।ভাবলেই কলিজা ফে’টে যায় ফাহিমের।ফাহিম আরাবীর মাথায় চুমু খেয়ে বলে,

-‘ তোকেও আমি ভালোবাসি অনেক আমার বোন।’সকাল থেকে বিশালভাবে তোড়জোড় চলছে।আজ আরাবী আর জায়ানের গাঁয়ে হলুদ।দুজনের গাঁয়ে হলুদ একসাথেই হবে এটা জায়ানের আদেশ।এর জন্যে একটা

কমিউনিটি সেন্টার বুক করা হয়েছে।জায়ানের পাগলামিতে সে-কি হাসাহাসি ওর পরিবারের। কিন্তু এতে অবশ্য জায়ানের কোন ভাবাবেগ দেখা যায়নি।সে সর্বদার মতো নির্বিকার। নূর এসব আরাবীকে জানাতে সেও হেসেছে। তাকে ঘিরে যে লোকটার কতোশতো পাগলামি।আরাবী এসব ভাবতে ভাবতেই বিছানায় রাখা জায়ানদের বাড়ি থেকে হলুদের যাবতীয় সব কিছু দিয়ে গিয়েছে। সবকিছু কেমন যেন লাগছে।মনের মাঝে অন্যরকম একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে।কালকের পর থেকে জায়ান নামন ব্যাক্তিটার সাথে ওর অস্তিত্ব আজীবনের জন্যে জুড়ে যাবে। হলুদের

লেহেঙ্গাটায় হাত ছোয়ালো আরাবী। ভীষণ সুন্দর লেহেঙ্গাটা।ওর বিয়ের যাবতীয় সবকিছু না-কি জায়ান নিজে পছন্দ করে কিনেছে। কারো পছন্দের মত নেইনি।হাসলো আরাবী জায়ানের কথা ভেবে।গালদুটো লজ্জায় গরম হয়ে উঠলো। এতে শ্যামবর্ণের আরাবীকে লজ্জাবতী অবস্থায় কি-যে সুন্দর লাগে। এইজন্যেই বুঝি জায়ান বারে বারে আরাবীকে লজ্জা দেয়।আরাবীর ঠোঁটের কোণে মুঁচকি হাসি।আরাবী যখন নিজের ভাবনায় ব্যস্ত। তখন আলিফা এসে তারা দিলো আরাবীকে।

-‘ কিরে? তৈরি হবি নাহ? সময় বেশি নেই তো।’

ভড়কে গেলো আরাবী।তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকালো।আসলেই সময় বেশি নেই।জলদি কমিউনিটি সেন্টারে পৌঁছাতে হবে। আরাবী দ্রুত পায়ে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে আসলো। আলিফা এইবার আরাবীকে মেক-আপ করে দিতে লাগলো।আলিফা একজন মেক-আপ আর্টিস্ট।তবে ওর কোন পার্লার নেই।মাত্র কয়েকমাস হলো মেক-আপ কোর্স করেছে।ভীষণ সুন্দর করে সাঁজায় মেয়েটা। এটা অবশ্য শখের বসে শিখা।আরাবী বলে উঠলো,-‘ কতো করে বললাম একটা পার্লার দে।কি সুন্দর সাঁজিয়ে দিস তুই।’

আলিফা হেঁসে বলে,

-‘ এইটা তো এমনি শখের বসে শিখেছি। আচ্ছা দেখি ভবিষ্যতে ইচ্ছে হলে খুলবো নেহ। এখন চুপচাপ থাক।নড়িস নাহ মেক-আপ নষ্ট হয়ে যাবে। পরে জায়ান ভাইয়া আমাকে দোষ দিবে।’আরাবী হেসে দিলো। আলিফার কথার ধরনে হেঁসে দিলো।আলিফা আরাবীকে সুন্দর করে সাজানো শেষ করলো। আরাবীকে সসম্পূর্ণ রূপে সাজিয়ে আলিফা মুগ্ধ হয়ে বলে,

-‘ ইস,কিযে সুন্দর লাগছে না তোকে।ভাইয়া দেখলে নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবে।’

আরাবী হাসলো।বললো,-‘ তুই কি কম সুন্দর নাকি।আমাকে সুন্দর বলছিস।তাহলে তো তুই

সাজলে তোকে পুরো হুরপরি লাগবে।
তাড়াতাড়ি সেজেগুজে নেহ।’
আলিফাও তৈরি হতে চলে গেলো।আলিফা পরেছে সারারা ড্রেস।ওকেও কোন অংশে সুন্দর লাগছে না।
ওরা তৈরি হতেই দরজায় টোকা পরলো।
শোনা গেলো ফাহিমের কণ্ঠস্বর,
-‘ কিরে হলো তোদের?বের হবো আমরা।’আরাবী গিয়ে দরজা খুলে দিলো।
ফাহিম বোনকে দেখে মুগ্ধ হলো।আরাবীর গায়ের রঙ শ্যামলা বলে অনেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।তবে তারা তো আর জানে না শ্যামবর্ণের এই মেয়েটাকে ঠিক কতোটা

মায়াবতী লাগে।ফাহিম বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে,

-‘ মাশা-আল্লাহ। খুব সুন্দর লাগছে তোকে।’

আরাবী মিষ্টি হাসলো।পাশ থেকে আলিফা এসে বলে,-‘ আমাকে কেমন লাগছে ফাহিম ভাইয়া?’

ফাহিম হেসে বলে,

-‘ তোকেও খুব সুন্দর লাগছে,মাশা-আল্লাহ! ‘

আলিফা খুশি হয়ে গেলো।আরাবী আর আলিফাকে নিয়ে বসার ঘরে আসলো ফাহিম। আরাবী সোজা হেটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।জিহাদ সাহেব মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।আরাবীর চুলে চুমু দিয়ে বলেন,-‘

একদম আমার মায়ের মতো সুন্দর লাগছে।
একদম একটা মিষ্টিপরি লাগছে।'
আরাবীর চোখ ভরে আসলো।আর মাত্র একটাদিন আছে এই মানুষগুলো কাছে। এইসব ভাবলেই আরাবীর বুক ভার হয়ে আসে।বুকের মাঝে আপনজনদের ছেড়ে চলে যাবার হা'হাকারের ঝড় উঠে। আরাবীর কেঁদে দেওয়ার মতো অবস্থা দেখে আলিফা জোড়পূর্বক হেসে বলে,-' আরে কি করছিস। কান্নাকাটি করে আমার এতো কষ্ট করে দেওয়া মেক-আপ নষ্ট করিস নাহ।ফ্রিতে সাজিয়ে দিয়েছি।কেঁদেকেটে তা নষ্ট করলে টাকা দিতে হবে বলে দিলাম।'

জিহাদ সাহেব হেসে দিলেন।আরাবীকে বুক থেকে তুলে নিলেন।মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে বলেন,

-‘ কোন কান্নাকাটি করা যাবে নাহ।তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন এগুলো।মন ভরে উপভোগ করবে।দিনশেষে এইগুলোই সুন্দর কিছু স্মৃতি হয়ে থাকবে।’আরাবী চোখের কোণে জমে থাকা জলটুকু মুছে নিলো।তারপর লিপি বেগমের কাছে গেলো।মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো।লিপি বেগম অবাক হলেন।তবে কিছু বললেন নাহ। তিনিও আরাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে

আদর করে দিলেন।আরাবী যেন এটুকুতেই খুশিতে পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছে।

এদিকে ফাহিম হাতের ঘড়িতে সময় দেখে সবাইকে তাড়া দিতে লাগল,

-‘ আর দাঁড়িয়ে থেকো নাহ।জলদি চলো। নাহলে লেট হয়ে যাবে।চলো চলো।নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে সেই কখন থেকে।’গাড়ি এসে পৌঁছালো সুসজ্জিত ঝলমলে একটা বিল্ডিংয়ের সামনে।সবাই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। ফাহিম এসে আরাবীকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করছে। আরাবী কমিউনিটি সেন্টারের গেটের সামনে একটা বিশাল বোর্ড দার করানো দেখলো। সেখানে লিখা ” আজ

জায়ান,আরাবীর হলুদ ছোঁয়া “।কমিউনিটি সেন্টারের ভীতরে প্রবেশ করলো সবাই।প্রায় সংখ্যক মেহমান এসে পরেছে।জায়ান’রা এখনো আসেনি।তাদের একটু দেরি হবে। ফাহিম আলিফাকে একটা রুম দেখিয়ে দিয়ে বলে আরাবীকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করতে।জায়ান ওরা আসলেই যেন বের হয়। আলিফা আরাবীকে নিয়ে সেই রুমে চলে গেলো।বিছানায় বসে হাঁসফা’স করছে আরাবী। সেই-যে সকাল থেকে বুকটা ধ্বুকপুক করা শুরু করেছে তো করেছেই। থামাথামির নাম গন্ধ নেই।হাত-পা ঘেমে যাচ্ছে বার বার।এখানে আসা অব্দি কতো

গ্লাস পানি খেয়ে নিয়েছে আরাবী।তাও যেন বার বার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।আলিফাটা সেই-যে ওয়াশরুমে গিয়েছে আসার নামগন্ধ নেই। হঠাৎ বাহির থেকে শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসলো।আরাবী বুঝলো জায়ান'রা এসে পরেছে।বুকের মাঝে এইবার কাম'ড়ে ধরলো যেন।ইস, কিরকম সুখময় যেন এই যন্ত্র'না।আরাবী শক্ত হয়ে বসে রইলো। আরাবীর ভাবনার মাঝেই হঠাৎ আরাবীর ফোন বেঁজে উঠলো।আরাবী ব্যাগ থেকে ফোন বের করে দেখে ' জায়ান' নামে সেভ করা নাম্বার থেকে কল আসছে।কলিজাটা ছ্যাৎ করে উঠলো।এই লোক এখানে এসেও কেন

কল করছে ওকে?এখন আরাবী কথা বলবে কিভাবে? ওর গলা দিয়ে তো কথাই বের হবে না। যেই অবস্থা ওর।আকাশসম চিন্তার মাঝেই প্রথমবার কলটা ধরতে পারলো না আরাবী।দ্বিতীয়বার ফোন বেঁজে উঠতেই আরাবী কাঁপা হাতে ফোন রিসিভ করে করলো।কাঁপা গলায় নিজেই আগেই সালাম দিলো।ওপাশ থেকে জায়ান সালামের জবাব নিয়ে নরম গলায় বলে,-' ফিলিং নার্ভাস?'
আরাবী সময় নিয়ে উত্তর দিলো,
-' হু।'
-' আমিও নার্ভাস।'

অবাক হলো আরাবী।জায়ান ছেলে হয়েও নার্ভাস হচ্ছে?এমন একটা কথায় আরাবী হাসবে নাকি জায়ানকে শান্তনা দিবে ভেবে পেলো না। ওপাশ হতে জায়ানের শান্ত কণ্ঠ,-‘ ছেলে হয়েও আমি কেন নার্ভাস জিজ্ঞেস করবে নাহ?’

আরাবী মিনমিন করে বলল,

-‘ কেন?’

-‘ তোমার জন্যে!’

অবাক আরাবী।

-‘ আমার জন্যে?’

-‘ হ্যাঁ।’

-‘ আমি কি করেছি?’-‘ বলো একটু পর আমার সাথে কি কি করবে! এইযে তুমি এখন সুন্দরভাবে সেজেছো।নিশ্চয়ই তোমাকে একেবারে হলুদপরি লাগছে।এখন তোমাকে এই রূপে দেখবো একটু পর আমি।তখন আমার কি হবে ভাবতে পারছো তুমি?আমি পাগ’ল না হয়ে যাই।মাথা টাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার।পরে সবার সামনে কন্ট্রোললেস হয়ে গেলে তোমাকে চুমু টুমু না খেয়ে বসি। পরে তুমিই আর কালকে বাস’র রাতে আমার কাছেই আর আসবে না।তখন আমি কি করবো বলো তো। কতোটা নার্ভাস আমি জানো তুমি এসব ভেবে? চিন্তায় আমি শেষ

হয়ে যাচ্ছি।’আরাবী হা হয়ে গিয়েছে।ও আরো কতো কি ভাবলো।কিন্তু জায়ান ওর সবকিছু উল্টেপাল্টে দিয়ে কিসব উল্টাপাল্টা কথা বলছে।খামোখা কি আর আরাবী লোকটাকে ‘ অস’ভ্য’ উপাধি দিয়েছে। ওর ভাবনার মাঝে ফোনের ওপাশ হতে জায়ানের অস্থির কন্ঠস্বর ভেসে আসলো,-‘ আরাবী কথা বলছো না কেন? আমার কষ্টটা অনুভব করো।আমি কতোটা চিন্তিত। কোথায় আমাকে প্রেম প্রেম কথা বলে শান্তনা দিবে তা না করে চুপ করে আছো।জানো আমি কাল রাতে একটুও ঘুমাতে পারিনি।জেগে জেগে তোমায় নিয়ে কতো কি করেছি।তোমাকে কতো যে আদর

করেছি।ইস,কালকের দিনটা আসছে না কেন? এতো দেরি কেন লাগছে।এইসব হলুদের ফাংশান কে আবিষ্কার করেছে? তাকে গু'লি করে মে'রে ফেলতে ইচ্ছে করছে।কোন হলুদ টলুদের অনুষ্ঠান না করে ডিরেক্ট বিয়ে করে নিবে এতেই না আমার মতো অস্থির মানুষ শান্ত হবে।এসব অপেক্ষা ভালো লাগে না। আমি তো অনেক বেশি অস্থির।কাল না জানি কবুল বলেই ডিরেক্ট বাসর ঘরে নিয়ে ঢুকে চুমু টুমু খেয়ে..... 'জায়ানের এইসব ভয়ংকর কথাবার্তা সহ্য করতে না পেরে আরাবী চেঁচিয়ে উঠলো,

-‘ বন্ধ করুন আপনার এসব অস’ভ্য কথাবার্তা।’

-‘ তুমি তো আমার কথা শুনলেই... ‘জায়ানের কথা পুরোটা শোনার আগেই আরাবী ফোন কেটে দিলো। লজ্জায় পুরো শরীর গরম হয়ে গিয়েছে আরাবীর। সারা শরীর লজ্জায় ভয়া’বহভাবে কাঁপছে।এমনিতে তো অন্যকারো সামনে বো’ম মারলেও সহজে কথা বের হয় না।আর ওর কাছে আসলেই যেন তার টকিং মেশিন অবিরাম চলতে শুরু করে।কোন বাধানিষেধ নেই।এমন এক নির্লজ্জ লোকের সাথে আরাবী থাকবে কিভাবে?এমন ভ’য়ং’ক’র কথাবার্তা যে কেউ এমন অনায়াসে

বলতে পারে কাশ্মিনকালেই ভাবেনি।আর সেটা যে ওর কপালেই এসে জুটবে।আরাবী বিরবির করলো,-‘ অস’ভ্য ঠোঁটকা’টা লোক। লাগাম নেই লোকটার।একদম নেই।’

আরাবী দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো।ভীষণ গরম হয়ে আছে সারা মুখশ্রীর আরাবীর। লজ্জায় চোখ ভিজে উঠেছে আরাবীর।জায়ানের সেই উল্টাপাল্টা কথা শুনে আরাবী ধ্যান মেরে বসে রইলো কতোক্ষণ।তারপর কিছু একটা ভেবে জায়ানকে মেসেজ করলো,-‘ আমি ওখানে আসলে প্লিজ এমন কিছু করবেন নাহ।যাতে আমি মানুষের সামনে লজ্জায় পরি।প্লিজ, একটু বুঝুন।আমি একটা মেয়ে।

আপনি এমন করলে আমার কি পরিমান লজ্জা লাগে আপনি বুঝতে পারবেন নাহ। আপনি এমন করবেন নাহ প্রমিস করুন।আর যদি করেন তাহলে আমি আমার সাজসজ্জা সব ন’ষ্ট করে ফেলবো।তখন দেখবো আপনি কি করেন!’

মেসেজটা সেন্ড করেই লম্বা শ্বাস ফেললো আরাবী।যদি এইবার লোকটার একটু মতিগতি ঠিক হয়।কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে জায়ান মেসেজ দিলো,-‘ আমি এভাবে তোমার সাথে কথা বললে কি তোমার বি’র’ক্ত লাগে?অসহ্য লাগে আমায় আরাবী?’

আরাবী মেসেজটা পরে থমকে গেলো।ঠিক কি বলবে ও ভাষা খুঁজে পেলো না।ওর জায়ানকে কোনকালেই বিরক্ত বা অসহ্য লাগে নাহ।বরং লোকটার পাগলামিগুলো ওর ভালো লাগে।সব মেয়েরাই এমন একটা স্বামি চায়।যারা নাকি তাদের স্ত্রীদের জন্যে পাগল থাকে।শতো শতো পাগলামি করে।তার কেয়ার করে, ভালোবাসে।আর আরাবী তো ভাগ্য করে জায়ানকে পেয়েছে।সেখানে লোকটাকে বি'র'ক্ত লাগবে কেন? জায়ান যখন ওকে লজ্জা দেওয়ার জন্যে দুষ্টু কথা বলে আরাবীর ভালোলাগে।যখন জায়ান আরাবীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায় তখন আরাবীর ভালোলাগে।

মোট কথা গোটা জায়ানকেই তার ভালোলাগে।বিগত ১৪,১৫ দিনের মাঝে জায়ানের সাথে অনেকবার দেখা হয়েছে আরাবীর।দুজনে একসাথে টাইম স্পেন্ড করেছে।তখন জায়ান আরাবীর অনেক খেয়াল রাখতো।একবার আরাবী রাস্তায় ইটের পা বেজে পরে যেতে নিয়েছিলো।জায়ানের কারনে বেঁ'চে গিয়েছিলো ও।তবে পায়ের একটু ব্যাথা পেয়েছিলো।ওর ওই একটুখানি ব্যাথার জন্যে লোকটার কতোশতো পাগলামি। যেন ব্যাথাটা ও না জায়ান পেয়েছে।যে ওর একটুখানি ক'ষ্টে এমন ডেস্পারেট হয়ে পরে সেই মানুষটিকে ওর বি'র'ক্ত বা অসহ্য

লাগবে কেন? আরাবীর মন খারাপ হলো। লোকটা কি ওর কথায় রাগ করেছে? আরাবী মুখ গোমড়া করে মেসেজের রিপ্লাই দিলো,-‘ আমি কখনও বলেছি এসব? তাহলে এভাবে বলছেন কেন?আপনি কি আমার কথায় রাগ করেছেন?’

জবাব আসলো সাথে সাথে জায়ানের,

-‘ নাহ রাগ করেনি।আমি নিজেই দুঃখিত। আসলে তোমাকে আর একটা দিন পরেই নিজের করে পাবো সারাজীবনের জন্যে।তাই অনেক ডেস্পারেট হয়ে পরেছিলাম।সেই থেকেই ওই কথাগুলো বলেছি।আমি অনেক সরি।ভয় পেও নাহ।আর এমন কিছু করবো

না।যা তোমার ভালো লাগে নাহ।'আরাবী চোখ ভরে আসলো। জায়ানের মেসেজে বুঝায় যাচ্ছে স্পষ্ট। লোকটা রাগ করেছে।

-' এমন করে বলছেন কেন? আমি কি বলেছি আমার ভালো লাগে নাহ? আমি শুধু বুঝাতে চেয়েছি যে আপনি একটু আগে যেসব কথা বলেছেন।ওরকম যদি সত্যি সত্যি সবার সামনে করেন। তাহলে এতোগুলো মানুষের সামনে আমি অনেক লজ্জা পাবো।আমি মেয়ে মানুষ বুঝেনই তো।'-' বুঝতে পেরেছি।আমি আসলে অস্থির হয়ে ওসব বলে ফেলেছি।কিন্তু আমি এতোটাও বোকা না যে তোমার অসম্মান হবে তা তোমার ভালো লাগবে না।

এমন কোন কাজ আমি তোমার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে করবো।জায়ান সাখাওয়াত এতোটাও খা'রা'প মানুষ না।'-' রাগ করে কথা বলছেন কেন?রাগ করবেন না। আচ্ছা,আমি সরি।'

আরাবী মেসেজটা করে চুপ করে বসে রইলো।কিন্তু এরপর আর জায়ানের কোন রকম মেসেজ আসলো না।আরাবী বসেই রইলো ফোন হাতে নিয়ে।এতোক্ষণের সব আনন্দ আর ভালোলাগা যেন মাটি হয়ে গেলো।মন খা'রা'পে'রা এসে ভীর জমালো আরাবীর কাছে।দ্রুত পায়ে সিড়ি দিয়ে নামছে নূর।আরাবীকে খুঁজতেছিলো ও।পরে জানতে

পারলো আরাবী নিচের ফ্লোরের রুমে আছে। আলিফাও সাথে যাচ্ছে।তবে আলিফা আগে আগে নেমে গিয়েছে।নূরও এই কারনে তড়িঘড়ি করে নামার জন্য পা বাড়ালো।হঠাৎ করে সারারায় নিচের পার্টে পা আটকে পরে যেতে নিতেই ভয়ে চিৎকার করে উঠে নূর। কিন্তু শরীরে কোনরকম ব্যাথা অনুভব করতে না পেরে পিটপিটিয়ে তাকায় নূর।তাকাতেই ওর চোখের সামনে ফাহিমের মুখশ্রী ভেসে উঠে।নিজেকে ফাহিমের বাহুডোরে দেখে তাড়াতাড়ি করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় নূর। ফাহিম নূরকে ছেড়ে দিয়ে বলে,-‘ আর ইউ ওকে?’

নূর নিচের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,
-‘ হ্যাঁ,ঠিক আছি আমি।’
-‘ এতো তাড়াহুড়ো করার কি আছে?আস্তে ধীরে নামা যায় নাহ?নাকি কোন ট্রেন ছুটে যাচ্ছে তোমার?এখনি তো মুখ টুখ পরে ফাটি’য়ে ফেলতে।বাচ্চাদের মতো খালি দৌঁড়াদৌঁড়ি।’ফাহিমের কড়া কথাটুক সব হজম করলেও।নূর ফাহিম ওকে বাচ্চা বলায় সেটা মানতে পারলো না।রেগে দু-কোমড়ে হাত দিয়ে বললো,
-‘ এই আপনি আমায় বাচ্চা বললেন কেন?’
নির্বিকার ভঙিতে দাঁড়ানো ফাহিম বাঁকা হেসে বলে,

-‘ বাচ্চাদের বাচ্চা বলবো নাতো কি বলবো?’
-‘ খবরদার আমায় বাচ্চা বলবেন না।ভালো হবে না কিন্তু।’
-‘ আচ্ছা তাহলে বুড়ি দাদু বলি।’নূর এইবার ভয়া’নক রেগে গেলো।তেড়েমেরে আসলো ফাহিমের দিকে।আঙুল উঁচু করে বলে,
-‘ এই এই কি বললেন আপনি?আমাকে দেখে কি আপনার বুড়ো মনে হয় হ্যাঁ?আমি মাত্র অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি।আপনি আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিলেন।’ফাহিম দু আঙুলের সাহায্যে নূরের উঁচু করে রাখা আঙুলটা ধরে নামিয়ে দিলো।কেমন যেন করে উঠলো নূরের মনের ভীতর।কেঁপে উঠলো

শরীর ফাহিমের এই একটুখানি ছোঁয়াতে।দ্রুত দু পা পিছিয়ে গেলো নূর।ফাহিম ভ্রু-কুচকে বললো,

-‘ বাচ্চা বললেও দোষ,বুড়ো বললেও দোষ। কি বলবো তাহলে?’

নূর কেমন যেন দমে গিয়েছে।কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে নিচে নামা ধরলো।ফাহিম হাসলো। তবে কিছু বললো না।ফাহিম চলে যেতে নিতেই হঠাৎ একটা ডাকে থেমে গেলো,-‘ এইযে শুনুন।’

ফাহিম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই নূর ধীর আওয়াজে বলে,

-‘ আমার নাম নূর।নূর সাখাওয়াত। পরেরবার মনে রাখবেন।’

নূর এটুকু বলেই দ্রুত পায়ে ছুটে চলে গেলো।ফাহিম নূরের যাওয়ার পাণে তাকিয়ে হেসে দিলো।মেয়েটা এতো বড় দেখলে বুঝাই যায়না। স্বভাবও কেমন ছটফটে বাচ্চাদের মতো।ফাহিম বিরবির করলো,

-‘ নূর!’নূর আর আলিফা আরো কয়েকজন মেয়ে মিলে আরাবীকে নিতে রুমে প্রবেশ করলো।নূর গিয়ে ঝাপ্টে ধরলো আরাবীকে। আরাবী মলিন হাসলো।নূর ছটফটে কণ্ঠে বলে,

-‘ ইস, ভাবি কি সুন্দর লাগছে তোমাকে। আমি তো পুরো ফিদা।’

আরাবী মিষ্টি করে হাসলো।নূরের গালে হাত দিয়ে বলে,

-‘ তোমাকেও সুন্দর লাগছে।একেবারে পুতুলের মতো।’আলিফা ভ্রু-কুচকে তাকিয়ে আরাবীর দিকে।তবে নূরকে উদ্দেশ্য করে বলে,

-‘ নূর আরাবীর মাথার উপর যে ওড়না ধরতে হবে সেটা ওই ব্যাগটায় আছে বের করো তো। ‘

নূর ‘ আচ্ছা আপু ‘ বলে চলে গেলো।আলিফা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে আরাবীকে ফিসফিস করেজিজ্ঞেস করলো,

-‘ আরাবী কি হয়েছে তোর?মন খারাপ কেন? এই একটু আগেই তো ভালো ছিলি।’

আরাবী নিজের মন খারাপ লুকানোর চেষ্টা করতে লাগলো।কথা ঘুরানোর জন্যে বলে,-‘ কোথায় গিয়েছিলি? আমি এখানে একা বসে থেকে কি বোর হচ্ছিলাম।’

আলিফা জিহবে কামড় দিয়ে বললো,

-‘ ইস,আমিই ভুলেই গিয়েছিলাম।ওয়াশরুম থেকে বের হয়েই শুনতে পেলাম।জায়ান ভাইয়ারা এসে পরেছে তাই সেদিকেই ছুট

লাগিয়েছি।জোয়ান ভাইয়াকে যা লাগছে না।তুই দেখলে পাগল হয়ে যাবি।’

আরাবী হালকা হাসলো আলিফার কথায়। তবে কিছু বললো না।এরপর নূর ওড়না নিয়ে আসতেই সবাই আরাবীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো।মিউজিক বক্সে জোড়েশোড়ে গান বাজছে।তার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে আরাবীর অনেক আলিফা, নূর ও আছে সাথে রয়েছে আরো মেয়েরা।আরাবীর কাজিন আর জায়ানের কাজিনরা। আরাবীর সেন্টারে প্রবেশ করতেই চারপাশ থেকে ফুল ছিটাতে লাগলো সবাই।তবে আরাবীর নজর স্টেজের উপরে রাখা চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা

মানুষটার উপর।সাদা পাঞ্জাবী,পায়জামা,উপরে নীল কোটি পরিহিত জায়ানকে কি সুদর্শন যে লাগছে আরাবী বলে বুঝাতে পারবে না। আরাবী আর জায়ানের ড্রেসও সেম সেম। আরাবীর হলুদ লেহেঙ্গায় নীল রঙের স্টোন, জারি সুতো আর সিকুয়েন্সের কাজ করা।সেই হিসেবেই জায়ানও এরকম ড্রেস-আপ করেছে।আরাবী যেন চোখ সরাতেই পারছে না।অথচ দেখো লোকটা কিভাবে চোখ বন্ধ করে বসে আছে।যার জন্যে এতো সাজসজ্জা এতোকিছু করলো আরাবী।সেই তো ফিরে তাকাচ্ছে না।চোখ ভিজে উঠতে চাইলো আরাবীর। তাও নিজেকে সামলে নিলো।

আরাবীকে স্টেজের কাছাকাছি আসতে দেখেই ইফতি জায়ানকে উদ্দেশ্য করে বলে,
-‘ ভাই ভাবি এসে পরেছে।এরকম করছো কেন? একটু আগেই না তুমি ভাবিকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে?এখন এমন করছো কেন? যাও ভাবিকে হেল্প করো স্টেজে উঠার জন্যে।’
জায়ানের কোন হেলদোল দেখা গেলো না। ইফতি এইবার জায়ানের বাহুতে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলে,-‘ ভাই উঠো না।ভাবিকে হেল্প করো।যাও।’
জায়ান চোখ মেলে তাকালো ইফতির দিকে। ইফতি জায়ানের চোখ দেখে অবাক হয়ে

গেলো।চোখজোড়া লাল টকটকে হয়ে আছে জায়ানের।ইফতি ভাবলো জায়ান কি কোন কারনে রেগে আছে?কিন্তু কেন?একটু আগেও তো জায়ান স্বাভাবিক ছিলো।ইফতি অস্থির গলায় বলে,-‘ ভাই কি হয়েছে তোমার?এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?’

জায়ান কপালে আঙুল ঘষে বলে,

-‘ নাথিং সিরিয়াস।জাস্ট একটু হেডেইক হচ্ছে লাউডস্পিকারের জন্যে।’

-‘ কফি খাবে ভাই?’

-‘ হু?নাহ, দরকার নেই। আমি ঠিক আছি।’ইফতি কিছুই বললো নাহ।তবে,ভীতরে

ভীতরে বেশ চিন্তা হচ্ছে ওর ভাইয়ের জন্যে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো আরাবী।

এদিকে জায়ান গম্ভীর মুখশ্রী নিয়ে এগিয়ে গেলো স্টেজের সামনে।আরাবী তাকালো জায়ানের দিক।লোকটার দৃষ্টি অন্যদিকে। একটাবার ভুলেও তাকাচ্ছে না আরাবীর দিকে জায়ান।আরাবী বহুকষ্টে নিজের কান্না ধরে রেখেছে। জায়ান হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরাবী ওর হাত ধরছে না দেখে জায়ান এইবার দাঁতেদাঁত চেপে বললো,

-‘ হাত ধরছো না কেন?’চমকে উঠলো আরাবী।জায়ানের কন্ঠে যেন রাগ ঝড়ে পরছে।এতো রাগ লোকটার। আরাবী কাঁপা

হাতটা জায়ানের হাতে রাখলো।জায়ান বেশ শক্তভাবে ধরেছে আরাবীর হাত।তারপর আরাবীকে প্রায় টেনে উঠালো স্টেজে।বেশ ব্যাথা পেলো আরাবী হাতে।তাও কিছু বললো না। জায়ান আরাবীকে নিয়ে স্টেজে বসিয়ে দিলো।ক্যামেরাম্যান তাদের ছবি তুলছে।সে বললো,-‘ আপনারা একটু হাসুন।’

আরাবী জোড়পূর্বক হাসলো।তবে জায়ান সেইযে গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে।একটুও হাসলো না।ইফতি বলে উঠে,

-‘ আমার ভাই এমনই।আপনি ছবি তুলুন।’ক্যামেরাম্যান বেস কয়েকটা এইভাবে ছবি তুললো।এইবার বললো তাদের দাঁড়াতে

বলে।দুজনকে নানানভাবে পোজ দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলো।জায়ান এগিয়ে এসে আরাবীর কোমড়ে হাত রেখে নিজের কাছে টেনে আনলো।জায়ানের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠলো আরাবী।তবে জায়ান সোজা সামনে তাকিয়ে। জায়ান আরাবীকে নিয়ে নানা রকম পোজ দিচ্ছে ছবি তোলার। তবে আরাবীর দিকে তাকাচ্ছে না কোনভাবেই।মুখশ্রী পাথরের মতো শক্ত করে রেখেছে।আরাবী আর সহ্য করতে পারলো না।ধরা গলায় বললো,-'
আমাকে কি এতোটাই বাজে লাগছে?'
জবাব নেই জায়ানের।আরাবী আবারও বলে,

-‘ অনেক বাজে লাগছে নাহ?ছাড়ুন আপনি আমায়।সাজসজ্জার কোন দরকার নেই। সব ধুয়ে মুছে আসি।’

আরাবীর কথা শুনে জায়ান চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,

-‘ চুপচাপ এখানে থেকে আমি যেভাবে যা করছি তার সাথে তাল মেলাও।বেশি বাড়াবাড়ি করো নাহ।মাথা এমনিতেই ঠিক নেই আমার।’আরাবীর কান্না পাচ্ছে প্রচুর। তবে চাইলেও কান্না করতে পারছে নাহ।মূলত ও চাইছে না।আরাবী হাঁপানোর মতো করে বলে,

-‘ এমন করছেন কেন?তাকাচ্ছেন নাহ কেন আমার দিকে?আমি সরি তো।আর কখনও আপনাকে ক’ষ্ট দেয় এমন কথা বলবো নাহ।’

-‘ আমি বলেছি তোমাকে সরি বলতে।’

-‘ এভাবে বলবেন নাহ। আমি ক’ষ্ট পাচ্ছি।’

-‘ সেটা আগে ভাবা উচিত ছিলো তোমার।’

জায়ান গম্ভীর গলায় বললো।আরাবী নিচু স্বরে বলে,-‘ আপনি যে আমার কথায় এতো ক’ষ্ট পাবেন ভাবিনি আমি।আপনি রাগ করে থাকবেন নাহ। আমাদের জন্যে আজ একটা স্পেশাল দিন।আপনি এমন করলে কিভাবে হবে?’

জায়ান কোন উত্তর দিলো না।আরাবী আবার বলে,

-‘ আমার দিকে কি কোনদিন আপনি তাকাবেন নাহ?’

-‘ নাহ!’

-‘ সত্যি?’

জায়ান চুপ।আরাবী বললো,-‘ বিয়ে কেন্সেল করে দেই।আপনি যেহেতু আমার দিকে আর কোনদিন......!’

বাকি কথা আর সম্পূর্ণ করতে পারলো না আরাবী।তার আগেই জায়ান থামিয়ে দিলো। জায়ানের হাত আরাবীর কোমড়ের দুপাশে ছিলো।জায়ান আরাবীর কোমড় স্বজোড়ে চেপে

ধরে।প্রায় একপ্রকার খামছে ধরেছে।আরাবী ব্যাথায় আর্তনা'দ করে উঠলো। জায়ান রাগি গলায় বলে,-' আর একবার এইসব ফালতু কথা বললে মে'রে ফেলবো একদম।'
আরাবী এইবার নিজের কান্না থামাতে পারলো নাহ আর।জায়ানকে সরিয়ে দিলো তৎক্ষনাত। চলে যেতে নিতেই আলিফা আর নূর জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাচ্ছে ও?আরাবী ওয়াশরুমের কথা বলে চলে গেলো।কান্না থামাতে না পেরে আরাবী মুখে হাত চেপে ধরলো।দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো ওয়াশরুমের দিকে।কেউ ওর কান্নারত মুখশ্রী দেখার আগেই ওর এখান থেকে যেতে হবে।ওয়াশরুমে আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে কাঁদছে আরাবী।ভীষণ খারাপ লাগছে ওর।ও বুঝতে পেরেছে অনেক বড় একটা ভুল করে ফেলেছে ও।এমন একটা মেসেজ দেওয়া ওর উচিত হয়নি।জায়ান এমন কোন কাজ করবে না যাতে ওর অসম্মান হয়।সেটা ও ভালোভাবেই জানে।কিভাবে যে পারলো এমন একটা মেসেজ করতে।চোখ লাল হয়ে গিয়েছে আরাবী।মেক-আপ ওয়াটার প্রুফ হওয়ায় সমস্যা হয়নি কোন।আরাবী টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে।হাতে পানি নিয়ে হালকাভাবে চোখ দিলো যাতে ওর মেক-আপ নষ্ট না হয়। এতে সবাই নানান প্রশ্ন করবে।নিজেকে স্বাভাবিক করে বেড়িয়ে আসলো ওয়াশরুম

থেকে আরাবী।ধীর পায়ে হেটে এগিয়ে যেতে লাগলো স্টেজের দিক।হঠাৎ করে কেউ ওকে হেঁচকা টান দিয়ে একটা রুমে ঢুকিয়ে নিলো। ভয়ে, আতংকে চিৎকার করতে নিবে তার আগেই জায়ান তার শক্তপোক্ত হাত দ্বারা আরাবীর মুখ চেপে ধরলো।ধীরে বললো,-‘ হুশ,চেচাবে না। এটা আমি।’

জায়ানকে দেখে আরাবী চোখ আবারও ভিজে উঠলো।ফুঁপিয়ে উঠলো আরাবী।জায়ান দ্রুত হাত সরিয়ে দিলো আরাবীর মুখ থেকে। আরাবী ফোপাঁতে ফোপাঁতে বলে,-‘ আমি অনেক সরি।আর করবো না তো।আমার ক’ষ্ট

হচ্ছে আপনি এমন করায়।আর করবো না তো। ‘
আরাবী কান্নারত অবস্থায় আরো কিছু বলতে নিবে তার আগেই জায়ান টেনে আরাবীকে নিজের বুকের মাঝে নিয়ে আসলো।আরাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম গলায় বলে,
-‘ তোমার সরি বলতে হবে না আর।আমি সরি।তোমাকে শুধু শুধু এতো কাঁদালাম।কান্না করো না তো।এইযে এখন আমি তোমার কাছে আছি।’আরাবী জায়ানকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। করুন গলায় বলে,
-‘ আর রেগে নেই?’

-‘ নাহ আর রেগে নেই।’
-‘ সত্যি?’-‘ হ্যাঁ,তবে আর কখনো এমন বো’কা’মো করবে না।আমি মানুষটা খুব রাগি।রাগলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।হুশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।তুমি আমাকে এমন একটা মেসেজ করেছো বোকার মতো। মেসেজটা পরে আমি অনেক ক’ষ্ট পেয়েছি। সাথে ভীষণ রেগেও গিয়েছি।তুমি ভাবলে কি করে আমি তোমাকে ক’ষ্ট দিবো এমন কিছু করবো?’জায়ানের শীতল কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ যেন আরাবীর বুকে তোলপাড় সৃষ্টি করছে।ও আসলেই অনেক বোকা।জায়ান আরাবীকে ছেড়ে দিয়ে আরাবীকে সোজা করে

দাঁড় করালো।তারপর নিজের হাতের মুঠো খুলে একটা মলম সামনে ধরলো ওর।আরাবী অবাক চোখে তাকালো।জায়ান নরম স্বরে বললো,-‘ তখন বিয়ে কেন্সেল করে দিবে শুনে রেগে গিয়েছিলাম।তাই তোমার কোমড় খা’ম’ছে দিয়েছি।এটা লাগিয়ে নেও।সেরে যাবে।’

জায়ান উল্টো দিকে ফিরে গেলো।যাতে আরাবীর অস্বস্তি না হয়।জায়ান ধীরে বলে,

-‘ চলবে নাকি আমি চলে যাবো?’

আরাবী কাচুমাচু হয়ে বললো,

-‘ ন..নাহ ঠিক আছে।’আরাবী লেহেঙ্গার উপরের পার্টটা উঠালো।দেখলো জায়ান

খা'ম'ছে ধরায় একপাশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।আরেক জায়গায় ডেবে গেছে জায়ানের হাতের নখ।আরাবী জায়ানের দেওয়া মলমটা লাগিয়ে নিলো।তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে বললো,

-' হয়েছে।'

জায়ান এইবার দ্রুত আরাবীর দিকে ফিরে গেলো।তারপর আরাবীর কাছে এসে ওর গালে হাত দিয়ে ঘোর লাগা কণ্ঠে বললো,-' ভীষণ সুন্দর লাগছে।অনেক অনেক সুন্দর।যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।'

জায়ানের কথা শুনে আরাবী হালকা অভিমানি কণ্ঠে বলে,

-‘ তখন তো তাকালেনই না।’

-‘ কে বলেছে তাকাইনি?’

চমকে উঠলো আরাবী,

-‘ মানে?’-‘ তুমি সেন্টারে আসার সাথে সাথেই তোমাকে আমি দেখেছি।বিশ্বাস করো তোমাকে দেখে আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিলো।হ্যাং হয়ে গিয়েছিলাম আমি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বড্ড কঠিন হয়ে পরেছিলো।তাই তো তাড়াতাড়ি করে চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম।’কথাগুলো বলে মুচঁকি হাসলো জায়ান।আরাবী মুগ্ধ হয়ে সেই হাসি দেখলো।হাসলে কি সুন্দর লাগে লোকটাকে।জায়ান আরাবীর একটা হাত ওর

বুকের বা-পাশে রাখলো। আরাবী প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরবর্তীতে জায়ানের হৃদস্পন্দন অনুভব করতে লাগলো।জায়ান নেশালো কণ্ঠে বলে,-‘ অনুভব করছো? তোমাকে দেখে আমার হৃদস্পন্দন কতোটা তীব্রভাবে বিট করছে।’

তারপর হুট করে আবার আরাবীকে জড়িয়ে ধরে অস্থির গলায় বলে,

-‘ তোমাকে দেখলেই আমি আর আমার মাঝে থাকিনা আরাবী।নিজের সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলি।আমি আগে এমন ছিলাম না আরাবী। তুমি আমায় পাল্টে দিয়েছো।আমি পাল্টে গেছি।আমাকে সবাই ভয় পেলেও,আমি শুধু

তোমার কাছেই হেল্পলেস।তোমার কাছে আসলেই আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।’আরাবী জায়ানের আবেগঘন প্রতিটা বাক্য শুনে কেঁপে উঠছে।একটা মানুষ ঠিক কতোটা ভালোবাসতে পারে কাউকে।তা জায়ানকে না দেখলে আরাবী জানতো না।আরাবীর ভীষণ লজ্জাও লাগছে এইভাবে জায়ানের বাহুডোরে থাকতে।তাই জায়ানকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। মাথা নিচু করে নিলো লজ্জায়।জায়ান আরাবীকে লজ্জা পেতে দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসলো। আরাবীর কানের কাছে ফিসফিস করে বললো,-‘ এতো লজ্জা পেও না।এরপর না আবার আমার দ্বারা ভুল টুল হয়ে যায়।

পরে তুমি আবার আমাকে কতোশতো কথা শুনিয়ে দেবে। শুধু আজকের রাতটুকু আরাবী।এরপর এরপর কাল আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না।একটুও না। নিজেকে তখন কোথায় লুকাবে? এতো লজ্জা পেলেও হবে না। আমি সব লজ্জা ভেঙ্গে দিবো।'

আরাবী শ্যামবর্ণের মুখশ্রীও যেন জায়ানের লাগামহীন কথাবার্তায় লাল হয়ে গিয়েছে। আরাবী দ্রুত উলটো দিকে ফিরে গেলো। লজ্জায় হাসফা'স করে বলে,-' প্লি..প্লিজ থামুন না।দোহাই আপনায় আমায় আর লজ্জা দিয়েন নাহ।ম'রে যাবো।'

জায়ান বাঁকা হাসলো আরাবীর কথায়।তারপর নিজেকে দ্রুত জেন্টেলম্যান রূপে এনে আরাবীর হাত ধরে বলে,

-‘ চলো সবাই অপেক্ষায়।’অতঃপর জায়ান আরাবী হাসিমুখে অনুষ্ঠানে হাজির হলো।সবাই বেশ খুশি।হলুদের অনুষ্ঠান বেশ আনন্দ উল্লাশে মেতে উঠলো।জায়ান আরাবীকে এর মাঝে একটু আধটু লজ্জা দিতে ভুলে নি। তাদের দুষ্টুমিষ্টি খুনশুটি আর সবার আনন্দ উল্লাশের মাধ্যমে হলুদের অনুষ্ঠান শেষ হলো আরাবী আর জায়ানের।অবশেষে কাঙ্খিত দিনটি এসেই পরলো। আজ আরাবী আর জায়ানের বিয়ে।বউ সাজে বসে আরাবী।একটু

পরেই তাকে জায়ানের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।বাহির থেকে চিৎকার চেচামেচির আওয়াজ আসছে।বরপক্ষ আর কনেপক্ষের মাঝে বরযাত্রী প্রবেশের টাকার জন্যে তুমুল ঝ'গড়া চলছে।জায়ান এসে পরেছে ওকে নিতে।আরাবীকে নিজের রানি করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসে পরেছে।আরাবীর সারা শরীর কাঁপছে।চিন্তা, অস্থিরতা,ভয়,ভালোলাগা সব যে একসাথে ঝেঁকে ধরেছে ওকে।দুরুদুরু বুক নিয়ে বসে আরাবী। হাত দুটো মেলে ধরলো আরাবী। কি গাঢ় সে রঙ মেহেদীর। কাল জায়ান নিজে ওর নাম লিখে দিয়েছিলো আরাবীর হাতে।হাতে জায়ানের নামটা দেখে

মুচঁকি হাসলো আরাবী।উঠে দাঁড়ালো আরাবী। আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে আরেকবার পরখ করে নিলো।লাল খয়েরী রঙের লেহেঙ্গা, মাথায় সোনালী রঙের ওড়না দেওয়া,খোঁপা করা চুলগুলো লাল,সাদা গোলাপ ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।গা ভর্তি স্বর্ণের গহনা সাথে ব্রাইডাল মেক-আপ।একদম পার্ফেক্ট বউ লাগছে আরাবী।ভীষণ সুন্দর।জায়ান ওকে বউ সাজে দেখে কি রিয়েকশন দিবে ভেবেই লজ্জাতুর হাসলো আরাবী।দুহাতে মুখ ঢেকে নিলো।-‘ ওই মিয়া?এতো কিপটা কেন আপনি হ্যাঁ?আর বিয়ে তো আপনার না তাই নাহ?

আপনি টাকা না দেওয়ার কে হ্যাঁ? জায়ান ভাইয়া টাকা বাহির করুন জলদি।'

আলিফার কথায় ইফতি চোখ মুখ কুঁচকে ফেললো।বললো,

-' মিয়া? এই মিয়া টিয়া এসব আবার কি হ্যাঁ? আর সেম কথা তো আমিও বলতে পারি তাই নাহ?বিয়ে কি তোমার?তুমি টাকা চাইবে কেন?'

আলিফা রেগে বলে,-' বান্ধবীটা আমার।সো আমি টাকা চাইবো না তো কে চাইবে হ্যাঁ? এই ফিহা তুমি কিছু বলো?তোমারও তো বোনের বিয়ে।'

ফিহা নাকচ করে বলে,

-‘ উফ আলিফা আপু আমি কথা বললে তোমাকে এনেছি কেন?আমি এতো চিল্লাপাল্লা করতে পারবো না।আমার গলা ব্যাথা করবে। আমি দাঁড়িয়ে আছি এটাই অনেক।’

আলিফা ফিহার কথায় রেগে বলে,-‘ ন্যাকা কোথাকার একটা।’

তারপর ইফতির দিকে ফিরে আবার বলে,

-‘ টাকা না দিলে গেট ছাড়বো না।আর আমার বান্ধবীকেও দিবো না।ফিরে যান আপনারা।’

ইফতি জায়ানের হাত ধরে বলে,-‘ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও আসবো না।টাকা তো আমি দিবোই নাহ।এই ভাইয়া চলো তো তুমি।’

জায়ান অসহায় হয়ে দুপক্ষের ঝগড়া দেখছে। তার মন চাচ্ছে এক্ষুনি ছুটে আরাবীর কাছে চলে যেতে।আর ওরা কিনা কি ঝ'গড়াঝাঁটি করছে।আর ইফতি গা'ধাটাও বলছে চলে যাবে।এটার মাথা খা'রাপ নাকি।জায়ান ইফতির থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো। তারপর বলে,-' ইফতি টাকাটা দিয়ে দে নাহ।'

আলিফা জায়ানের এহেন কথা শুনে খুশিতে গদগদ হয়ে বলে,

-' দেখছেন আমাদের দুলাভাই কতো ভালো। ভাইয়া আপনি টাকা দিন।সবাই প্রবেশ করবে শুধু আপনার এই ভাইকে বাহিরে ফেলে

রাখুন।একে ঢুকতে দিবো না আমি।ব্যাটা কিপটা।’

নূর হা করে আলিফার দিকে তাকিয়ে।আলিফা যে এমন ঝ’গড়া করতে পারে ও ভাবতেই পারেনি।এতোদিন তো কি সুন্দর করে ওদের সাথে কথা বলতো।নূর বলে উঠে,-‘ আলিফা আপু।তুমি এমন ঝ’গড়া করছো কেন?’

আলিফা একহাত কোমড়ে রেখে আরেক হাত দিয়ে ইফতিকে দেখিয়ে নূরের উদ্দেশ্যে বললো,

-‘ আমি ঝ’গড়া করছি নাকি তোমার এই ভাই ঝ’গড়া করছে।পুরাই মেয়ে মানুষের মতো

ঝ'গড়াখু'ন্নি। ইভেন মেয়ে মানুষের থেকেও বেশি।'

ইফতি আলিফার কথা রেগেমেগে বললো,-' এই মেয়ে এই ঝ'গড়াখু'ন্নি কি হ্যাঁ? এইগুলা কেমন ভাষা?জীবনেও এসব শুনিনি আমি। হোয়াট ইজ ঝ'গড়াখু'ন্নি হ্যাঁ?'

ইফতির বলার ধরণ দেখে আলিফা না হেসে পারলো না।বেচারা রেগে লাল হয়ে গিয়েছে। আলিফা খিলখিলিয়ে হেসে দিলো।ইফতির রাগ যেন সেখানেই গলে পানি হয়ে গেলো। আলিফার দিকে হ্যাং মেরে তাকিয়ে রইলো। আলিফার হাসির শব্দগুলো যেন ওর হৃদয়ের ঝংকার তুলে দিচ্ছে।ধ্যান ভাঙলো নূরের

ধাক্কায়,-‘ ইফতি ভাইয়া আর কতোক্ষন দাঁড়িয়ে থাকবো?পা ব্যাথা করছে তো।’

ইফতি আলিফার দিকে তাকিয়ে বলল,

-‘ দেখো তোমরা যা চাইছো এতোটা দিবো না।আমরা যা দিবো তাই নেও।তারপর গেট ছেড়ে দেও।’

আলিফা দৃঢ় গলায় বলে,-‘ এক পয়সাও কম নেবো নাহ। জায়ান ভাইয়া আপনি টাকা দিবেন কিনা বলেন।এই ঝগড়াখুন্নি লোকটা বেশি করছে।এই বিয়ে কি আপনার? এমন করেন কেন হ্যাঁ?’

-‘ বিয়ে কি তোমার?’

-‘ আমার বান্ধবীর বিয়ে।’

-‘ আমার ভাইয়ের বিয়ে।’

-‘ আপনি চুপ থাকুন।’

-‘ তুমি চুপ থাকো।’জায়ান বিরক্ত হয়ে গেলো এই দুটোর ঝ’গড়া দেখে।ধৈর্য’র বাঁধ ভে’ঙ্গে গেলো বেচারার।জায়ান ধ’মকে উঠলো,

-‘ আমি বিয়ে করতে এসেছি এখানে।নাকি তোদের কমেডি শো দেখতে এসেছি হ্যা? আমাকে কি জোকার মনে হচ্ছে?এখানে আর কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো হ্যাঁ?’

নূর ভাইয়ের কথায় ফিঁক করে হেসে দিলো। জায়ান নূরকে ধ’মক দিয়ে বলে,

-‘ তুই হাসছিস কেন?’

নূর একগাল হাসলো।বললো,-‘ ভাইয়া আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে।’

-‘ কি আইডিয়া জলদি বল।যদি আইডিয়া ভালো না হয়।তাহলে থা’প্পড় দিয়ে তোর গাল লাল করে দিবো।আমার মাথা কিন্তু অনেক খা’রাপ হয়ে গিয়েছে।’

জায়ানের কথায় নূর বিরক্ত হয়ে বলে,-‘ কথায় কথায় শুধু ধ’মকাও। এমন কেন তুমি?’

-‘ তুই বলবি?’

নূর মুখ ভেংচি কেটে বলে,

-‘ বলছি।তুমি ওদের বলো ভাবিকে এখানে আনতে।ভাবি যদি বলে আলিফা আপুরা

যতোটাকা চেয়েছে তাই দিতে তাহলে তুমি দিয়ে দিবে।আর যদি না আনে তাহলে তুমি টাকা না দিয়েই ভীতরে প্রবেশ করবে।আমি সিউর ওরা ভাবিকে এখানে আনবে না।আর তোমার টাকাও দিতে হবে না।ইফতি ভাইয়া আর আরাবী আপুর ঝ’গড়াও থেমে যাবে।’

জায়ান বাঁকা হাসি দিলো।বললো,-‘ পুরো একদিনের জন্যে আমার কার্ড তোর।’

-‘ ইয়াহুউউউ!’

জায়ান এইবার গলা খাকাড়ি দিলো।আলিফার উদ্দেশ্যে গম্ভীর গলায় বলে,

-‘ আলিফা আমার কথা শুনো।’

আলিফা ইফতির সাথে ঝ’গড়া থামিয়ে জায়ানের দিকে ধ্যান দিলো।জায়ান আবারও বললো,-‘ আমি একশর্তে টাকা দিবো।’
আলিফা ভ্রু-কুচকে বললো,
-‘ কি শর্ত?’
জায়ান বাঁকা হাসলো।বলে উঠলো,-‘ আরাবীকে এখানে নিয়ে এসো।ও যদি নিজে আমাকে তোমাদের দাবি করা টাকা দিতে বলে আমি নির্দ্বিধায় টাকা দিয়ে দিবো।আর যদি ওকে না আনতে পারো তাহলে একটাকাও আমি দিবো না।তুমি গেট ছেড়ে দিবে এমনিতেই।’
আলিফা সাথে সাথে চেচিয়ে বললো,

-‘ অসম্ভব এখানে আরাবীকে আনাই যাবে নাহ।’

-‘ তাহলে গেট ছেড়ে দেও।টাকার আশাও।’জায়ানের কথায় আলিফা কাঁদো কাঁদো মুখে তাকালো।ইফতি ফিঁক করে হেসে দিলো।আলিফার শরীর জ্ব’লে গেলো ইফতির হাসিতে।রেগে বলে,

-‘ এই একদম হাসবেন নাহ।একেবারে দাঁত ভে’ঙ্গে দিবো আপনার।’

ইফতি হাসতে হাসতেই বলে,

-‘ আমি তো হাসবোই দেখি তুমি কি করো।’আলিফা রেগে কিছু বলবে তার আগেই জায়ান টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

-‘ আলিফা কি করবে?আরাবীকে আনবে? নাকি বিনা টাকায় গেট ছাড়বে?’
আলিফা অ’গ্নিচোখে ইফতির দিকে তাকিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেলো।ইফতি আলিফাকে চলে যেতে দেখে ভাবুক গলায় বলে,-‘ এই মেয়ে কি সত্যি সত্যিই ভাবিকে আনতে চলে গেলো নাকি?’
এদিকে জায়ান অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।আলিফা যে আরাবীকে আনতে গিয়েছে তা সে ভালোভাবেই জানে।আরাবীকে এখনি দেখতে পাবে ভেবেই মনটা আরো ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছে ওর।আরাবী যখন নিজের ভাবনায় ব্যস্ত তখন ঠাস করে দরজা খুলে ধুপধাপ পা ফেলে রুমে

প্রবেশ করলো আলিফা।চমকে উঠলো আরাবী।আলিফা সেদিকে ভ্রু-ক্ষেপ না করে বলে,
-‘ তোর দেবরটা এক নাম্বারের হাড়কিপ্টা সাথে একটা ঝ’গড়াখু’ন্নি।গেটের টাকা দিলো না তো দিলোই না।উফ অস’হ্য।’
তারপর আরাবীর হাত ধরে বলে,-‘ এই চল তাড়াতাড়ি হাতে সময় নেই।’
আরাবীকে টেনে নিয়ে যেতে নিবে কিন্তু তার আগে আবারও থেমে গেলো আরাবী।আরাবীর সোনালী ওড়না সামনের দিকে লম্বা করে রাখা। মানে ওর মুখশ্রী ঢাকার জন্যে সামনে একটু বড় রেখেছে।আরাবী তা মাথার উপরে

উঠিয়ে রেখেছে।আলিফা এইবার তা নামিয়ে দিয়ে আরাবীর মুখ ঢেকে দিলো।তারপর বলে,-‘ জায়ান ভাইয়া বলেছে তোকে সেখানে নিয়ে যেতে।তুই যদি বলিস আমাদের দাবিকৃত টাকা দিয়ে দিতে তবেই সে দিবে। আর তোকে না আনলে সে একটাকাও দিবে না।টাকা ছাড়াই তাকে ঢুকতে দিতে বলেছে। এখন তোকে আমি সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। ভুলেও তুই ঘোমটা উঠাবি না বিয়ে পড়ানোর আগে তোর মুখ জায়ান ভাইয়া যেন না দেখে। তুই শুধু সেখানে গিয়ে আমাদের টাকা দেওয়ার কথা বলেই চলে আসবি সোজা এখানে,বুঝেছিস?’আরাবী এতোক্ষণ হা করে

আলিফার সব কথা শুনছিলো।পরমুহূর্তেই হেসে দিলো।আলিফা বিরক্ত হয়ে বলে,
-‘ হাসিস না তো চল।’
আলিফা সেখানে নিয়ে যেতে লাগলো আরাবীকে।আরাবী মনে মনে হাসলো।সে তো জানে কোন টাকা দেওয়ার কিছুই না। লোকটা তাকে দেখার জন্যেই এমন শর্ত দিয়েছে।তবে বিয়ের আগে তো ওকে দেখতে পারবে না জায়ান।ভেবেই মুচঁকি হাসলো আরাবী।এদিকে আরাবী লাল খয়েরী লেহেঙ্গা পড়া, সোনালী ওড়না মাথায় জড়ানো আরাবীকে আসতে দেখে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে।কিন্তু ওর আশায় এক ঘামলা পানি ঢেলে দিয়ে আরাবী ইয়া বড়

ঘোমটা দিয়ে ওর পুরো মুখ ঢেরে রেখেছে। আলিফা তো আরো একধাপ উপরে।সে আরাবীর সামনে একগাদা মানুষ দাঁড় করিয়ে দিলো।এতে আগে যাও একটু দেখতে পাচ্চিলো। এখন তাও দেখতে পাচ্ছে না জায়ান।জায়ান বিরক্ত হয়ে গেলো। অস'হ্য কণ্ঠে বলে,-' এটা কি হলো আলিফা?'

আলিফা হেসে বলে,

-' কি হলো দুলাভাই? এনেছি তো আরাবীকে।এই আরাবী দুলাভাইকে টাকা দিতে বল।'আরাবী তো ধ্যান মেরে তাকিয়ে জায়ানের দিকে।ওর হুশজ্ঞান নেই।ঘোমটার আড়াল থেকেই জায়ানকে দেখছে।লোকটাকে

অসম্ভব সুন্দর লাগছে।খয়েরী রঙের সেরওয়ানির মাঝে সোনালী জারি সুতোর কাজ করা।মাথায় পাগরি পরে বর বেশে দৃাড়ানো জায়ানকে দেখে যেন আরাবীর হৃদয় থমকে গিয়েছে।আরাবীর মাঝেমধ্যে বিশ্বাস করতে ক'ষ্ট হয়।এমন একটা সুদর্শন পুরুষ নাকি আর একটু পরেই ওর স্বামি হয়ে যাবে। ওর অর্ধাঙ্গ, ওর চিরজীবনের সাথী,ওর জীবনসঙ্গী। আলিফা আরাবীর নড়চড় না দেখে আরাবীকে ধা'ক্কা দিলো।এতে যেন হুশ ফিরলো আরাবীর।আলিফা করমর করে বলে,-' কিরে কিছু বলছিস কেন?'

আরাবী যেন কথাই বলতে পারছে না। জায়ানকে দেখে যেন ওর বাকশক্তিও লোপ পেয়েছে।আরাবী বহু ক’ষ্টে কাঁপা গলায় বলে,-‘ দি..দিয়ে দিন না ওরা যা চাইছে। আজই তো এমন করবে।দিয়ে দিন।’
কথাটা বলতে দেরি।আলিফা ইশারা করলো আরাবীর এক কাজিনকে। সে দ্রুত আরাবীকে সেখান থেকে নিয়ে গেলো।ঘটনাটা দ্রত ঘটলো যে কেউ কিছুই বুঝলোই না।আলিফা ইয়া বড় হাসি দিয়ে বলে,
-‘ কি দুলাভাই আপনার শর্ত আমি মেনেছি। এইবার টাকা দিন।’আর কিইবা করার আছে। বরপক্ষকে হার মানতে হলো কনেপক্ষের

কাছে।জায়ান গুনে গুনে পাক্কা নগদ ত্রিশ হাজার টাকা দিলো আলিফার হাতে।আলিফা সুন্দর ভাবে কেঁ'চি দিলো জায়ানের হাতে। জায়ান গম্ভীর মুখ নিয়েই ফিতা কে'টে দিলো। সবাই হৈ হৈ করে উঠলো।বরপক্ষকে ভীতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো। ইফতি যেতে নিতেই আলিফা হাতের টাকা দিয়ে বাতাস করার দেখিয়ে বলে,-' ঝ'গড়াখু'ন্নি সরি সরি আপনি তো ছেলে ঝ'গ'ড়াখু'ন্না হবে। এতোক্ষণ আমি ভুল বলছিলাম।যাক ঝ'গড়াখু'ন্না হেরে গেলো।'

ইফতি কিছুই বললো না।শুধু দু আঙুল ওর চোখের দিক ইশারা করে আবার আলিফার

দিকে ইশারা করলো।এমন তিনচারবার করলো।মানে পরে তোমাকে দেখে নিবে। এমন বুঝালো।আলিফা ভেংচি কাটলো।ইফতি রাগে ফুসতে ফুসতে চলে গেলো।এদিকে আরাবীর কাজিন আরাবীকে রুমে দিয়ে আসতেই আরাবী দ্রুত ঘোমটা উঠিয়ে জোড়েজোড়ে শ্বাস নিলো।লোকটাকে দেখে তার শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছে।আরাবী বিছানায় বসে ঢকঢক করে একগ্লাস পানি খেয়ে নিলো।ঠিক তখনই ব্যাগে রাখা আরাবীর ফোনে মেসেজ টোন বেজে উঠলো। আরাবী ফোনটা বের করে দেখে জায়ান মেসেজ করেছে।আরাবী দুরুদুরু বুক নিয়ে মেসেজ

ওপেন করলো।সেখানে লিখা‘ আমার তৃষ্ণা পেয়েছে।ভীষণ রকম তৃষ্ণা।স্নিগ্ধ এক কাঠগোলাপকে দেখার তৃষ্ণা পেয়েছে।আমার এই তৃষ্ণা যেন কাঠগোলাপ দ্রুত মিটিয়ে দেয়।আমি সেই অপেক্ষায়।’আরাবী আর জায়ানকে মুখোমুখি করে বসানো হয়েছে। তাদের সামনে লাল রঙের ওড়না দিয়ে দেওয়া।যাতে একে-অপরকে দেখতে না পারে।কিন্তু ওড়নাটা পাতলা জায়ান এতে আরাবীকে দেখতে পারছে।কিন্তু সমস্যা একটাই আরাবী ওর সেই সোনালী রঙের ওড়না দিয়ে ইয়া বড় ঘোমটা টেনে বসে।তাই আরাবীর চেহারা দেখতে পারছে না ও।জায়ান

বিরক্তিতে মুখ দিয়ে ‘চ’ এর মতো শব্দ করলো।অবশেষে কাজি সাহেব নিজের কাজ শেষ করে জায়ানের উদ্দেশ্যে কবুল বলতে বলবেন।জায়ান একপলক আরাবীর দিকে তাকিয়ে ফটাফট তিন কবুল বলে ফেললো। এইবার আরাবীর পালা তাকে কবুল বলতে বললো কাজি। কিন্তু আরাবী নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।ওর কেন জানি মনে হচ্ছে ও কবুল বললেই ও আর ওর বাবা মায়ের থাকবে না। চিরতরের জন্যে বাবা, মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।আরাবী ক’লিজাটা বোধহয় কেউ চেপে ধরে রেখেছে।বুক ফেটে কান্না আসছে ওর।কিছুতেই মুখ থেকে কবুল শব্দটা বের

হচ্ছে না।ভীষণ কষ্ট লাগছে তার।বিশেষ করে ওর বাবা আর ভাইয়ের জন্যে।কাজি সাহেব আবারও কবুল বলতে বললেই।আরাবী ঝরঝর করে কেঁদে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো,-‘ আব্বু, ভাইয়া।আমি কবুল বলবো না।আমি বিয়ে করবো না। আমি তোমাদের ছেড়ে যাবো না।যাবো না।কবুল বলবো না।’

জিহাদ সাহেব মেয়ের কান্না দেখে তিনিও কেঁদে দিলেন।তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুকে আগলে নিলেন।ফাহিমেরও চোখজোড়া লাল হয়ে এসেছে।সে চাইলেও কাঁদতে পারছে না। ও কাঁদলে তো হবে না।ওর বাবা আর

বোনকে তো ওকেই সামলাতে হবে।আরাবী বাবার বুকে মুখ গুজে চিৎকার করে কাঁদছে। সে কিছুতেই কাঁদছে।ওর একটাই কথা কবুল বললেই নাকি ও চিরজীবনের জন্যে ওর পরিবার থেকে দূরে সরে যাবে। ফাহিম এসে আরাবীর পাশে বসলো।আরাবীর মাথায় রাখতেই আরাবী জিহাদ সাহেবের বুক থেকে মাথা উঠিয়ে তাকালো।ফাহিম দেখেই আবারও ঠোঁট ভেঙে কেঁদে দিলো।-‘ ভাইয়া,আমি যাবো না ভাইয়া।যাবো না।আমি বিয়ে করবো না। কবুল বলবো না।’

ফাহিম আরাবীকে বুকে জড়িয়ে নিলো। আরাবীর মাথা য় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,

-‘ আচ্ছা আচ্ছা।তুই আগে শান্ত হো দেখি। যাস না তুই।এখানেই থাকিস।ঠিক আছে? আমি যেতে দিবো না।কিন্তু বিয়ে তো করতে হবে তাই নাহ বোন? সবাই নাহলে আমাদের বলবে দেখো দেখো বিয়ের আসরে মেয়ে বিয়ে না করেই চলে গেছে।তখন আমাদের কতোটা খারাপ লাগবে ভাব।জায়ানেরও তো মন খারাপ হবে।’আরাবী কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।জায়ান শুধু শান্ত চোখে তাকিয়ে আরাবীর দিকে।মেয়েটা কেঁদেকেটে বাবার আর

ভাইয়ের বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে।অবশেষে প্রায় আধাঘন্টা যাবত জিহাদ সাহেব আর ফাহিম আরাবী বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করলো।কিন্তু আরাবীর কান্নার রেশ কমলো না।আরাবী হেঁচকি তুলতে তুলতে কবুল বলে দিলো। সবাই ' আলহামদুলিল্লাহ!' বললো।তারপর কাবিননামায় জায়ানের স্বাক্ষর নিয়ে তারপর আরাবীর স্বাক্ষর নেওয়া হলো।আজ থেকে জায়ান আরাবী জুড়ে গেলো একে-অপরের সাথে সারাজীবনের জন্যে।স্বামি স্ত্রীর মতো পবিত্র বন্ধনে বাধা পরলো দুজন।আজ থেকে তাদের চিরজীবনের জন্যে একে-অপরের হাত রেখে সকল বিপদ-আপদের মোকাবেলা

এগিয়ে যাওয়ার পথ পারি দেওয়া শুরু হলো। আজ থেকে তারা একে-অপরের পরিপূরক। অবশেষে সকল নিয়ম-রিতি শেষ করে বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেলো।আরাবী ওর বাবা আর ভাইকে খামছে ধরে আছে।সে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না যাওয়ার জন্যে।কান্না করতে করতে একটা কথাই বলছে,

-‘ আমি যাবো না।যাবো না আমি।

আব্বু,ভাইয়া তোমরা তো বললে আমায় যেতে দিবে না।তাহলে এমন কেন করছো?যাবো না আমি।’জিহাদ সাহেবও কাঁদছেন।তিনি আরাবীর হাত জায়ানের হাতে তুলে দিয়ে। কান্নারত গলায় বলেন,

-‘ আজ থেকে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম বাবা।আমার মেয়ের খেয়াল রেখো।কখনো ওকে কষ্ট দিও না। সহ্য করতে পারবো না।’
জায়ান আরাবীর হাতটা শক্ত করে ধরলো।দৃঢ় কণ্ঠে বললো,
-‘ এইযে ধরলাম আর ছাড়ছি না।সারাজীবন ওকে আগলে রাখবো।কথা দিলাম আব্বু।’
জিহাদ সাহেব কান্নায় পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন।নিহান সাহেব বলেন,-‘ জিহাদ সাহেব কাঁদবেন না।ইনশাআল্লাহ আপনার মেয়েকে আমি আমার মেয়ে করেই রাখবো।

আমার নূর যেভাবে থাকে আরাবী মাও সেইভাবেই থাকবে।কাঁদবেন নাহ।’
জিহাদ সাহেবকে লিপি বেগম ধরে রাখলেন। ফিহা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তার বেশ ভালোই লাগছে।আরাবীকে একটা মুসিবত মনে হয় ওর।ভালোই হবে ও বিদায় হলে।ভাবলো ফিহা।এদিকে আরাবী জায়ানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফাহিমের কাছে গিয়ে ওকে ঝাপ্টে ধরে।শক্ত করে ধরে রেখেছে। আদরের বোনকে এইভাবে কাঁদতে দেখে নিজেকে আর শক্ত রাখতে পারলো না ফাহিম।ওর চোখ দিয়েও গড়িয়ে পরলো একরাশ কষ্টের অশ্রু। আরাবী বলছে,

-‘ ভাইয়া আমি যাবো না।তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দিও না ভাইয়া।আমি থাকতে পারবো না ভাইয়া।এমন করো না আমার সাথে।’ফাহিম আরাবীকে বুকে নিয়েই আগাচ্ছে।ওর আরাবীকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছে,

-‘ আজ একটু যা আরাবী।এইতো কালই আমরা আসছি। তোকে কালই নিয়ে যাবো। ভাব তুই বেড়াতে যাচ্ছিস।একটা রাতই তো।’

-‘ নাহ, যাবো না। যাবো না আমি।’ফাহিম ইশারা করলো জায়ানকে। জায়ান ইশারা বুঝতে পেরে আরাবীকে টেনে ফাহিম থেকে সরিয়ে আনলো আরাবীকে কোলে তুলে নিলো

একঝটকায়।আরাবী ওর হুশে নেই। সে একেকথাই বলছে। ও যাবে না।জায়ান কোলে নেওয়ায় জায়ানকে খামছি,কিল,ঘুষি সব দিচ্ছে।একসময় আরাবী ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পরলো জায়ানের বুকে।তবুও ওর চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পরছে।ফাহিমের কষ্ট বুক ফেটে যাচ্ছে।জায়ান ফাহিমকে আশ্বাসবাণী দিলো,-‘ কান্না করো না। ইনশাআল্লাহ তোমার বোনকে রানি বানিয়ে রাখবো।কোন কষ্টকে তাকে ছুতে দিবো না।’ ফাহিম মাথা দুলাতেই জায়ান আরাবীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।নূর এইবার এসে ফাহিমের সামনে দাড়ালো।নূরও কাঁদছে এটা

ভেবে এভাবে তো ওকেও একদিন চলে যেতে হবে ওর পরিবারকে ছেড়ে।তাই আরাবীকে দেখে নিজেও আর কান্না থামাতে পারেনি।নূর কান্নারত স্বরে ফাহিমকে বললো,-‘ আপনি কাঁদবেন না।আমি ভাবির খেয়াল রাখবো। কোন চিন্তা নেই।ভাবির যখন মন চাইবে ভাবিকে এখানে নিয়ে আসবো।ভাইয়া নিয়ে না আসলেও আমি নিয়ে আসবো।আর আপনার যখন মন চাইবে আপনিও আমাদের বাড়ি এসে যাবেন।কাঁদবেন না।আপনি কাঁদলে আংকেলকে কে সামলাবে।’নূর চলে গেলো।ফাহিম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো নূরের যাওয়ার পাণে।মেয়েটা কি সুন্দরভাবে

তাকে বুঝ দিয়ে গেলো।একটু আগেও না কিভাবে বাচ্চাদের মতো লাফালাফি করছিলো।আর এখন কেঁদেকেটে অস্থির। জায়ানদের গাড়ি চলতে শুরু করলো।ফাহিম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। মনেপ্রাণে দোয়া করলো যাতে তার বোনটা সুখে থাকে আজীবন।মাইক্রোবাস নিয়েছে জায়ান'রা। ড্রাইভারের সাথে জায়ানের এক কাজিন বসেছে।তারপর বসেছে জায়ান আর আরাবী।তার পিছনে নূর আর ইফতি আর তাদের আরও একটা কাজিন।জায়ান আরাবীকে বুকে নিয়ে বসে আছে।অতিরিক্ত কান্নার কারনে মাথা ব্যাথায় ঝটফট করছে

আরাবী।তাও ওর কান্না থামছে না।এখনো জায়ানের বুকে নিস্তেজ হয়ে আছে।জায়ান এইবার আরাবীর গালে হাত রেখে উদ্বিগ্ন গলায় বলে,-‘ হয়েছে তো।আর কাঁদেনা। কালই তো নিয়ে আসবো তোমাদের বাসায়।’ আরাবী জায়ানের বুকের কাছটায় খামছে ধরলো।জায়ান পকেট থেকে রুমাল বের করে আরাবীর চোখের জলগুলো মুছে দিলো।কিন্তু লাভ কি আবারও গড়িয়ে পরছে তা আপনগতিতে।জায়ান দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মেয়েটার চোখের এক একফোটা পানি তার কলিজায় ছু’রির ন্যায় আঘাত করছে।কিন্তু করার কিছু নেই। এইটাই প্রকৃতির নিয়ম।

আদি যুগ থেকে এটাই হয়ে আসছে। জায়ান এইবার হাতের সাহায্যে আরাবী চোখের পানি মুছে দিলো।মাথাটা নিচু করে আরাবীর কানের কাছে ফিসফিস করে বললো,-‘ কাঁদে না তো আর।তুমি যখন চাইবে আমি তখনই তোমায় তোমাদের বাড়ি নিয়ে আসবো। এতো কান্না করলে অসুস্থ হয়ে পরবে আরাবী।এইভাবে চোখের জলগুলো ফেলে আমার বুকের দহন বাড়িয়ে দিও না।’

আরাবী জায়ানের বুকের কাছে যেই হাতটা দিয়ে খামছে ধরেছিলো সেই হাতের উপর হাত রাখলো জায়ান।একইভাবে আবার বলে,-‘ কাঠগোলাপের অশ্রুসিক্ত চোখজোড়া

আমার হৃদয়ের পীড়া যে বাড়িয়ে দেয় তা কি সে জানে নাহ?এইভাবে কাঁদলে তো বুকের ভীতরটা ঝাঝ'ড়া হয়ে যায়। কাঠগোলাপের চোখে অশ্রু না।তার ঠোঁটে মুক্তজোড়া অমায়িক হাসিই বেশি সুন্দর লাগে।'আরাবী কান্না থেমে গেলো জায়ানের এতো আবেগঘন কথা শুনে।বুকের ভীতরটা শীতলতায় ছেঁয়ে গেলো।হৃদস্পন্দন বেরে গেলো।মিইয়ে গেলো আরো জায়ানের বুকের মাঝে।জায়ান হাসলো তা দেখে।তারপর আরাবীর ঘোমটার উপরেই চুমু খেয়ে বিরবির করলো,

-' অবশেষে আমার অপেক্ষা শেষ হলো।তুমি আমার।শুধুই আমার। আমার কাঠগোলাপ।

আমার বউ।’ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন কেমন হয়েছে জানবেন।মাইগ্রেনের ব্যা’থা কমার নাম নিচ্ছে না। অসহ্য ব্যা’থা।লিখলাম তাও। ছোট হয়েছে বলে আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি অসুস্থ্য এটুকু বুঝবেন আশা করি।

ঝুম,ঝুম,ঝুম।বাহিরে প্রচন্ড পরিমান বৃষ্টি পরছে।বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশ।কক্ষজুড়ে শীতলতা বিরাজমান।কেননা বারান্দার পুরো দরজাটা খোলা।সেখান থেকেই ঝড়ো হাওয়ার শীতল বাতাস এসে কক্ষটা হিমশীতল করে দিয়েছে।রুমের সাদা পর্দাগুলো বাতাসের দাপটে উড়ে চলেছে অবিরাম।পুরো কক্ষে ফুলের ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে। হরেক রকম

ফুল দিয়ে আজ সাজানো হয়েছে জায়ানের কক্ষ।সেই সাথে ফেইরিলাইটস লাগানো।ফুলে সজ্জিত বিছানায় বসে আছে আরাবী।একটু আগেই সকল নিয়ম রিতী শেষ করে তাকে রুমে এসে দিয়ে গিয়েছে নূর আর তার কয়েকজন কাজিন। প্রচুর অস্থির লাগছে আরাবীর।ভয়ে,লজ্জায়,উত্তেজনায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফুলে সজ্জিত কক্ষটার দিকে তাকালেই আরাবীর বুক ধরফর করে উঠে। কিরকম যে এক অনুভূতি।আরাবী নিজেই বুঝতে পারছে না।বাহির থেকে চেচামেচির আওয়াজ আসছে।তার মানে জায়ান এসে পরেছে।বুকটা ধুকপুক করছে আরাবীর।

পরিহিত বিয়ের লেহেঙ্গা খামছে ধরলো আরাবী। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে। আচ্ছা,আয়নার সামনে গিয়ে কি নিজেকে একবার দেখে নেবে আরাবী?তখন কান্নাকাটির কারনে মেক-আপ বেশি না অল্প একটু খা'রাপ হয়ে গিয়েছিলো।পরে অবশ্য নূর জায়ানের কক্ষে দিয়ে যাওয়ার আগে ওর মেক-আপ ঠিক করে দিয়েছে।সুন্দরভাবে ওকে পরিপাটি করে দিয়েছে।নূর ওকে সাজ ধুয়ে ফেলতে বলেছিলো।আরাবীই বারণ করেছে।কারন জায়ান ওকে এখনো ভালোভাবে বঁধুবেশে দেখেইনি।তাই তো এখনো এইভাবে সেজে আরাবী। আরাবীর

ভাবনার ঘোর কাটলো কক্ষের দরজা খোলার আওয়াজে।জায়ান এসেছে।মুহূর্তেই হৃৎপিন্ড ৪৪০ বোল্টের বিদ্যুতের ন্যায় ছুটতে লাগলো। জায়ান এসেই গলা খাকারি দিলো। কেঁপে উঠলো আরাবী।জায়ান ধীরে এসে বসলো আরাবীর পাশে।আরাবী ঘোমটার আড়ালে আঁড়চোখে জায়ানকে দেখার চেষ্টা করলো। জায়ান একদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে।দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলো আরাবী।মনে মনে সাহস জুগিয়ে মিনমিনে স্বরে বলে উঠলো,-‘

আসসালামু আলাইকুম। ‘

জায়ান ধীর স্বরে জবাব দিলো,

-‘ ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ‘

জায়ান এইবার শীতল কণ্ঠে বলে,
-‘ তোমাকে দেখার অনুমতি আছে?’এমন কথায় আরাবী অবাক হলো।তাও সেই নিচু স্বরে বলে,
-‘ আমি তো আপনারই।অনুমতি নেওয়ার কি আছে?’
জায়ান তৃপ্তির হাসি দিলো।তারপর আরাবীর মাথার ঘোমটা উঠিয়ে ফেললো।আরাবী মাথা নিচু করে ছিলো।জায়ান আরাবীর থুতনী হালকা স্পর্শ করে আরাবীর মুখ উঁচু করে ধরলো। জায়ান যেন থমকে গেলো।চোখের পলক না ফেলে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো আরাবীকে।ঘোর লাগা কণ্ঠে বলে,-‘ মাশা-

আল্লাহ। আজ যেন মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম ফুলটা আমার ঘরে,আমার কাছে।যার তুলনা আর কোন ফুলের সাথেই হবে না।’

আরাবী আগে থেকেই চোখ বন্ধ করে ছিলো। এই কথা শুনে লজ্জায় ও চোখ খিচে বন্ধ করে নিয়েছে।এতো লজ্জা, ইস। জায়ান নরম গলায় বলে,

-‘ তাকাও আরাবী।’এইভাবে বললে কি সেই ডাক উপেক্ষা করা যায়?আরাবীও পারলো না। পিটপিট করে নয়নজোড়া খুলে তাকালো জায়ানের দিকে।জায়ান এখনো নেশাময় চোখে তাকিয়ে।এই চোখে চোখ মেলাতে

পারে না আরাবী।জায়ানের ওই চোখের চাহনী যেন ভয়ং'করভাবে আরাবীর ভীতরটা দু'মড়েমু'চড়ে দেয়।এলোমেলো করে দেয় ওর সমস্ত কিছু।জায়ান আরাবীকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও থেমে গেলো। কি মনে করে যেন উঠে গেলো বিছানা থেকে।তারপর নম্র কণ্ঠে বলে,-' ফ্রেস হয়ে আসো আরাবী।আগে চলো দু-রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নেই।' আরাবী জায়ানের কথা শুনে মাথা দোলালো। ভারি লেগেঙা হওয়ায় আরাবীর উঠে দাঁড়াতে সমস্যা হচ্ছিলো। জায়ান এসে সাহায্য করলো আরাবীকে। ফ্রেস হওয়ার আগে এই গহনা গাটি খুলতে হবে।তাই আরাবী সোজা হেটে

চলে গেলো ড্রেসিংটেবিলের সামনে।সেখানের টুলে বসে পরলো আরাবী।পাশের ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নিলো।তারপর মাথায় ওড়না খুলে নিলো।খোপাতে কতোগুলো গোলাপ গাথা। এইগুলো ও খুলতে পারবে না।আরাবী তাকালো জায়ানের দিকে।জায়ান আরাবীকেই দেখছিলো।আরাবী মাথা নিচু করে বলে,-‘ শুনুন।’

-‘ হু?’

-‘ আমায় একটু সাহায্য করবেন?’

জায়ান বিনাবাক্যে আরাবীর কাছে এসে দাঁড়ালো।প্রশ্ন করলো,

-‘ কি সাহায্য বলো।’

আরাবী হালকা আওয়াজে বলে,-‘ এইযে আমার খোপাতে কতোগুলো ফুল।এইগুলা একটু ছুটিয়ে দিননা। আমি নাগাল পাচ্ছি না।’ জায়ান মৃদ্যু হেসে আরাবীর খোপায় হাত লাগালো।একে একে ফুলগুলো খোপা থেকে তুলে ফেলছে জায়ান।আরাবীও ওর গহনাগাটি খুলছে একে একে।জায়ান ফুল ছুটাতে ছুটাতেই বলে,

-‘ তুমি চুল বাধার সময় হেয়ার সেটিং স্প্রে করো নি?’আরাবী আয়নায় জায়ানকে একবার দেখে নিয়ে আবারও কানের দুল খোলায় ব্যস্ত হয়ে পরলো।বললো,

-‘ নাহ, এইগুলা দিলে চুল ন’ষ্ট হয়ে যায়। এমনিতেই আমার এইটুকুনি চুল।শুধু বলেছি বেবি ক্লিপগুলো দিয়ে আটকে দিতে।’

-‘ বেশ ভালো করেছো।’

পরমুহূর্তে আবার বিরবির করে বললো,

-‘ নাহলে দেখা যেতো এই চুল খুলতে খুলতেই আমার বাসর রাত শেষ হয়ে পানি পানি হয়ে যেতো।’

-‘ কিছু বললেন?’আরাবী আবছা শুনতে পেয়েছে জায়ান কিছু বলেছে।জায়ান মাথা দুলিয়ে কিছু না বুঝালো।সব গহনা খোলা শেষ। আরাবী উঠে দাঁড়ালো।জায়ান গিয়ে

আলমারি থেকে একটা প্যাকেট বের করে আরাবীকে দিলো।বললো,
-‘ যাও এটা পরে আসো।এখানে প্রয়োজনীয় সব আছে।’আরাবী মাথা দুলিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেলো।আরাবী প্যাকেটটা খুলে দেখলো সুন্দর একটা সাদা জামদানী শাড়ি।আরাবী হাসলো তারপর দ্রুত ফ্রেস হয়ে শাড়িটা পরে ওযু করে বের হয়ে আসলো।জায়ান আরাবীকে দেখেই বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো।মেয়েটাকে এতো সুন্দর লাগে। জায়ান বড় বড় ধাপ ফেলে এগিয়ে গেলো আরাবীর কাছে।আরাবীর অতি নিকটে এসে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলে,-‘ একদম

সদ্য ফুটে ওঠা শুভ্রতায় মোড়ানো স্নিগ্ধ কাঠগোলাপ লাগছে।এই রূপে দেখে বিমোহিত হয়ে আমি ম'র'তে রাজি শতোবার, বারবার।'

আরাবীর জায়ানের এইসব আবেগঘন কথা শুনলেই ভালোলাগায় হৃদয়টা রঙিন হয়ে যায়। আরাবী মাথা নিচু করে লজ্জামাখা হাসি দিলো।জায়ানও হালকা হেসে বলে,-' যাও আলমারি জায়নামাজ আছে তা বের করে বিছিয়ে নেও।আমি ওযু করে আসছি।'

আরাবী মাথা দুলিয়ে সায় দিতেই জায়ান মুচঁকি হেসে ওয়াশরুমে চলে গেলো।আরাবীও এই ফাঁকে জায়ানের কথা মতো কাজ করে

নিলো।জায়ান ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে এসে সোজা আলমারি খুললো তারপর একটা নামাজের হিজাব দিলো আরাবীকে।আরাবী মুচঁকি হেসে সেটা নিয়ে পরে নিলো।তারপর দুজন একসাথে নামাজের মাধ্যমে তাদের নতুন জীবনের পথচলা শুরু করলো।নামাজ শেষে জায়ান আরাবীকে নিয়ে বিছানায় বসালো।তারপর আবার চলে গেলো।আরাবী দেখছে জায়ানকে। জায়ান এগিয়ে গেলো আলমারির কাছে। আলমারি থেকে দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে আবার আসলো আরাবীর কাছে।প্যাকেট দুটো নিজের পাশে রেখে। এইবার একটু কাছে আসলো আরাবীর।

আরাবী হকচকিয়ে গিয়ে একটু পিছিয়ে গেলো। আরাবীকে অবাক করে দিয়ে জায়ান আরাবীর কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে নিলো।তারপর বিরবির করে কি যেন পড়তে লাগলো।আরাবী অবাক চোখে জায়ানকেই দেখছে।খানিকক্ষণ বাদে জায়ান বিরবির করা থামিয়ে দিয়ে চোখ খুলে তাকালো।তারপর আলতো হেসে আরাবীর মাথায় ফু দিয়ে দিলো।জায়ান এইসব কি করছে বুঝতে না পেরে আরাবী না চাইতেও প্রশ্ন করেই ফেললো,-‘ এটা কি করলেন আপনি?’

জায়ান আলতো হেসে বলে,

-‘ আমি আল্লাহ্’র বিধান সবটা মেনেই আমাদের নতুন জীবনের পথচলা শুরু করবো ভেবেছি আরাবী।আর এইটাও সেই বিধানের মাঝে একটা।স্বামি তার স্ত্রীর কপালে হাত ধরে একটা দোয়া পাঠ করে তারপর তার কপালে ফু দেয়।’

আরাবী জায়ানের প্রতিটা কাজে বার বার অবাক হয়।এই লোকটা তাকে আর কতো অবাক করবে?এতো ভালো কেন জায়ান? আরাবী মনে হয় ও জায়ানকে পেয়ে যেন পৃথিবীর সব পেয়ে গেছে।জায়ান এইবার পাশে রাখা প্যাকেট দুটো নিয়ে আরাবীকে দিলো।আরাবী জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে

তাকাতেই জায়ান বলে,-‘ একটায় তোমার মোহরানা আর একটায় তোমার বাসর রাতের উপহার।’

মোহরানার কথা শুনে আরাবী বলে,

-‘ মোহরানার এতোগুলা টাকা দিয়ে আমি কি করবো?’

-‘ তা তুমি জানো।এটা তোমার হক,তোমার প্রাপ্য।এটা পরিশোধ আমাকে করতেই হবে। আমি তাই করলাম।এখন এই টাকা দিয়ে তুমি কি করবে তা তুমি জানো।’জায়ানের কথা শুনে আরাবী আর কিছু বললো না। আরাবী মোহরানার প্যাকেটটা পাশে রেখে দিলো।তারপর জায়ানের দেওয়া উপহার খুলে

দেখলো।সেখানে একটা কোরআন শরীফ,একটা তবজী, আর একটা জায়নামাজ আছে।আরাবী ভীষণ খুশি হলো।হাসি মুখে বললো,

-‘ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’

জায়ান বলে,-‘ দেখি হাতটা দেও।’

আরাবী ভ্রু-কুচকে বলে,

-‘ কেন?’

-‘ দেও নাহ।’

আরাবী হাত দিলো।জায়ান সুন্দর একটা ডায়মন্ডের রিং পরিয়ে দিলো আরাবীকে। অতঃপর বলে,

-‘ পছন্দ হয়েছে?’

-‘ ভীষণ।’

জায়ান হালকা হেসে এইবার উঠে দাঁড়ালো। বললো,

-‘ ওগুলো দেও। রেখে আসি।’আরাবী মোহরানা গুলো আর উপহার গুলো জায়ানকে দিলো।জায়ান গিয়ে সেগুলো রেখে আসলো। তারপর আরাবীর পাশে আবার বসে পরলো। এতোক্ষণ ঠিক থাকলেও এখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না আরাবী।সব তো শেষ নিয়ম। এইবার? এইবার কি করবে জায়ান? অস্থির আরাবীর গালে আলতো করে হাত ছোঁয়ালো জায়ান।শীতল হাতের ওই ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠলো আরাবী।জায়ান আরেক

হাত আরাবীর কোমড়ে রেখে ওকে একেবারে টেনে নিজের কাছে টেনে আনলো।তারপর কোন কিছু না ভেবেই আরাবীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো বুকের মাঝে। আরাবীর কি হলো কে জানে?ও নিজেও জায়ানকে আঁকড়ে ধরলো।জায়ান আরাবীর চুলের ভাজে চুমু খেলো দীর্ঘ সময় নিয়ে। তারপর কোমল স্বরে বলে উঠে,-‘ তুমি আমার অনেক সাধনার আরাবী।আমার একান্ত সবচেয়ে প্রিয় শুভ্রময়ী এক কাঠগোলাপ।’

আরাবী কিছু বললো না। শুধু নিবিড়ভাবে মুখ লুকালো জায়ানের বুকে।এ যেন এক পরম শান্তির স্থান আরাবীর জন্যে।সবচেয়ে

নিরাপদ, ভরসাযোগ্য স্থান।তীব্র থেকে তীব্র হচ্ছে বারিধারা।বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ক্ষণেক্ষণে। বাতাসে শীতলতা বেরে গিয়েছে বহুগুণ।ঘরের দরজা জানালা সব খোলা থাকায় হু হু করে সেই শীতল বাতাস কক্ষে প্রবেশ করছে। শীতল বাতাসের স্পর্শ পেয়ে আরাবীর ছোট্ট নরম দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।আরাবী ঠান্ডায় আরো গুটিয়ে যেতে চাচ্ছে জায়ানের বুকের মাঝে।জায়ানের বক্ষের উষ্ণতায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে প্রয়াস চালাচ্ছে।জায়ান বুঝতে পেরে যেন আরো আষ্টেপৃষ্টে চেপে ধরলো আরাবীর নরম দেহটা।আরাবী কাঁপা গলায়

বলে,-‘ বারান্দার দরজা আর জানালাগুলো বন্ধ করতে হবে।’

জায়ান চোখ বন্ধ করে বলে,

-‘ উঁহু! এইভাবেই থাকুক।’

-‘ আমার শীত লাগছে।’আরাবীর মিনমিনে কণ্ঠ শুনে জায়ান এইবার আরাবীকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নিলো।এইবার ঠাণ্ডায় যেন আরাবী শরীর হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। জায়ান আরাবীর শাড়ির আঁচল ভেদ করে হাত গলিয়ে দিলো আরাবীর চিকন মসৃণ কোমড়ে।কেঁপে উঠে চোখ খিচে বন্ধ করে নিলো আরাবী।জায়ান এইবার তার শক্তপোক্ত পুরুষালি হাত দিয়ে স্পর্শ করলো আরাবীর

কপোল(গাল) ।আরাবী নিভু নিভু চোখে তাকালো ।জায়ানের অস্থির মুখশ্রী দেখে বুকটা ধ্বক করে উঠলো। এদিকে জায়ান কিছু বলতে নিয়েও বার বার আটকে যাচ্ছে।এতো অপেক্ষার পর আজ আরাবী তার।একমাত্র একান্ত তার।আরাবীকে নিজের এতোটা কাছাকাছি দেখে জায়ান নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না।হৃদপিণ্ডের তীব্র দহন যেন ঝ'লছে দিচ্ছে ওর সবকিছু।আরাবীকে খুব করে চাইছে ও।পুরোপুরি নিজের করে চাইছে।কিন্তু কোথায় একটা জড়তা কাজ করছে ওর। আরাবী কি ওকে মন থেকে মেনে নিয়েছে? মানতে পারবে ও জায়ানকে?

আরাবী জায়ানের অস্থিরতা বুঝতে পারলো।
ওর গালে রাখা জায়ানের শক্তপোক্ত হাতটার উপর নিজের নরম হাতটা দিয়ে স্পর্শ করলো।জায়ানের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর,-‘ আ..আরাবী আমি।তুমি মানে...!’
-‘ হুশ! অস্থির হবেন নাহ! ‘আরাবীর ধীর কণ্ঠে জায়ান জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিতে লাগলো।নিজেকে সামালানোর প্রয়াস করতে লাগলো।কিন্তু প্রতিবার সে ব্যর্থ।আরাবীর শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে যেন তার নারীময়ী সৌন্দর্য যেন উপচে পরছে। কোন পুরুষ কি তা দেখে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? পারে না।আবার যদি সে হয়

তার স্ত্রী,তার অর্ধাঙ্গীনি,তার ভালোবাসার মানুষ।জায়ান নিজের বুকের এই দহনক্রিয়া কিভাবে থামাবে?ঠিক কিভাবে? আরাবী জায়ানের চোখে চোখ রাখলো।লজ্জায় তার সারাশরীর কাঁপছে।তাও কেন যেন জায়ানের অস্থিরতা, এতো ব্যাকুলতা ও উপেক্ষা করতে পারছে না।সে জানে জায়ান তাকে খুব করে চাইছে।তাও ওর জন্যেই সে তীব্রভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করছে।আরাবী জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিয়ে আরাবী ধীর আওয়াজে বলে উঠলো,-' আ..আমি,, আমি জানি আপনার এতো অস্থিরতা কেন! আপনাকে এতো কষ্ট ক..করতে হবে নাহ।আপনি আমার স্বামি।

আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমি আপনাকে ভা..ভালোবাসি কিনা জানি না।তবে আপনাকে আমার ভালোলাগে। আপনার সবকিছু আমার ভালো লাগে। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি,সবচেয়ে বেশি ভরসা করি।’

জায়ান আরাবীর প্রতিটা কথায় যেন তীব্রভাবে অবাক হয়েছে।আরাবী যে এইভাবে ওকে এইকথাগুলো বলবে ভাবেনি ও।জায়ান শুকনো ঢোক গিললো।কাঁপা স্বরে বললো,-‘ আরাবী আর ইউ সিয়র?’

আরাবী জোড়ে শ্বাস ফেলে জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরে জায়ানের ঘারে মুখ গুজে দিলো।

জায়ান চোখ বন্ধ করে নিলো।দুহাতে ঝাপ্টে ধরলো আরাবীর কোমড়।তারপর ধীরে আরাবীকে সুইয়ে দিলো।আরাবী নিভু চোখে তাকিয়েই জায়ানের দিকে। জায়ান সকল ভালোবাসা দিয়ে চুমু খেলো আরাবীর কপালে। তারপর মুখ উঠিয়ে একধ্যানে তাকিয়ে থাকলো একধ্যানে আরাবীর দিকে। তারপর হুট করে আরাবীর সারা মুখ জুড়ে এলোপাথাড়িভাবে চুমু খেতে লাগলো। ভয়ংকরভাবে দুমড়েমুচড়ে গেলো আরাবী। বাহিরে বারছে তীব্র ঝড়ো হাওয়ার প্রকোপ। সেই সাথে বারছে জায়ানের এলোমেলো অস্থির আঁচড়ন। আরাবীর ছোট্ট নরম দেহের

প্রতিটি ভাঁজে জায়ানের তীব্র ভালোবাসার উষ্ণ স্পর্শ যেন ঝড় উঠিয়ে দিচ্ছে।আরাবীর উদরে একের পর এক ঠোঁটের আবেশ দিয়ে জায়ান নিজের টি-শার্ট একটানে খুলে ছুড়ে ফেললো। তারপর আবারও অস্থির হয়ে আরাবীর কাছে এসে নিজের অধর দ্বারা আঁকড়ে ধরলো আরাবীর অধর।জায়ান নিজের সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে দিলো দিলো আরাবীর কাছে।আরাবীর ছোট্ট দেহটা জায়ানের বলিষ্ঠ দেহের মাঝে চাঁপা পরে আছে।ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্র’নাময় সুখে কুকড়ে গিয়ে ক্ষ’তবিক্ষ’ত করে দিচ্ছে জায়ানের পিঠ।সারা কক্ষে দুজন কপোত-কপোতীর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের

শোনা যাচ্ছে।সেই সাথে কিছু যন্ত্র’নাময় সুখের কাতর গোঙানির কণ্ঠস্বর।দীর্ঘ এক ভালোবাসাময় রাত স্বামি সোহাগে কাটিয়ে উঠলো আরাবী।পিটপিট নয়নজোড়া মেলে তাকালো।একটু নড়তেই যেন চিরমিরিয়ে উঠলো শরীরের প্রতি ভাঁজের অস’হ্য যন্ত্র’ণা। ব্যাথায় ঠোঁট কামড়ে ধরলো আরাবী। সামান্যটুকু নড়ার শক্তিও অবশিষ্ট নেই শরীরে।বহু কষ্ট ঘড়ির দিকে তাকালো আরাবী।ভোর চারটা বাজে মাত্র।মাত্র দেঢ ঘন্টা ঘুমালো ও।মুখটা ঘুরিয়ে আবার তাকালো নিজের দিকে।চক্ষুশূল হয় জায়ানের ঘুমন্ত মুখশ্রী।আরাবী বক্ষগহ্বরের ঠিক

মধ্যিখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে সে।এতো এতো য'ন্ত্রনা কষ্ট যেন একমুহূর্তে কোথায় গায়েব হয়ে গেলো।চোখেমুখের কাতরতা সরে গিয়ে বিরাজমান হলো একরাশ মুগ্ধতা।আরাবী মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকলো জায়ানকে।কে বলবে এইযে সে কাল রাত কি পাগলামিই না করলো।তাদের মিলিত হওয়ার সময়টায় জায়ান যে বিরবির করে তাকে কতোবার যে ভালোবাসি বলেছে তা হিসেব ছাড়া।য'ন্ত্রনায় যখন কাতরে উঠছিলো আরাবী।আরাবী সেই কষ্টে নিজেও কষ্ট পেয়ে সরে যেতে চেয়েছিলো বহুবার।তবে তা আরাবী দেয়না। জায়ানের মাঝে বিলিন করে দিয়েছিলো

নিজেকে।নিজের স্বর্বষ সপে দিয়েছিলো জায়ানের কাছে। রাতের কথাটুক স্মরণ হতেই আরাবী লজ্জায় হাঁশফা'শ করে উঠলো। ওর এতো নড়াচড়ায় ঘুমটা ছুটে আসলো জায়ানের।জায়ান ঘুমন্ত কণ্ঠে বলে উঠে,-' নড়ে না তো বউ।ঘুমাই তো।'

কেঁপে উঠলো আরাবী। কি ভয়া'নক মাদকতা এই লোকটার ঘুমন্ত কণ্ঠে।বুকের ভীতরটায় ঝংকার তুলে দেয় এই কণ্ঠ।আরাবী জোড়ে শ্বাস ফেললো।তাকে উঠতে হবে।কিন্তু লোকটা যেভাবে হাত পা দিয়ে ঝাপ্টে ধরেছে তাকে।উঠার জো নেই।এদিকে জায়ানের ঘুমে বিঘ্যাত ঘটায় এইবার জায়ান পুরোপুরি সজাগ

হয়ে গেলো।সজাগ হতেই কাল রাতের ভালোবাসাময় প্রতিটা মুহূর্ত স্মরণ হতেই তৃপ্তিময় হাসি ফুটে উঠলো জায়ানের ঠোঁটের কোণে।কাল তার আরাবী, তার কাঠগোলাপকে আপন করে নিয়েছে ও।নিজের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে ও আরাবীর মাঝে।বুঝাতে পেরেছে ঠিক কতোটা ব্যাকুল ও আরাবীর জন্যে।জায়ান হাসি হাসি মুখে মুখ উঠিয়ে তাকালো আরাবীর দিকে।জায়ান একটু নড়ে উঠতেই আরাবীর যেন ব্যাথায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।কাতরে উঠলো আরাবী।ঘাবড়ে গেলো জায়ান।দ্রুত উঠে বসলো ও।আরাবী না চাইতেও চোখের জল

ছেড়ে দিলো।জায়ানের শক্তপোক্ত দেহটা ওর দেহের উপর নড়ে উঠতেই ব্যাথা-বেদনাগুলো যেন কিরমিরিয়ে উঠেছে। জায়ানের দৃষ্টি ঘুরিয়ে আরাবীর নরম দেহের উপর ঘুরপাক খেলো।আরাবীর শরীরে স্পষ্ট দৃষ্যমান হয়ে ফুটে আছে কাল জায়ানের দেওয়া প্রতিটি ভালোবাসার চিহ্ন।দীর্ঘশ্বাস ফেললো জায়ান। আরাবীর কষ্টে বুক ভার হয়ে আসলো জায়ানের।তীব্র অনুশোচনা জেগে উঠলো মনে।কাল এমনটা না হলেও পারতো। নিজেকে কষ্ট করে হলেও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার ছিলো ওর।তারপর আবার ভাবলো আজ হোক কাল একসময় না একসময় এমন

মুহূর্তটা আসতেই ওদের মাঝে।ঠিক তখনও এমন কষ্টের মুখোমুখি হতো আরাবী।এটাই যে হবারই।জায়ান আরাবীর গালে নরমভাবে স্পর্শ করে কাতর গলায় বলে,-‘ আ’ম সরি কাঠগোলাপ!’
এই একটা ডাক। এই একটা ডাকেই যেন আরাবীর সকল যন্ত্র’ণা উধাও হয়ে গেলো। আরাবী ঠোঁটে হাসি টেনে নিয়ে বলে,
-‘ উহু! স...সরি বলতে হবে না।’জায়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে উঠে দাড়ালো। তারপর আরাবীকেও পাঁজাকোলে তুলে নিলো।আরাবী লজ্জা পেলো।লজ্জারাঙা মুখশ্রী লুকালো জায়ানের বুকের মাঝে। জায়ান

আরাবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো,

-‘ ধন্যাবাদ আরাবী।সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ। তোমাকে আমার জীবনে আসার জন্যে। আমাকে ভালোবাসা শিখানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ আমার কাঠগোলাপ।’

আরাবী একহাত দিয়ে শক্ত করে ধরলো জায়ানের গলা।জায়ান আরাবীকে নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেলো।দুজনে লম্বা গোসল নিয়ে ফ্রেস হলো।জায়ানের বুকে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে আরাবী।জায়ান নরম স্পর্শে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।আরাবী কি যেন আঁকিবুকি করছে জায়ানের বুকে।আর

জায়ান সে তো ব্যস্ত তার কাঠগোলাপকে দেখতে।অনেকক্ষণ চলে গেলো।আরাবী ঘুমাচ্ছে না দেখে জায়ান জিজ্ঞেস করলো,-‘ ঘুমাচ্ছো না কেন?’

আরাবী ছোট্ট কণ্ঠে বলে,

-‘ আসছে না তো।’

আরাবীর কথায় জায়ান কিঞ্চিৎ হাসলো। তারপর কি যেন একটা ভেবে বললো,

-‘ একটা গল্প শুনবে আরাবী?’আরাবী এইবার ডাগর ডাগর চোখে তাকালো জায়ানের দিকে। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলে,

-‘ গল্প বলবেন আপনি?’

-‘ হ্যা!’

-‘ আচ্ছা,শুনবো।আপনি বলুন!’

জায়ান জোড়ে শ্বাস ফেললো। তারপর চোখ বুঝে অনেক কিছু ভাবলো।কিঞ্চিৎ সময় পেরিয়ে যেতেই জায়ান ধীরে বলা শুরু করলো,-‘ সেদিন মিটিং ছিলো অফিসে। মিটিংয়ে কি যেন একটা গোলমাল হয়েছিলো। তাই প্রচন্ড রেগেছিলাম আমি।অফিসের স্টাফদের ধমকে ধামকে নিজের কেভিনে এসে দরজা আটকে দিলাম।আমার রুমের একটা দেয়াল পুরো কাচের।সেখান থেকে বাহিরের পুরো শহর দেখা যায়।কাচের দেয়ালে দুহাত ঠেকিয়ে নিজের রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলাম।ঠিক তখনই

দেখলাম একটা মেয়ে আমাদের অফিসের গেট দিয়ে ঢুকছে।ভীতু তার চাহনী।এদিক সেদিক তাকিয়ে এগিয়ে আসছে অফিসের দিক।বিশ্বাস করো আমার কি হলো আমি নিজেই জানি না।এতোক্ষণের সেই রাগ গলে পানি হয়ে গেলো।আমি নির্নিমেষ মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটার দিক।মেয়েটা চলে গেলো অফিসের ভীতরে।আমি নড়লাম না সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।প্রায় আধাঘন্টা একটানা দাঁড়িয়ে থাকলাম।তার একটু পরেই আবার মেয়েটা আসলো।চলে যাচ্ছে মেয়েটা। হঠাৎ দেখলাম সে হাটা থামিয়ে দিয়ে আমাদের অফিসের পাশে একটা

কাঠগোলাপের গাছ আছে।সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।গাছটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা কাঠগোলাপ ছিরে নিয়ে কানের পিঠে গুজে দিলো মেয়েটা।তখন তাকে কি পরিমান সুন্দর লাগছিলো বলে বুঝানো যাবে না।সাদা জামা পরিহিত মেয়েটাকে দেখে আমার ঠিক ওই কাঠগোলাপের মতোই তাকেও শুভ্রতায় মুড়ানো স্নিগ্ধ একটা ফুল লাগছিলো।আমি বিমোহিত হয়ে তাকে দেখছিলাম।আমি এতোটাই বিভোর ছিলাম যে এই ফাকে মেয়েটা চলে গেছে বুঝতেই পারলাম না।যখন বুঝলাম মেয়েটা চলে গেছে আমি হন্তদন্তব হয়ে ছুট লাগালাম নিচে।তন্নতন্ন করে খুজলাম

কিন্তু কোথায় তাকে পেলাম না।মন খারাপ নিয়ে আবার অফিসে ফিরে আসলাম।আমায় এরকম অগোছালো ছন্নছাড়া অবস্থায় ছুটে বেড়িয়ে যেতে দেখে সবাই অবাক হয়ে দেখছিলো আমায়।আমার সেদিকে কোন ধ্যান ছিলো না।আমার মন তো পরে রইলো সেই কাঠগোলাপের কাছে।এরপর থেকে আমি আর আমার মাঝে ছিলাম নাহ।মেয়েটার ভাবনায় দিনরাত বিভোর থাকতাম।নাওয়া খাওয়া কিছুর খেয়াল থাকতো না।অনেক খুজেছিলাম তাকে।কিন্তু পেলাম নাহ। ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আরো নেতিয়ে পরলাম আমি।বাবা মা দুজনে চিন্তিত হয়ে পরলো আমার অবস্থা দেখে।তাই

তারা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে কিছুদিনের জন্যে বিদেশে পাঠাবেন যাতে আমার মনটা যদি একটু ভালো হয়।যাতে আমি একটু সুস্থ্য হয়ে উঠি।কিন্তু তারা তো আর জানে না। আমার একমাত্র সুস্থ্য হওয়ার মূল ঔষুধ ওই মেয়েটা।যার জন্যই এতো কিছু।বাবা মা জোরজবরদস্তি করে সিংপুর পাঠিয়ে দিলাম। কতোবার এসে পরতে চাইতাম মা বাবা জোর করতেন আর কিছুদিন যেন থেকে আসি। নিজেকে ভালোভাবে রিফ্রেস করে আসি। কিন্তু তারা তো আর বুঝতে পারতো না আমি এভাবে কোনদিন ঠিক হবো না।পাক্কা একমাস পর দেশে ফিরলাম।দেশে ফিরার

দুদিন পর মিটিং ছিলো বাবা নাকি সেটা এটেন্ট করতে পারবে না।কি কাজ নাকি তার আছে।জোড় করে আমায় পাঠালেন। কিন্তু মিটিং শেষ হতে দেরি।আমায় ফোন করে জানালো সে যেখানে আছে সেখানে যেতে হবে। আমি প্রথমে রাজি হলাম নাহ। পরে বাবা এমন ভাবে বললো না করতে পারলাম না। শতো বিরক্ত নিয়েও আসলাম সেখানে। এসে জানতে পারলাম বাবা আমার জন্যে মেয়ে দেখতে এসেছেন।এটা শুনে তীব্র রাগে মন চাচ্ছিলো সব ভেঙে গুরিয়ে দেই।কিন্তু পারলাম নাহ।কাঠ হয়ে বসে রইলাম বাবার পাশে। কিন্তু কে জানতো আমার এতো সব

পাগলামি এতো সব অস্থিরতা সৃষ্টিকারি ব্যাক্তিটি এখানেই আছে।জানলে না আরো আগেই ছুটে চলে আসতাম।যখন সে তার মিষ্টি কণ্ঠে সালাম জানালো।বিশ্বাস করো আমি আর আমার মাঝে ছিলাম নাহ।আমি রিয়েকশন দিতে ভুলে গেলাম।তার সাথে কথা বলার জন্যে আমাকে ছাদে যেতে বলা হলো। কতো কিছু বলবো মনে মনে সাজালাম।কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না।শাড়ি পরিহিত তাকে ঠিক কতোটা সুন্দর লাগছিলো আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।নিজের ব্যাকুলতা লুকাতে ফোন ঘাটাঘাটি করতে লাগলাম।তবে আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ তার

দিকেই।মেয়েটা বুঝলে তো।সে ব্যস্ত লজ্জা পাওয়ায়।আর তার লজ্জামিশ্রিত মুখশ্রী দেখে বার বার ঝ'ঝরা হয়ে যাচ্ছিলো আমার হৃদয়। ইফতি হঠাৎ এসে জানালো নিচে সবাই ডাকছে।আমি দ্রুত ছুটলাম।কারন তার সামনে বেশিক্ষণ থাকলে আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতাম।তাই তার আগেই চলে যেতে নিলাম।কিন্তু মেয়েটা পরে যেতে নিতেই তাকে শক্ত করে নিজের বাহুতে জড়িয়ে নিলাম।ঠিক কতোটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।রাগও লাগছিলো। মেয়েটা এতো কেয়ারলেস কেন?সে না ধরতে কি হয়ে তার কোন ধারনা আছে।তাই রেগে বকে দিলাম

মেয়েটাকে।ভয়ে মেয়েটা কেঁপে কেঁপে।আর তার কেঁপে উঠা দেহটা দেখে শীহরণ বয়ে যাচ্ছিলো আমার মনে প্রাণে।তাই দ্রুত চলে আসলাম।বিয়ে ঠিক হলো আমাদের।সেদিন খুশিতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।বন্ধুর মতো বাবাকে সব খুলে বললাম।সেও খুব খুশি হলো।একে একে প্রহর গুনতে লাগলাম তাকে সারাজীবনের নিজের করে পাওয়ার জন্যে।এর মধ্যে তার সাথে নানান ছুতোয় তো দেখা সাক্ষাৎ হাতোই।একে একে গায়ে,হলুদ বিয়ে সব সম্পূর্ণ হলো।তাকে নিজের করে পেলাম আমি।আজ সে আমার স্ত্রী।আমার সহধর্মিণী।

আমার কাঠগোলাপ। আমার সব,সব সব।
তাকে আজ আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি।
ভালোবাসি কাঠগোলাপ।যাকে আমি অনেক
ভালোবাসি।সে আর কেউ না সেটা তুমি
আরাবী।তোমায় আমি ভালোবাসি।সারাজীবন
ভালোবেসে যাবো।তুমি আমার কাছে কি তার
ব্যাখ্যা আমি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে
পারবো না।কারন তার সাধ্যি তো নেই।শুধু
এটুকু শুনে রাখো আমার শেষ নিশ্বাস অব্দি
তোমাকে আমার মনের মধ্যিখানে খুব যত্নে
রাখবো তোমায়।খুব করে আগলে রাখবো।এর
বিনিময়ে বেশি কিছু না আমায় নাহয় তোমার
মনে একটু খানি জায়গা দিও।বিশ্বাস করো,

ভরসা করো।যেভাবে কাল রাতে করেছিলে।
আমি কখনও তোমায় নিরাশ করবো না।
এইটা জায়ান সাখাওয়াতের ওয়াদা তোমার
কাছে।'আরাবীর চোখজোড়া জলে টইটম্বুর।
জায়ানের মুখনিঃসৃত প্রতিটা কথা শুনে
আরাবীর অবাক হয়েছে। লোকটা তাকে
এতো আগে থেকে ভালোবাসে।কখনো
ভাবতেই পারেনি আরাবী।ওর ভাগ্যে যে এমন
একজন ভালোবাসার মানুষ আল্লাহ দিবেন
কখনো কল্পনা করেনি ও।জায়ান হালকা
হাসলো। হাত দিয়ে চোখের জলগুলো মুছে
দিলো।তারপর আরাবীর কপালে উষ্ণ স্পর্শ

দিয়ে বলে,-‘ কাঁদেনা তো।এখানে কাঁদার কি আছে?’

আরাবী জায়ানের বুকে মুখ গুজে দিলো। মিনমিনে স্বরে বলে,

-‘ এতো ভালোবাসেন কেন আপনি?’

জায়ান হালকা শব্দে হাসলো।বললো,-‘ ভালোবাসা কিভাবে?কি কারনে? কেন ভালোবাসি।তা তো আমি নিজেই জানি নাহ। তোমায় বলবো কিভাবে?’

-‘ কিন্তু আমি আমি যদি ভালোবাসতে পারবো কি না জানি না তো!’

আরাবীর এমন একটা শুনে জায়ান। চাপা শ্বাস ফেলে বলে,

-‘ তুমিও ভালোবাসবে আরাবী।আমি জানি তুমিও ভালোবাসবে।’

-‘ তাই যেন হয়।আমি মনে প্রাণে দোয়া করি তাই যেন হয়।’

আরাবী বিরবির করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পরলো।জায়ানও আরাবীকে জড়িয়ে ধরলো আরাবী তারপর নিজেও ঘুমিয়ে পরলো।জায়ান আরাবীর বউভাতের অনুষ্ঠান হচ্ছে।আরাবী সিলভার কালার গাউন পরা জায়ানও মেচিং করে সিলভার কালার সেরওয়ানি পরেছে।দুজনকেই ভীষণ সুন্দর লাগছে।এই-যে জায়ান একটু পর পরেই তাকাচ্ছে আরাবীর দিকে। এটা নিয়ে

ইফতি,নূর,আলিফা ওদের নিয়ে মজা করছে। আর আরাবী লজ্জায় নুইয়ে পরছে। জায়ান আরাবীকে এইভাবে লজ্জা পেতে দেখে আরাবীর কানে ফিসফিস করে বলে,-‘ এতো লজ্জা কেন পাচ্ছো বউ?আমি তো এখন কিছুই করিনি।’

আরাবী জায়ানের এহেন কথায় জায়ানের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকালো।বললো,

-‘ আপনি চুপ থাকবেন। আর চোখ অন্যদিকে সরান।’

জায়ান হেসে দিলো। তারপর বলে,-‘ চুপ থাকতে পারি।কিন্তু চোখ সরাতে তো পারছি না।ভীষণ সুন্দর লাগছে তোমায়।’

জায়ান এই নিয়ে আরাবী শতবার মনে হয় বলে ফেলেছে এই কথাটা।তাও লোকটার থামাথামি নেই।আরাবী আর কিছুই বললো না।সে জানে এই লোকটাকে থামানো তার পক্ষে সম্ভব নাহ।আর উপর উপর যতো মিথ্যে রাগ দেখাক।মনে মনে আরাবী অনেক ভালো লাগে জায়ানের মুখে নিজের প্রসংশা শুনতে।ফাহিম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়।হাতে তার কোল্ড ড্রিংকস। এমন সময় হুট করে সামনে এসে দাড়ালো নূর। ফাহিম হকচকিয়ে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো।নূর চওড়া হাসলো।বিনিময়ে ফাহিমও

হালকা হাসলো।নূর ছটফটে কণ্ঠে বলে উঠে,-‘ কেমন আছেন?’

-‘ আলহামদুলিল্লাহ। তুমি ভালো আছো?’ প্রশ্ন করলো ফাহিম।

নূর বলে,

-‘ আমি সবসময়েই ভালো থাকি।’

-‘ বাহ তাহলে তো বেশ ভালো।’

-‘ এখনও মন খা’রাপ?’নূরের প্রশ্ন বুঝতে পারলো না ফাহিম। বললো,

-‘ মানে বুঝলাম নাহ?’

-‘ মানে এখনও কি খা’রাপ লাগছে?কাল তো কাঁদছিলেন।দেখেন একদম মন খা’রাপ

করবেন নাহ।দেখেন ভাবি কি হাসিখুশি।আমি আমার কথা রেখেছি।’

বলেই মিষ্টি করে হাসলো নূর।ফাহিম তাকিয়ে রইলো।গোলাপি রঙের গাউন পরিহিত নূরকে সুন্দর লাগছে দেখতে। ফাহিম গলা খাকারি দিলো।হালকা হেসে বলে,-‘ নাহ,মন খা’রাপ নেই।ধন্যবাদ আমার বোনটার খেয়াল রাখার জন্যে।’

নূর খানিক ভাব নিয়ে বলে,

-‘ সাখাওয়াত পরিবারের কেউ কখনো তাদের কথার খেলাপ করে নাহ।’ফাহিম হেসে দিলো।নূরও হাসতে হাসতে চলে গেলো।

ফাহিম তাকিয়ে রইলো নূরের যাওয়ার পাণে।

কেন যেন মেয়েটাকে তার ভালো লাগে।
মেয়েটা প্রচুর চঞ্চল প্রকৃতির।আর নূরের এই চঞ্চলতাই ওর ভালো লাগে।
নিজের ভাবনায় নিজেই অবাক হয় ফাহিম। তবে ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই নিলো কারন কাউকে তার ভালো লাগতেই পারে।এখানে এতোটা রিয়েক্ট করার কিছুই নেই।ভেবেই লম্বা শ্বাস ফেললো ফাহিম।-‘ তুমি যে এতো ঝ’গড়া করতে পারো আমি ভাবতেও পারি নি।’
পানি খাচ্ছিলো আলিফা।আচমকা এমন কথায় মুখ ফোসকে সব পানি বের হয়ে আসলো। কাশতে লাগলো অবিরত।ইফতি নিজেও

ভড়কে গিয়েছে হঠাৎ এমন হওয়ায়।ইফতি আলিফার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ বাদে শান্ত হলো আলিফা।ইফতি চিন্তিত গলায় বলে,-‘ আর ইউ ওকে?’ আলিফা আঁড়চোখে তাকালো।নিজেকে ইফতির এতো কাছে দেখে দ্রুত সরে আসলো।ইফতি নিজেও খানিকটা অপ্রস্তুত হলো।তারপরও নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, -‘ ঠিক আছো তুমি?’আলিফা চোখ ছোট ছোট করে তাকালো ইফতির দিকে।দু কোমড়ে হাত রেখে বলে,

-‘ আমি ঝ’গড়া করি মানে?হ্যাঁ,কি বুঝাতে চাইছেন আপনি?আপনি কি কম ঝ’গড়া করেন।ঝ’গড়াখু’ন্না একটা।’

ইফতি নাক মুখ কুচকে বলে,-‘ তুমি আমাকে আবারও এই অদ্ভূত নামে ডাকছো।এইগুলো কিসব ভাষা হ্যাঁ?’

-‘ এইগুলাই ঠিক ভাষা।যা আপনার মতো ভিনগ্রহের প্রাণির তা বোধগম্য হবে না।’

-‘ তুমি কি এখন আমার সাথে ঝগড়া করতে চাইছো?’

-‘ শুরু তো আপনিই করেছেন।’

-‘ আমি জাস্ট একটা কুয়েশ্চন আস্ক করেছিলাম তোমার কাছ থেকে।’

-‘ করবেন কেন?’
কথায় না পেরে ইফতি বললো,-‘ আমার ভুল হয়ে গেছে।আমাকে ক্ষমা করে দিন।’
ইফতির এমন কথা শুনে আলিফা খিলখিল করে হেসে দিলো।ইফতি মুগ্ধ হয়ে সেই হাসি দেখলো।নীল রঙা গাউনে হাস্যরত আলিফাকে দেখতে খুব ভালো লাগছে ওর।ইফতি নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।আলিফাকে এইভাবে হাসতে দেখে প্রশ্ন করে,
-‘ হাসছো কেন তুমি অযথা?’
আলিফা হাসতে হাসতে বলে,-‘ আপনাকে একটু আগে কার মতো লাগছিলো জানেন?’
ভ্রু কুচকে ইফতি বলে,

-‘ কার মতো?’

-‘ ওয়েট দেখাচ্ছি।’তারপর আলিফা নিজের ফোনে সেই-যে ভাইরাল হওয়া চোরটার ভিডিও দেখালো। যেখানে চোরটা বলছে, ‘ আমার ভুল হয়ে গেছে।আমাকে ক্ষমা করে দিন।’ এমন কিছু একটা। ইফতি হা করে তাকিয়ে রইলো।শেষমেশ তাকে একটা চোরের সাথে তুলনা করলো মেয়েটা। রেগেমেগে তাকালো ইফতি আলিফার দিকে। ওকে কিছু বলার আগেই আলিফা ছুটে পালালো।যাওয়ার আগে পিছনে ঘুরে ইফতিকে ভাঙিয়ে গেলো।না চাইতেও ইফতি আলিফার এমন বাচ্চামো দেখে হেসে দিলো।

জায়ান আরাবী এসেছে আরাবীদের বাসায়। রাতের খাওয়া দাওয়া একটু আগেই শেষ হলো।লিপি বেগমের সাথে হাতে হাতে কাজ সেরে জায়ানের জন্যে এক কাপ কফি বানিয়ে নিজের রুমে আসলো আরাবী।রুমে প্রবেশ করে দরজা আটকাতেই হঠাৎ পেছন থেকে একজোড়া হাত ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। আচমকা এমন হওয়ায় কেঁপে উঠলো আরাবী।পরক্ষণে কাজটা বুঝতে পেরেই নিজের শরীরের সমস্ত ভাড় জায়ানের দিকে এলিয়ে দিলো।জায়ান আরাবীর চুলের মাঝে মুখ গুজে দিয়ে বলে,-‘ এতোক্ষণ লাগে রুমে আসতে?’

আরাবী কাঁপা স্বরে বলে,
-‘ আপনার জন্যে কফি বানাচ্ছিলাম।আপনি তো ঘুমানোর আগে কফি খান।’
-‘ উম! বিয়ে হতে না হতেই আমার উপর তদন্ত করা শুরু করে দিয়েছো।’
আরাবী মুচঁকি হাসলো।তারপর জায়ানের একটা হাত ওর পেটের উপর থেকে সরিয়ে সেই হাতে কফির মগ দিয়ে বলে,
-‘ দেখি সরুন।কফি খান আপনি।আমার ফ্রেস হতে হবে।শরীর ঘেমে আছে,বাঁজে অবস্থা।’জায়ানের ধীর আওয়াজ,
-‘ কিন্তু আমার তো সরতে ইচ্ছে করছে না। এইভাবেই ভালো লাগছে।’

আরাবী লজ্জা পেয়ে দ্রুত জায়ানকে সরিয়ে দিলো।আলমারি থেকে জামা কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেলো।ফ্রেস হয়ে রুমে আসতেই দেখে জায়ান বিছানায় বসে এদিকেই তাকিয়ে আছে।ও বের হতেই কিছু না বলে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পরলো। আরাবী ভাবলো তখন কি ওইভাবে সরিয়ে দেওয়ায় লোকটা রাগ করেছে?আরাবী এসব ভাবতে ভাবতে রুমের লাইট নিভিয়ে ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে দিলো।তারপর ধীর পায়ে হেটে বিছানার পাশে বসে পরলো।অনেকক্ষন বসেই রইলো।জায়ানের কোন হেলদোল না দেখতে পেয়ে ভাবলো লোকটা ক্লান্ত থাকায় বোধহয়

ঘুমিয়ে পরেছে।তাই নিজেও জায়ানের পাশে গা এলিয়ে দিলো।কিন্তু ওর বিছানায় শোতে দেরি জায়ানের ওকে আঁকড়ে ধরতে দেরি নেই।জায়ান আরাবীকে নিজের সাথে একদম আষ্টেপৃষ্টে ধরেছে। আরাবী শ্বাস আটকে রইলো।জায়ান বাঁকা হেসে বলে,-‘ কি এভাবে তাকাচ্ছো কেন? তখন তো পালিয়ে গেলে। এখন কিভাবে পালাবে?’

আরাবী কয়েকপলক জায়ানের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো।ঘোর লেগে যাচ্ছে চোখ দুটোতে।এই লোকটার দিকে একবার তাকালে আরাবীর যেন চোখ সরানো দায় ঠেকে যায়।আরাবী নিজেকে সামলে নিয়ে

মুঁচকি হাসলো।তারপর হুট করে মুখ গুজে দিলো জায়ানের বুকের মাঝে।মিনমিনে গলায় বললো,-‘ পালাতে চায় কে?’
জায়ান সময় নিলো বিষয়টা বুঝতে।তারপর হেঁসে দিয়ে আরাবীকে আরো জোড়ে চেপে ধরলো।আরাবী স’হ্য করতে না পেরে বলে,
-‘ কি করছেন? এতো জোড়ে কেউ ধরে? ম’রে যাবে তো।’জায়ান আরাবীকে ছেড়ে দিলো।তারপর আরাবীকে বালিশে শুইয়ে দিয়ে নিজে এইবার আরাবীর দিকে ঝুকে আসলো।আরাবী চোখ পিটপিট করে তাকালো।জায়ান হাত গলিয়ে দিলো জামার ভিতর। স্পর্শ করলো আরাবীর নরম উদর।

কেঁপে উঠে আরাবী চোখ খিচে বন্ধ করে নিলো।জায়ান চুমু খেলো আরাবীর সেই বন্ধ হয়ে থাকা চক্ষুদ্বয়ে।এরপর কপালে,গালে,চিবুকে।জায়ানের প্রতিটা উষ্ণ স্পর্শে নিজেকে ঠিক রাখা যেন কঠিন হয়ে পরেছে আরাবীর জন্যে।ভেজা নয়নজোড়া নিয়ে আস্তে আস্তে তাকালো আরাবী জায়ানের দিকে।আরাবী জায়ানের দিকে তাকাতেই জায়ান হট করে মুখ গুজে দিলো আরাবীর গলদেশে।ছোট্ট ছোট্ট আবেশ দিতে লাগলো। একসময় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো সেই আবেশিত উষ্ণ ছোঁয়াগুলো। দুহাতে জায়ানকে খা'মছে ধরলো আরাবী। জায়ানকে

টেনে আরও নিজের কাছে আনার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো।জায়ান মুখ উঠিয়ে এইবার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো আরাবীর।জায়ান যেন উন্মাদ হয়ে যায় আরাবীকে ভালোবাসার সময়টায়।হুশ জ্ঞান হারিয়ে যায় লোকটার। নিজের তীব্র পা'গলামিময় ভালোবাসাতেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো আরাবীকে। রাতটা হয়ে উঠলো দুজনের জন্যে মধুময়।

লজ্জারাঙা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আরাবী। তোয়ালে দিয়ে চুল মুচ্ছে ও।আর ওর দিকে একধ্যানে তাকিয়ে আছে জায়ান।জায়ানের সেই প্রখর চোখের দৃষ্টির মাঝে আবদ্ধ আরাবী যেন লজ্জাবতীর লতার ন্যায় আরো

নুইয়ে পরছে।আরাবী চুল মুছা শেষ করতেই জায়ানের কণ্ঠস্বর,-‘ এদিকে আসো।’

-‘ কেন?’

-‘ আহা,আসো নাহ।’

বিরক্ত হয়ে বললো জায়ান।আরাবী শাড়ি সামলে নিয়ে এগিয়ে গেলো জায়ানের কাছে। জায়ান হাই তুলে উঠে বসলো।তারপর হাত ধরে পাশে বসালো আরাবীকে।আরাবী লাজুক চোখে তাকিয়ে।জায়ান মুচঁকি হেসে আরাবীর গাল স্পর্শ করলো।তারপর আরাবীর কপালে দীর্ঘ চুমু এঁকে দিলো।সরে এসে বলে,-‘ আর কখনও আমার আগে বিছানা ছাড়বে না। আমাকে ডেকে দিবে,বুঝেছো?তোমাকে দেখে,

তোমার কপালে উষ্ণ ছোঁয়া দিয়েই আমি আমার দিনটা শুরু করতে চাই।’

আরাবী মাথা দুলালো।তারপর ধীরে বলে,

-‘ যান ফ্রেস হয়ে আসেন।আজ তো আপনাদের বাড়ি ফিরে যাবো।’আরাবীর কথায় রেগে গেলো জায়ান।রাগি চোখে তাকিয়ে ঝাঝালো গলায় বলে,

-‘ আপনাদের বাড়ি মানে?আপনাদের বাড়ি কি?হ্যা, থাপ্প’ড় দিয়ে গাল লাল করে দিবো। আমাকে রাগালে।’

মুখটা একটুখানি হয়ে গেলো আরাবী।ভোঁতা মুখ করে বলে,

-‘ ইস,এই ভালোবাসা দেখান আবার থাপ্প’ড় দিবেন বলেন।এমন করেন কেন?’

-‘ তুমি রাগাও কেন?’-‘ আমি কোথায় রাগালাম?আমার একটু সময় লাগবে না সবটা গুছিয়ে নিতে?’

জায়ান কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালো।তারপর বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলে,

-‘ সবটা গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে আমিও জানি।তবে এখন থেকে তোমার আমার বলতে কিছু নেই আরাবী।এখন থেকে সব আমাদের হবে বুঝেছো?এটাই লাস্ট আর যেন শুনতে না পাই এই কথা।’আরাবী বাধ্য

মেয়ের মতো মাথা দুলালো।জায়ান মৃদ্যু হেসে বলে,

-‘ যাও আমার জামা-কাপড়গুলো বের করে দেও।আমি ফ্রেস হয়ে আসছি।’

জায়ান ওয়াশরুমে চলে যেতেই আরাবী বিছানা গুছিয়ে নিলো।তারপর জায়ানের কথা মতো জামা কাপড় বের করে বিছানার উপর রেখে চলে গেলো রুমের বাহিরে।এখন তাকে জায়ানের জন্যে কফি বানাতে হবে।রান্নাঘরে এসে দেখে লিপি বেগম কাজ করছেন। আরাবী তার পাশে গিয়ে দাড়ালো। বললো,-‘ আম্মু কিছু হেল্প করতে হবে?’

লিপি বেগম তরকারি নাড়াচাড়া দিতে দিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন,
-‘ এখন আর আমাকে কাজ দেখিয়ে আদিক্ষেতা দেখাতে হবে না।আপনি এখন মহারানি ভিক্টোরিয়া হয়ে গিয়েছেন।আপনার শশুড়বাড়ি কাজের লোকের অভাব নেই। একগ্লাস পানি ঢেলেও তো আপনাকে খেতে হবে না।সেখানে আমি আপনাকে দিয়ে কাজ করালে আপনার স্বামি আমার গর্দাণ না নিয়ে নেয়।’লিপি বেগমের এমন তিরিক্ষিপূর্ণ মেজাজের কথা শুনে আরাবীর অনেক রাগ লাগলো।এসেই তো ভালোভাবেই জিজ্ঞেস

করলো।তাহলে এইভাবে এসব বলার তো মানে হয় না।আরাবী খানিক বিরক্ত হয়ে বলে,
-‘ কি আশ্চর্য আম্মু।এখানে এইসব কথা বলার কি আছে?আমি তো তোমাকে এসব বলিনি।আমার সামান্য একটা কথাকে তুমি কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো।’লিপি বেগম হাতের খুন্তিটা ঠাস করে ফেলে দিলেন।তারপর খপ করে আরাবীর হাত শক্ত করে ধরে বলে,
-‘ বিয়ের একদিন না যেতেই এখনই আমার সাথে তর্ক করছিস।বাহ,টাকা ওয়ালা জামাই পাওয়ায় শরীরে এতো অহংকার বেরে গিয়েছে।’-‘ আম্মু, এসব কি বলছো তুমি?’

-‘ আহারে কচি খুকি কিছু জানে না।’
রান্নার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ানো ফিহা কথাটা বললো।আরাবী চোখ গরম করে তাকালো।তা দেখে ফিহা ন্যাকা গলায় বলে,
-‘ দেখলে মা দেখলে?এই কালি কিভাবে আমাকে চোখ রাঙানো দিচ্ছে।’
লিপি বেগম রাগি গলায় বলে,-‘ চোখ নামিয়ে কথা বল।বড়লোক বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেছে দেখেই ভাবিস না তোর চোখ রাঙানিতে আমরা ভয় পাবো।’
আরাবী যেন এইবার সহ্য করতে পারলো না। এক ঝটকায় লিপি বেগমের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,

-‘ আমি কোন অহংকার করছি না।আর না অহংকার করবো।তোমাদের দুজনের মন এতোটাই কুৎসিত যে তোমাদের চিন্তাভাবনা এতো নিচু।শুধু গায়ের রঙ সাদা হলে হয় না অন্তরটাও সাদা হতে হয়।যা তোমাদের নেই। আমি এমন কথা বলতাম না।তবে আজ বলতে বাধ্য হলাম।নাহলে তোমরা কেমন মানুষ হ্যা? বাড়িতে নতুন মেয়ের জামাই আছে।তোমরা তা বাচবিচার না করে কি শুরু করে দিয়েছো।সামান্যতম বিবেগ নেই তোমাদের মাঝে।’লিপি বেগম আরাবীর এহেন কথার তেজ দেখে বাকরুদ্ধ। তিনি ভাবতেই পারেননি আরাবী এইভাবে তার কথার

প্রতিবাদ করে উঠবেন।এর মাঝে আরাবী আবার বলে উঠলো,

-‘ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আম্মু।কফি বানিয়ে চলে যাচ্ছি।’

আরাবী থমথমে মুখে ঝটপট কফি বানিয়ে চলে গেলো।ও চলে যেতেই ফিহা রাগে গজরাতে গজরাতে বলে,

-‘ দুধকলা দিয়ে কালসা’প পুসেছো এতোদিন।বড়োলোক বাড়িতে বিয়ে হতে না হতেই আসল রূপ বেড়িয়ে আসছে দেখেছো?’লিপি বেগমের চেহারা রক্তিম আকার ধারণ করলো।বললো,

-‘ বেশি পাখা গজিয়েছে এই মেয়ের।পাখা গজালে সেই পাখা কিভাবে কেটে দিতে হয় তা আমি ভালোভাবেই জানি।’

ফিহা মায়ের কথায় খুশি হলো।পরক্ষণে আবার বলে,

-‘ কিন্তু আব্বু সে তো....!’লিপি বেগম তার কাজ করতে করতে বললেন,

-‘ তাকে সামলাতে হয় কিভাবে তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি।আপাততো দেখতে থাক কি করি আমি।’

ফিহা দৃঢ়কণ্ঠে বললো,

-‘ যে করেই হোক আম্মু।আমাকেও ওই বাড়িতে বিয়ে করতেই হবে।ওর এতো অহংকার সহ্য হচ্ছে না আমার।’

-‘ তার ব্যবস্থাও হবে।আরাবীর বিয়েটা এখনই হলো কয়েকদিন যেতে দে। তারপর সেই বাড়ির ছোটো ছেলের সাথে তোর বিয়ের কথা বলবো।’

ফিহা কথাটা শুনেই খুশি হয়ে নাঁচতে নাঁচতে চলে গেলো।আরাবী রুমে প্রবেশ করা মাত্র জায়ানও ওয়াশরুম থেকে বের হলো।আরাবীর থমথমে মুখশ্রী দেখে ভ্রু-কুচকালো। তারপরেও কিছু বললো না।জায়ানের কোমড়ে শুধু তোয়ালে পেঁচানো। আরাবী খেয়াল

করেনি সেটা।কফিটা সাইড টেবিলে রেখে ঘুরে তাকাতেই জায়ানকে দেখে থতমত খেয়ে গেলো।মনে মনে ভাবলো।লোকটার কি লজ্জা শরম বলতে কিছু নেই।এইভাবে কেউ এমনভাবে রুমে ঘুরে বেড়ায়।জায়ানের উদম বুকের দিকে নজর যেতেই শ্বাস আটকে আসে আরাবীর।জায়ানের আকর্ষনীয় স্লিম পেটানো শরীর দেখে যে কোন মেয়ে সহজেই আকৃষ্ট হয়ে যাবে।আরাবীও সেই কাতারেই পরলো। হঠাৎ সম্ভিৎ ফিরে পেতেই দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলো।আমতা আমতা করে বলে,-‘ এই অবস্থায় কেউ এমন ভাবে রুমে ঘুরে বেড়ায়?’

-‘ আমি করি।’

জায়ানের সোজাসাপটা কথা শুনে কপালে ভাঁজ পরলো আরাবীর।আঁড়চোখে তাকালো জায়ানের দিকে।লোকটার হালকা লোমশ বুকে নজর যেতেই লজ্জায় মুখশ্রী গরম হয়ে উঠলো।জায়ানের বুকে স্পষ্ট আরাবীর নখের দাগ দেখা যাচ্ছে।এইগুলো যে তারই দেয়া তা বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগলো না আরাবীর। আরাবীর লজ্জারাঙা মুখশ্রী দেখলো জায়ান। ভেজা চুলগুলোতে হাত দ্বারা বেকব্রাশ করলো।অতঃপর হালকা হেসে বলে,-‘ লজ্জা পাচ্ছো কেন?’

আরাবী নতমস্তকে বলে,

-‘ জামা-কাপড় পরছেন না কেন?’

-‘ ইচ্ছে করছে না।এইভাবেই থাকতে ভালো লাগছে।’

জায়ানের এমন কথায় আরাবী বির বির করল,

-‘ নির্ল*জ্জ লোক।’-‘ একেবারে ঠিক আমার মধ্যে লজ্জা শরম বলতে কিছুই নেই। আর আমাকে এইভাবে দেখার অভ্যাসটা করে যতো জলদি করে নিবে তোমার জন্যে ততোই ভালো হবে। এখন এদিকে আসো।’জায়ান আরাবীকে ডাকায় আরাবী হকচকিয়ে গেলো। লোকটা আবার তাকে ডাকছে কেন?মতলব তো ভালো দেখাচ্ছে না লোকটার।আরাবী

শুকনো ঢোক গিললো। জায়ান বিছানায় আয়েশ করে বসে আবারও ডাকলো আরাবীকে।আরাবী ধীর পায়ে জায়ানের কাছে এসে দাড়ালো।জায়ান আরাবীর হাত ধরে টেনে ওকে আরো নিজের কাছে আনলো। তারপর আরাবীর হাতে তোয়ালে দিয়ে বলে,-' মাথা মুছে দেও।'

আরাবী বেক্কলের মতো তাকিয়ে থাকলো কতোক্ষণ।তারপর বুঝতে পেরে বলে,

-' এর জন্যে ডাকছিলেন?'

জায়ান ভ্রু উঁচু করে বলে,

-' তো? তুমি কি মনে করছিলে?'

-‘ ন...নাহ।কিছু না।’আরাবী আলতো হাতে জায়ানের মাথা মুছে দিতে লাগলো। হুট করে জায়ান আরাবীর কোমড় জড়িয়ে ধরে ওর পেটে মুখ গুজে দিলো।কেঁপে উঠলো আরাবী। খামছে ধরলো জায়ানের চুল।জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিতে লাগলো।জায়ান আরাবীকে আরো নিবীড়ভাবে চেপে ধরে বলে,

-‘ চুল খামছে ধরে আর কাঁপাকাঁপি করে আমাকে সিডিউস করতে হবে না। আমি এমনিতেই ফুল মুডে থাকি।শুধু একটু ইশারা করলেই হবে।’জায়ানের এমন লাগামছাড়া কথা শুনে আরাবী লজ্জায় হাশফাশ করে উঠলো।মোচড়ামুচড়ি শুরু করে দিলো

জায়ানের কাছ থেকে ছুটে যাওয়ার জন্যে। জায়ান বিরক্ত হলো আরাবীর কাণ্ডে।নাক মুখ কুচকে তাকালো আরাবীর দিকে।বললো,

-‘ এমন করছো কেন?’

-‘ আপনি ছাড়ুন আমাকে।’

-‘ এতো লজ্জা পাওয়ার কি আছে? কাল রাতেও না লজ্জা ভেঙে দিলাম?’-‘ উফ, কি শুরু করলেন আপনি?ইচ্ছে করে এমন করছেন তাই নাহ?’

আরাবী সরে গিয়ে বললো কথাটা। জায়ান শব্দ করে হেসে দিলো। আরাবী ভেজা তোয়ালে নিয়ে দ্রুত বারান্দায় গিয়ে তা নেড়ে দিলো।তারপর রুমে এসে দেখলো জায়ান

প্যান্ট পরে নিয়েছে।আরাবী আসতেই ওর কাছে এগিয়ে গেলো জায়ান।তারপর আরাবীর হাতে শার্টটা ধরিয়ে দিয়ে বলে,
-‘ পরিয়ে দেও।’জায়ান সকাল সকাল কিসব পাগলামো শুরু করে দিয়েছে।জায়ানের এহেন কর্মকাণ্ডে আরাবী কিছুই বললো না।অবশ্য ওর ভালোই লাগছে জায়ানের ছোটো থেকে ছোটো কাজগুলো করে দিয়ে। আরাবী মুঁচকি হেসে জায়ানের পিছনে দাড়ালো।শার্টটা পরিয়ে দিবে এমন সময় পিঠের দিকে নজর যেতেই ভ্রু কপালের উপরে উঠে যায়।এ কি অবস্থা জায়ানের পিঠের।নখের আচঁ’ড়ের দাগে ছি’ন্নভি’ন্ন হয়ে আছে পিঠটা।নিজের এমন

কাজে আরাবী মুখে হাত দিয়ে রইলো।চোখ ভরে উঠলো আরাবীর।এমনটা সে করতে চায়নি কখনই।লোকটার ব্যাথা করেছে অনেক নিশ্চয়ই।আরাবী আলতো হাতে ছুঁয়ে দেয় পিঠটা।নরম গলায় বলে,-‘ ব্যাথা করে?’

-‘ উহু, একটুও নাহ।’

বলতে বলতে জায়ান ঘুরে গেলো আরাবীর দিকে।আরাবীর দুগালে স্পর্শ করে ফের বললো,

-‘ এটা তোমার দেওয়া ভালোবাসার চিহ্ন আরাবী।এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। আমিও তো তোমাকে কতো ব্যাথা দেই। কামড়ও তো দিয়েছি কতো।’

এগুলো শুনে কান্না থেমে গেলো আরাবীর। মুখশ্রীতে এসে ভড় করলো একরাশ লজ্জা। জায়ান আরাবীকে টেনে বুকে নিয়ে বলে,-‘ আমার শরীরের একেকটা নখের আচঁড় বলে দেয় তুমি আমাকে ঠিক কতোটা গভীরভাবে অনুভব করো।আমার ভালোবাসাকে অনুভব করো।আর আমি এটাই তো চাই আরাবী। আমার স্পর্শ যেমন তোমার সর্বাঙ্গে বিরাজমান থাকে,ঠিক তেমনি আমার কাঠগোলাপের একেকটা কোমল স্পর্শ যেনও আমার শরীরেও থাকে।’ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। কেমন হয়েছে জানাবেন।গল্পটা বোরিং লাগছে?জলদি শেষ করে দিবো নাকি?রিচ

এতো কমে গেলো কেন?সাখাওয়াত বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে জায়ান আর আরাবী। জায়ানের অফিসে নাকি জরুরি মিটিং পরে গিয়েছে সেখানেই যেতে হবে ওকে।এইজন্যে বিকেলে যাওয়ার কথা থাকলেও সকালের নাস্তা করেই ছুটেছে তারা।আরাবীকে বাড়ির গেটের সামনে নামিয়ে দিলো জায়ান। বললো,-‘ সাবধানে যাও।আমি দ্রুতই ফিরবো।’

-‘ হু!’

জায়ান চলে গেলো।আরাবী লম্বা শেষ ফেলে বাড়ির ভীতরে প্রবেশ করলো।তারপর দারোয়ানের উদ্দেশ্যে বলে,

-‘ আসসালামু আলাইকুম চাচা।ভালো আছেন?’

দারোয়ান চাচা যেন বেজায় খুশি হলেন।তার পান খাওয়া লাল দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসি দিয়ে বলেন,-‘ ওয়া আলাইকুমুস সালাম মা। ভালো আছি।আপনে ভালো আছেন?’

-‘ উফ,চাচা আমি আপনার মেয়ের বয়সী। আমায় তুমি করে বললেই খুশি হবো।’

-‘ আইচ্ছা।’

আরাবী মুচঁকি হেসে সামনের দিকে পা বাড়ালো।কিন্তু বাড়ির সদর দরজা খোলা থাকায় ভ্রু-কুচকে আসলো ওর।নিস্তব্ধে বাড়িতে প্রবেশ করতেই কর্ণকুহরে কিছু

কটুক্তি বাক্য শ্রবণ হতেই পা-জোড়া থেমে যায় আরবীর।-‘ একটা কথা বলি ভাবি,রাগ করবেন নাহ।জায়ান বাবা যেই চাঁদের মতো সুন্দর।সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুত্রবধুটা ওতো সুন্দরী আনতে পারেননি।গায়ের রঙটা এতো চাঁপা। কি দেখে যে এমন একটা মেয়েকে নিজের ছেলের বউ করে আনলেন।’

শিরিন নামের মহিলাটি একনাগাড়ে কথাগুলো বললো সাথি বেগমের উদ্দেশ্যে।সাথি বেগম নিজের পুত্রবধু সম্পর্কে এমন কথা শুনে তার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে।তিনি বেশ শক্ত কণ্ঠে বলেন,-‘ যা বলেছেন তা যেন দ্বিতীয়বার আমি আর না শুনি শিরিন ভাবি।এসেছেন

আমার বাড়িতে ভালো কথা।আমার ছেলে আর ছেলের বউকে দোয়া করে দিয়ে যাবেন। অযথা বেহুদা কথা বলবেন নাহ।তাহলে সদর দরজা সামনেই আছে আশা করি আমার আর চিনিয়ে দেওয়া লাগবে না।'সাথি বেগমের কথায় অপমানে মুখ থমথমে হয়ে আসে শিরিন বেগমের।তিনি উঠে দাড়ালেন।রাগি গলায় বলেন,

-' এতো বড় অপমান করলেন ভাবি। ঠিক আছে আমিও দেখে নিবো কয়দিন আপনি এরকম থাকতে পারেন।ছেলের বউ আপনাকে নাকে দড়ি দিয়ে যখন ঘুরাবে তখন টের পাবেন।তখন কেঁদেও কুলাতে পারবেন নাহ।'

-‘ সে আমারটা আমি বুঝে নেবো।আপনার চিন্তা না করলেও হবে।’শিরিন বেগম ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে দরজার সামনে দাঁড়ানো আরাবীকে চোখ রাঙিয়ে যেতে ভুললেন নাহ।এদিকে সাথি বেগম আরাবীকে দেখে দ্রুত পায়ে ওর কাছে এসে দাড়ালেন।আরাবীর গালে আদুরে স্পর্শ করে বলে,-‘ বোকা মেয়ে মন খারাপ করছো কেন?মন খারাপ করবে না।এইগুলো তো তুমি জানোই আমাদের সমাজে এই ধরনের মানুষের অভাব নেই। এসব মানুষদের জন্যে একটুও মন খারাপ করবে নাহ।’

আরাবী মন একটুও খারাপ হয়নি। বরংচ বেশ ভালো লেগেছে সাথি বেগমের প্রতিবাদি কথাগুলো শুনে।আরাবী মুচঁকি হেসে বলে,-‘ আমার মন খারাপ একদম হয়নি মা।বাহিরের লোকদের কথা শুনে আমি মন খারাপ করবো কেন?’

সাথি বেগম খুশি হয়ে বললেন,

-‘ এইতো আমার মেয়ে বুঝতে পেরেছে।’

আরাবী হেসে দিলো।সাথি বেগম আবার বললেন,

-‘ কি ব্যাপার তোমরা তো আজ বিকেলে আসতে।সকালেই এসে পরলে যে?আর জায়ান কোথায়?’

আরাবী বললো,-‘ মা উনার নাকি জরুরি কাজ পরে গিয়েছে অফিসে।তাই সেখানেই গিয়েছেন।আমাকে থাকতে বলেছিলেন।আমিই এসে পরেছি।’

-‘ খেয়েছো কিছু?’

-‘ হ্যা খেয়েছি।’

-‘ তাহলে যাও ফ্রেস হয়ে আসো।’

আরাবী মাথা দুলিয়ে ওর দোতলায় চলে গেলো।ফ্রেস হয়ে নিচে চলে আসলো।বসার ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলো ও।গিয়ে দেখে সাথি বেগম আর মিলি বেগম রান্না করছেন।আরাবী

তাদের কাছে গিয়ে মুচঁকি হেসে বলেন,-‘ কি রান্না করছেন মায়েরা আমার।’

আরাবীর মুখে ‘মায়েরা ‘ শব্দ শুনে সাথি আর মিলি দুজনে হেসে দিলেন। আরাবীও হাসলো।মিলি বেগম বলেন,

-‘ এইতো দুপুরের রান্না করছিলাম আরাবী।’

-‘ কি কি রান্না করবেন?’

-‘ আকাশে মেঘলা মেঘলা ভাব তাই ভাবি আর আমি ভাবলাম খিচুরি রান্না করা যাক। সাথে হাঁসের গোস্ত,বেগুন ভাজা,ডিম ভাজা,মিষ্টি কুমড়া ভাজা,ডালের বড়া করবো। নূর আবার হাঁস খায় না তাই ওর জন্যে আলাদা করে একটু মুরগির গোস্ত রান্না

করবো।'খিচুরির কথা শুনে জিভে জল চলে গেলো আরাবীর।খুশি হয়ে বলে,

-' ওয়াহ,খিচুরি আমার খুব প্রিয় খাবার।'

সাথি বেগম তরকারি কাটছিলেন। আরাবীর কথা শুনে বলেন,

-' আমার জায়ানেরও খিচুরি অনেক পছন্দ।'

জায়ানের খিচুরি পছন্দ শুনে আরাবীর মুখটা একটুখানি হয়ে গেলো।মিলি বেগম তা দেখে বলেন,-' কি হয়েছে?মুখটা ওমন করলে কেন?'

-' আপনার ছেলের খিচুরি পছন্দ। আমি প্রায় সব রান্না পারলেও এই খিচুরিটা রান্না করতে পারি না।আমারটা একটুও মজা হয় না।'

ভোঁতা মুখ করে বললো আরাবী।মিলি বেগম আরাবীর কথার ধরণ দেখে শব্দ করে হেসে দিলেন।সাথি বেগম আরাবীকে বললেন,-‘ আজ রান্না করবে?’

-‘ কিন্তু আমি তো পারি নাহ।’

-‘ আমি আছিতো। আমি দেখিয়ে দিবো।’

খুশিতে চোখ চিকচিক করে উঠলো আরাবীর। বললো,

-‘ সত্যি?’

-‘ হ্যা।’

-‘ তাহলে বলুন কি কি করতে হবে আমায়। আমি কিন্তু গোস্তও কিন্তু আমি রান্না করবো।’

-‘ আচ্ছা বাবা আসো।’আরাবীর খুশি দেখে কে?সে তার দুই মায়ের সাথে লেগে পরলো রান্নার কাজে।রান্না প্রায় শেষ।চুলোতে শুধু খিচুরি নিভু আঁচে দিয়ে আরাবী হাত ধুয়ে নিলো।সাথি বেগম বলেন,

-‘ যাও গোসল করে নেও গিয়ে।ঘেমে গিয়েছো।নামাজটাও পরে নিও।’

-‘ আপনারা আগে যান মা।আমি আছি এখানে।’-‘ উফ,মেয়েটা বেশি বুঝে।যাও তো তুমি আগে গোসল করে আসো।হাতটাতেও অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে নিও।’

-‘ মা চিন্তা করবেন না তো।এই এতোটুকু ছ্যাকা লেগেছে।এতে কিছু হবে না।’

-‘ ওহ আমি জানি নাহ।লাগাতে বলেছি,লাগাবে।আর হ্যা আমাদের আপনি সম্বোধন করতে হবে না।তুমি করেই বলবা যেরকম জায়ান,নূর,ইফতি করে।’আরাবী মিষ্টি হেসে মাথা দুলালো।তারপর শাশুড়ি মায়ের কথা মতো চলে গেলো গোসল করার জন্যে। গোসল করে একটা গাঢ় খয়েরী রঙের শাড়ি পরলো আরাবী।অনেক এক্সাইটেড ও।জায়ান ওর হাতের রান্না খেয়ে কি বলবে কে জানে। ভয়ও লাগছে একটু আধটু। এমন সময় ওর রুমে আসলো নূর।এসেই আরাবীকে ঝাপ্টে ধরলো।বলল,

-‘ ভাবি আপনি এসে পরেছেন শুনে অনেক ভালো লাগলো।’

আরাবী হেঁসে দিয়ে বলে,-‘ কোথায় ছিলে?’

-‘ আর কোথায়?ভার্সিটি গিয়েছিলাম।আজ যাবো না বলেছিলাম।ইফতি ভাইয়া টেনেটুনে নিয়ে দিয়ে আসলো।’

তারপর আবার কিছু একটা ভেবে বলে,

-‘ ভাবি?তুমিও তো মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছো। আর ভার্সিটিতে যাবে নাহ?’

আরাবী নূরের প্রশ্নের জবাবে বলে,

-‘ হ্যা যাবো তো।এইতো আর এক, দু’দিন বাদে যাবো।’

-‘ আচ্ছা,চলো মা নিচে ডাকছে খাবে নাহ?’

-‘হ্যা চলো।’দুপুরের খাবার ননদ আর দুই শাশুড়ি মায়েদের সাথেই করলো আরাবী। সবাই বেশ প্রসংশা করলো ওর রান্নার।এতে যেন সস্তি পেলো আরাবী।যাক,জায়ানেরও তাহলে পছন্দ হবে।খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হতেই আরাবীর কাজ না থাকায় রুমে গিয়ে সুয়ে পরলো।ঠিক তখনই ফোন করলো জায়ান।আরাবী মুঁচকি হেসে ফোন রিসিভ করে সালাম দিলো।জায়ান সালামের জবাব দিয়ে বললো,-‘ কি করছিলে?’

-‘ এইতো সুয়ে আছি।’

-‘ দুপুরে খেয়েছো?’

-‘ হ্যা,আলহামদুলিল্লাহ খেয়েছি।আপনি?’

-‘ আমিও মাত্রই খেলাম।’

-‘ আসবেন কখন?’

-‘ মিস করছো বুঝি?’

-‘ বেশি না,এই একটু!’

হাসলো জায়ান।বললো,-‘ বাড়ি এসে রাতে সব আদর দিয়ে পুষিয়ে দিবো।’

আরাবী ভীষণ লজ্জা পেলো।বলে উঠলো,

-‘ যাহ,শুধু অস’ভ্য কথাবার্তা বলে।’

-‘ আমার বউকেই তো বলছি।’

-‘ আমার লজ্জা করে না বুঝি?’-‘ সেইজন্যেই তো বলি।আমার কাঠগোলাপকে লজ্জারাঙা মুখশ্রীটা দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।’

আরাবীর মনটা ভালোলাগায় ভড়ে উঠলো। জায়ানের এমন প্রতিটা কথাতেই আরাবীর মনটা প্রশান্তিতে ছেঁয়ে যায়।আরাবী কানের পিঠে চুল গুজে দিয়ে বললো,-‘ কখন আসবেন বলেন নাহ?’

-‘ এইতো রাত সাতটা বাজবে।’

-‘ ওহ, আচ্ছা।’

-‘ আচ্ছা আরাবী রাখছি।আব্বু ডাকছে।’

-‘ হুম।সাবধানে আসবেন।’

-‘আচ্ছা ম্যাডাম।’জায়ান ফোন রাখতেই আরাবী ফোন চার্জে দিয়ে ঘুমানোর জন্যে চোখ বুজলো।একসময় ঘুমিয়ে পরলো। ঘুম ভাঙলো কারো উষ্ণ আলিঙ্গনে। আর কপালে

বার বার দেওয়া উষ্ণ স্পর্শে।আরাবী পিটপিট করে চোখ মেলে তাকালো।চোখ খুলতেই জায়ানকে দেখলো আরাবী।জায়ান আরাবীকে দেখেই মুঁচকি হাসলো।আরাবীও হাসলো। তারপর ঘুম জড়ানো গলায় বলে,

-‘ কখন আসলেন?’জায়ান সাথে সাথে বুকে হাত চেপে ধরলো।শব্দ করলো ‘ হায়!’। জায়ানকে এমন করতে দেখে ঘাবড়ে গেলো আরাবী।তড়িঘড়ি করে উঠে বসলো।উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলো,

-‘ কি হয়েছে আপনার?এমন করছেন কেন?’

জায়ান বুকে হাত চেপে রাখা অবস্থাতেই বলে,

-‘ তোমার ঘুমন্ত কণ্ঠস্বর শুনে আমার হার্টবিট ফাস্ট হয়ে গিয়েছে।’জায়ানের এমন হোয়ালিপনা কথা শুনে খুব রাগ লাগলো আরাবীর।কিছু না বলে ঠোঁট ফুলিয়ে বিছানা থেকে নেমে যাওয়ার জন্যে উদ্যত হলো। জায়ান তড়িঘড়ি করে উঠে তাড়াতাড়ি আরাবীর হাত চেপে ধরলো।ব্যস্ত কণ্ঠে বলে,

-‘ আরে, আরে কোথায় যাচ্ছো?’

আরাবী রাগি গলায় বলে,-‘ আপনার সাথে কোন কথা নেই আমার।’

-‘ কেন?’

-‘ আপনি একটু আগে এমন করলেন কেন? জানেন কতো ভয় পেয়ে গিয়েছিনাম?’

জায়ান বুঝলো এইবার।হেঁসে দিয়ে বলে,
-‘ আচ্ছা সরি।আর করবো নাহ।’
-‘ মনে থাকে যেন।’
-‘ যো হুকুম মেরি রানি।’বলেই বুকে হাত চেপে কুর্নিশ করলো জায়ান।খিলখিলিয়ে হেসে দিলো আরাবী জায়ানের কান্ডে।আর জায়ান মুগ্ধ দৃষ্টিতে আরাবী হাসি দেখলো।ঘোরলাগা গলায় বললো,
-‘ তুমি এইভাবেই হাসবে বউ।তোমার হাসি দেখলে আমার হৃদয়টা জুড়িয়ে যায়।শুভ্র কাঠগোলাপদের হাদিখুশিই ভালো লাগে। বিষন্নতা যে তাদের মানায় নাহ।’

আরাবী লজ্জা পেলো।তারপর মুঁচকি হেসে জায়ানের বুকে মাথা রাখলো।জায়ানও জড়িয়ে নিলো ওকে বুকের মাঝে।সাখাওয়াত পরিবারের সবাই একসাথে রাতেত খাবার খেতে বসেছেন।আরাবী সবাইকে খাবার বেড়ে দিচ্ছ।সাথি বেগম না করলেও মেয়েটা শুনলো না।সবাইকে খাবার বেড়ে দিয়ে এইবার জায়ানের পাশে বসলো আরাবী।জায়ান গপাগপ খেয়েই যাচ্ছে।কোন হেলদোল নেই।
নূর খাওয়ার মাঝে বলে,
-‘ ভাবি যে এতো সুস্বাদু রান্না করতে পারে আমি তো ভাবতেও পারিনি। মুরগির ঝোলটা অনেক মজা হয়েছে ভাবি।’

মিষ্টি হাসলো আরাবী, বললো,-‘ ধন্যবাদ নূর।’ এদিকে নূরের মুখে আরাবীর রান্নার কথা শুনে জায়ান খাওয়া থামিয়ে দিলো।গম্ভীর গলায় বললো,

-‘ তুমি রান্না করেছো?’

-‘ হ্যা ভালো হয়নি?’জায়ান জবাব দিলো না শুধু একটু হাসলো।তারপর সবার আড়ালে হাত চেপে ধরলো আরাবীর।এদিকে জায়ান এমন করায় ঘাবড়ে গেলো আরাবী।কি করছে কি লোকটা?সবাই এখানে আছে। কেউ দেখলে কি ভাববে? আরাবী হাত মুচড়ানো শুরু করলো জায়ান থেকে ছাড়া পাবার জন্যে।তাও জায়ান ছাড়লো না।হার মেনে

নিলো আরাবী।জায়ানের সাথে যে সে পারবে না কোনদিন।এদিকে নিহাদ সাহেব খেতে খেতে বললেন,-‘আজ রাতের ফ্লাইটে তোমার মিথিলা আসছে।’

খাবার থামিয়ে দিলো জায়ান।গম্ভীর গলায় বলে,

-‘ হঠাৎ যে? বিয়েতে আসলো না। তাহলে এখন আসতে চাচ্ছে কেন?’

নিহাদ সাহেব বললেন,

-‘ আহানার জন্যে।’জায়ান আর একটা কথাও বললো না।দ্রুত খাবার শেষ করে উঠে চলে গেলো।যাওয়ার আগে বলে গেলো,

-‘ আরাবী দ্রুত রুমে আসো।’

অন্যসময় হলে শশুড় শাশুড়ির সামনে এমন একটা কথা বলায় লজ্জা পেতো।তবে আরাবীর মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো।ওর চিন্তার ঘোর কাটে সাথি বেগমের কথায়।তিনি বলেন,

-‘ কি দরকার ছিলো জায়ানের সামনে আহানার কথা উঠানোর?ছেলেটা আমার ঠিকমতো খাবারটাও খেলেও নাহ।’

নিহাদ সাহেবেরও খাওয়া শেষ।তিনি হাত ধুয়ে এসে আরাবীর মাথায় হাত রাখলেন। স্নেহভরা কণ্ঠে বলেন,-‘ ভীষণ মজা হয়েছে খাবারগুলো।’

তারপর আরাবীর হাতে দু হাজার টাকা গুজে দিয়ে বলেন,

-‘ প্রথমবার এই বাড়িতে রান্না করেছো তাই এটা তোমার বকসিস।’

আরাবী মুঁচকি হাসলো।নিহাদ সাহেব চলে গেলেন।যেতে যেতে বলে গেলেন,

-‘ সাথি তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে বলো।হাজার হোক মিথিলা আমার বোন।আর আমার বোনকে আমি ফেলে দিতে পারবো না।তেমন আহানাকেও পারবো নাহ।’সাথি বেগম চুপ করে রইলেন।আর কিইবা বলবেন তিনি। পরক্ষণে আরাবীর চিন্তিত চেহারা দেখে তিনি আরাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,

-‘ অযথা চিন্তা করো না।জায়ান নিজেই তোমায় সব বলবে। যাও রুমে যাও।’

আরাবী মাথা দুলিয়ে উঠে গেলো।সবার খাবার শেষ হয়েছে।আরাবী প্লেটগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। সাথি বেগম মানা করার পরেও শোনেনি আরাবী।নূরও হেল্প করছে আরাবীর সাথে। এঁটো প্লেটগুলো ধুয়েমুছে রাখছে।হঠাৎ কাজের মধ্যে নূর বলে উঠল,-‘ ভাবি একটা কথা বলবো।’

-‘ হুম বলো।’

-‘ আহানা আপুর থেকে সাবধানে থেকো।’

নূরের এমন কথায় ভ্রু-কুচকালো আরাবী। কাথাবার্তায় যেটুকু বুঝলো আহানা ওদের

কাজিন হয়।আর নিজের কাজিন সম্পর্কে এমনটা কথা কেন বলবে নূর? আরাবী প্রশ্ন করলো,-‘ কিন্তু কেন?’

নূর ধুয়ে রাখা প্লেটগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে,

-‘ আমার জানা মতে আহানা আপু ভাইয়া বিয়ে করে নিয়েছে শুনেই বিডিতে ব্যাক করছে।আহানা আপু ভাইয়াকে পছন্দ করে। তবে ভাইয়া একটুও দেখতে পারে নাহ তাকে।ভাইয়াকে বিয়ে করার জন্যে কি যে করেছে।তাও ভাইয়া রাজি হয়নি।এখন এসে জানবে তুমি ভাইয়ার বউ।তাহলে কি না কি করে কে জানে?তাই বললাম সাবধানে

থেকো।ও একটা সাই'কো।মাথা ঠিক নেই ওই মেয়ের।'নূরের কথায় আরাবীকে বিন্দুমাত্র চিন্তিত দেখা গেলো না।আরাবী বাঁকা হেসে বলে,

-' শুধু আসুক না আমার সাথে লাগতে।বুঝিয়ে দিবো আমি আরাবী কি জিনিস।আমি চুপচাপ এটা সবাই জানে।কিন্তু আমার সাথে যে বাড়াবাড়ি করবে তার সাথে আমি ঠিক কি কি করতে পারি তা তার ভাবনাতেও আসবে না। আর সেখানে তো আমার স্বামির দিকে হাত বাড়ানো।আমি আরাবী সেই হাত না কে'টে দিবো।'আরাবী এমন শীতল কণ্ঠের ভয়ান'ক

কথাগুলো শুনে শুকনো ঢোক গিললো।মনে মনে বললো,

-‘ ভাইয়ার থেকেও তো কোন অংশে কম না ভাবি।দুজনেই ভয়’ংকর। তবে ভালোই হবে এইবার।ভাবিই উচিত শিক্ষা দিবে ওই মেয়েকে।’

কাজ শেষ করে রুমে ফিরে আসলো আরাবী। গিয়ে দেখে জায়ান ল্যাপটপে কাজ করছে। আরাবী মুঁচকি হেসে ওয়াশরুমে চলে গেলো। ফ্রেস হয়ে এসে জায়ানের পাশে গিয়ে বসলো।বসতেই জায়ান প্রশ্ন করল,-‘ এতোক্ষণ লাগে?’

-‘ কাজ করছিলাম তো।’

একটু চুপ থেকে আরাবী আবার বলে,
-‘ রান্না কেমন হয়েছে আমার বললেন না যে?’জায়ান মুঁচকি হেসে আরাবীর কপালে চুমু খেলো।চোখ বন্ধ করে আরাবী হাসলো।জায়ান আরাবীর গালে স্পর্শ করে বলে,
-‘ ভীষণ ভালো হয়েছে।আগে জানলে গিফট নিয়ে আসতাম।’
-‘ ইস,রান্নাই তো করেছি। এতে আবার গিফট কে দেয়?’
-‘ আমি দেই।’
-‘ জানেন? বাবা আমায় দু হাজার টাকা বকসিস দিয়েছে।’
-‘ ভালো তো।’

জায়ান এইবার আরাবীর হাত টেনে ধরলো।
হকচকিয়ে গিয়ে আরাবী বলে,
-‘ কি করছেন?’-‘ যা বলেছি।রান্না করেছো শুনেই আমার মন বলছিলো হাতে ব্যাথা ট্যাথা নিশ্চয়ই পেয়েছো।দেখলে আমার মনের কথাই ঠিক হলো।’
জায়ানের কথা শুনে আরাবী ওর হাত টেনে নিয়ে বললো,
-‘ ওহ একটুখানি ছ্যাকা লেগেছে।অয়েন্টমেন্ট লাগিয়েছি ঠিক হয়ে যাবে।চিন্তা করবেন নাহ।
এখন রাত হয়েছে।চলুন ঘুমিয়ে পরি।’-‘ কিন্তু আমার কিছু বলার আছে আরাবী।’

-‘ কাল শুনবো তো।চলেন ঘুমাই ক্লান্ত লাগছে।’

আর কিছু বলার ভাষা পেলো না জায়ান।শুয়ে পরলো বিছানায়।তারপর আরাবীকে উদ্দেশ্যে করে বলে,

-‘ আসো বুকে আসো।’

আরাবী মুচঁকি হেসে জায়ানের বুকে মাথা রাখলো।জড়িয়ে ধরলো জায়ানকে।জায়ানও আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিলো আরাবীকে।তারপর আরাবীর কপালে চুমু খেয়ে চোখ বন্ধ করে নিলো।একসময় দুজনেই শান্তির ঘুমে তলিয়ে গেলো।কাল দেয়নি তাই বিশাল পর্ব দিলাম। ভুলগুলো ক্ষমা করবেন।আমার প্রচুর টাইপিং

মিস্টেক হয় আমি জানি।তাই আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।গল্পের রেস্পন্স কমে যাচ্ছে। এমন হলে আমার লিখার আগ্রহও কমে যাবে।সকাল থেকে রান্নার তোড়জোড় চলছে। আজ মিথিলা আর আনহা আসছে সাখাওয়াত বাড়ি।আরাবীও হাতে হাতে কাজ করছে। শুক্রবার থাকায় আজ বাড়ির পুরুষদেরও অফিস নেই।জায়ান সকাল থেকেই থমথমে মুখে আছে।সকালে ঠিকঠাক খাবারটাও খায়নি।এমনকি রুম থেকেও বের হচ্ছে না। আর আরাবী রুমের বাহিরে গিয়ে পাঁচ মিনিটও থাকতে পারছে না।একটু পর পরই ডাকছে।এইযে আরাবী এখন সালাদ কাটছে।

আর তখনই জায়ানের ডাক।আরাবীর বিরক্তিতে নাক মুখ কুচকে ফেললো। নূর মিটিমিটি হেসে বলে,-‘ যাও ভাবি, যাও ভাইয়া ডাকছে।’

আরাবী ছু’রিটা রেখে দিয়ে বলে,

-‘ তোমার ভাইয়ার সমস্যাটা কি?নিজেও রুমের বাহিরে আসছে না।আর আমাকেও পাঁচ মিনিটের জন্যে রুমের বাহিরে যেতে দিচ্ছে না।’

-‘ তুমি যাও ভাবি।ভাইয়ার মুড এমনিতেও ভালো নেই।তুমি যদি আবার তার কথা না শোনো তাহলে সে আরো রেগে যাবে।’-‘ কিন্তু

এটা কেমন দেখায়? বসার ঘরে বাবা আর ছোট বাবা বসে আছে।তারা কি মনে করবে?’

-‘আহা,কিছু মনে করবে না। যাও তো তুমি।’

এদিকে জায়ান এখনও ডেকে চলেছে।সহ্য করতে না পেরে আরাবী কাজ ফেলেই ছুটলো জায়ানের কাছে।রুমে এসে দেখে জায়ান বিছানার সাথে হেলান দিয়ে ল্যাপটপে কাজ করছে।আরাবী বিছানার কাছে গিয়ে বলে,-‘কি হয়েছে আপনার? এমন ডাকাডাকি করছেন কেন?’

জায়ান কাজ করতে করতেই গম্ভীর স্বরে বলে,

-‘ তুমি রুমের বাহিরে যাচ্ছো কেন?তাই তো আমার ডাকাডাকি করা লাগছে।’

আরাবী ভ্রু-কুচকে জিজ্ঞেস করলো,

-‘ তার মানে আপনি বলছেন আমি রুমের বাহিরে যাবো নাহ?’

-‘ নাহ!’

জায়ানের সোজাসাপটা জবাব।আরাবী হা করে চেয়ে রইলো জায়ানের দিকে।জায়ান শান্ত গলায় বলে,

-‘ এদিকে এসো।’আরাবী জায়ানের এমন শান্ত কণ্ঠের ডাক উপেক্ষা করতে পারলো না। বিছানায় উঠে গিয়ে জায়ানের পাশে বসলো। জায়ান আরাবীকে কাছে এসে বসতে দেখেই

ল্যাপটপটা পাশে রেখে দিলো। তারপর বা হাতে আরাবীর কোমড় স্পর্শ করে ওকে টেনে নিজের কোলে নিয়ে বসালো।কেঁপে উঠলো আরাবী।জায়ান ভ্রু উঁচিয়ে বলে,

-‘ এখনো আমি ধরলে কাঁপাকাঁপি করা লাগে?’

আরাবীর লজ্জা লাগছে এইভাবে জায়ানের কোলে বসতে।আরাবী আমতা আমতা করে বলে,-‘ আ...আমি কি কর..করবো?’

-‘ আমি করবো?’

-‘ কি কর..করবেন?’

কাঁপা গলায় আরাবীর প্রশ্ন।জায়ান আরাবীর গলায় মুখ গুজে দিলো।আরাবীর গলায় নাক ঘষসে সে।ধীর আওয়াজে বলে,

-‘ চুমু খাবো।’আরাবী জায়ানের এমন স্পর্শে কাঁপছে।একহাত জায়ানের কাধের পাশে রেখে আরেকহাতে জায়ানের চুল খামছে ধরলো।জায়ান ছোটো ছোটো চুমু দিতে লাগলো।চোখ বুজে জায়ানের ভালোবাসাগুলো উপভোগ করছে আরাবী।একসময় জায়ানের নরম স্পর্শগুলো কাম’ড়ে পরিনত হতে লাগলো।আরাবী আরো জোড়ে খামছে ধরলো জায়ানকে।আরাবীর আর সহ্য করতে না পেরে বলে,

-‘ ব্যা..ব্যাথা পাচ্ছি।’

আরাবী ভাঙা গলায় উচ্চারিত শব্দগুলো শুনে থেমে গেলো জায়ান।মুখ তুলে তাকালো আরাবীর মুখপাণে।আরাবী চোখ বন্ধ করে আছে।জায়ান হালকা শব্দে ডাকলো,-‘ আরাবী?’

আরাবী নিভু নিভু চোখে তাকালো জায়ানের দিকে।জায়ান আরাবীর গালে স্পর্শ করলো। আরাবী জায়ানের সেই হাতের উপর হাত রাখলো।জায়ান ঘোরলাগা কণ্ঠে বলে,

-‘ কিস মি।’

জায়ানের মুখে এমন একটা কথা শুনে আৎকে উঠলো আরাবী।খামছে ধরলো

জায়ানের হাত।আরাবী চোখ বড় বড় করে তাকালো।জায়ান এইবার হাত গলিয়ে দিলো আরাবীর চুলে। আরাবীর চুল খামছে ধরে আরাবীকে টেনে ওর মুখোমুখি আনলো। আরাবী মুখ ঘুরিয়ে নিতে চাইলেও পারলো না।জায়ান আগের মতোই বললো,-‘ কিস মি আরাবী।’

আরাবী জোড়ে জোড়ে নিশ্বাস নিচ্ছে।নাহ,সে কখনই পারবে না এটা করতে।লজ্জায় ম’রে না যাবে ও।আরাবী শুকনো ঢোক গিললো। কাঁপা গলায় বলে,

-‘ আমি পা..রবো না এটা করতে।’

-‘ করতে হবে।’

-‘ প্লিজ।’

-‘ উঁহু! ফাস্ট আরাবী।’আরাবী কি করবে ভেবে পেলো না।সে জানে জায়ানকে শতোবার মানা করলেও এই লোক শোনার পাত্র না।জায়ানকে তার কিস করতেই হবে। নাহলে যে এই লোক তাকে একটুও ছাড়বে নাহ।আরাবী চোখ বন্ধ করে নিলো। মনে মনে সাহস জুগিয়ে মুখশ্রী এগিয়ে নিলো জায়ানের দিকে।জায়ানের গরম নিশ্বাসগুলো ওর চোখ মুখে বারি খাচ্ছে।আরাবী দু একটা জোড়ে নিশ্বাস নিয়েই জায়ানের অধরে অধরে মিলিয়ে দিলো।খামছে ধরলো জায়ানকে আরাবী।দীর্ঘ প্রেমময়ী চুম্বনে লিপ্ত হলো দুজন।একে-

অপরের মাঝে বিভোর হয়ে গেলো।যেন সময় থমকে গেলো দুজনের জন্যে।বসার ঘরে উপস্থিত সবাই।আরাবী তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে সামনের দিকে। না চাইতেও খারাপ লাগা কাজ করছে ওর মাঝে।জায়ানের একহাত কপালে ঠেকিয়ে কাঁদছে এক মেয়ে। এটা যে আহানা। এটা বুঝতে বাকি নেই আরাবীর। একটু আগে যখন তারা একে-অপরের মাঝে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ছিলো তখন হঠাৎই সাথি বেগম ওদের ডেকে উঠলেন। আরাবী ডাক শুনেই সরে আসতে চাইছিলো। কিন্তু অনুভূতির মাঝে তলিয়ে যাওয়া জায়ান যেন হুশেই ছিলো না।সে মত্ত ছিলো প্রেয়সীর

ঠোঁটের সুধা পাণে।আরাবী অনেক কষ্টে জায়ান থেকে ছাড়াতে পেরেছে।লজ্জায় হাসফাঁ'স করে আরাবী দ্রুত রুম ত্যাগ করে জায়ান থেকে ছাড়া পেতেই।নিচে এসেই তিনটে নতুন মুখ দেখেই বুঝলেন।আজকের আয়োজন যাদের জন্যে করা হয়েছে তারা এসে পরেছে।মেয়ে দুজনকে দেখলে বুঝলো। তা হলো এখানের সাথি বেগমের মতো মহিলা ইনিই হলেন জায়ানের ফুপু মিথিলা।আর তার মতোই বয়সী একটি মেয়ে সে হলো আহানা। তবে মিথিলার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটা কে তা বুঝতে পারলো না আরাবী।ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ছেলেটা। ছেলেটার চাহনীটাও

বি'শ্রি।আরাবী সাথি বেগমের পিছে চলে গেলো।এর মধ্যেই জায়ান নিচে নেমে এসেছে।গম্ভীর মুখশ্রী তার।জায়ান আসতেই আহানা একছুটে এসে পরলো জায়ানের কাছে।জায়ান দ্রুত একহাত সামনে রেখে থামিয়ে দিলো আহানাকে। আহানা জায়ানের সেই হাত চেপে ধরে কপালে ঠেকিয়ে হু হু করে কেঁদে দিলো।কাঁদতে কাঁদতে বলে,-' কেন করলে জায়ান এমনটা?কেন করলে? আমি তো তোমায় ভালোবাসি জায়ান।আমার ভালোবাসাকে এইভাবে অবহেলা কেন করলে?'

জায়ান চোখ মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে।হাত ছাড়ানোর প্রয়াস চালাচ্ছে ও।কিন্তু আহানা ছাড়ছে না।আহানা বলছে,
-‘ আমি তো তোমায় সেই ছোট বেলা থেকে ভালোবাসি জায়ান।এটা সবাই জানে।তাহলে তুমি বিয়ে কেন করলে জায়ান?কেন করলে? আমার ভালোবাসার কি বিন্দুমাত্র দাম নেই তোমার কাছে?’আহানা এভাবে সবার সামনে এসব কথা বলায় জায়ান অসস্থিতে পরে গেলো।আরাবী না জানি কি ভাবছে। যাই হোক আরাবীকে কষ্ট দিতে পারবে না জায়ান।জায়ান টেনে হাত সরিয়ে নিলো আহানা থেকে।শক্ত গলায় বলে,

-‘ বিহেব ইউরসেল্ফ আহানা।আমি এখন বিবাহিত এটা মাথায় রেখো।আর রইলো তোমার কথা। তুমি আমায় ভালোবাসলেও। আমি তোমায় ভালোবাসতাম নাহ।আর নিজের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কাজ আমি জায়ান করি নাহ।’

আহানা কান্নারত কণ্ঠে বলে,-‘ এখন যাকে বিয়ে করেছো তাকে ভালোবাসো বুঝি?’

জায়ান পিছনে ঘুরে এগিয়ে গেলো আরাবীর কাছে।সাথি বেগমের পিছন থেকে আরাবীর হাত ধরে বের করে আনলো।তারপর আরাবীকে নিয়ে আহানার সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো,

-‘ নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি।’আরাবী কোমল নয়নে জায়ানের দিকে তাকিয়ে।মনটা শীতলতায় ভরে গিয়েছে জায়ানের এই একটা বাক্য শুনে।আহানা দু কদম পিছিয়ে গেলো। একধ্যানে আরাবী আর জায়ানের দিকে তাকিয়েই থাকলো।হঠাৎ কি মনে করে যেন দু হাতে চোখ মুছে নিলো ঢলে।তারপর জায়ান আর আরাবীর কাছে এসে দাড়ালো। আরাবীর দিকে তাকিয়ে মুঁচকি হাসলো। আরাবী অবাক হয়ে তাকিয়ে আহানার দিকে। আহানা আরাবীর গালে হাত রাখলো।বললো,-‘ এইজন্যেই বলি জায়ান সাখাওয়াত কোন মেয়ের জন্যে এমন পাগল হবে।যে হঠাৎ

করেই বিয়ে করে নিলো।তুমি দেখতে ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে।পুরো মায়াবতী। ‘

আরাবী হা করে তাকিয়ে থাকলো।আরাবী ঠিক কি রিয়েকশন দিবে ভুলে গেলো। নূরের কথা অনুযায়ী মেয়েটা নাকি পা’গল। ওর নাকি ক্ষ’তি করতে পারে।কিন্তু এখন তো দেখছে পুরো উলটো।আহানা আবার বলে,-‘ জায়ান বোধহয় আমার ভাগ্যে ছিলো না।তাই ছোটো বেলা থেকে ওকে ভালোবেসেও আমি ওকে পেলাম নাহ।তুমি ভাগ্যবতী মেয়ে। সামলে রেখো তাকে।’

কথাগুলো বলেই সরে গেলো আহানা।সাথি বেগমের কাছে এসে বলে,

-‘ বড় মামি আমি রুমে গেলাম।’আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না আহানা।দ্রুত নিজের রুমে চলে গেলো।এদিকে মেয়ের কান্না দেখে মিথিলারও চোখ ভিজে।সে এখন আর কোন কথা বলার মুডে নাই। তাই নিহান সাহেবকে বললেন,

-‘ ভাইয়া আমি একটু বিশ্রাম করবো।তুমি আমার জিসানকে একটু ওর রুমটা দেখিয়ে দিয়ে আসো।’

মিথিলা চলে গেলেন।নিহান সাহেব ইফতিকে বললেন জিসানকে রুমটা দেখিয়ে দিতে। ইফতি তাই করলো।জিসানকে চলে গেলো। বাকিরাও যার যার রুমে চলে গেলেন।

আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন সবাই? আমি দুদিন পর গল্প দিলাম তার জন্যে সরি। আমার হাত কেটে গিয়েছে তাই টাইপ করতে পারিনি।আজও লিখতে কষ্ট হয়েছে তাও দিলাম।ভুল গুলো ক্ষমা করবেন।আপনাদের অপেক্ষা করানোর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী আমি।-‘ মা এমনটা হয় না মা।তুমি যা বলছো তা সম্পূর্ণ ভুল।ওরা এখন বিবাহিত। আমি চাইলেও এখন আর কিছু করতে পারবো না। আর জায়ান তো বলেই দিলো ও তার বউকে অনেক ভালোবাসে।’

আহানার কথায় মিথিলা উচ্চস্বরে বলে,-‘ তাহলে কি করবো?আমি কি করলে তোর কষ্ট

কমবে?আমি মা হয়ে তো তোর কষ্ট সহ্য করতে পারছি নাহ।'

সাথি বেগম

আহানা মলিন হেসে বলে,

-' এই কষ্ট যে কমাতে পারবো না মা। কোনদিন নাহ।আমার হৃদয়ের থেকে জায়ানের নামও কেউ মুছতে পারবো না আর এই কষ্টও ভুলতে পারবো না।'-'এইভাবে জীবন চলে না মা।আমি তোকে এমনভাবে দেখতে পারবো না।'

-' দেখতে হবে নাহ মা।আমি তো আমার কষ্ট দেখতে দিবো না।আজ থেকে আমি আহানা আর কোনদিন কাঁদবো নাহ।'

মিথিলার কষ্টে বুক ফেঁ’টে যাচ্ছে।একমাত্র মেয়ে তার। সেই মেয়েকে এমনভাবে কষ্ট পেতে দেখে তার তার নিজের যে কি পরিমান খারাপ লাগছে তা বলে বুঝাতে পারবে না মিথিলা।দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিথিলা।এমনসময় তাদের দরজায় আওয়াজ হলো।আহানা ‘ আমি দেখছি ‘ বলে গেট খুলতে গেলো।গেট খুলতেই সামনে আরাবীকে দেখে অবাক হলো।এদিকে আরাবী মিষ্টি করে হেসে বলে,-‘ নিচে যাবেন নাহ আপু?দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গিয়েছে।’

আহানা বড্ড অবাক হলো।আরাবীর জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হলে তার চুল ছি’ড়ে

ফেলতো।সেখানে আরাবী তাকে দেখে মিষ্টি হাসি উপহার দিচ্ছে। আহানা নিজেই তো রাগে ফেটে যেতো।যদি কেউ তার সামনে তার স্বামিকেই ভালোবাসি বলে। সেখানে আরাবীর এমন ঠান্ডা স্বভাব প্রচন্ড পরিমান অবাক করেছে তাকে।আহানা আমতা আমতা করে বলে,-‘ আসছি তুমি যাও।’

আরাবী চলে গেলো হেঁসে।মিথিলা নাক মুখ কুচকে বলে,

-‘ ঢং দেখে বাজি নাহ।এমন ভাণ করছে যেন দুধে ধোওয়া তুলসি পাতা।’

আহানা বিরক্ত হয়ে বলে,

-‘ উফ মা চুপ করো। আরাবী এমন নাহ।
আমি আরাবীকে দেখেই বুঝেছি।’-‘আপনি
খাবেন নাহ?’
জায়ানকে উদ্দেশ্য করে বললো আরাবী।
জায়ান নির্বিকার ভঙিতে উদোম শরীরে
বিছানায় উপর হয়ে সুয়ে আছে। আরাবী
আবার বলে,
-‘ আর এইটা কিভাবে সুয়ে আছেন?’
জায়ান না নড়লো না।তেমনভাবেই বললো,-‘
কিভাবে সুয়ে আছি?ঠিকভাবেই তো আছি।’
-‘ জামা-কাপড়ে নেই আপনার?’
-‘ আছে তো।’

-‘ তো এমন উদোম হয়ে সুয়ে আছেন কেন? টি-শার্ট পরুন।’

-‘ পরতে ইচ্ছে করছে না।’

আরাবী বিছানায় গিয়ে বসলো।জায়ানের উন্মুক্ত পিঠে আলগোছে হাত রেখে বলে,-‘ উঠুন নাহ।সবাই বসে আছে।’

-‘ আমি এখন খাবো না।তারা খেয়ে নিক।’

-‘ এমন করছেন কেন?বাড়িতে মেহমান এসেছে।পরিবারের সবার সাথে বসে খাবার খাবেন এতেই তো আনন্দ।আর তাছাড়া সে তো আপনার ফুপু আর কাজিন।’

আরাবী কথায় জায়ান ঘুরে গেলো।তারপর আরাবীর হাত ধরে আরাবীকে বুকে টেনে

নিলো।জায়ান শীতল গলায় বলে,-‘ তোমার কি একটুও খারাপ লাগছে নাহ?’

আরাবী অবাক হয়ে বলে,

-‘ আজব,খারাপ কেন লাগবে?’

-‘ এইযে সকালে যা কিছু হলো?’

আরাবী মুঁচকি হেসে জায়ানের বুকে মাথা রাখলো।জায়ানের বুকের বা-পাশে আঁকিবুঁকি করতে করতে বলে,

-‘ সকালে যা হলো তাতে বুঝতে পারলাম আহানা আপু আপনাকে ভালোবাসে।কিন্তু আপনি বাসেন নাহ।আপনি তো ভালোবাসেন আম...’থেমে গেলো আরাবী।জায়ান বাঁকা হেসে বলে,

-‘ বলো?থেমে গেলে কেন?’

-‘ নাহ,কিছু না। ছাড়ুন তো আপনি।খাবেন চলুন।’আরাবী সরে গেলো।তারপর টেনে জায়ানকে উঠালো।জায়ানও হেসে উঠে বসলো।তারপর টি-শার্ট গায়ে দিয়ে আরাবীর হাত ধরে নিচে নেমে আসলো।আরাবী হাত ছাড়াতে চাইলেও জায়ান ছাড়লো নাহ। আরাবীকে নিয়েই চেয়ার টেনে বসলো।জিসান আরাবীর দিকে তাকিয়ে ছিলো।আরাবী এইবার সহ্য করতে পারলো না। ভয়ংক’রভাবে রাগি চোখে তাকালো আরাবী। আরাবীর হঠাৎ এমন তেজিয়ান দৃষ্টিতে ভড়কে গেলো জিসান। ভয় পেয়ে চোখ

সরিয়ে নিলো।বিরবির করলো,-‘ এই মেয়েকে তো ভোলাভালা ভাবছিলাম।কিভাবে তাকালো আমার দিকে। যেন ওই চোখের তেজেই আমাকে পু’ড়িয়ে ফেলবে।’

এদিকে আরাবী হাসলো।মনে মনে বলে,

-‘ আমাকে দূর্বল ভেবে ভুল করিস নাহ।আমি নরম,লাজুক শুধু আমি একজনেরই কাছে। আর সে হলো আমার স্বামি।আর বাদ বাকি যে আমার সাথে যেমন আমি তার সাথেও তেমন।আমার সাথে উল্টাপাল্টা করার চিন্তাও মাথায় আনলে আমি আমার ক্রো’ধের আগুনে তাকে ঝল’সে দিবো।’আহানা করুণ চোখে জায়ানের দিকে তাকালো।তবে জায়ান

একবারও তাকালো না আহানার দিকে।
মিথিলা শুধু রা’গে ফুসছে আরাবীর দিকে তাকিয়ে।আরাবী তা বুঝল তাইতো তরকারির বাটিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে হেসে বললো,
-‘ এই তরকারিটা আমি স্পেশালি আপনার জন্যে রান্না করেছি ফুপি।খেয়ে দেখুন।’
মিথিলা দাঁতেদাঁত চেপে বলে,-‘ আ’ম ওলরেডি ফুল। ‘
নিহান সাহেব বলে উঠলেন,
-‘ আহা,মিথু একটু খেয়ে দেখ নাহ আরাবী মা রান্না করেছে।’
মিথিলা ভাইয়ের কথায় একটু খানি তরকারি নিয়ে খেলো।আরাবী প্রশ্ন করলো,

-‘ কেমন হয়েছে ফুপি তরকারিটা?’

মিথিলা’র রাগি কণ্ঠ,-‘ ভালো।’

খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হতেই। জায়ান আরাবীকে বলে,

-‘ রুমে চলো।’

আরাবী ধীরে বলে,

-‘ আপনি যান।আমি আসছি।এইটুকু কাজ সেরে।’

-‘ হু।’

যেতে নিতেই জায়ান ফের বলে,

-‘ জলদি এসো।’আরাবী হেসে দিলো।লোকটা এতো অধৈর্য।মিথিলা বসার ঘরে এসব দেখে সাথি বেগমকে বলে,

-‘ আমাদের ছেলেকে তো দেখছি পুরো বশ করে নিয়েছে ভাবি।ছেলেকে সাবধানে রেখো ভাবি।পরে না কপাল চাপড়ে কাঁদতে হয়।’ সাথি বেগমের কথাটা পছন্দ হলো না।বড্ড অবাক হয় সাথি মানুষের চিন্তা ভাবনা এতো নিচ কেন হয় সবসময়। সাথি বেগম বলে,-‘ এইগুলা কোনদিন হবে না আপা।আপনার ভাইও আমায় কতো ভালোবাসে।তাই বলে কি সে আব্বা,আম্মা বা আপনাদের ভাই বোনকে ফেলে দিয়েছে?দেই নি তো তাই নাহ? তাহলে জায়ানও এমন করবে নাহ! ‘

সাথি বেগম উঠে চলে গেলেন। শুধু মাত্র ননদ বলে আর বেশি কিছু বলতে পারলেন না

তিনি।-‘ আর কতো এমন করবে?ঝগড়ার সময় তো তোমার মুখ কে’চির মতো চলে। তাহলে আমি ফোন করলে কেন এমন চুপ থাকো?’

ইফতির কথায় আলিফা রে’গেমেগে বলে,-‘ কি বললেন?আমার মুখ কে’চির মতো চলে? ঠিক আছে আপনি আর ফোনই করবেন নাহ। ‘

-‘ আরেহহ আমি সেটা বুঝাই নি।আমার কথাটা তো শোনো।’

ইফতি বলতে না বলতেই আলিফা ফোন কেটে দিলো।ইফতি আবারও ফোন দিলো সাথে সাথে অপাশ থেকে ফোন কেটে দিলো।

ইফতি আবার ফোন দিলো এইনার ফোন বন্ধ শোনাচ্ছে।ইফতি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।ইফতির আলিফাকে ভালোলাগে সেটা ইফতি বুঝতে পেরেছে। আরাবীর কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে আলিফার নাম্বার নিয়েছে।কিছুদিন যাবত ফোনে আলিফার সাথে যোগাযোগ রাখছে সে। কিন্তু আলিফা তার যেনো কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।ইফতি ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝাতে চাইছে কিছু কথা। কিন্তু আলিফা বুঝতেই চায় নাহ। ইফতির মনে হয় আলিফার মতো মাথামোটা সে আর দুটো এই দুনিয়াতে দেখেনি। এইযে মেয়েটা এখন ফোন বন্ধ করে রেখেছে।ইফতি মন চাচ্ছে আলিফার বাড়িতে গিয়ে মেয়েটাকে

কষি'য়ে কয়েকটা থা'প্পড় মেরে আসতে। তাও যেমন তেমন থা'প্পড় না একদম চাপার হাড্ডি-গুড্ডি যেন নড়ে যায়।বেয়া'দপ মেয়ে কোথাকার।ইফতি চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,-' এই মেয়েকে যে আমি কি করবো কে জানে? অসহ্যকর একটা মেয়ে। এমন তারছি'রা মেয়ে আমি আমার লাইফে দেখিনি।তবে যাই হোক এই তারছি'রা মেয়েটাকেই আমার চাই। কিন্তু এই মেয়েটাকে যে কিভাবে বুঝাই? উফ,অস'হ্য।'ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।আজ নানুবাড়ি ঢাকা এসেছি।তাই লেট হয়ে গিয়েছে। নানুবাড়িতে কাজিনরা একসাথে হলে তো একটু বিজি

থাকবোই বুঝেন তো। আর হ্যা,আলহামদুলিল্লাহ আমার হাত ভালো আছে।নতুন কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছে আজ নূর। কিন্তু সেই কোচিংয়ের শিক্ষকই যে ফাহিম তা জানতো না নূর। বেশ অবাক হয়েছে প্রথমে সাথে ভালোও লেগেছে ওর।ফাহিমকে অনেক ভালো লাগে নূরের।শুধু মেয়ে মানুষ বলেই মনের কথা বলতে পারে না।পাছে না আবার ফাহিম ওকে নির্ল’জ্জ না দাবি করে বসে। এদিকে ফাহিম পড়া বুঝানোর সময় হঠাৎ ওর নজর পরে নূরের উপর। নূরকে তো খেয়ালই করিনি ও।আশ্চর্য বিষয়?চোখ কোথায় ছিলো ওর?তবে বেশিক্ষন নূরের দিকে তাকিয়ে

থাকলো না ফাহিম।দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলো। নাহলে আবার অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা খারাপ কিছু না ভেবে বসে।পুরো ক্লাসে দু তিনবার চোখাচোখি হয়ে যায় নূর আর ফাহিমের। ক্লাস শেষ করে ফাহিম চলে যেতেই হুরমুর করে বের হয়ে আসে নূর।দৌঁড়ে যায় ফাহিমের কাছে।একেবারে ফাহিমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাপাতে থাকে।এদিকে ফাহিম হকচকিয়ে যায় আচমকা নূরকে এইভাবে সামনে আসতে দেখে।ভ্রু-কুচকে ফাহিম এইবার বলে,-‘ কি ব্যাপার?তুমি হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে কেন?’

নূর খানিক সময় নিলো স্বাভাবিক হতে।
তারপর বলে,
-‘ আমি যে আপনাকে এতো ডাকলাম শুনলেন নাহ কেন?’
ফাহিম চারপাশে তাকালো।এইভাবে প্রথম দিনেই কথা বলতে দেখলে আবার কেউ খারাপ ভাব্বে।তাই ফাহিম ধীর আওয়াজে বলে,-‘ দেখো এইখানে আমি কোচিং করাই। এই কোচিংয়ে আমাদের ব্যাক্তিগত বিষয়ে কোন কথা না হলেই আমি খুশি হবে। মানে এটা আমাদের দুজনের জন্যেই ভালো হবে। এইখানে আমাদের সম্পর্ক শুধু তুমি আমার ছাত্রী আর আমি তোর শিক্ষক।’নূর ভাবতেই

পারেনি ফাহিম এমনভাবে কথাগুলো বলবে। সে তো এখনও কিছু বলেইনি।তার আগেই এতোগুলো কথা বলে দিলো লোকটা?তাকে কি ছ্যা'ছড়া মেয়েদের মতো মনে হয়?নূরের রাগ লাগলো।তবে অভিমানটাই হলো বেশি।ও ধীরে বলে,

-' সরি স্যার।আর এমন হবে না।আমি আগামীতে খেয়াল রাখবো, আসি।'নূর আর একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলো।ফাহিম নূরের কথায় স্বস্তি পেলো। যাক,মেয়েটা বুঝলো তাহলে।কিন্তু ভীতরে ভীতরে ফাহিমের কোথায় যেন একটু খারাপ লাগছে।মেয়েটাকে কি একটু বেশিই বলে

ফেললো আগেভাগে?মেয়েটা তো তাকে কিছু বলেও নি।তবে ও যা বলেছে তা দুজনের ভালোর জন্যই বলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফাহিম। তারপর নিজ কাজে চলে গেলো।ক্লান্ত দেহ নিয়ে ভার্সিটি থেকে ফিরেছে আরাবী। বসার ঘরে থাকা সাথি বেগম পূত্রবধুকে দেখেই বলেন,

-‘ আরাবী ক্লান্ত দেখাচ্ছে।আগে ফ্রেস হয়ে আসো।আমি লেবুর শরবত পাঠাচ্ছি।’

আরাবী ক্লান্তস্বরে বলে,

-‘ যাচ্ছি মা।’আরাবী চলে গেলো।তবে যেতে যেতে কানে মিথিলার তীরিক্ষপূর্ণ কথাও তার কানে এলো।তবে সেসবে কান দিলো না

আরাবী।তার এখন ঠান্ডা একটা গোসল নেওয়া দরকার।ভীষণ ক্লান্ত ও আজ।রুমে গিয়ে আগে গোসল নিলো আরাবী।টেবিলের উপর শরবতের গ্লাস দেখেই মুঁচকি হাসলো। সাথি বেগমের মতো একজন শাশুড়ি পেয়ে নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে হয় আরাবীর। তার শাশুড়ীকে দেখলে জানতেই পারতো না শাশুড়ীরাও বুঝি এতো ভালো হয়।নাহলে তার বিবাহিত বান্ধবীদের মুখে তো শুধু শাশুড়ীদের বদনামই শুনে ও।শরবতটুকু খেয়ে আয়ানার সামনে চলে গেলো চুল মুছার জন্যে।আরাবী যখন নিজের কাজে ব্যস্ত।হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হলো।আচমকা এমন হওয়ায় হাত থেকে

তোয়ালে পরে গেলো আরাবীর।পিছনে ঘুরেই যাকে দেখতে পেলো ভাবতেই পারিনি আরাবী।জিসান এসেছে ওর রুমে।তাও বি'শ্রি দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।আরাবীর রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো।এতো সাহস এই ছেলের।ওর বেডরুম অব্দি চলে এসেছে।

আরাবী শক্ত কণ্ঠে বলে,-' কি সমস্যা?কি চাই আপনার?আর আমার রুমে প্রবেশ করার অনুমতি কে দিয়েছে আপনাকে?'

জিসান কুটিল হেসে বলে,

-' আমার কি চাই বুঝতে পারোনি তুমি? আমার তো তোমাকে চাই জানেমন।জায়ান শা'লা ঘরের ভীতর এমন হট,সুন্দরী বউ

রেখে অফিসে যায় কিভাবে?আমি তো হলে সারাদিন তোমাকে নিয়ে আদর সোহাগে ব্যস্ত থাকতাম।'আরাবীর ঘৃনার গা গুলিয়ে আসলো।আরাবী বুদ্ধি খাটিয়ে অতি সন্তর্পণে নিজের ফোনের ভিডিও অন করে ড্রেসিংটেবিলের উপর রাখা ফুলের টবের পিছনে রেখে দিলো।যাতে এখানে এখন যা যা হয় সব রেকর্ড হয়ে যায়।এই জিসানকে তো শাস্তি দিতেই হবে।নিজের কাজ শেষ করে আরাবী এইবার দুহাত বুকে বেধে দাঁড়ালো। বললো,-' তো একটা বিয়ে করে নিন না। অন্যের বউয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন কেন?'

-‘ কি করবো বলো।অন্যের বউ যদি এতো সেক্সি আর হট বডি ফিগার নিয়ে চোখের সামনে ঘুরঘুর করে তাহলে যে কন্ট্রোল হয় নাহ।’

আরাবীর শরীর রাগে ফে’টে যাচ্ছে।দাঁতেদাঁত চেপে বলে,-‘ নিজের ভালো চাইলে এখান থেকে চলে যাহ।নাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না বলে দিলাম।’

জিসান হাসলো।আরাবীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে,-‘ তোর এতো তেজ? এতো তেজ তো আজ আমি মাটির সাথে মিশিয়েই ছাড়বো।’

আরাবীর কাছে জিসান এসে ওর গায়ে হাত দেওয়ার আগেই। আরাবী সজোড়ে লা’থি মে’রে দিলো জিসানের গোপনাঙ্গে। ব্যাথায় আর্তনাদ করে উঠলো জিসান।আরাবী জিসানের হাত ধরে মুচড়ে দিলো।চেয়েও চিৎকার করতে পারলো না জিসান।কারন তার আগেই আরাবী জিসানের মুখে ফেলে রাখা তোয়ালেটা উঠিয়ে গুজে দিয়েছে।আরাবী জিসানের গালে সজোড়ে থা’প্পড় মে’রে বলে,-‘ তোর এতো বড় সাহস তুই আমায় এইসব কথা বলিস।আমি আরাবী শুধু আমার স্বামির কাছে নম্র,ভদ্র,লাজুক। নাহলে আমি মেয়েটা মোটেও ভালো নাহ।আমার দিকে

কুদৃষ্টি দিলে সেই চোখ আমি গে'লে দিবো।'আরাবী জিসানের হাতে পাশে রাখা হিল জুতো দিয়ে ইচ্ছে মতো বা'রি দিলো। হাতটা র'ক্তা'ক্ত করে ছাড়লো আরাবী।নিজের মনের ঝাজ মিটিয়ে তারপর ছাড়লো জিসানকে।জিসান ব্যাথায় আর্তনাদ করছে। আরাবী ওর চুল মু'ঠি করে ধরে ওর রুমের বাহিরে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।আরাবী চাপা স্বরে দরজার ওপাশে থাকা জিসানকে রাগি গলায় বললো,-' এই শিক্ষা মনে থাকলে আর কোনদিন আমি কেন আর কোন মেয়ের দিকেও তাকাবি নাহ।'রাতে যখন জায়ান অফিস থেকে ফিরলো আরাবীর থমথমে

মুখশ্রী দেখে ভ্রু-কুচকালো। সারাটাক্ষন আরাবীকে এমন ভার মুখ নিয়ে থাকতে দেখে শেষে আর না পেরে প্রশ্ন করলো,-‘ কি হয়েছে?’

আরাবী বিছানা করতে করতে উত্তর দেয়,

-‘ কি হবে?’

-‘ সেটাই তো বলছি।কি হয়েছে বলতে।এটা বলো না যে কিছু হয়নি।কারন আমার কাছে মিথ্যে বলে লাভ নেই।আমি জানি কিছু তো একটা হয়েছে।তাই তাড়াতাড়ি বলো। ‘আরাবী এইবার থপ করে বিছানায় বসে পরলো। এতোক্ষনে জমিয়ে রাখা কান্নাগুলো যেন হঠাৎই ঠেলেঠুলে বেড়িয়ে আসলো।বলে না

প্রিয় মানুষের সামনে হাজার চাইলেও নিজেকে শক্ত রাখা যায় না।তাদের সামনে দূর্বল হয়ে পরি আমরা।আরাবীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।আর হাজার হোক সে একটা মেয়ে। পরপুরুষের মুখ এমন বি'শ্রি কথা শুনলে তো ওর খারাপ লাগবেই।আরাবীকে হঠাৎ এমন কাঁদতে দেখে অবাক হলো জায়ান।আরাবীর এমন কান্নায় যেন ওর কলিজা তীরের মতো বি'ধছে।ঝাঝ'ড়া করে দিচ্ছে হৃদপিণ্ডটা।জায়ান তড়িঘড়ি করে আরাবীর পাশে এসে বসলো।টেনে আরাবীকে বুকে নিলো।অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলো,-' কি হয়েছে আরাবী?কাঁদছ কেন?আমাকে বলো।

আমি সব ঠিক করে দিবো।তবুও কাঁদে না তো।আমার ক’ষ্ট হচ্ছে।’
আরাবী ঝাপ্টে ধরলো জায়ানকে।মনের ক’ষ্টগুলো উজাড় করে দিলো প্রিয় মানুষটার কাছে।তার বক্ষপিঞ্জরার মাঝে চুপটি করে মিশে রইলো।জায়ান ও কিছু বললো না সময় দিলো আরাবীকে।খানিক সময় পর আরাবী নিজের ফোনটা এনে সেই ভিডিও রেকর্ডটা অন করে জায়ানের হাতে দিলো।জায়ান অবাক হলো এমন একটা সময়ে হঠাৎ আরাবীকে এমন ভিডিও রেকর্ড দেখানোর জন্যে।পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ভিডিও রেকর্ডটা দেখে জায়ানের মাথায় র’ক্ত উঠে গেলো।রাগে

শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো জায়ানের। চোখজোড়া লাল হয়ে গেলো জায়ানের।হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিলো জায়ান।আজ একটা অঘটন তো ওর দ্বারা হবেই হবে।ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।আমি অনেক দুঃখিত প্রতিদিন গল্প না দিতে পারার জন্যে।বেড়াতে এসে এতো হৈ-হুল্লোড়ে আসলে লিখা হয়ে উঠছে না।জায়ানকে এমন ভয়া'নকভাবে রেগে যেতে দেখে ভ'য়ে শুকনো ঢোক গিললো।আরাবী জায়ানকে কিছু বলবে তার আগেই জায়ান বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো।বাঘের ন্যায় গর্জন করে উঠে বলে,

-‘ সাহস কি করে হয় ওর।সাহস কি করে হয়?আমার বউ,ও আমার বউকে এসব কথা বলার সাহস কি করে হয়?ওর জিভ আমি টেনে ছি’ড়ে ফেলবো।’জায়ান রেগেমেগে কক্ষ থেকে বের হতে নিবে তার আগেই আরাবী জায়ানের হাত টেনে ধরে।ভ’য়ার্ত গলায় বলে উঠলো,

-‘ প্লিজ,যাবেন নাহ। আমি ওকে মে’রেছি তো।অনেক মে’রেছি।যাবেন নাহ।’

জায়ান আরাবীর হাত সরিয়ে দিয়ে বলে,

-‘ তো?তুমি মে’রেছো এতে আমি কি করবো? সেটা তোমার ভাগের ছিলো।তুমি তোমার জন্যে লড়েছো।এইবার আমি আমার বউয়ের

জন্যে করবো,বুঝেছো?’আরাবীর জিভ দিয়ে ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে নিলো।জায়ানকে বুঝাতে চেষ্টা করলো,

-‘ শুনুন নাহ।তারা তো চলেই যাবে।আমার মনে হয় না আজ যা মা’র খেয়েছে এরপর আর কোনদিন আমি কেন আর কোন মেয়ের দিকে তাকাবে।আপনি থামুন।এমনিতেই ফুপি আমায় পছন্দ করেননা বেশি একটা।আপনি এখন এমন করলে কিভাবে কি হবে বলুন তো?’জায়ান যেন আরাবী এমন কথায় কিছু বুঝবে তো দূরের কথা।আরও রেগে গেলো। দাঁড়িয়ে থাকা আরাবীকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিলো।জায়ানের শক্তপোক্ত হাতের

থাবায় আরাবী ব্যাথা পেলো।তবুও কিছু বললো নাহ।জায়ান আরাবীকে বিছানায় ধপ করে ফেলে দিলো।তারপর এক পা ফ্লোরে রেখে আরেক পা বিছানায় উঠালো।এক হাত আরাবীর কাধের পাশে রেখে আরেক হাত দিয়ে আরাবীর গাল চেপে ধরলো।চি'বিয়ে চি'বিয়ে বলে উঠলো,-' কে কি ভাবলো আই ডোন্ট কেয়ার।বউটা তুমি আমার।বিয়ে করেছি আমি তোমাকে।অন্য কেউ করেনি যে অন্যের কথা ভেবে আমি আমার বউয়ের সাথে হওয়া অন্যায় দেখেও মুখ বুজে সহ্য করে নিবো। আমি জায়ান সাখাওয়াত কথাটা ভুলে যেও নাহ।'কথাগুলো বলেই জায়ান উঠে চলে

যাওয়ার জন্যে উদ্যত হলো।আরাবী দ্রুত উঠে দাঁড়ালো।ছুটে গেলো জায়ানের কাছে।যে করেই হোক এই পাগলকে থামাতে হবে। নাহলে ভয়ং'কর প্রলয় এসে যাবে।আরাবী এইবার জায়ানকে ঝাপ্টে ধরলো জায়ানকে। একেবারে সাপের মতো দুহাতে পেঁচিয়ে ধরলো।এদিকে আরাবী এমন করায় হতভম্ব জায়ান।শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।আরাবী দেখলো জায়ান ওকে জড়িয়ে ধরছে না।তাই নিজেই আবার জায়ানের হাত দুটো টেনে ওর কোমড়ে রাখলো।জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরলো।তাও বেশ বেগ পেতে হয়েছে আরাবীর।কারন জায়ান অনেক লম্বা।আরাবী

পা উঁচিয়ে জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরেছে।তাও বেশ ক’ষ্ট হচ্ছে।জায়ান তখনও নির্বিকার।সহ্য করতে না পেরে আরাবী বলে,-‘ আমি দাঁড়াতে পারছি না দেখছেন নাহ?আপনি এতো লম্বা আমি কি আপনাকে ধরতে পারি?উপরে তুলুন আমায়।’

ভ্রু-কুচকালো জায়ান আরাবীর কথায়।

মেয়েটার মাথায় চলছে কি? কি করতে চাইছে এই মেয়ে?এর মাঝে আরাবীর কণ্ঠ আবার,

-‘ কি হলো তুলুন?’জায়ান আরাবীর কোমড়ে একহাতে আঁকড়ে ধরেই ওকে উপরে তুলে নিলো।আরাবী দাঁত বের করে হাসি দিলো।

জায়ান ভ্রু-কুচকে বলে,

-‘ কি করতে চাইছো তুমি?’
আরাবী হি হি করে হেসে বললো,
-‘ আপনাকে সিডিউস করছি।’জায়ান হা হয়ে রইলো আরাবীর কথায়।যে মেয়েকে আদরের সময় বলে কয়েও একটা চুমু দেওয়াতে পারে না। আর সে নাকি আজ ওকে সিডিউস করছে।জায়ান ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ অন্যপাশে ফিরিয়ে নিলো।তারপর শব্দ করে হেসে দিলো।আরাবী ঠোঁট ফুলালো জায়ানকে হাসতে দেখে।রেগে বলে,
-‘ হাসছেন কেন হ্যাঁ?এখানে হাসার কি আছে?’

জায়ান হাসি থামালো। আরাবীর কোমড় টেনে ওকে আরেকটু উপরে উঠিয়ে নিয়ে বলে,-‘ সিডিউস বুঝি এভাবে করে?’

-‘তাহলে কিভাবে করে?’

-‘ আমি কিভাবে করি তোমায় রাতে?’

জায়ানের এমন একটা কথা বলবে ভাবতেই পারেনি আরাবী।লজ্জায় মুখশ্রী রক্তিম আভা ধারণ করলো।জায়ানের ঘাড়ে খা’মছে দিয়ে বলে,

-‘ ছিহ অস’ভ্য।’-‘ছি কি? সিডিউস কিভাবে করতে হয় বললাম।’

-‘ লাগবে না সিডিউস করা।ছাড়ুন আমায়।’

আরাবী মোচড়ামুচড়ি শুরু করলো।জায়ান ছাড়লো না।আরও শক্ত করে ধরলো।আরাবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে,-‘ সিডিউস করতে এসেছো এখন তো সেটা না করা পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না তোমায়।’

জায়ানের ফিসফিসানো কথাগুলো শুনে পুরো শরীর মৃদ্যু কেঁপে উঠলো।লজ্জায় হাঁসফাস করে উঠলো আরাবী।নিজের করা ট্রিকে যে নিজেই এইভাবে ফেঁসে যাবে ভাবতে পারেনি আরাবী।আরাবীর মাথা নিচু করে করুন গলায় বলে,

-‘ ছাড়ুন নাহ।’

-‘ উঁহু। ছাড়বো না।’

-‘ আচ্ছা আর করবো না তো!’

-‘ চুমু চাই আমার।’চোখ মুখে লজ্জার আস্তরনে ঢেকে গেলো আরাবীর।নিজের জালে নিজেই যেন জড়িয়ে গেলো মেয়েটা। জায়ানের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ একরাশ মুগ্ধতা তার প্রেয়সীর জন্যে।যেন প্রেয়সীর ঠোঁটের সিক্ত চুমুর জন্যেই অপেক্ষা করছে। সেইভাবেই আরাবীকে ধরে রাখলো। আরাবী সময় নিলো।চোখ বুজল।ধীরে এগিয়ে নিলো ঠোঁটটা জায়ানের ঠোঁটের কাছে।তবে ওকে আর কিছু করতে হলো না।পরমুহূর্তেই জায়ানের নরম,গরম ঠোঁটের প্রগাঢ় স্পর্শ অনুভব করলো নিজের ঠোঁটের ভাজে।

ভালোবাসাময় উষ্ণ ছোঁয়া দিতে ব্যস্ত জায়ান। উন্মাদ হয়ে যায় ছেলেটা আরাবীর কাছে আসলেই।থরথর করে কাঁপতে থাকা আরাবীর ছোট্ট শরীরটা জায়ান ভালোভাবে আগলে নিলো।যত্ন করে রাখলো নিজের বক্ষের মাঝে।যেন মেয়েটা একটু খানিও ব্যাথা না পায়।বেশ সময় নিয়ে ছাড়লো জায়ান আরাবীকে।জায়ানের গরম নিঃশ্বাসগুলো আরাবীর নত করে রাখা রক্তিম মুখশ্রীতে আছড়ে পরছে।জায়ান ধীরে বলে,-‘ এতো নরম শরীর।পুরোই তুলোর মতো।ধরতেও পারি না ঠিকঠাক।ধরলেই মনে হয় এই বুঝি ব্যাথা পেলে।’

হাসল আরাবী।লাজুক হাসি।জায়ান আবার বলে,

-‘ কি আছে তোমার মাঝে?’

জবাব নেই আরাবীর।জায়ানের হাত আরাবীর গালে আদুরে স্পর্শ করলো।

-‘ বলো না কিছে? ‘

-‘ জা..জানিনাহ।’

আরাবীর কম্পিত কণ্ঠস্বর।-‘ কেন জানো না? কেন তোমার কাছে এলেই আমি এলোমেলো হয়ে যাই।উম আরাবী তোমায় ছাড়া আমার একমুহূর্ত চলে না।অফিসে আমি যাই ঠিকই। তবে মন আমার তোমার কাছে পরে থাকে। আমার কি হবে আরাবী?তুমি তো পাগল

বানিয়ে ছাড়লে।লোকে এখন আমায় পাগল বলবে। লোকে বলবে বউয়ের প্রেমে পরে জায়ান সাখাওয়াত পাগল হয়ে গিয়েছে।’ জায়ানের এমন কথা শুনে আরাবী খিলখিল করে হেঁসে দিলো।জায়ান চেয়ে চেয়ে দেখলো প্রাণপ্রিয়ার সেই মনখোলা হাসি।এমন একটা মেয়েকে কি ভালো না বেসে থাকা যায়? উঁহু,কখনও না।সেও পারেনি।ভীষণ ভালোবাসে ও আরাবীকে।এমন মেয়েটাকে ছাড়া এখন একমুহূর্তের জন্যেও শ্বাস নেওয়া ক’ষ্ট হয়ে যাবে ওর জন্যে।জায়ানকে এমন ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকে দেখতে দেখে আরাবী হাসি থামালো।কোমল নরম হাত দ্বারা

জায়ানের গাল স্পর্শ করে তার চিকন মেয়েলী কণ্ঠে বলে,-‘ কি দেখেন এতো?’

-‘ আমার মাঝে কি এমন আছে?কেন এতো ভালোবাসেন আমায়?আমি তো আপনার মতো অতো সুন্দরও নাহ। ‘

আরাবীর এই কথায় রেগে গেলো জায়ান।শক্ত কণ্ঠে বললো,

-‘ তার মানে তুমি বুঝাতে চাইছো জায়ান সাখাওয়াতের পছন্দ ভালো না।’

-‘ আমি সেটা কখন বললাম আজব?’

আরাবীর অবাক কণ্ঠস্বর।জায়ান ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে,-‘ এই-যে তুমি বললে তুমি নাকি সুন্দর নাহ।আমি তোমায় কি দেখে ভালোবাসলাম।

এইটা কেমন কথা আরাবী? আমাকে রাগাও কেন তুমি?তুমি জানো যে আমি আর যাই হোক তোমার উপর রাগ দেখাতে পারি না। রেগে আমি পুরো পৃথিবী ধ্বং'স করে দিতে পারলেও। তোমাকে কিছু বলতে পারি নাহ আরাবী।'জায়ানের হৃদয় নিগরানো প্রতিটি কথায় আরাবীর চোখ ভরে উঠলো।ও ঝাপ্টে ধরলো জায়ানের গলা।ফিসফিস করে জায়ানের কানে কানে বললো,

-' ভালোবাসি।আপনায় প্রচন্ড ভালোবাসি আমি।শুনছেন আপনি আপনার কাঠগোলাপ আপনাকে ভালোবাসে।'ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। প্রচন্ড ব্যস্ত আমি কাজিনদের নিয়ে।

হৈ-হুল্লোড়ে লিখা হয়ে উঠে সম্ভব হয়ে উঠে নাহ। তাও আমি চেষ্টা করছি।প্লিজ প্লিজ রাগ করবেন নাহ।রকিং চেয়ারে বসে উপন্যাস পড়ছিলেন জাহিদ সাহেব।ঠিক তখনি চা নিয়ে হাজির হলেন লিপি বেগম।স্বামির হাতে চায়ের কাপ দিয়ে তিনি বিছানায় বসলেন স্বামির মুখোমুখি হয়ে।জিহাদ সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।ভ্রু-কুচকে আসলো তার।সন্দিহান কণ্ঠে বলে উঠলেন,-‘ কি হয়েছে ফাহিমের মা? কিছু বলবে?’

লিপি বেগম যেন এই প্রশ্নে খুশি হলেন। গদগদ হয়ে বলে,

-‘ হ্যা,হ্যা অনেক দরকারি কথা এটা।’

-‘ কি কথা বলো।’

লিপি বেগম খানিক আমতা আমতা করলেন। খানিক ভাবনা চিন্তা করে বলে উঠলেন,-‘ সাখাওয়াত বাড়ির ছোটো ছেলেকে তো চিনো ও-ই।’

-‘ হ্যা,ইফতি কেন?’

-‘ আমাদের মেয়ে ফিহার জন্যে ইফতিকে কেমন লাগে তোমার?’

লিপি বেগমের আচমকা এমন একটা কথা শুনে আশ্চর্য হলেন জিহাদ সাহেব। তবে স্ত্রীর এই প্রস্তাবটা তার কাছে বেশ ভালো লাগলো।

ইফতি ছেলেটাকে তারও ভালোলাগে।তিনি বললেন,
-‘ ভালো, খুব ভালো।তবে বলছিলাম কি মাত্রই তো আরাবীটাকে বিয়ে দিলাম।ফিহাটার বিয়ে আরও কয়েকদিন পর দিতে চাইছিলাম।’লিপি বেগম রেগে গেলেন।তাও বহু কষ্টে নিজেকে দমিয়ে নিয়ে বলে,
-‘ ফিহাও তো বড় হয়েছে। ছোটো নেই আর। মেয়েটার জন্যে ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে পারলে চিন্তা মুক্ত হতাম।আর তাছাড়া সত্যি কথা এটা হলো আমাদের ফিহা নিজেও ইফতিকে পছন্দ করে।ও নিজেই আমাকে এই কথা বলেছে।তাই তো আমি তোমাকে বলতে

এলাম।’মেয়ে ইফতিকে পছন্দ করে শুনে আশ্চর্য হলেন জিহাদ সাহেব।অবাক কণ্ঠে বলেন,

-‘ এ তুমি কি বলছো লিপি?’

-‘ আমি সত্যি কথাই বলছি।এটা জেনেই তো আমি তোমার কাছে জলদি জানাতে আসলাম।’

জিহাদ সাহেব স্তব্ধ হয়ে কতো সময় বসে রইলেন।বেশ খানিক চিন্তা ভাবনা করে বললেন,

-‘ আচ্ছা ঠিক আছে।মেয়ে যখন পছন্দ করে এখানে আর কিইবা বলব আমি।ঠিক আছে কাল তো শুক্রবার কাল নাহয় আমরা

আরাবীদের দাওয়াত করি।তারপর নাহয় এই কথা উঠাই?’খুশি হয়ে লিপি বেগম বলেন,
-‘ ঠিক আছে।তুমি আর ফাহিম সকাল সকাল বাজার করতে চলে যেও।আর এখনই ফোন দেও সাখাওয়াত বাড়ি।দাওয়াত করো তাদের।’এই বলে লিপি বেগম চলে গেলেন জিহাদ সাহেব ফোন লাগালেন নিহান সাহেবের কাছে।প্রথমে কিছুক্ষণ কুশল বিনিময় করে নিলেন।তারপর কাল স্বপরিবারে তাদের কাল দাওয়াত করলেন। এটা একটা বাবার জন্যে ভালো খবর। যে এতো ভালো একটা পরিবারে আরেকটা মেয়েকেও তিনি বিয়ে দিতে পারবেন।দুবোন একসাথে

থাকবেন।তবে কেন যেন তিনি শান্তি পাচ্ছেন নাহ। আরাবীর সময় যেমনটা খুশি হয়ে গিয়েছিলেন।আজ তেমন অনুভূতি হচ্ছে না। মনের মাঝে অজানা একটা ভয় হচ্ছে।মনে হচ্ছে খারাপ কিছু হবে।কিছু একটা ঘটনা ঘটার পূর্বাভাস পাচ্ছে মন।জায়ানের মুখ থেকে যেন হাসির রেখা সরছে না।আর জায়ানের সেই হাস্যজ্জ্বল চেহারা দেখে লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে আরাবী।কাল রাত যে কিভাবে কথাটা বলে ফেলেছিলো ও কে জানে? কাল রাত থেকে লোকটা এইভাবে ওর দিকে তাকিয়ে।আর সুযোগ পেলে কাছে এসেই বলছে, ' আবার বলো না আরাবী

ভালোবাসি।’ সাথে তো লোকটার বেফাস কথা আছেই।আরাবী লজ্জায় লাল নীল হয়ে যায়। এইযে খেতে বসেও ওর কানে ফিসফাস করছে।কেমন দেখায় নাহ?সবার সামনে লজ্জায় পরছে আরাবী। খেতে খেতে হঠাৎ মিথিলা বলে উঠলো,-‘ কি শুরু করলে তোমরা? শশুড় শাশুড়ি কাউকে দেখছি মানো নাহ।এভাবে বেহায়াপনার কোন মানে হয় নাহ তো? মা বাবা কি কোন শিক্ষা দেইনি তোমাকে?নাকি তোমার বাবা মা-ও এমন স্বভাবের।লজ্জা শরমহীন। ‘

সবাই চমকে উঠলো এমন একটা কথায়। আরাবীর খারাপ লাগলো।এভাবে সবার

সামনে এসব বলার তো কোন মানে নেই তাই নাহ? আর বাবা মায়ের কথা তোলায় বেশ রাগ লাগলো আরাবীর। শাশুড় শাশুড়ির উদ্দেশ্যে বেশ শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো,-‘ মাফ করবেন বাবা, মা।আমি এখন একটু বেয়াদবি করবো।কারন এখানে আমার বাবা মায়ের কথা তোলা হয়েছে।আমি সব সহ্য করতে পারলেও আব্বু আম্মুর নামে কেউ কিছু বললে সহ্য হয় নাহ।’

সাথি বেগম চোখের ইশারায় সম্মতি দিলেন। নিহান সাহেব কিছুই বললেন নাহ।চুপচাপ খাওয়ায় মনোযোগ দিলেন।আরাবী এইবার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মিথিলার দিকে।গম্ভীর গলায় বলে উঠে,

-‘ তা কি যেন বলছিলেন ফুপু শাশুড়ি আম্মা। আমার বাবা মা আমায় ঠিকভাবে শিক্ষা দেই নি?’

মিথিলা ভ্রু-কুচকে তাকিয়ে।আরাবী আবার বলে,-‘ নিজের স্বামির সাথে কথা বললে নির্লজ্জ হয়ে যায় আমি জানতাম নাহ তো? তাহলে কি আমার এখানে বসা দুই মা আমার আম্মু এমনকি আপনিইও কি নির্ল’জ্জ?কারন আপনারাও তো স্বামির কথা বলতেন। আমি আমার স্বামির সাথে কথা বলছি বুঝেছেন?স্বামির সাথে।কোন পরপুরুষের

সাথে নাহ যে আমি লজ্জায় ম'রে যাবো। তাহলে বলবো আপনি আপনার সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেননি।যে কি-না একজন বিবাহিত পুরুষকে সবার সামনে নির্ল'জ্জের মতো জড়িয়ে ধরতে চায়। আবার অন্যের স্বামিকে ভালোবাসিও বলে।আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কি বলেছি।পরেরবার ভেবে চিনতে কথা বলবেন।আমি কিন্তু মুখ বুজে সব সহ্য করা মেয়ে নই।আমার সাথে অন্যায় করলে প্রতিবাদ আমি করতে জানি।

'সাথি আর মিলি বেগমের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো।মিথিলা তাদেরও এমন লজ্জা দিতো সবার সামনে। নতুন নতুন যখন তারা

তাদের স্বামিদের সাথে কথা বলতো।আজ শান্তি লাগছে।নিহান সাহেব আর মিহান সাহেবের ঠোঁটের কোণেও মৃদ্যু হাসি।নিজের পুত্রবধুর প্রতিবাদি রূপ দেখে তাদেরও বেশ ভালো লাগলো। এদিকে আরাবী বসতে নিবে তার আগেই জায়ান ওর হাত টেনে ধরলো। সবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর গলায় বলে উঠে,-' আমরা উপরে যাচ্ছি।'

জায়ান আরাবীকে নিয়ে চলে গেলো।এদিকে মিথিলা রাগে ফোঁসফোঁস করছে।রেগে বড় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললো,

-' দেখলে ভাই।তোমার ছেলের বউ আমায় কিভাবে অপমান করলো।'

নিহান সাহেব টিশ্যু দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললো,-‘ আমার ছেলের বউ যা করেছে আমি মনে করি ঠিক করেছে।তুই নিজেকে পরিবর্তন কর মিথিলা।বিদেশে থাকিস তুই। এটুকু তো বুঝিস যুগ পরিবর্তন হয়েছে।আর এই যুগের ছেলেমেয়েদের চিন্তা ভাবনা আমাদের থেকেও ভিন্ন।’
নিহান সাহেব উঠে চলে গেলেন।আহানা করুন কণ্ঠে মায়ের উদ্দেশ্যে বলে,
-‘ মা ছেড়ে দেও না।কেন এমন করছো? জায়ান তো সুখে আছে।এতেই হবে।এসব বাদ দেও মা।’আরাবী রেগে আছে।কথা বলছে

না জায়ানের সাথে।জায়ান আদুরেভাবে আরাবীকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,

-‘ কি হলো?কথা বলছো না কেন?’

আরাবী রেগে বলে,

-‘কথা বলব নাহ।’

-‘ কেন বলবে নাহ?’

-‘ আপনার জন্যে সব হয়েছে।’

-‘ আশ্চর্য! আমি কি করলাম?’আরাবী জায়ান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো।চোখ ছোটো ছোটো করে বলে,

-‘ আপনাকে আমি বার বার বলছিলাম তখন এমন করবেন নাহ। এমন করবেন নাহ। আপনি আমার কথা শুনলেন নাহ।এখন দেখুন

তো সকাল সকাল কি একটা পরিস্থিতি হলো।’

জায়ান হেসে আরাবীর কাছে এসে আরাবীর কোমড় আকঁড়ে ধরে নিজের কাছে আনলো। আরাবীর কপালে আদুরে চুমু খেয়ে নিলো। এতে যেন সব রাগ গলে পানি হয়ে গেলো আরাবীর।জায়ান আরাবীর গালে স্পর্শ করে বলে,-‘ তখন যদি আমি এমন না করতাম। আমার বউটার এই প্রতিবাদি রূপটা কি আমি দেখতে পেতাম? বলো?পেতাম।উফ,আমারও প্রেমে পরলাম বউ তোমার উপর।আবারও ঘা’য়েল হলাম।’

আরাবী মুঁচকি হাসলো।জায়ানকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে বলে,

-‘ বেশ কথা জানেন আপনি। আপনি খুব খারা’প। খুব খা’রাপ।’জায়ান শব্দ করে হাসলো।জায়ানের শরীর দুলছে হাসির কারনে।আরাবীর অপলক তাকিয়ে রইলো জায়ানের সেই দিক।জায়ান হাসি থামিয়ে তাকায় আরাবীর দিকে। আরাবীকে এইভাবে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে,

-‘ কি দেখছো?’আরাবী জায়ানের বুকের বা-পাশে হাত রেখে বলে,

-‘ দেখছি আমার সুদর্শন স্বামিকে।’একটুপরেই মৃধা বাড়ির উদ্দেশ্যে

রওনা হবে সাখাওয়াত বাড়ির লোকজন। জায়ান গোসল নিচ্ছে।এই ফাঁকে শাড়িটা রুমের মধ্যেই পরে নিচ্ছে আরাবী।চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ লেপ্টে আছে মেয়েটার।জায়ান আরাবীকে আজ শাড়ি পরতে বলেছে।তাও নিজে বেছে একটা নীল রঙ্গের জামদানি শাড়ি বের করে দিয়েছে।আরাবীও খুশি মনে রাজি হয়ে গিয়েছে।ভালোবাসার মানুষটা যখন যা চায় তখন তাই করতে ভালোবাসে।কিন্তু এখন আরাবীর এতো বিরক্ত লাগছে শাড়িটা পরতে।শাড়ির কুচিগুলো কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না মেয়েটা।ঠিক সেই মুহূর্তেই একজোড়া হাত এসে স্পর্শ করলো ওর

শাড়ির কুঁচিগুলো।সুন্দরভাবে ভাঁজে ভাঁজে গুছিয়ে নিয়ে হাতে দিলো আরাবীর।জায়ান চোখে মুখে মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আরাবীর দিকে।লজ্জা পেলো আরাবী জায়ানের কাছ থেকে সরে গিয়ে কুঁচিগুলো গুজে নিলো। পিছন থেকে জায়ানের বিরক্তভরা কণ্ঠ শোনা গেলো।-‘ আহা, দেখছিলাম তো আমি।’

আরাবী মুঁচকি হেসে বলল,

-‘ পরে দেখিয়েন।আমি এখনো পুরো তৈরি হইনি।হিজাব বাঁধা বাকি আছে।’

-‘তো পরে আসো।আগে আমি দেখে নেই একটু।’

বাচ্চাদের মতো আবদার জায়ানের।আরাবী শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে। হিজাব বাধায় মনোযোগ দিলো।মানে জায়ানের কথাকে পুরোপুরি ইগনোর করলো আরাবী।জায়ান গম্ভীর কণ্ঠে বলল,-‘ ইগনোর করা হচ্ছে বুঝি?’

আরাবী হিজাবে পিন গাঁথছিলো। সেইভাবেই বলে উঠলো,

-‘ এখানে ইগনোর করার কি আছে? সবাই রেডি হয়ে গিয়েছে বোধহয়।আমিই লেইট।’

জায়ান এসে পিছন থেকে আরাবীকে জড়িয়ে ধরলো।হকচকিয়ে গেলো আরাবী।অবাক হয়ে বলে,

-‘ আরেহ, কি করছেন? ছাড়ুন তো।’-‘ আহ, এতো ছাড়ুন ছাড়ুন করো কেন?রাতেও তোমাকে কতো ভুলিয়ে ভালিয়ে কাছে আনা লাগে।’

আরাবী লজ্জায় হতভম্ব। জায়ানকে ঠেলে সরিয়ে দিলো তৎক্ষনাত। বিরবিরিয়ে বলল,

-‘ অস’ভ্য, অস’ভ্য।চরম অস’ভ্য।’

জায়ান প্যান্টের পকেটে হাত গুজে সটান হয়ে দাড়ালো।নির্বিকার ভঙিতে বলল,-‘ অস’ভ্য আমি হয়েছি কার জন্যে?তোমার জন্যে।সো এখন এসব সহ্য করতেই হবে।কিছু করার নেই।’

আরাবী আর কিছুই বলল নাহ।সে জানে এই ঠোঁটকা'টা লোকটাকে থামানো কারো পক্ষে সম্ভব নাহ।তাই অহেতুক কথা বাড়ালো নাহ। আরাবী ঠোঁটে হালকা রঙের লিপস্টিক লাগিয়ে বলল,

-‘ চলুন আমি রেডি।’

জায়ান এসে আরাবীর হাত মুঠোয় পুরে নিলো।তারপর বেড়িয়ে পরলো রুম থেকে। নিচে এসে দেখে সবাই তৈরি।জায়ান বলে উঠল,-‘ চলো যাওয়া যাক।’

সাথি বেগম বললেন,

-‘ দারা বাবা।জিসান তো এখনও এলো। নাহ।’

জায়ান ভ্রু-কুচকালো। রাগি স্বরে বলে,
-‘ ওকে কে নেবে? ওকে কি আমি যেতে বলেছি?’
জায়ানের মুখে এমন কথা শুনে বেশ অপমানবোধ করলেন মিথিলা।আরাবীর দিকে রাগি চোখে তাকালো।উনি মানেন যে এখানে আরাবীই কিছু একটা করেছে। মিথিলা বলেন,-‘ আমার সাথে এসেছে জিসান।ওকে এইভাবে অপমান করা মানে আমাকেও অপমান করা।জিসান না গেলে আমি অথবা আহানা কেউ যাবো নাহ ভাইয়া।এই আহানা চল উপরে।এমনিতেও এই মেয়ের বাবার বাড়ি যাওয়ার কোনরকম ইচ্ছা ছিলো না

আমার।সে তো ভাইয়া এতো করে বলেছে তাই না করতে পারিনি।'

জায়ান কিছু বলতে নিবে তার আগেই আরাবী জায়ানের হাত ধরে থামিয়ে দিলো।মাথা দুলিয়ে না করলো কিছু বলার জন্য।নিহান সাহেব বললেন,-' আহা,মিথিলা ছাড় তো।ওর কথায় রাগ করিস নাহ।'

মিথিলা নাক ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকালো।

এমন সময় নেমে আসলো জিসান।ওর অবস্থা দেখে সবাই অবাক।হাতে ব্যান্ডেজ করা আবার খুরিয়ে খুরিয়ে হাটছে।আরাবী অনেক হাসি পেলো জিসানকে দেখে।অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো নিজেকে ও।এদিকে

কাল থেকে রুম থেকে বের হচ্ছিলো না জিসান।তাই ওর এই অবস্থা কেউ দেখেনি। মিথিলা দৌড়ে আসলো জিসানের কাছে। অস্থির হয়ে বললেন,-‘ জিসান বাবা কি হয়েছে তোর?এইগুলো কিভাবে হলো?’ জিসান আমতা আমতা করল।তাও কোনরকম বলল,

-‘ কাকিমা বাথরুমে পরে গিয়েছিলাম কাল। তাই সামান্য ব্যাথা পেয়েছি।’

-‘ এটা সামান্য মনে হয় তোর? ইস,কতোটা ব্যাথা পেয়েছিস।তোর মা আর বাবা জানলে আমি কি জবাব দিবো বলতো?তারা তো আমার ভরসাতেই তোকে এখানে

পাঠিয়েছে।’-‘ চিন্তা করো না তো তুমি।আমি ঠিক আছি।’

মিহান সাহেব বলেন,

-‘ জিসান? ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তোমায় চলো।’

-‘ তার দরকার নেই ছোটো মামা।আমি ঠিক আছি।হালকা ব্যাথা পেয়েছি।’

জিসানের নাকচ শুনে নিহান সাহেব বলেন,-‘ তা বললে হবে বাবা? একটু চেক-আপ করিয়ে নিয়ে আসি চলো।’

-‘ নাহ বড়ো মামা তার দরকার নেই।আমি ঠিক আছি।আপনারা যান। ভাবিদের বাড়িতে।

আমি এখানেই থাকবো।এই অবস্থায় সেখানে যাওয়া ঠিক হবে নাহ।’

মিথিলা জিসান যাবে না শুনে বলেন,-‘ তুই না গেলে আমিও যাবো নাহ।তুই একা একা এখানে কিভাবে থাকবি বলত?’

-‘ আহা কাকিমা যাও তো তুমি।আমি ঠিক আছি।এমনিতে আমি বাড়ি থাকবো না।একটু পর আমি এক ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার জন্যে বের হবো যাও তুমি।’

অবশেষে জিসানের কথাই সবাই মেনে নিলো।জায়ান তো অনেক কষ্টে নিজেকে কন্ট্রোল করে রেখেছে শুধু আরাবীর জন্যে।মেয়েটা তাকে পিছন থেকে খামছে ধরে

আছে।অবশেষে সবাই রওনা হলো।মৃধা বাড়িতে আজ আলিফাও এসেছে।ফাহিম আর জিহাদ সাহেব ওকে আসতে বলেছেন। আলিফাকে তারা নিজেদের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন। আরাবী আসবে শুনে ওকেও আসতে বলেছেন তারা।আলিফা টেবিলে পানির জগ ভরে এনে রাখলো।এমন সময় কলিংবেল বেঁজে উঠলো।লিপি বেগম শরবত বানাচ্ছিলেন তিনি বলেন,

-‘ আলিফা যা তো দরজাটা খুল।তারা বোধহয় এসে পরেছে।’আলিফা লিপি কথা মতো দরজা খুলতে চলে গেলো।দরজা খুলেই দেখলো সাখাওয়াত বাড়ির সবাই হাজির।

আলিফা সবাইকে সালাম জানালো।তারপর সরে গিয়ে সবাই ঘরের ভীতর প্রবেশ করার জায়গা করে দিলো।ইফতি ঢুকতে নিয়েই আলিফার ওর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো। ইফতি সুযোগ বুঝে আলিফা চোখ মেরে দিলো।আলিফা হা করে রইলো অবাক হয়ে। এতোগুলো মানুষের সামনে কিভাবে এরকম করতে পারলো লোকটা?কেউ দেখল কি ভাবতো?আলিফা বিরবির করল,

-‘ অস’ভ্য কোথাকার।’জিহাদ সাহেব আর ফাহিম সবাইকে সাদরে আসন গ্রহন করতে বললেন।কুশল বিনিময় হলো সবার সাথে। আরাবী গিয়েই বাবার বুকে ঝাপিয়ে পরলো।

লেপ্টে রইলো বাবার বুকে। তো এই বাবাকে ছেড়ে আবার ফাহিমের বুকে গিয়ে লেপ্টে পরে।না চাইতেও চোখের কোণ ভিজে উঠছে মেয়েটার।মনে হয় কতোদিন দেখেনা বাবা,ভাইকে।কিন্তু কিছু করার নেই।মেয়েদের ভাগ্যেই এমন।ফাহিম বুঝিয়ে শুনিয়ে বোনকে জায়ানের পাশে বসিয়েছে।আরাবীকে জায়ানের কাছে বসাতে গিয়ে চোখ যায় নূরের দিকে।মেয়েটা মাথা নিচু করে বসে আছে। কোচিংয়ে সেদিনের ঘটনার পর থেকে মেয়েটা ভুলেও ওর দিকে তাকায় নাহ।শুধু পড়া বুঝানোর সময় যা একটু চোখাচোখি হয়।তাও নূর স্বর্বচ্চ চেষ্টা করে ফাহিমকে এড়িয়ে চলার

জন্যে।ফাহিম ভাবলো একবার নূরের সাথে কথা বলবে।মেয়েটা কি রাগ করলো?কিন্তু ও যা বলেছে নূরের ভালোর জন্যেই বলেছে। এদিকে আলিফার সাথে কথা বলার জন্যে পেট ফেটে যাচ্ছে আরাবীর।কালকের ঘটনা আলিফাকে না বলতে পারলে ওর হবেই না। আরাবী জায়ানের কানে ফিসফিস করে বলে,

-‘ কালকে যে আমি এতো সাহসী একটা কাজ করলাম।সেটা আলিফাকে না বলতে পারলে আমার পেটের ভাত হজম হবে না। আমি একটু যাই?’জায়ান অদ্ভূত দৃষ্টিতে তাকালো।আরাবীর এমন বাচ্চামো কথা শুনে কি বলবে ভেবে পেলো না। তাই সম্মতি দিয়ে

দিলো আরাবীকে।আরাবী সম্মতি পেয়ে উঠে চলে গেলো আলিফার কাছে।আলিফার হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজের রুমে নিয়ে গেলো। দুই বান্ধবী চুটিয়ে কথা বলবে এখন।

বিরক্তিকর মুড নিয়ে বসে আছে জায়ান।সেই কখন গিয়েছে মেয়েটা এখনও আসার নামগন্ধ নেই।শেষে টিকতে না পেরে ফোনকল আসার কথা বলে সেখান বসার ঘর থেকে সরে আসে জায়ান।বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক না তাকিয়ে ডিরেক্ট আরাবীর রুমের দিকে অগ্রসর হয়।রুমের দরজা ভিড়ানো।জায়ান দরজায় দুবার টোকা দিয়ে গলা খাকারি দিলো। এদিকে দু বান্ধবীর কথার মাঝে

ব্যাঘাত ঘটায় চমকে উঠে ওরা।গলা খাকারি দেওয়ার আওয়াজ শুনে আরাবী বুঝতে পারে লোকটা তার স্বামি ছাড়া আর কেউ নাহ। আলিফা বুঝতে পেরে দুষ্টু হাসলো।কাধ দিয়ে আরাবীর কাধে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলে,-‘ ওহহো ভাইয়া বুঝি তোকে এতোক্ষন যাবত না দেখতে পেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে। ইস,কি ভালোবাসা গো।’

লজ্জা পেলো আরাবী।বলল,

-‘ কি যে বলিস না তুই।হয়তো তার কিছু লাগবে এই জন্যেই এসেছে।’

-‘ হ্যা হ্যা লাগবেই তো।তোকে লাগবে। বুঝি,বুঝি সব বুঝি।থাক তুই আমি যাচ্ছি।

তোদের মাঝে কাবাবে হাড্ডি হতে চাই নাহ আমি।'আলিফা গিয়ে দরজা খুলে দিলো। জায়ান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। আলিফা দুষ্টু হেসে বলে,

-' কি ভাইয়া?বউ ছাড়া বুঝি চলে নাহ?'

জায়ান আলিফার কথায় বাঁকা হেসে বলে,

-' একটা মাত্র বউ আমার তাকে ছাড়া চলবে কিভাবে বলো?'

আলিফা হেসে দিলো। তারপর বিনাবাক্যে বেড়িয়ে গেলো। আলিফা যেতেই জায়ান আরাবীর কক্ষে প্রবেশ করে।দরজা আটকে আরাবীর কাছে এসে দাঁড়ায়। আরাবী জিজ্ঞেস করল,-' কিছু লাগবে আপনার?'

-‘ তোমাকে লাগবে।’
জায়ানের সোজাসাপ্টা জবাবে লজ্জা পেলো আরাবী।রিনরিনে কণ্ঠে বলে,
-‘ কি যে বলেন নাহ আপনি।চলুন বাহিরে যাই। সবাই অপেক্ষা করছে।’
আরাবী জায়ানের হাত ধরে যেতে নিতেই জায়ান উলটো আরাবীকে টেনে নিজের বাহুডোরে নিয়ে আসে।আরাবী হকচকিয়ে যায়।হাত রাখে জায়ানের বুকে।আরাবী নিচু গলায় বলে,-‘ কি করছেন।’
জায়ান নরম হাতে আরাবীর কানের পিঠে চুল গুঁজে দিলো।তারপর আরাবীর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিলো।জায়ানের গরম

নিশ্বাসগুলো আরাবীর কানে এসে লাগছে। যা আরাবীর ভীতরে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে।শিহরণ জাগায় মনে। জায়ান চুমু খেলো আরাবীর কানের লতিতে। চোখ বন্ধ করে নিলো আরাবী।খামছে ধরলো জায়ানের বুকের কাছের অংশ।জায়ান ফিসফিস করে বলে,-‘ তুমি জানো নাহ?তোমায় ছাড়া আমার একমুহূর্তও চলে নাহ?শুক্রবারেই শুধু পুরোটা দিন আর রাত আমি তোমাকে কাছে পাই। নাহলে তো অফিস থাকে। এই শুক্রবারে তুমি আমার চোখের আড়াল হতে পারবে না একটুও।’

ঢোক গিললো আরাবী।মৃদ্যুস্বরে বলে,

-‘ এমন করছেন কেন?ছাড়ুন নাহ।আজ তো বেড়াতে এসেছি।’জায়ান আরো শক্ত করে ধরলো আরাবীর কোমড়।তারপর আরাবীর চোখেচোখ রেখে বলে,

-‘ কোন ছাড়াছাড়ি হবে না।আমার এখন একটা উষ্ণ চুমু চাই। সো চুপচাপ দাঁড়াও। আমি এখন চুমু খাবো।’

আরাবী আবার কিছু বলতে নিবে তার আগেই জায়ান আরাবীর অধরে অধর মিলিয়ে দিলো। মৃদ্যু কম্পিত হলো আরাবীর ছোট্টো দেহটা। আরো মিশে যেতে চাইলো জায়ানের প্রসস্ত্ব বুকটায়।জায়ানও বুঝতে পেরে আগলে নিলো অর্ধাঙ্গিনিকে নিজের বুকের মাঝে।জিহাদ

সাহেব উশখুশ করছেন নিহান সাহেবের পাশে বসে।ব্যাপারটা বেশ লক্ষ করছেন নিহান সাহেব। মূলত নিহান সাহেব,জিহাদ সাহেব আর মিহান সাহেব বাগানে এসেছেন কথাবার্তা বলার জন্যে। বুড়ো মানুষ তারা ইয়ং জেনেরশনদের মাঝে বসে আর কি করবেন তারা। কিন্তু জিহাদ সাহেবকে এমন করতে দেখে নিহান সাহেব আর পেরে প্রশ্ন করেই ফেললেন।-‘ কি হয়েছে ভাইসাহেব? কিছু বলবেন আপনি?অনেকক্ষন যাবত দেখছি ব্যাপারটা।কিছু বলার হলে বলে ফেলুন নির্দ্বিধায়।’

জিহাদ সাহেব যেন এতে যেন আস্থা পেলেন। মনে মনে নিজেকে পুরোদমে তৈরি করে বলে উঠলেন,

-‘ আসলে কিভাবে যে বলব কথাটা ভেবে পাচ্ছিলাম নাহ।না জানি আপনারা কি মনে করেন এই ভয়ে।’

মিহান সাহেব মুঁচকি হেসে বলেন,-‘ আপনি বলুন।আমরা কেউ কিছু মনে করব নাহ।’

জিহাদ সাহেব রুমালের সাহায্যে কপালের ঘামটুকু মুছে নিলেন।টেবিলে থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে পানি পাণ করে নিলেন।

তারপর বলেন,-‘ আসলে মিহান ভাইয়ের ছেলে ইফতিকে আমার বেশ ভালো লাগে।

ছেলেটা অনেক ভালো।প্রতিটা মেয়ের বাবাই এমন একজন ছেলেকে তার মেয়ের জামাই হিসেবে চান।আর সেই কাতারে আমিও একজন।আপনাদের ছেলে ইফতিকে আমি আমার ছোটো মেয়ে ফিহার জন্যে পছন্দ হয়েছে। এভাবে নিজের বিয়ের কথা বলাটা ভালো দেখায় না।কিন্তু কিছু করার নেই ভাই। ক্ষমা করবেন আমায়।'মিহান সাহেব চুপ করে রইলেন।কি বলবেন ভেবে পেলেন নাহ। ফিহাকে তার একটুও ভালো লাগে না। মেয়েটার চলাফেরা একটুও ভালো না।কিন্তু এইভাবে কারো মুখের উপর না বলতে কেমন একটা দেখাবে নাহ?সেখানে আবার মানুষটা

যদি হয় তাদেরই কাছের মানুষ।আর এমনিতে কিছু বলার কথা বললে।মূলত এখানে তিনি কিছু বলতেও চাননা।যেখানে বড় ভাই আছেন। তিনি আর কিইবা বলবেন। বড় ভাই যা বলবেন তাই তিনি মেনে নিবেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বড়ভাইয়ের উপর ছেড়ে দিলেন তিনি।মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। এদিকে জিহাদ সাহেব মাথা নিচু করে বসে রইলেন।তার কেমন যেন লজ্জা লাগছে। এইভাবে নিজেই নিজের মেয়ের বিয়ের কথা তোলায়।নিহান সাহেব সবটাই পর্যবেক্ষন করলেন।অতঃপর জিহাদ সাহেবের কাধে ভরসার হাত রেখে মুঁচকি হেসে বললেন,-‘

লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই এখানে ভাইসাহেব।আরাবী মাকে যেমন আমার পছন্দ হওয়ায় আমি নির্দ্বিধায় আপনার কাছে এসেছি আপনার মেয়ের হাত চাইতে।আপনিও তাই করেছেন।পার্থক্য আপনি আপনার মেয়ের জন্যে করেছেন আমি আমার ছেলের জন্যে। এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।'

নিহান থামলেন।জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে আবার বলেন,-' তবে ভাই আমি আপনাকে তো এখনই তো উত্তরটা দিতে পারছি না।আমার পুরো পরিবারের সাথে কথা বলতে হবে।আর সবচেয়ে বড় কথা ইফতির

মতামত নিতে হবে।যেমনটা আপনি নিয়েছিলেন আরাবীর থেকে।কি বলেন ভাই?’ জিহাদ সাহেব নিহান সাহেবের প্রতিটি কথায় মুগ্ধ হলেন। এমন একটা ভালো ফ্যামিলিতে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে পেরে শতো কোটিবার ধন্যবাদ জানালো রবের দরবারে। তিনি বলেন,-‘ অবশ্যই ভাই সাহেব। ছেলেমেয়েদের মতামতই হলো বড়।ইফতি বাবা যদি রাজি হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর রাজি নাহলেও এতে আমার কোন কষ্ট নেই।কারন জোড় করে কোন সম্পর্ক হয় না। এতে কেউ সুখি হয় নাহ।’

-‘ হ্যা যা বলছেন ভাই।’এইভাবেই তারা কথাবার্তা বলতে লাগলো।এমন সময় চা নিয়ে আসলো আলিফা।তাদের তিনজনের হাতে চায়ের কাঁপ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলো। মিহান সাহেব তাকিয়ে রইলেন আলিফার দিকে। মনে মনে বলেন,

-‘ আমি জানি আমার ছেলে ফিহাকে বিয়ে করতে রাজি হবে নাহ। ও না বললে ভাইও জিহাদ সাহেবকে মানা করে দিবে।এই বিষয়টা শেষ হলেই আমি আলিফার বাড়িতে যাবো ইফতির জন্যে আলিফার হাত চাইতে। মেয়েটাকে আমার বেশ লাগে।কি সুন্দর সুশীল আর ভদ্র মেয়েটা।ছেলে আমার রাজি

না হলেও সমস্যা নেই।ওর কানে টেনে নিয়ে গিয়ে হলেও আমি এই বিয়েতে রাজি করাবো।তাও আলিফা মেয়েটাই আমার পুত্রবধূ হবে।সিদ্ধান্ত ফাইনাল।'

মনে মনে কথাগুলো বলে মুঁচকি হাসলেন মিহান সাহেব।লিপি বেগমের কথা অনুযায়ী বাগানে গল্পরত জিহাদ সাহেব,নিহান সাহেব আর মিহান সাহেবকে চা দিতে গিয়েছিলো আলিফা।সেখানে গিয়েই যা শুনলো স্তব্ধ হয়ে যায় আলিফা।ইফতি আর ফিহার বিয়ে নিয়ে চলা সমস্ত কথা শুনে নেয় আলিফা। কোনরকম নিজেকে শক্ত করে তাদের চা দিয়েই সেখান থেকে চলে আসে আলিফা।

সোঁজা ওয়াশরুমে এসে পরে ও।ওয়াশরুমে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধে কাঁদছে আলিফা।কিভাবে সহ্য করবে ও এসব? ইফতিকে তো নিজেও ভালোবাসে।কিন্তু নিজের মনের মধ্যে সদ্য ফোটা ভালোবাসার পদ্ম ফুলটা যে এতো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে ভাবেনি আরাবী। অনেকক্ষন সেইভাবে কাঁদলো আলিফা। অতঃপর কান্নার রেশ কমে আসতেই চোখেমুখে জল ছিটিয়ে নিলো ও। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বিরবির করে বলে,-‘ দূরে থাকতে হবে আপনার থেকে।অনেক দূরে।হবে না কোনদিন আমাদের মিল হবে না ইফতি।তাই আপনি

আমার মনের কথা জানার আগেই আমি দূরে সরে যাবো আপনার থেকে।আমি জানি আপনি আমার মনের কথা জানলে কোনদিনও বিয়েতে রাজি হবেন নাহ।আর আপনি রাজি না হলে আরাবীর উপর সব দোষ দিবে ওর মা আর বোন।আর আমি চাই না আমার কারনে আমার বোনের মতো বান্ধবীর জীবনে অশান্তি হোক।দূরে চলে যাবো আমি।'বিকেলেই ফিরে আসে সাখাওয়াত পরিবারের সবাই মৃধা বাড়ি থেকে।যাওয়ার সময় ইফতি একপলক আলিফাকে দেখার জন্যে ছটফট করছিলো। কিন্তু মেয়েটার বিন্দুমাত্র পাত্তা পেলে তো।ফাহিমেরও একই

দশা।সে এতো চেষ্টা করেছে নূরের সাথে কথা বলার জন্যে।কিন্তু নূর প্রতিবারই ফাহিমকে ইগনোর করে গিয়েছে।নূরের এমন ব্যবহারে কেন যেন মনে মনে ভীষণ কষ্ট লেগেছে ফাহিমের।কিন্তু কেন এমনটা হলো? এর উত্তর হাজার খুঁজেও মিলাতে পারেনি ফাহিম।অস্থির হৃদয় নিয়ে সারারাত ছটফটিয়ে কাটিয়ে দিলো ছেলেটা।আর এদিকে বাড়িতে এসে আলিফাকে শতোবার ফোন করেছে ইফতি।কিন্তু প্রতিবারই আলিফার ফোন বন্ধ বলছে।এমন তো কখনও হয় না।ইফতি জানে আলিফাও ওকে ভালোবাসে।শুধু মুখে বলে না।আর ভালোবাসি মুখে বলতে হবে এমন

তো নাহ।প্রিয় মানুষটার চোখের দিকে তাকালেই তো বুঝা যায় তাই নাহ? প্রায় একঘন্টা টানা চেষ্টা করলো ইফতি।কিন্তু নাহ সেই একই অবস্থা।এইবার না পেরে ইফতি সোজা চলে গেলো জায়ানের রুমে। রুম গোছাচ্ছিলো আরাবী।জায়ান গিয়েছে ওয়াশরুমে।এমন সময় দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।হুরমুর করে ঘরে প্রবেশ করে ইফতি।অস্থির গলায় বলে উঠে,-‘ ভাবি আপনি একটু আপনার ফোন দিয়ে আলিফাকে ফোন দিবেন?’

আচমকা ইফতির মুখে আলিফার নাম শুনে অবাক হয় আরাবী।ভাবুক মনকে শান্ত করতে প্রশ্ন করে,

-‘ কি হয়েছে ভাইয়া?হঠাৎ আলিফাকে ফোন করবো মানে?’

-‘ আহা! ফোন করুন নাহ ভাবি।একটু আর্জেন্ট।’আরাবী বুঝলো এই মুহূর্তে ইফতিকে প্রশ্ন করা বোকামি হবে।তাই আরাবী আর প্রশ্ন করলো না।বিনাবাক্যে ফোনটা নিয়ে আলিফার ফোনে কল করলো। অপাশ থেকে সেই একই কথা বলল।ইফতি অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আরাবী ওকে হতাশ করে দিয়ে বলে,

-‘ ফোন বন্ধ বলছে ওর।’
-‘ সিট!সিট!সিট!’দুহাতে চুল খামছে ধরলো ইফতি নিজের।কেন যেন ওর মন বলছে কিছু একটা ঠিক নেই।কোথায় কিছু গন্ডগোল আছে।মন বারবার কু ডাকছে।আরাবী ইফতির এমন পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে ক্ষনে ক্ষনে অবাক হচ্ছে।ইফতিকে এর আগে এমন অবস্থায় কখনও দেখেনি আরাবী।হঠাৎ কিছু একটা মনে পরতেই আরাবী বলে,
-‘ আমি আলিফার ছোটো বোনের কাছে ফোন করছি।ওর কাছ থেকে জানতে পারবো আলিফার ব্যাপারে।’

আরাবীর মুখে এমন একটা কথা শুনে যেন একটু আশার আলো পেলো ইফতি।দ্রুত বলে,-‘ ভাবি জলদি কল করুন।’

আরাবী কল করলো।দুবার রিং হতেই ফোন রিসিভ হলো।

-‘ হ্যালো? কে? আহিয়া?’

অপাশে খানিক নিরবতা চললো।তারপর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।এরপর আস্তে করে জবাব আসে।

-‘ নাহ, আমি আলিফা।’

অবাক হয় আরাবী।বলে,-‘ আলিফা?তোর ফোন বন্ধ কেন?কি হয়েছে তোর?আর তোর কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন?’

ইফতি পাশ থেকে ইশারা করলো আরাবীকে ফোনটা ওকে দিতে।আরাবী মাথা দুলিয়ে ফোনটা ইফতিকে দিয়ে দিলো।ইফতি ফোন হাতে নিয়ে দ্রুত কানে লাগালো।অপাশে আলিফা কিছু বলছিলো।আলিফার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই যেন জান ফিরে পেলো ইফতি।তারপর কোনকিছু না ভেবে বেশ উচ্চস্বরেই ধমকে উঠে,-' এই মেয়ে এই। তোমার ফোন বন্ধ কেন?হ্যা?ফোন বন্ধ কেন? জানো কতোটা চিন্তায় পরে গিয়েছিলাম আমি? কোন কমনসেন্স নেই তোমার মাঝে? এখন তুমি যদি আমার সামনে থাকতে থা'পড়ে তোর গাল লাল করে দিতাম বেয়াদ'ব মেয়ে।

তুমি এতোটা......’বাকিটা আর বলতে পারলো না ইফতি কারন অপাশে আওয়াজ হচ্ছে ‘ টুট,টুট,টুট!’ মানে কলটা কেটে দিয়েছে আলিফা।বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো ইফতি।রাগে শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো।শক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো,

-‘ হাও ডেয়ার সি? আমি কথা বলছিলাম।ও কল কাটার সাহস কোথায় পেলো? এই মেয়ে তো আমি সামনে পেলে দেখে নিব।কার সাথে ও এমন করছে অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়ে দিবো।’আরাবী এতোক্ষন নির্বিকার ভঙিতে থাকলেও আর পারলো না এইবার।এতোক্ষন

যেটুকু দেখলো তাতে যা বোঝার বোঝে গিয়েছে ও।আরাবী প্রশ্ন করল,

-‘ ভালোবাসেন আলিফাকে ভাইয়া?’

থমকে গেলো ইফতি আরাবীর এমন একটা কথায়।কি বলবে ভেবে পেলো না।ইফতি খানিক ভাবলো।সিদ্ধান্ত নিলো আরাবীকে সব জানাতে হবে।এখন আরাবীই পারবে এই সমস্যার সমাধান করতে।আর কোন লুকোচুরি না করে ইফতি বেশ শান্ত কন্ঠে বলল,-‘ হ্যা ভালোবাসি।প্রচন্ড ভালোবাসি ভাবি ওকে আমি।’

মুঁচকি হাসলো আরাবী। বলল,

-‘ চিন্তা করবেন নাহ ভাইয়া।সব ঠিক হয়ে যাবে।আমি আছি তো।’আরাবীর এইটুকু কথায় যেন প্রচন্ড ভরশা পেলো ইফতি।তাই আরাবীর উপরে সব দিয়ে চলে গেলো।একটু পরেই ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসে জায়ান।সে ওয়াশরুমে থাকাকালিনই চিল্লাপাল্লা শুনেছে।তাই এসেই আরাবীকে প্রশ্ন করে,

-‘ ইফতি এসেছিলো বুঝি?ওর গলার আওয়াজ পেলাম?’আরাবী জায়ানের হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে নিলো।ইশারা করলো জায়ানকে বিছানায় বসতে।জায়ান বিনাবাক্যে গিয়ে বিছানায় বসল।আরাবী এগিয়ে গিয়ে

জায়ানের চুল মুছে দিতে লাগলো।তারপর বলে,

-‘ হ্যা ভাইয়া এসেছিলো।’জায়ান ওর শীতল হাতজোড়া নিয়ে রাখলো আরাবীর কোমড়ে। একহাত শাড়ির আঁচল ভেদ করে মসৃণ কোমড় স্পর্শ করেছে।মৃদ্যু কম্পিত হলো আরাবী।শব্দ করল, ‘ উহ!’ জায়ান টেনে আরাবীকে আরও নিজের কাছে নিয়ে আসে। শান্ত গলায় বলে,-‘ কি হলো বলো?’

-‘ কিভাবে বলব?আপনি এমন করলে?’

-‘ এভাবেই বলতে হবে।’

উপায় নেই আরাবীর। সে জানে এই লোককে হাজার বললেও হবে না।তাই সেইভাবেই বলতে লাগল,

-‘ আলিফা ফোন বন্ধ করে রেখেছিলো।ইফতি ভাইয়া সেই কারনেই আমার কাছে এসেছেন।’

ভ্রু-কুচকালো জায়ান।প্রশ্ন করল,-‘ মানে বোঝলাম নাহ?’

-‘ আরেহ এখনও বুঝেন নাই?ইফতি ভাইয়া আলিফাকে ভালোবাসে।আর তাইতো আলিফার ফোন বন্ধ থাকায় আমার কাছে এসেছে।’

-‘ হুম,এইবার বুঝলাম।’

-‘ এ্যাঁ?’

-‘ এ্যাঁ নাহ হ্যা।আমি এটা অনেক আগেই থেকেই জানি বউ।’-‘ ওহ আচ্ছা তাই বলুন।’ থেমে আবার বলে আরাবী,

-‘ এই একমিনিট আপনি জানেন কিভাবে?’ মুঁচকি হেসে জায়ান বলে,

-‘ তুমি তো বোকা।নাহলে তোমার বান্ধবী তোমারই পিঠপিছে ইফতির সাথে গিয়ে দেখা করে আসে আর তুমি টেরই পাও না।বোকা কোথাকার।’বোকা বলায় রেগে গেলো আরাবী।জায়ানের দিকে আঙুল তাক করে বলে,

-‘ এই এই এই একদম বোকা বলবেন নাহ বলে দিলাম।আমি কি আপনার মতো হ্যা?যে সবার পেছনে একটা করে বান্দরের লেঁজ লাগিয়ে দিবো?’

আরাবীর আঙুলে টুক করে কাম’ড়ে দিলো জায়ান।’উহ!’ শব্দ করে আঙুল সরিয়ে নিলো আরাবী।জায়ান হেসে বলে,

-‘ তুমি তো বুঝবে না আমি লেঁজ লাগাই কেন?যদি বুঝতে তাহলে তো হতোই।’-‘ তো এখন বলুন।শুনি কেন এমন করেন?’

জায়ান ঝুকে এলো আরাবীর কাছে।ধীর কন্ঠে বলে,

-‘ আমার একটা মাত্র বউ।তার যদি কিছু হয়ে যায়?তাহলে আমার কি হবে? কাঠগোলাপের স্নিগ্ধ রূপে মোহিত হওয়া, তার সুবাসিত ঘ্রাণে নিজের দেহকে মাখামাখি করা যে আমার নিত্যদিনের কাজ।সেই কাঠগোলাপের গায়ে একটুখানি আঁচড়ের দাগও যে আমার সইবে নাহ।তাই তাকে সকল রকম ঝড়ঝাপ্টা থেকে বাঁচানোর জন্যেই আমি এমন করি বোঝলে?’মুগ্ধ হলো আরাবী জায়ানের প্রতিটা কথায়।লোকটার এই নিখাত ভালোবাসা দেখলে ওর কান্না পায়।ভীষণ রকম কান্না।এই মানুষটার সাথে ও এখন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গিয়েছে।প্রতিটি

পদে পদে এখন এই মানুষটাকে ওর প্রয়োজন। ভীষণভাবে প্রয়োজন।আরাবী ঝাপিয়ে পরলো জায়ানের বুকে।তারপর চুমু খেলো জায়ানের উন্মুক্ত বুকের বাপাশে। তৃপ্তিময় হাঁসে জায়ান।আরাবীর চুলের ভাঁজে চুমু খেয়ে।আরো ভালোভাবে আগলে নেয় নিজের কাঠগোলাপকে।ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।আপনাদের কি জায়ান আর আরাবীর রোমান্টিক মুহূর্তগুলো অতিরিক্ত লাগে?খারাপ লাগে পড়তে?তাহলে জানাবেন অবশ্যই।সকালে ব্রেকফাস্টের পালা শেষ হতেই নিহান সাহেব পরিবারের সবাইকে বসার ঘরে একঝোট

হতে বললেন।বাড়ির প্রধান কর্তার আদেশ মোতাবেক সবাই শুরশুর করে হাজির হয় বসার ঘরে।নিহান সবাই আরেকবার সবার দিকে তাকিয়ে যাচাই-বাছাই করে নিলেন সবাই এসেছে কিনা।এইবার ইফতির দিকে একপলক তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বলে উঠেন,-'ইফতি আমি যা বলব মন দিয়ে শুনবে।'

হঠাৎ নিজের উদ্দেশ্যে এমন একটা কথা শুনে সজাগ হয়ে দাঁড়ায় ইফতি।সাবলীলভাবে বলে,

-' জি চাচ্চু বলো।'

গলা খাকারি দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন নিহান সাহেব তারপর বলেন,-' ইফতি তুমি

বুঝদার হয়েছো। অফিসেও জয়েন করেছ বেশ কিছুদিন হয়েছে।তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এইবার তোমাকে বিয়ে করাবো। আরাবী মায়ের ছোটো বোন ফিহাকে তো চিনই?ফিহার সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করতে চাইছি।এতে তোমার মতামত কি?'নিহান সাহেবের মুখে হঠাৎ এরূপ কথা শুনে আশ্চর্য হয় সবাই।আরাবী তো বিষ্ময়ের সপ্তম চূড়ায়। একে একে সব বুঝতে পারলো আরাবী।কাল বোধহয় এর জন্যেই সাখাওয়াত পরিবারের সবাইকে ওর বাবা মা দাওয়াত করেছেন।আর এর পেছনে যে ওর মা আর বোন দায়ি তা বেশ ভালোই জানে।আরাবী এটা ভেবে কষ্ট

পেলো যে ওর বাবা ওকে না জানিয়ে এভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো।একবার কি ওকে এই বিষয়ে জানাতে পারতো নাহ? বাবা কিভাবে এমন একটা কাজ করতে পারল ওর বাবা? বাবার প্রতি বেশ অভিমান হলো আরাবীর।

ইফতি স্তব্ধ হয়ে রইলো কিয়ৎক্ষন এমন কথা শুনে।কিছু মুহূর্ত পরে সবটা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিয়ে ইফতি বেশ শান্ত গলায় বলে,-‘ চাচ্চু আমি তোমাকে সম্মান করি। তোমার সব সিদ্ধান্ত আমি চোখ বন্ধ করে মেনে নেই। তবে চাচ্চু এইবার আমি মানতে

পারছি না।আমাকে ক্ষমা করবে চাচ্চু।তবে আমি এই বিয়ে করতে পারবো নাহ।'
ইফতির মুখে সোজাসাপ্টা না শুনে নিহান সাহেব এইবার বেশ রুক্ষভাষী হয়ে বলেন,
-' তা কেন আমার সিদ্ধান্ত তুমি মানতে পারবে নাহ?কি এমন কারন তোমার?কোন সঠিক কারন আমাকে দেখাও তুমি।যে কেন তুমি এই বিয়ে করতে পারবে নাহ।'ইফতি একটুও ভয় পেলো না।কেন পাবে সে ভয়? ও তো ভালোবেসেছে।আর ভালোবাসলে কোনদিন ভয় পেতে হয় না।ইফতি জোড়ে শ্বাস নিলো।চোখ বন্ধ করে বলে দিলো,

-‘ কারন আমি একজনকে ভালোবাসি।আর তাকেই বিয়ে করতে চাই।’
-‘ কে সেই মেয়ে।যার জন্যে তুমি আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছো।’
-‘ তাকে তুমি চেনো চাচ্চু!’-‘ এতো ভণিতা ভালো লাগছে না ইফতি সোজাসুজিভাবে বলে দেও।কে মেয়েটা?’
-‘ ভাবির ফ্রেন্ড আলিফা।আলিফাকে আমি ভালোবাসি চাচ্চু।আর বিয়ে করলে আমি ওকেই করবো।’
ইফতির মুখে আলিফাকে ও ভালোবাসে শুনে অবাক মিহান সাহেব।খুশিতে লাফিয়ে উঠতে নিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন।যাক ছেলে

তার একেবারে মনমতো একটা জবাব দিয়েছে।ছেলের মুখে অন্যজনকে ভালোবাসে শুনে যেটুকু না ভয় পেয়েছিলো।এখন ছেলের সেই ভালোবাসার মানুষটা যে তারই পছন্দ করা মেয়ে শুনে তার থেকেও দ্বিগুন খুশি হয়েছে।যাক তার আর ছেলের কান টেনে বিয়ে করার কথা বলা লাগবে না।ছেলে তার এমনিতেই একপায়ে রাজি।

ইফতি এটুকু বলে সবার দিকে তাকালো। সবাই তার দিকেই তাকিয়ে।ইফতি ভ্রু-কুচকে বলে,-‘ আশ্চর্য! এমনভাবে তাকানোর কি আছে?’

মিলি বেগম নিজের হা করে রাখা মুখ বন্ধ করলেন।এরপর বলেন,
-‘ কবে থেকে চলছে এসব?আর তুই আমায় বললিও নাহ?’
-‘ উফ মা কান্নাকাটি করো না তো?এখানে তো তোমার খুশি হওয়ার কথা।যদি ছেলের বিয়েই দিতে চাও।তাহলে সে যাকে ভালোবাসে তার সাথেই দেও।অন্যথায় তোমরা না চাইলেও আমি আলিফাকেই বিয়ে করব।’
নিহান সাহেব হালকা রাগিস্বরে বলে,-‘ এইভাবে কথা বলছো কেন ইফতি? আমরা কি তোমার খারাপ চাইবো?’

মাথা নিচু করে নিলো ইফতি।ধীর আওয়াজে বলে,
-‘ সরি চাচ্চু।বাট তোমরা যদি আমাকে বিয়ে করাতেই চাও।তাহলে আমি আলিফাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো নাহ।বাকিটা তোমরা জানো।আমি এখন অফিসে গেলাম। আসি।’
কথা বলেই উঠে দাঁড়ালো ইফতি।তারপর গটগট পায়ে বেড়িয়ে গেলো।ইফতি চোখের আড়াল হতেই হেসে উঠেন নিহান সাহেব। সবার উদ্দেশ্যে বলেন,-‘ ছেলের বিয়ের আয়োজন শুরু করো।আলিফার বাসার ঠিকানা

দিও তো আমায় বউমা।প্রস্তাব নিয়ে যেতে হবে তো।'

মুচঁকি হেসে আরাবী বলে,

-' ঠিক আছে বাবা।'

হঠাৎ নিহান সাহেব চুপ করে গেলেন।হতাশ গলায় বলেন,

-' কিন্তু বউমা আমি জিহাদ ভাইকে কি জবাব দিবো।কিভাবে কি বলবো তাকে আমি। '

দীর্ঘশ্বাস ফেললো আরাবী।তারপর বলে,-' ও আপনি চিন্তা করবেন নাহ বাবা।আপনি তো অফিসে যাবেন।সেখানে বাবার সাথে কথা বলে নিবেন আমার বাবা বুঝদার মানুষ। বুঝে যাবেন।সমস্যা নেই।আপনি চিন্তা করবেন না।

আর রইলো বাকি কথা।আমি কাল আবার যাবো বাড়িতে।গিয়ে বাকিদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলব।'

আরাবীর কথায় যেন সস্তির নিশ্বাস নিলো জিহাদ সাহেব।তারপর তিনি আর মিহান সাহেব চলে গেলেন অফিসে।রুমে চলে আসে আরাবীকে নিয়ে জায়ান।আরাবী সোজা গিয়ে জায়ানের অফিসের ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছে। আরাবীর ছোট্টো মুখটা দেখে নিয়েই জায়ান বলে,-' কি হয়েছে?মন খারাপ?'

-' উহু!'

-' আমি জানি মন খারাপ।এখন কারনটা বলো।'

থপ করে বিছানায় বসে পরলো আরাবী।ধরা গলায় বলে,

-‘ আমি জানি বাবা কাল ফিহার সাথে ইফতি ভাইয়ার বিয়ে নিয়েই কথা বলার জন্যে আপনাদের দাওয়াত করেছেন।আমার কষ্ট এই জায়গাতেই জায়ান।যে তিনি একবারও আমাকে এই বিষয়ে জানালেন নাহ।বিয়ের পর কি আমি এতোটাই পর হয়ে গেলাম তার কাছে।’এগিয়ে আসে জায়ান।পাশে বসে আরাবীর।ওকে টেনে নেয় বুকের মাঝে। জায়ানের বুকে মুখ গুজে দেয় আরাবী।জায়ান বলে,

-‘ মন খারাপ করার কিছুই নেই এখানে আরাবী।হয়তো বাবা কোন কারনেই এমন করেছেন।অথবা তিনি চেয়েছেন সবটা ঠিকঠাক হওয়ার পরেই তোমার সাথে কথা বলতেন। অথবা চিন্তায় তিনি এই বিষয়ে ভুলেই গিয়েছেন।বয়স হয়েছে তার আরাবী। এটুকু বোঝার ক্ষমতা তো তোমার আছে তাই নাহ?’

আরাবী কিছু বলল না।জায়ান আবার বলে,-‘ কাল যাবে সিয়র?’

-‘ হু!’

-‘ আচ্ছা,আমি গিয়ে দিয়ে আসব।’

-‘ নাহ,আপনিও আমার সাথে যাবেন। আমি বেশিক্ষন থাকব নাহ।বিকেলে গিয়ে সন্ধ্যায় চলে আসব।’

-‘ আচ্ছা যাবো।’

সরে আসলো আরাবী।জায়ান বিরক্ত হয়ে বলে,

-‘ আহ,সরলে কেন?’

ভ্রু-কুচকে আরাবী বলে,

-‘ অফিসে যাবেন নাহ?’সটান হয়ে সুয়ে পরে জায়ান।তারপর হুট করে আরাবীকে টেনে ওর বুকের উপর সুইয়ে দিলো।হকচকিয়ে গেলো আরাবী।জায়ান দুষ্টু হেসে বলে,

-‘ যেতে ইচ্ছে করছে না।গতকাল শশুড়বাড়ি যাওয়ায় বউয়ের সাথে রোমান্স করতে পারেনি। তাই সেটা আজ পুষিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।’

জায়ানের হাত ঠেলেঠুলে উঠে দাড়ালো আরাবী।তারপর বলে,-‘ আপনার অস’ভ্য কথাবার্তা বন্ধ করুন।আর উঠুন। যান অফিসে যান।কোনরকম চালাকি করবেন নাহ।’

আরাবী জায়ানের হাত ধরে টানাটানি করছে। কিন্তু ওর মতো আরাবী কি আর জায়ানের মতো বিশালদেহি পুরুষকে উঠাতে পেরে।উহু পারে না।তাইতো একটুতেই হয়রান হয়ে গেলো আরাবী।জায়ান তা দেখে নিজেই উঠে

দাড়ালো।দুহাতে চুলে বেকব্রাশ করে বিরক্ত কণ্ঠে বলে,-‘ তোমার জন্যে দেখছি শান্তি নেই। কোথায় তুমি আরেকটু আদর সোহাগ দিয়ে বলবে,’থাক জান আজ অফিসে যাওয়ার দরকার নেই।আমার সাথেই থেকো।’ এটা তো বলবেই না।আর রইলো তুমি ডাক। সেটাও আমার এই ইহজনমে শোনা হবে নাহ।’খিলখিল করে হেঁসে দিলো আরাবী জায়ানের এমন বাচ্চামো দেখে।আরাবীর হাসি দেখে জায়ানের ঠোঁটের কোণেও হাসি ফুটে উঠে।জায়ান এগিয়ে গিয়ে আরাবীর দুগালে হাত রেখে আদুরে চুমু খেলো আরাবীর কপালে।সরে এসে তারপর বলে,

-‘ আসি লেইট হয়ে যাচ্ছে।থাকতে যেহেতু দিবে নাহ।তাই দেরি করে লাভ নেই।’

-‘ আচ্ছা সাবধানে যাবেন।’

জায়ান অফিস ব্যাগ নিয়ে চলে গেলো।আর তার যাওয়ার পানে মুঁচকি হেসে তাকিয়ে থাকলো আরাবী।ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। কেমন হয়েছে জানাবেন। চাইলেও বড় করে লিখতে পারছি না।ঠান্ডায় হাত বরফের মতো জমে যায় পুরো।রেডি হয়ে আরাবী গাড়িতে উঠে বসলো।গন্তব্য আজ বাবাবাড়ি যাবে। নিহান সাহেব বিয়ের প্রস্তাবে নাকচ করে দিয়েছে।সেখানের পরিস্থিতি কেমন না কেমন।তাই সবাইকে সবটা ভালোভাবে

বোঝানোর জন্যেই যাবে আরাবী।জায়ান এগিয়ে এসে আরাবীর সিটবেল্ট বেধে দিলো। তারপর নিজের জায়গায় সরে এসে বলে,-‘ আমি বলেছিলাম আমি তোমার সাথে যাবো। তবে সরি।তা আর পারছি না।অফিসে কিছু জরুরি কাজ পরে গিয়েছে তাই আমায় যেতে হবে।তোমাকে পৌছে দিয়ে আমি অফিসে যাবো।চিন্তা করো না।আমি বিকেলে তোমাকে এসে নিয়ে যাবো।’

মুঁচকি হেসে আরাবী বলে,-‘ আরে বাবা এতো কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।আপনার জরুরি বলেই আপনি যাবেন আমি জানি। সমস্যা নেই আপনি যান।বিকেলে আমাকে

নেওয়ার জন্যে আসিয়েন।’আরাবীর কথায় সস্থির নিঃশ্বাস ফেললো জায়ান।তারপর রওনা হলো মৃধা বাড়ির উদ্দেশ্যে।বাড়ির সামনে আরাবীকে নামিয়ে দিয়ে জায়ান চলে যায় অফিসে।আরাবী বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। দরজার সামনে গিয়ে কলিংবেল বাজাতেই ঘরের হেল্পিংহেন্ড সায়মা এসে দরজা খুলে দেয়।আরাবী ঘরে প্রবেশ করে দেখে জিহাদ সাহেব সোফায় বসে আছেন।আরাবী সোজা গিয়ে বাবার পাশে বসে।জিহাদ সাহেব মেয়েকে দেখে মলিন হাসেন।আরাবী সালাম দিয়ে বলে,-‘ বাবা কেমন আছো?’

-‘ এইতো মা। ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?’

-‘ আলহামদুলিল্লাহ। আমি ভালো আছি।’

ওদের কথার মাঝে হঠাৎ ফিহার কণ্ঠ শোনা গেল,

-‘ ভালো তো তুই থাকবিই।আমার বিয়ে ভেঙে তো তোর আনন্দের শেষ নেই।’

অবাক হলো আরাবী।প্রশ্ন করল,-‘ এসব কি বলছিস ফিহা?আমি কেন তোর বিয়ে ভাঙবো?’

-‘ একদম ন্যাকা সাজবি না তুই।’

লিপি বেগম ধমকে উঠলেন আরাবীকে।

আরাবী বলে,

-‘ আম্মু এখানে ন্যাকা সাজার কিছুই নেই। আমি যা সত্য তাই বললাম।ইফতি ভাইয়া আলিফাকে ভালোবাসে।আর আলিফাও ইফতি ভাইয়াকে ভালোবাসে।আর জোড় করে কোনদিন কিছু হয় নাহ আম্মু।আর ইফতি ভাইয়া ফিহাকে ভালোবাসে না।সেখানে বিয়ে হলে ফিহা ভালো থাকবে না।’এমন কথায় তেড়ে আসল ফিহা।রাগে ফুসতে ফুসতে বলে,

-‘ তোর জ্ঞান তোর কাছে রাখ।তুই নিজেই ওই বাড়িতে আমার বদনাম করেছিস।আর তা শুনেই তো তারা বিয়েতে রাজি হলো না।’

-‘ দেখ ফিহা তুই ভুল ভাবছিস।’-‘ আমি কোন ভুল ভাবছি নাহ।আমি ঠিকই ভাবছি।

সবাই ঠিকই বলে জানিস আরাবী।রাস্তা থেকে তুলে আনা কোন ব্যাক্তি কারো আপন হতে পারে না।তাকে যতোই আদর যত্ন করা হোক না কেন।আর তুই তার জলজ্যান্ত প্রমান।'

জিহাদ সাহেব সাথে সাথে ধমকে উঠলেন ফিহকে,

-' বে'য়াদপ মেয়ে।মুখে লাগাম টানো।কিসব বলছো তুমি তোমার ধারনা আছে?'

ফিহার এমন কথায় আরাবী থমকে গেলো। বুকের ভীতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো তার।কি বলছে কি ফিহা?রাস্তা থেকে তুলে আনা মানে?আরাবী কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন

করে,-‘ রাস্তা থেকে তুলে আনা মানে?কি বলছিস তুই আরাবী?’
-‘ কিছু না মা।তুই ও কথায় ধ্যান দিস না।’
জিহাদ সাহেবের অস্থির গলা।
লিপি বেগম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন,-‘ আর কতোকাল তুমি লুকাবে ফাহিমের বাবা?আর কতো?রাস্তা থেকে এই মেয়েকে তুলে এনে। তুমি যেভাবে আদর যত্ন করেছো।কই নিজের মেয়েকে তো কোনদিন করোনি? কে এই মেয়ে?কে? হ্যা?না আছে নাম পরিচয়?না আছে বাবা মায়ের পরিচয়?না আছে বংশ পরিচয়।কুরিয়ে আনা মেয়ের জন্যে কিসের এতো দরদ তোমার হ্যা?যে তার জন্যে

নিজের আপন মেয়েকে এতো অবহেলা করছো তুমি?’মাথায় যেন বজ্রপাত হলো আরাবীর।হৃদপিণ্ডটা মনে হয় কেউ খামছে ধরেছে।অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছে সেখানে।কি বলছে কি এসব তার আম্মু। ওর আব্বু আম্মু ওর আসল বাবা মা না?ওকে কুরিয়ে এনেছে?কি শুনছে এসব ও?ওর জন্ম পরিচয় নেই কোন? নাহ,এটা হতে পারে না।এটা সত্যি না।আরাবী একপা দুপা করে ওর বাবার সামনে গিয়ে দাড়ালো।না চাইতেও দুচোখ বেয়ে চোখের পানি ঝরছে আরাবীর।আরাবী শ্বাস টানলো লম্বা করে।তারপর নিজেকে শক্ত করলো।বেশ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে,-‘ আব্বু?আম্মু কি

বলছে এসব?আমি তোমার মেয়ে না।এইগুলো কি বলছে আম্মু?আব্বু,জবাব দেও।আমি কি তোমাদের মেয়ে না-কি নাহ?'

-' দেখ আরাবী মা আমার কথাটা শোন একবার।'

জিহাদ সাহেবকে থামিয়ে আরাবী আবার বলে,

-' শুধু এটুকু উত্তর দেও আব্বু।আমি তোমার মেয়ে নাকি নাহ?'মাথা নিচু করে নিলেন জিহাদ সাহেব।ধুকরে কেঁদে উঠেন তিনি। কিভাবে সে বলবে যে হ্যা আরাবী তার জন্ম দেওয়া মেয়ে নাহ।তবে আরাবীকে কখনও হেলাফেলা নজরে দেখেননি তিনি। সর্বদা নিজের বড়মেয়ের স্থানে রেখেছেন।কখনও

মনে আরাবীকে মনে করেন নি যে ও তার সন্তান নাহ।আরাবী আবারব একই প্রশ্ন করতেই থপ করে সোফায় বসে পরেন তিনি। পুরুষ মানুষ নাকি সহজে কাঁদেন নাহ।অথচ জিহাদ সাহেব আজ ভেঙেচুরে গুড়িয়ে গিয়েছেন।এভাবে নিজের সন্তানকে কষ্ট পেতে দেখতে হবে ভাবতেও পারেননি।জিহাদ সাহেব কান্নারত গলায় বলে উঠেন,-' মানছি তুই আমার জন্মের সন্তান নাহ?তাই বলে কি আমি তোর বাবা নাহ?বল?জন্ম দিলেই কি বাবা মা হওয়া যায়?এইযে আমি তোকে ছোটো থেকে বড় করেছি এতে কি তোর কোনদিন মনে হয়েছে যে আমি তোর বাবা

নাহ?মারে যতো যাই হোক।তুই আমার বড় মেয়ে।তুই আমার সন্তান।আমার আরাবী মা তুই।’আরাবী বাবার পায়ের কাছে বসে পরে। বাবার হাটুর ভাঁজে মুখ লুকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠে আরাবী।সে মানতে পারছে না কিছুতেই মানতে পারছে না।লিপি বেগম এখনও রাগি চোখে তাকিয়ে।ফিহা রাগে চিৎকার করে বলে,

-‘ আম্মু এই মেয়েকে বেড়িয়ে যেতে বলো এই বাড়ি থেকে।ওকে আমার সহ্য হচ্ছে না। এই বাড়িতে হয় এই মেয়ে থাকবে নয়তো আমি।বের করে দেও ওকে।’লিপি বেগম ফিহার কথামতো তেড়ে গেলেন আরাবীর

কাছে।আরাবীর চুল মুঠি করে ধরে ওকে টেনে দাড় করালো।ব্যাথায় কুকিয়ে উঠলো আরাবী। করুন গলায় বলে,

-‘ আম্মু ব্যাথা পাচ্ছি আমি।’

-‘ কে তোর আম্মু?আমি তোর আম্মু নই। আমাকে আম্মু বলে ডাকবি না। বেড়িয়ে যাহ এখান থেকে।তোর চেহারাও আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না।’জিহাদ সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান।লিপি বেগমের কাছ থেকে আরাবীকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকেন। লিপি বেগম ছেড়ে দেন আরাবীকে।জিহাদ সাহেব বলেন,

-‘ পাগল হয়ে গিয়েছো তুমি?কি করছো কি এসব তুমি?’
লিপি বেগম চিৎকার করে উঠলেন,-‘ যা করেছি ভালো করেছি।একটা রাস্তার মেয়ের জন্যে আজ তুমি আমার সাথে এইভাবে কথা বলছ।ঠিক আছে আজ আমি দেখে নিবো।তুমি কাকে চাও আমাকে নাকি এই রাস্তার মেয়েকে।যদি এই মেয়েকে বেছে নেও। তাহলে আমি এই মুহূর্তে ফিহাকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।’
-‘ ঠিক আছে তাই হবে চলে যাও তুমি। তোমার মতো মানুষকে যে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি ভেবেই নিজের উপরেই রাগ

উঠছে।’লিপি বেগম কান্না করে দিলেন জিহাদ সাহেবের কথায়। কাঁদতে কাঁদতে বলেন,
-‘ আজ এই দিন দেখার বাকি ছিলো আমার। শেষে কিনা এই মেয়ের জন্যে তুমি আমাকে বাড়ি় ছেড়ে চলে যেতে বলছো?ঠিক আছে তাই হবে।আমি শুধু বাড়ি় ছেড়ে না এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো।থাকো তুমি এই মেয়েকে নিয়ে।’
লিপি বেগম দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।জিহাদ সাহেব নিজেও ভয় পেয়ে গেলেন।শতো হোক তিনি তার স্ত্রীকে ভালোবাসেন।নিজের ভালোবাসার মানুষটার মৃত্যু কামনা তিনি কখনই করবেন নাহ।

আরাবী চিৎকার করে উঠলো।দরজা পিটাতে লাগলো।কান্না করতে করতে বলে,-‘ আম্মু প্লিজ এমন করো না।আমি চলে যাবো আম্মু। তুমি বের হও।আমি আর কোনদিন এই বাড়িতে আসবো না কোনদিন নাহ।প্লিজ আম্মু বের হও তুমি।আমি হাত জোড় করে বলছি আম্মু।আমি জীবনে আমার চেহারা তোমাদের দেখাবো না।তুমি এমনটা করো না আম্মু।’বার বার একই কথা বলছে আরাবী।ফিহাও কান্না করে লিপি বেগমকে বের হতে বলছেন। জিহাদ সাহেব চেয়েও কিছু করতে পারছে না।একদিকে তার ভালোবাসার মানুষ আত্ম’হত্যা করতে চাইছেন।আর একদিনে

তার মেয়ে।আজ তিনি এমন এক কাঠগড়ায় দাঁড়ানো যে তিনি এদিকও যেতে পারছেন নাহ ওদিকেও যেতে পারছে না।আরাবী গিয়ে জিহাদ সাহেবের সামনে দাড়ালো। বাবার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে ধুকড়ে কেঁদে উঠলো।বলল,-‘ আব্বু তুমি আম্মুকে বের হতে বলো।আমি আর কোনদিন এখানে আসব নাহ।তুমি তার কথা মেনে নেও আব্বু। আমার আম্মুর যেন কিছু না হয় আব্বু প্লিজ। আব্বু তোমার পায়ে পরি।আব্বু আমি নাহলে মরে যাবো আব্বু আমার আম্মুর কিছু হলে।

আরাবী জিহাদ সাহেবের পা ধরতে নিলেই তিনি আরাবীকে থামিয়ে দেন।মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন,

-‘ তুই যা চাস তাই হবে মা।’জিহাদ সাহেব মনের পাথর রেখে লিপি বেগমকে বলেন,

-‘ তুমি বের হয়ে আসো লিপি।আরাবী আর কোনদিন এই বাড়িতে আসবে না।তুমি যা চাও তাই হবে।বের হয়ে আসো।’

এই কথা শুনে সাথে সাথে বের হয়ে আসলেন লিপি বেগম।আরাবী তার সামনে গিয়ে কান্নারত গলায় বলে,

-‘ আমি আর এখানে আসব না আম্মু।তুমি ভালো থাকো আম্মু।’তারপর জিহাদ সাহেবের

কাছে এসে জিহাদ সাহেবকে জড়িয়ে ধরে সজোড়ে কেঁদে দেয় মেয়েটা।

-‘ তুমি আমার আব্বু।আমি জানি তুমি আবার আব্বু।আমি তোমার মেয়ে।সে যাই হয়ে যাক না কেন।তুমি আমাকে যেভাবেই এনে থাকো না কেন।আমি শুধু এটুকু জানি তুমি আমার আব্বু।’

-‘ মারে তুই আমার মেয়ে।আমার আরাবী তুই।কে কি বলল কানে নিবি না।তুই আমার মেয়ে ছিলি,আছিস আর সারাজীবন থাকবি।’ফিহা গিয়ে আরাবীর হাত চেপে ধরে। টেনে আরাবীকে সরিয়ে আনে।রাগি গলায় বলে,

-‘ অনেক হয়েছে তোর মেলোড্রামা।যা বের হো এখান থেকে।আর কোনদিন এখানে আসবি নাহ।’

ফিহা টানতে টানতে আরাবীকে বাড়ির বাহিরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো।দরজা বন্ধ করে দিলো ফিহা।আরাবী অশ্রুসিক্ত নয়নে দরজা বন্ধ অব্দি ওর বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। যতোক্ষন দেখা গেলো তাকিয়েই রইলো।

ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।অল্প একটু রহস্যের সন্ধান জানলেন আপনারা।এখনও আরো বাকি।ধৈর্য ধরুন সব জানবেন। আমি ভালো গল্প লিখিনা আমি জানি।আল’তুফাল’তু গাজাখুরি গল্প লিখি।

আপনারা যারা আমার এই গল্প পড়েন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।আমি আপনাদের মনমতো লিখতে পারিনা তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।আলিফাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ইফতি।সে একনাগাড়ে ফোন দিয়ে চলেছে আলিফাকে।কিন্তু মেয়েটা ফোন ধরলে তো?অসহ্য রকম বিরক্ত হয়ে যে ইফতি কি করবে ভেবে পায় না।শেষে না পেরে আলিফার ছোটো বোন আহিয়ার ফোন লাগালো ইফতি।একটু পরেই ফোন রিসিভ হলো অপাশ থেকে।ইফতি গম্ভীরস্বরে বলে,-‘ হ্যালো আহিয়া?আমি তোমার দুলাভাই বলছি।’

আহিয়া আচানক এমন একটা শুনে ভড়কে গেলো।অবাক স্বরে প্রশ্ন করে,

-‘ দুলাভাই মানে?’

-‘ দুলাভাই মানে তোমার একমাত্র বোনের জামাই হবো আমি।সেই হিসেবে তো আমি তোমার দুলাভাই তাই নাহ।এখন বলো এই মাথামোটা মেয়েটা কই?’আহিয়ার অবাকের রেশ এখনও কাটেনি।তাও আর বেশি কিছু প্রশ্ন করল নাহ।বোনটার ইদানিং কি জানি হয়েছে।দিনের প্রায় চব্বিশ ঘন্টা রুমবন্দি হয়ে থাকে।কারনটা পুরো না বোঝলেও একটু আধটু বোঝেছে আহিয়া।তাই ও বলে,

-‘ আপু তো নিজের রুমে।ইদিনিং আপুর না জানি কি হয়েছে কারো সাথে কথা বলে না। সারাদিন রুমবন্দি হয়ে থাকে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইফতি।বলে,-‘ তোমাদের বাড়িতে এখন কে কে আছে?’

-‘ আব্বু অফিসে। আম্মু স্কুলে।আপাতত বাড়িতে আমি আর আপু ছাড়া কেউ নেই।’

-‘ বেশ। আমি তোমাদের বাড়িতেই আসছি। গেট খুলে দিও কলিংবেল বাজালে।’

-‘ আচ্ছা ভাইয়া।’

ইফতি ফোন কেটে সোজা আলিফাদের ফ্লাটে চলে গেলো।কলিংবেল বাজাতেই আহিয়া এসে দরজা খুলে দিলো।ইফতি দুটো চকোলেট

দিলো আহিয়াকে।খুশি হয়ে আহিয়া বলে,-‘ ধন্যবাদ ভাইয়া।’

-‘ মেনশন নট।আমার একমাত্র সালিকার জন্যে এটুকু কিছুই না।তা আমার বউটা কোন রুমে।’

-‘ আমার সাথে আসুন ভাইয়া।’

আহিয়া ইফতিকে নিয়ে আলিফার রুমের সামনে গেলো।দু তিনবার রুমের দরজায় নক করল।কোন জবাব এলো না। এদিকে রুমের ভীতরে সুয়ে থাকা আলিফা প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে আছে এভাবে বার বার দরজায় নক করায়। শেষে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলে,-‘ কি সমস্যা?দরজা ধাক্কাধাক্কি করার মানে কি?’

-‘ আপু দরজাটা খুল।একটু দরকার আছে। আমার বাথরুমের লাইট জ্বলছে না।আমি গোসল করব আপু।দরজাটা খুল।’
আলিফা বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে উঠে দাড়ালো।তারপর গিয়ে দরজা খুলে দিলো। আলিফা দরজা খুলতে দেরি হুরমুর করে ইফতির রুমে প্রবেশ করতে দেরি নেই। ইফতি আলিফাকে টেনে রুমের ভীতরে এনে দরজা আটকে দিলো।এদিকে একটা ঘোরে ছিলো আলিফা।আচমকা ইফতিকে দেখে কি রিয়েকশন দিবে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। একটু পর সবটা বুঝতে পেরেই চেচিয়ে উঠে

আলিফা,-‘ আপনি?আপনি এখানে কেন?আর আমার রুমে ঢোকার পারমিশন কে দিয়েছে?’
ইফতি গিয়ে সোজা আলিফার বিছানায় বসে পরল।ভাবলেশহীনভাবে বলে,
-‘ আমার বউয়ের রুমে আমি প্রবেশ করব। এতে কারো পারআমিশন নেওয়ার দরকার আছে নাকি?’
ইফতির মুখে বউ ডাক শুনে কেমন যেন লাগল আলিফার।কেঁপে উঠলো মনটা কেমন যেন।তাও সেদিকে ভ্রু-ক্ষেপ করল নাহ আলিফা।রুক্ষ কণ্ঠে বলে,-‘ কে বউ?কি বলছেন আপনি?মাথা ঠিক আছে আপনার? মুখে লাগাম টানুন।’

-‘ আমার মাথা ঠিকই আছে।শুধু তোমার মাথায় গোবড়ে ঠাসা তা বেশ বুঝতে পারছি আমি।’

প্রচন্ড রাগ লাগছে আলিফার।বলা নেই কওয়া নেই হুট করে হাজির হয়েছে লোকটা।এখন আবার কি উল্টাপাল্টা বকবক করছে। এমনিতেই ইফতিকে দেখেই কান্না পাচ্ছে আলিফার।অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে।আলিফা বলল,

-‘ দেখুন এখন আমি ঝগড়া করার মুডে নেই।প্লিজ চলে যান আপনি।’ইফতি উঠে দাড়ালো।আলিফার কাছে এসে আলিফার একহাত ধরে টেনে নিজের কাছে আনলো ও।

তারপর আলিফার একটা হাত আলিফার পিঠের পিছনে মুচড়ে ধরলো।ব্যাথায় ককিয়ে উঠলো আলিফা।ইফতি দাঁতেদাঁত চিপে বলে,

-‘ কি সমস্যা তোমার?ফোন ধরছো না কেন আমার? ভালোবাসি আমি তোমায়।বোঝনা কেন এটুকু?আমি জানি তুমি বোঝো তবুও কেন এমন করছো?তুমিও আমায় ভালোবাসো আমি জানি।তাও কেন এতো দূর দূর করছো আলিফা?আমার মাথা খারাপ করো না আলিফা পরিমান খারাপ হবে।আজ এইটুকুই বললাম।পরবর্তীতে আবার এমন করলে এর থেকে বেশি করবো আমি।তাই সাবধান।’ছেড়ে দিলো ইফতি আলিফাকে

তারপর চলে যাওয়ার জন্যে অগ্রসর হলো।
এদিকে ইফতির মুখে ভালোবাসি শুনে সারাশরীর কাঁপছে আলিফার।আচমকা আবারও ইফতি ওর সামনে আসে। আঙুল উঁচিয়ে শাষানোর স্বরে বলে,
-‘ নেক্সট টাইম যেন আমার ফোন প্রথমবারেই রিসিভ হয় আলিফা।আর তৈরি হয়ে থেকো আমার বউ হবার জন্যে।’ইফতি এগিয়ে গিয়ে ভালোবাসার পরশ এঁকে দিলো আলিফার কপালে।সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো আলিফার।আবেশে চোখজোড়া বন্ধ হয়ে গেলো।সময় নিয়ে চোখ খুলতেই আশেপাশে কোথায় দেখতে পেলো না ইফতিকে।একটু

আগে কি বলে গেলো লোকটা?তৈরি থাকতে তার বউ হওয়ার জন্যে?কি করবে লোকটা? কি করতে চাইছে?লোকটার বউ হবে তো ফিহা?তাহলে ওকে তৈরি হওয়ার কথা বলল কেন? উফ,মাথাটা আর চলছে না আলিফার। ধপাস করে বিছানায় সুয়ে পরল ও।

এলোমেলোভাবে রাস্তায় হাটছে আরাবী। জীবনের মোড় যেন একনিমিষেই বদলে গেলো ওর।হঠাৎই একটা দমকা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিয়ে গেলো ওকে।জীবনেও যেটা কখনও ভাবতেও পারিনি আরাবী আজ ওর সাথে সেটাই হলো।যাকে ছোটো থেকে নিজের পরিবার বলে জেনেছে তারা নাকি ওর

পরিবার নাহ।যাদের ছোটো থেকে আম্মু,আম্মু ডেকেছে তারা ওর বাবা মা নাহ।যেই বাবার বুকে মাথা রাখলে জগতের শান্তি পেয়ে যেতো আরাবী।আজ থেকে আর সেই মানুষটার মুখ দেখতে পারবে না ও।যাকে ভাই বলে জেনে এসেছে।যেই ভাই তার মাথায় হাত রাখলে ভরসা পায় আরাবী আজ থেকে আর তাকে ভাই বলে ডাকতে পারবে না।মায়ের মমতা ছোটো থেকে যেটুই পেয়েছে ও আজ থেকে তার কিছুই পাবে না।সব সব কিছু হারিয়ে ফেললো আক আরাবী।কিছুই রইলো না ওর। এতিম ও আজ থেকে।নাহ নাহ আজ থেকে না এতিম তো ছোটো থেকেই।সে তো বাবা

বলে এতোদিন জেনে এসেছে যেই লোকটাকে সেই লোকটা ওকে আশ্রয় দিয়েছে।ভালো জীবন দিয়েছে।নাহলে যে জীবটা ওর কেমন হতো মাথায় আসতেই শরীর কেঁপে উঠছে ওর।সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে ওই মানুষটার উপর।আরাবী দিশেহারা পথিকের মতো গন্তব্যহীন হাটছে।চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি।হঠাৎ জায়ানের কথা মনে পরলো আরাবীর।লোকটা কি ওকে অবহেলা করবে?যদি জানতে পারে ও এতিম।ওর কোন বাবা মায়ের পরিচয় নেই।আরাবী নিজস্ব কোন পরিচয় নেই।কি করবে আরাবী যদি জায়ান ওর মতো এতিম মেয়েকে মেনে না

নেয়? ভাবতেই হাতপা ঠান্ডা হয়ে আসছে আরাবীর।হঠাৎ মানুষের চিৎকার চেঁচাচেচির ওর কানে ভেসে আসতেই চোখের জল মুছে আশেপাশে তাকায় আরাবী।বোঝল ও রাস্তার মাঝখানে এসে পরেছে।সেইজন্যই মানুষ চিল্লাচ্ছে।ভয়ে রূহ কেঁপে উঠলো আরাবীর। যতো যাই হোক ও মরতে চায় না।জায়ানের সাথে বেঁচে থাকতে চায় ও।এখনও যে অনেক কিছু বাকি।কিন্তু ভাগ্য বোধহয় তা চায় না। তাই তো আরাবী রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার আগেই একটা দ্রুতগামী গাড়ি এসে সজোড়ে ধাক্কা মারলো আরাবীকে।আরাবীর ছোট্টো শরীরটা ছিটকে পরলো রাস্তার কিনারায়।

আরাবীর র’ক্তে ভেসে গেলো রাস্তা।আরাবী নিভুনিভু চোখে তাকিয়ে।ওর চোখের সামনে ধোয়াশা দেখতে পাচ্ছে ও।আর সেই ধোয়াশার মাঝে ভেসে উঠলো জায়ানের ছবি। আরাবী বাঁচতে চায়। কিন্তু তা বোধহয় বিধাতা চান নাহ।তাইতো এইভাবে সবটা ঘটে গেলো।আরাবী জোড়েজোড়ে শ্বাস নিচ্ছে।বেঁচে যাওয়ার জন্যে আশার আলো খুঁজে চলেছে। কিন্তু তা আর হলো না।আস্তে আস্তে ওর চোখজোড়া বন্ধ হয়ে গেলো।গভীর শ্বাস নিয়ে আরাবী শেষবার বলে উঠলো,

-‘ আ..আমি আপনার সাথে বাঁচতে চাই জায়ান।’হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালে এসে

পৌছালো জায়ান।বিধস্ত অবস্থা ওর।জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিচ্ছে ক্রমাগত।দৌড়ে সোজা করিডোরে বসা ফাহিমের কাছে গিয়ে থামলো।ফাহিম জায়ানকে দেখেই উঠে দাড়ালো।জায়ান অস্থির গলায় বলে,

-‘ আরাবী?আরাবী কোথায়?’ফাহিম যথাসম্ভব নিজেকে সামলে রেখেছে।ও ভেঙে পরলে কিভাবে হবে?বাকিদের সামলাবে কে তাহলে? ফাহিম বলল,

-‘ আরাবীকে অটিতে নেওয়া হয়েছে।’

জায়ান ধরা গলায় প্রশ্ন করে,-‘ ওর অবস্থা এমন কিভাবে হলো ফাহিম?ও তো তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলো।আমি নিজে ওকে বাড়িতে

দিয়ে এসেছিলাম।বলেছিলাম বিকেলে আমি নিতে আসবো।তাহলে ওর এক্সিডে’ন্ট কিভাবে হলো?’

-‘ আমি জানি না ভাইয়া। শুধু জানি কোচিং থেকে ফেরার সময় দেখি রাস্তায় অনেক ভীড়। আমি বাইক থেকে নেমে ভীড় ঠেলে গিয়ে দেখি আমার বোনটা রক্তা’ক্ত অবস্থায় রাস্তায় পরে আছে।দ্রুত ওকে নিয়ে হাসপাতালে এস পৌছাই।এরপরেই আপনাকে ফোন দিয়ে জানাই।’ধপ করে চেয়ারে বসে পরলো জায়ান।দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো। কিভাবে কি হয়ে গেলো।সকালেই তো ও হাসিখুশি মেজাজে দেখলো মেয়েটাকে।আর

এখন কিনা?ভাবতে পারছে না জায়ান। কিছুতেই পারছে না।মনে হচ্ছে কেউ ওর কলিজটা টে'নে বের করে নিয়ে আসছে। যন্ত্র'নায় বুকটা হাশফাশ করছে।জায়ানের চোখ থেকে একফোটা অশ্রু গড়িয়ে পরলো। কেউ দেখার আগেই সেটা সবার অগোচরেই মুছে ফেললো।ফাহিম জায়ানের কাধে হাত রাখল।ওর নিজেরও কষ্ট হচ্ছে।কিন্তু সেটা দেখাতে পারছে না।ফাহিম বলে,-' চিন্তা করবেন না ভাইয়া।আমাদের আরাবীর কিছুই হবে নাহ।'

জায়ান থম মেরে বসে রইলো।প্রায় আধাঘন্টা পরেই পরিবারের সবাই এসে হাজির হলো।

না চাইতেও আসতে হলো লিপি বেগম আর ফিহাকে।কারন তাদের তো সাখাওয়াত পরিবারের কাছে ভালো সাজতে হবে।জিহাদ সাহেব মেয়ের অবস্থা শুনে প্রায় অচেতন অবস্থায় পরে আছেন।তাকে সামলাচ্ছেন মিহান সাহেব।পরিবারের সবাই কাঁদছে।এর একটু পরেই আলিফা আসলো।ইফতি তাকিয়ে আলিফার দিকে।মেয়েটা কেঁদেকেটে একাকার অবস্থা করে ফেলেছে।ফাহিম চুপচাপ এককোনায় দাঁড়িয়ে।নূর এতোদিনের অভিমান সব এক জায়গায় ঠেলেঠুলে সরিয়ে এগিয়ে গেলো ফাহিমের কাছে।হাত রাখলো ফাহিমের কাঁধে।ফাহিম তাকালো পিছনে ঘুরে।নূর

দেখলো ফাহিমের চোখজোড়া ভনায়ক লাল হয়ে আছে। কান্না আটকে রাখার জন্যেই এমনটা হয়েছে।নূর মোলায়েম স্বরে বলে,-‘ নিজেকে সামলান এতো সহজে ভেঙে পরবেন না।আংকেলের অবস্থা একবার দেখুন। আপনাকেই তো তাকে সামলাতে হবে তাই নাহ?ইনশাআল্লাহ ভাবির কিছু হবে না।’ ফাহিম তাকিয়েই রইলো নির্নিমেষ।কেন যেন নূরের কথায় ফাহিম ভরসা পেলো অনেকটা। মনের মাঝে সাহসের সঞ্চায় হলো।এদিকে সাথি বেগম কান্নার মাঝেই বার বার লিপি বেগমের দিকে তাকাচ্ছেন।তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন এই লিপি বেগম আর ফিহার

মাঝে কিছু একটা গন্ডগোল আছে।নাহলে এইভাবে নিজের মেয়ে আর বোনের এক্সি’ডেন্টের কথা শুনলে কেউ এতোটা শান্তভাবে থাকতে পারতো নাহ।এইযে তারা কান্না করছে।এইগুলা সব লোক দেখানো।তা বেশ বুঝতে পারছেন তিনি।কারন তিনিও যে মা।মায়েরা সব বোঝে।

তিনঘন্টা পর অটির দরজা খুলে বের হয়ে আসলো ডাক্তার।এই তিন ঘন্টা পর জায়ান নড়লো।সোজা গিয়ে দাড়ালো ডাক্তাদের কাছে।তার কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলো,-‘ ডক্টর? ওর অবস্থা কেমন এখন?’

ডাক্তার বলেন,

-‘ পেশেন্টের অবস্থা অনেক ক্রিটিকাল। পেশেন্ট হয়তো কিছু নিয়ে প্রচন্ড মানষিক আঘাত পেয়েছেন। তার উপর এতো বড় একটা এক্সিডে’ন্ট।মাথায় আঘাত পেয়েছে গুরুতরভাবে।ডান হাতটা ভেঙে গিয়েছে।পা দুটোতেও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। আপাততো শুধু আল্লাহকে স্মরণ করুন। চব্বিশঘন্টা আমরা তাকে অবজারভেশনে রাখবো।চব্বিশঘন্টা পর জ্ঞান না ফিরা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।’সব শুনে জায়ান বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।কি হয়ে গেলো এসব? যেখানে ভালোবাসার মানুষটার সামান্য কষ্টও জায়ান সহ্য করতে পারে না।আজ তো

মানুষটার গোটা শরীরটা আঘাতে জর্জরিত।
ছেলের অবস্থা দেখে এগিয়ে আসলেন নিহান
সাহেব।ভরশা দিয়ে বলেন,
-‘ বউমা ঠিক হয়ে যাবে বাবা।’জায়ান যেন
বাবাকে পেয়ে নিজেকে সামলাতে পারলো না।
বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।নিহান সাহেব তার
ঘারে আভাস পেলেন কিছু উষ্ণ জলের।তিনি
বুঝলেন ছেলে তার নিশব্দে কাঁদছে।তিনি
ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।বলেন,
-‘ ভেঙে পরিস না বাবা।তুই এমন করলে কি
হবে?বউমার খেয়াল তো তোরই রাখতে
হবে।’

-‘ ওকে তাড়াতাড়ি ঠিক হতে বলো বাবা। ওকে এই অবস্থায় আমি দেখতে পারছি না। সহ্য হচ্ছে না আমার।’

-‘ ধৈর্য ধর বাবা।সব ঠিক হয়ে যাবে।’এদিকে মেয়ের শরীরের এই অবস্থা জেনে উঠে দাড়ালেন জিহাদ সাহেব।তিনি আজ আর তার হিতাহিতজ্ঞানে নেই।সোজা হেটে গেলেন লিপি বেগম আর ফিহার কাছে।বিনাবাক্যে সজোড়ে চ’র মেরে দিলেন লিপি বেগমের গালে।এরপর ফিহাকে।হঠাৎ জিহাদ সাহেব এমন করায় চমকে উঠলো সবাই।ফাহিম দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসলো।কাঁপতে থাকা জিহাদ সাহেবকে জড়িয়ে ধরে সামলে নিলো।এদিকে

লিপি বেগম অবাক হয়ে বলেন,-‘ তুমি আমায় মারলে?’
এই কথায় যেন আরও রেগে গেলেন জিদাদ সাহেব।দাঁতেদাঁত চিপে বলেন,
-‘ হ্যা মারলাম।কিন্তু মন ভড়লো না আরো মারতে ইচ্ছে করছে।’
তারপর ফিহার দিকে তাকিয়ে বলে,-‘ আর তুই?আমার ঘৃনা হচ্ছে নিজের প্রতি এটা ভেবে যে আমি তোর জন্মদাতা।জন্মের সময় তোকে মে’রে ফেললেই ভালো ছিলো।তোর মতো কুলঙ্কার সন্তান যেন আল্লাহ্ কারো ঘরে না দেন।’
-‘ বাবা!’

-‘ চুপ বাবা ডাকবি না তুই আমায়।আমি তোর বাবা নই।আজ থেকে আমার দুটো সন্তান।তুই আমার জন্য মৃ’ত।’

ফাহিম এতোক্ষনে মুখ খুলল,-‘ কি হয়েছে বাবা?কেন এমন করছো তুমি?’

ফাহিমের থেকে সরে আসলেন জিহাদ সাহেব।বলেন,

-‘কেন এমন করছি?জিজ্ঞেস কর তোর মায়ের কাছে কেন এমন করছি।’

ফাহিম তাকালো ওর মায়ের দিকে।-‘ মা!’

লিপি বেগম গালে হাত দিয়ে কাঁদছেন।জিহাদ সাহেব রাগি গলায় বলেন,

-‘ ওদের জন্যে।শুধুমাত্র ওদের জন্যে আমার মেয়েটার এই অবস্থা হয়েছে আজ।কেন আমি আমার মেয়েটাকে আটকালাম নাহ।ওকে বুকের মাঝে আগলে নিলাম না।আমার মেয়েটা আজ মৃ’ত্যুর সাথে লড়ছে শুধুমাত্র ওদের জন্যে।ফাহিম ওদের বল আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেতে।সহ্য হচ্ছে না ওদের আর আমার।’জায়ান এতোক্ষন চুপ থাকলেও এইবার আর পারলো না।আরাবীর এই অবস্থা কেন হয়েছে তা ওকে জানতেই হবে।আর সেই কারনের পিছনে যে এই মা মেয়ের হাত আছে বেশ বুঝতে পারছে জায়ান।ওদের অনেক আগে থেকেই সন্দেহ

করতো জায়ান।কিন্তু পাকাপোক্ত কোন কিছু চোখের সামনে না পরায় কিছু বলতে পারতো না।তবে আজ আর জায়ান পিছপা হবে না। ওর কাঠগোলাপের এমন অবস্থার যেই করেছে বা যার কারনেই হয়েছে তাদের কাউকেই ছারবে না ও।সে যেই হোক না কেন।কাউকে রেহাই দিবে না।ঠিক যতোটা কষ্ট ওর কাঠগোলাপ পেয়েছে তার থেকে চারগুন বেশি ভুগবে তারা।জায়ান এগিয়ে গেলো জিহাদ সাহেবের কাছে।তারপর গম্ভীর গলায় বলে,-‘ বাবা আজ আরাবীর জন্যে হলেও আমায় সবটা সত্যি সত্যি বলুন বাবা। আমি সব জানতে চাই।কি কারনে আজ

আরাবীর এই অবস্থা হয়েছে।আমি সব জানতে চাই।’

জিহাদ সাহেব জায়ানের প্রশ্ন শুনে একটুও ঘাবড়ালেন না।অনেক হয়েছে আর লুকাবে না কারো কাছে কিছু।সব সত্যি বলে দিবে।হোক সে আরাবীর জন্মদাতা না।তাই বলে কি সে আরাবী তার মেয়ে নাহ?আরাবী তার মেয়ে। কিন্তু আজ এই অ’মানুষ দুটোকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে হলেও সবাইকে এই সত্যি বলতে হবে আজ তাকে।জিহাদ সাহেব বড় করে শ্বাস নিলেন।তারপর কাঁপা গলায় বলে উঠেন,

-‘ আরাবী আমার আসল মেয়ে নাহ।দত্তক নিয়েছি আমি ওকে।ও আমার পালক মেয়ে।’ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।ছোটো হওয়ার জন্যে দুঃখিত।কিন্তু ঠান্ডার কারনে লিখতে পারি না এর থেকে বেশি।-‘ আরাবী আমার আসল মেয়ে নাহ। দত্তক নিয়েছি আমি ওকে।ও আমার পালক মেয়ে।’

জিহাদ সাহেবের এই মুখে এই কথা শুনে যেন সবাই আকাশ থেকে পরলো। বিষ্মিত দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে।কিন্তু সবার মাঝে জায়ানের কোন রূপ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা

গেলো না।জায়ান পুরো নির্বিকার। ও শান্ত গলায় বলে,

-‘ সবটা জানতে চাই আমি বাবা।আমাকে সবটা বলুন।’জিহাদ সাহেব বেশ অবাক হলেন।কি আশ্চর্য ব্যাপার।এমন একটা ভয়ানক সত্যি কথা তিনি বলে দিলেন।অথচ জায়ান তা শুনেও শান্ত হয়ে আছে।ঠিক কিভাবে? তবে তিনি আর মাথা ঘামালেন নাহ।দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলা শুরু করলেন,-‘ অফিস ছুটির পর বাসায় ফিরছিলাম।হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে ময়লার স্তুপে পাশে কাউকে বাচ্চা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়েছিলাম।তার থেকে বেশি অবাক

হয়েছিলাম যখন দেখলাম লোকটা বাচ্চাটাকে সেখানের ময়লার মাঝে রেখে চলে যাচ্ছিলো। আমি দ্রুত মোটর সাইকেল টান দিয়ে লোকটার কাছে যাই।গিয়েই জিজ্ঞেস করি কেন এমন করলেন তিনি।কেন এই নবজাতক বাচ্চাটাকে এভাবে ফেলে রেখে গিয়েছেন।লোকটা বলে তিনি কিছুই জানেন নাহ।তাকে শুধু টাকা দেওয়া হয়েছে এই কাজের জন্য ব্যস।আমি আর কিছু বললাম না লোকটাকে।সেখান থেকে ফিরে এসে বাচ্চাটার কাছে এসে দাড়ালাম।বাচ্চাটাকে দ্রুত কোলে তুলে নিলাম।কি নিস্পাপ তার চাহনী।কি নিস্পাপ মুখশ্রী।এমন মায়াবী পুতুল

বাচ্চাকে কেউ কি করে এভাবে ফেলে আসার কথা বলতে পারে। সেদিন তীব্র শীত ছিলো। বাচ্চাটার গায়ে পাতলা একটা কাথা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।অথচ বাচ্চাটা কি সুন্দর তার ফোঁকলা দাঁতে আমাকে দেখে হাসছিলো। ওর নরম ছোটো ছোটো হাত দুটো দিয়ে আবার হাতের আঙুল মুঠোয় পুরে নিয়েছিলো। মায়াময়ী ডাগর ডাগর চোখ দিয়ে আমাকে দেখছিলো।আমার অন্তর নারা দিয়ে উঠলো। অনেক আগে থেকেই মেয়ে সন্তানের অনেক শখ আমার।কিন্তু ফাহিম হবার পর কিছুতেই লিপি কনসিভ করছিলো না।তাই বাচ্চাটাকে দেখে তৎক্ষনাত সিদ্ধান্ত নিলাম।আজ থেকে

ও আমার মেয়ের পরিচয়ে বড় হবে।আমি হবো ওর বাবা।আর ওই বাচ্চাটাই আমার মেয়ে আমার আরাবী।সেদিন রাতে আরাবীকে বাসায় নিয়ে আসলাম ।লিপি দেখে সেদিন কিছুই বলল না।ওকে সবটা বলার পর ও নিজেও আরাবীকে আদর স্নেহ করতো।ফাহিম তো বোনকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে এমন অবস্থা হয়েছিলো ওর।আমি আইনতভাবে আরাবীকে নিজেদের সন্তান হিসেবে দত্তক নিলাম।সবটা ভালোই চলছিলো।বিপত্ত ঘটলো ফিহা জন্ম হওয়ার পর থেকে।কিভাবে যেন লিপির মনে হিংসা সৃষ্টি হতে লাগলো।ফিহা হবার পর থেকে যেন

আরাবী ওর দুচোখের বি'ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনদিন ভালোভাবে দুটো কথা বলতো না আমার মেয়েটার সাথে।মেয়েটা আমার মায়ের ভালোবাসার জন্যে কাঙালের মতো করতো। আমি সব বুঝতাম কিন্তু কি করবো বলো?ভয় হতো পাছে না আবার লিপি রেগে গিয়ে আরাবীকে সব সত্যি বলে দেয়। কিন্তু দেখো আমি যেই ভয়ে এতোদিন চুপ ছিলাম। এতো কিছু মেয়েটাকে সহ্য করতে দিলাম।আজ তাই হলো।আমার মেয়েটা সব জেনে গিয়েছে আজ।এই কারনেই তো এতোটা মানষিক কষ্ট পেয়েছে।আজ আমার এই গাফিলতির কারনেই আমার মেয়েটার এই অবস্থা।আমি

ব্যর্থ আজ বাবা হিসেবে।’হু হু করে কেঁদে দিলেন জিহাদ সাহেব।মেয়ের জন্যে তার কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে।জিহাদ সাহেব চোখ মুছে জায়ানের কাছে গেলো।তারপর জায়ানের হাত দুটো ধরে কাতর গলায় বলে,-‘ আমি ওর জন্মদাতা না ঠিকই। কিন্তু ও আমার মেয়ে। আমি ওর বাবা। বিশ্বাস করো বাবা।আরাবীকে আমি কতোটা ভালোবাসি তা বলে বুঝাতো পারবো না।মেয়েটা আমার কলিজার টুকরো। যতো যাই হয়ে যাক না কেন।দুনিয়া একদিনে আর আমার মেয়ে একদিকে। আমার মেয়েকে কোনকিছুই আমার থেকে আলাদা করতে পারবে না।সে যতোই যা হয়ে যাক।কিন্তু বাবা

তুমি আরাবীর এসব সত্যি জানার পর আরাবীকে অবহেলা করো না বাবা।তাহলে আমার মেয়েটা পুরোপুরি মরে যাবে বাবা। ওকে অবহেলা করো না।’জায়ান ওর লাল হয়ে আসা চোখজোড়া বন্ধ করে নিলো।ওর নিজেরই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে সবটা জানার পর। না জানি আরাবীর কেমন লেগেছে। জায়ান চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,-‘ জায়ান সাখাওয়াত সেদিন আপনার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার সময়েই বলেছিলাম আপনার মেয়েকে আমি কোনদিন কষ্ট দিবো না।সবসময় আগলে রাখবো।আর আজও আমি জায়ান সাখাওয়াত আবারও আপনার

কাছে ওয়াদা করলাম আপনার মেয়েকে আমি কোনদিন কষ্ট দিবো না।নিজের শেষ নিশ্বাস অব্দি ওকে আগলে রাখবো। যতো ঝড়ঝাপ্টা আসুক জায়ান সাখাওয়াত তার স্ত্রীর পাশে সর্বদা ঢাল হয়ে দাঁড়াবে।’জিহাদ সাহেবের বুকে যেন পানি আসে।অবশেষে তিনি পেরেছেন তার মেয়ের জন্যে উত্তম জীবনসঙ্গী এনে দিতে। নিহান সাহেব এগিয়ে এসে জিহাদ সাহেবের কাধে হাত রেখে বলেন,

-‘ আরাবী শুধু আপনার মেয়ে না ভাই।আরাবী আমারও মেয়ে।আপনি চিন্তা করবেন না। আরাবীকে আমার পরিবার নিজেদের সবটা দিয়ে ভালোবাসবে।’

সাথি বেগম বলেন,-‘ আরাবী মায়ের ভালোবাসা আগে পায়নি তো কি হয়েছে?এখন তো পায়? আমি ওর মা।ও আমার মেয়ে ভাই।’

মিলি বেগম বলেন,

-‘ আমিও তো আরাবীর মা।’

মিহান সাহেব বলেন,

-‘ আরেহ আমিও তো আরাবীর আরেকটা বাবা।’

ইফতি বলে,-‘ আমি ভাবির ভাই আছি না।’

-‘ আমিও তো ভাবির বোন।’ এগিয়ে এসে বলে নূর।

জিহাদ সাহেব আর ফাহিম খুশিতে বাকহারা হয়ে যান। আরাবীর কঁপালে যে আল্লাহ্ এতো ভালো একটা পরিবার লিখে রেখেছেন কোনদিন ভাবতেও পারেননি তিনি।সত্যি আল্লাহ্ মহান।তিনি সব পারেন।ফাহিম চোখের কোণের জলটুকু মুছে নিয়ে ম্লান গলায় বলে,-‘ বোনটার আমার ভাগ্য অনেক ভালো।তাই তো সে আপনাদের মতো পরিবার পেয়েছে।যারা ওকে এতোটা ভালোবাসে।’

নূর ভরশা দিয়ে বলল,

-‘ ভাবিকে আমরা সবাই অনেক অনেক ভালোবাসা দিবো। যাতে ভাবির একটুও মন খারাপ না হয় কোনদিন।’

ফাহিম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে,
-‘ ধন্যবাদ।’জিহাদ সাহেব লিপি বেগমের দিকে তাকালেন। যে আপাততো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।জিহাদ সাহেব তাচ্ছিল্য হেসে বলে,
-‘ যাকে তুমি এতোটা অবহেলা আর তুচ্ছ করেছ।দেখো সেই আজ এই গোটা পরিবারের কাছে তাদের চোখের মনি। আফফোস লিপি তুমি বুঝলে না।তুমি আরাবীকে সামান্য ভালোবাসাটুক কোনদিন দেও নি।অথচ মেয়েটা আমার তোমাকে সবটা দিয়ে ভালোবেসেছে।মনে পরে লিপি একবার তোমার জ্বর হয়েছিলো।আমি বাসায় ছিলাম না

সেদিন।ফাহিম গিয়েছিলো ট্যুরে।মেয়েটা আমার সারারাত জেগে তোমার সেবা করল। একফোটা বিশ্রাম নেয়নি।বারবার আমায় ফোন দিয়ে বলেছে বাবা আম্মুর কিছু হবে না তো?আম্মু ঠিক হয়ে যাবে তো।অথচ তোমার নিজের উদর থেকে জন্ম নেওয়া মেয়ে। তোমাকে এতোটা অসুস্থ দেখেও পরে পরে ঘুমোচ্ছিলো।ভিডিও কলে ছিলাম সেদিন। সবটা দেখেছি তো আমি।তোমার একটুখানি হাত কেটে গেলে তোমার আগে আরাবীর চোখের পানি ঝরে।আর আজ নাকি তুমি তার সাথে এমন ব্যবহার করলে লিপি।তোমার একটুখানিও কি বিবেকবোধ নেই? ঠিক কি

দিয়ে তৈরি তুমি লিপি?’লিপি বেগমের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে।তার বিবেক তাকে জাগিয়ে তুলেছে।সত্যিই তো ছোটো থেকে মেয়েটাকে সব সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করে এসেছে সে।অথচ আরাবী সর্বদা নিস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে।আজ তার সাথেই এমন জঘ’ন্য ব্যবহার করলেন তিনি। অপরাধবোধে বুক ভাড় হয়ে আসল তার। তার মন শুধু এটুকুই ভাবলো ঠিক কিভাবে তিনি মুখ দেখাবেন আরাবীকে?ঠিক কি কিভাবে? তিনি মুখোমুখি হবেন আরাবীর? বড্ড অন্যায় করে ফেলেছেন মেয়েটার সাথে। ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে

জানাবেন।প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে। সেই সাথে মাথা ব্যাথা।তাই কি লিখেছি নিজেও জানি না।অশান্ত মনে বসে জায়ান।নিজেকে সামলানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে ও। কিন্তু সময়ের কাটা যতো আগোচ্ছে জায়ানের ধৈর্য্যের বাধ যেন ভেঙে যাচ্ছে।চোখজোড়া ক্রমশ লাল হয়ে আসছে ওর।মূলত কাঁদতে না পারার জন্য।করুণ চোখে বার বার আরাবীকে রাখা কেভিনের দিকে তাকাচ্ছে। মেয়েটার জ্ঞান ফিরছে না কেন?কেন এতোটা সময় নিচ্ছে মেয়েটা?কেন জায়ানের এতো হৃদয়ের দহন জ্বালা বাড়াচ্ছে।বুকটা বড্ড শূন্য শূন্য লাগছে জায়ানের।কখন মেয়েটা চোখ

খুলবে।কখন সে একটু মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে নিবে সেই আশায় কাতর হয়ে বসে। পুরো কাল রাত থেকে নির্ঘুম বসে আছে জায়ান।একফোটাও নড়েনি এখান থেকে। ফাহিম জায়ানের এমন অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে জায়ানের পাশে বসল।অত্যন্ত ধীরে বলে,-‘ এভাবে করলে চলবে? সামলান নিজেকে ভাইয়া।আরাবী যদি জেগে আপনাকে এই অবস্থায় দেখে ঠিক কতোটা কষ্ট পাবে আমার বোনটা আপনি জানেন?’

জায়ান সেইভাবেই বসে থেকে ঠান্ডা গলায় বলে,-‘ আমার এই অবস্থার জন্যে তো ও নিজেই দায়ি ফাহিম।ও তো জানে যে ওর

গায়ে একফোটা আচঁড় লাগলে আমি সহ্য করতে পারি নাহ।সেই আমি কিভাবে ওর এমন অবস্থা মেনে নিবো? আমি তো মরে যাইনি ফাহিম?অন্ততপক্ষে আমার জন্যে হলেও তো ওকে ঠিক থাকতে হবে।ওকে সুস্থ্য থাকতে হবে।কিন্তু ও কি করলো?সামান্য একটা বিষয়ে ডিপ্রেশড হয়ে এমন একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেললো।'

ফাহিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,-' আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।আপনি চিন্তা করবেন না ভাইয়া।আরাবী ঠিক হয়ে যাবে। ভালোই হয়েছে আরাবী সব জেনে গিয়েছে। কতোদিন আর ওর কাছে সব লুকিয়ে

রাখতাম আমরা? আমার মায়ের এসব ব্যবহার আর কতোদিন সহ্য করবে ও?তার থেকে ভালো হয়েছে সব জেনে গিয়েছে।এখন থেকে আর কাঙালের মতো আশায় থাকবে মা মায়ের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য।'ফাহিম উঠে চলে গেলো।হাসপাতালে এখন শুধু জায়ান,ফাহিম,নূর,ইফতি আর আলিফা আছে। বড়দের সবাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।বয়স্ক মানুষ তারা।রাত জেগে থাকলে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।তাই তাদের জোড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা।জায়ান উদগ্রীব হয়ে বসে আছে।ডাক্তার সেই কখন আরাবীর কেভিনে গিয়েছে।এখনও বের হচ্ছে না কেন?

আর কতোক্ষন সে এইভাবে বসে থাকবে? কাল থেকে আরাবীকে একটু চোখের দেখা দেখতে পায়নি জায়ান।ওর বুকের ভীতরটা যেন মরুভূমির ন্যায় হয়ে গিয়েছে।আরাবীকে একটু দেখতে পেলেই যেন এক পশলা শীতল বৃষ্টির আবির্ভাব হবে।সেই আশায় বসে ও। ওর অপেক্ষার অবষান ঘটলো।আরাবীর কেভিন থেকে বের হয়ে আসল ডাক্তার। জায়ান দ্রুত পায়ে ডাক্তারের কাছে গেলো। অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল,-‘ আমার ওয়াইফ কেমন আছে ডক্টর?’

ডাক্তার চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলেন,

-‘ জ্ঞান ফিরেছে উনার।ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। তিনি ঘুমাচ্ছেন।তিনি এখন ঠিক আছেন।তবে পুরোপুরি সুস্থ্য হতে তার সময় লাগবে।তবে হ্যা তাকে যথা সম্ভব স্ট্রেস ফ্রী রাখতে হবে।নাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আরো ভয়ানক কিছু হতে পারে।অতিরিক্ত মানষিক চাপে বার বার অজ্ঞান হয়ে যায় মানুষ।আর এর কারনেই মারা’ত্মক ক্ষতি হয়ে যায় শরীরের।তাই প্লিজ উনার খেয়াল রাখবেন।’জায়ান চোখ বুজে শ্বাস ফেললো। ডাক্তারের এক একটা কথা যেন কাটার মতো বিধ’ছে জায়ানের বুকে।জায়ান ধীর আওয়াজে বলে,

-‘ আমি কি ভীতরে যেতে পারি ডক্টর?’
-‘ হ্যা অবশ্যই।’জায়ান অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে কেভিনে প্রবেশ করলো।কেভিনে প্রবেশ করেই জায়ানের চোখ দুটো শীতল হয়ে আসলো।কি অবস্থা হয়েছে মেয়েটার। কালই তো কতোটা হাসিখুশি দেখছিলো জায়ান।আর আজ নাকি আরাবীকে এই অবস্থায় দেখবে কখনও ভাবেনি ও।জায়ান ধীর পায়ে আরাবীর বেডের পাশে টুলের উপর বসলো।আরাবীর নিস্তেজ হাতদুটো নিজের হাতের ভাজে নিয়ে চুমু খেলো।মায়া ভরা চোখে তাকালো আরাবীর দিকে।আরাবীর মাথায় ব্যান্ডেজ করা।হাতে পায়ে প্লাস্টার

করা।মুখটা শুকিয়ে একটুখানি হয়ে আছে। জায়ানের বুকে যেন কেউ ছু'রি চালিয়ে দিচ্ছে এমন মনে হচ্ছে ওর।জায়ান উঠে গিয়ে আরাবীর কপালে চুমু দিলো।তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে,

-' তাড়াতাড়ি সুস্থ্য হয়ে যাও জান।তোমাকে এইভাবে দেখতে একদম ভালো লাগছে না। একদমই নাহ।'পিটপিট করে চোখজোড়া খুলে তাকালো আরাবী।ঝাপ্সা চোখজোড়া স্পষ্ট হতেই চারিদিকে চোখ বুলায়।সব দেখে যা বুঝলো সে এখন হাসপাতালে আছে। নড়াচড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আরাবী টের পেলো ওর সারাশরীরে অসহনীয় ব্যাথা।

এরপরেই আস্তে আস্তে গতকালকের সবকিছু মনে পরে গেলো।যাক আল্লাহ্ তায়ালা ওকে জীবিত ফিরিয়ে দিয়েছেন।লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করল আরাবী।এক হাতে প্লাস্টার করা।অন্যহাত নাড়াতে গিয়ে অনুভব করলো তার হাতটা কারো শক্ত বাধনে আবদ্ধ।ব্যাথা পেলেও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় আরাবী।

তাকাতেই জায়ানকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায় আরাবী।লোকটা ঘুমিয়ে আছে।কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে লোকটাকে। একটাদিন দেখেনি জায়ানকে ও।এতেই যেন মনে হচ্ছে কতোদিন ধরে দেখে না ও লোকটাকে।ঘুমন্ত অবস্থায় লোকটাকে যেন আরো সুন্দর লাগে।

আরাবীর অনেক ইচ্ছে করলো জায়ানের মুখটা একটুখানি ছুঁয়ে দেখার।যা ভাবা সেই কাজ।জায়ানের হাতের ভাঁজে থাকা হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করলো।কিন্তু জায়ান এতো জোরে ধরেছে যে আরাবীর অনেক জোড় লাগাতে হলো।ওর এমন টানাটানিতে জায়ানের ঘুম ভেঙে গেলো।ঘুম ভাঙতেই আরাবীকে জাগ্রত অবস্থায় পুরো ঘুম যেন ছুটে গেলো জায়ানের।জায়ান অস্থির গলায় বলে,-' আরাবী?তুমি ঠিক আছো?এখন কেমন লাগছে তোমার?কোথায় ব্যাথা হচ্ছে আমায় বলো?ডক্টরকে ডাকবো আমি?পানি খাবে? ক্ষিদে পেয়েছে?'

জায়ানের এমন অস্থির আচরণ আর একের পর এক প্রশ্নে আরাবী কি বলবে ভেবে পেলো না। ও নিষ্পলকভাবে জায়ানের দিকে তাকিয়ে।লোকটার অবস্থা পুরাই বাজে। একদিনেই কি হাল করেছে নিজের। এলোমেলো চুল,চোখজোড়া লাল হয়ে আছে,ঠোঁটজোড়া বড্ড শুষ্ক দেখাচ্ছে।পরিহিত জামা কাপড়ের অবস্থাও বাঁজে।গোছানো ধাঁচের মানুষটাকে এমন অগোছালোভাবে দেখে আরাবীর বুকের হাহাকার আরও বেড়ে গেলো।এইযে লোকটা তাকে এতো ভালোবাসে।যখন জানতে পারবে আরাবী অনাত।তার কোন পরিচয় নেই। কে ও? কে

ওর বাবা মা কোন কিছুর ঠিক নেই।তখন কি করবে লোকটা? দূরে ছুরে ফেলে দিবে নাকি এইভাবেই ওকে ভালোবাসবে?জানে না আরাবী। কিচ্ছু জানে না। কি করবে ও? কিভাবে জায়ানকে এই সত্যিটা বলবে? এইগুলা ভাবতেই আরাবী কেঁদে দিলো। এদিকে হঠাৎ করে আরাবীকে কাঁদতে দেখে ভড়কে যায় জায়ান।আরাবীর কাছে এসে বলে,

-‘ কি হয়েছে কাঁদছো কেন?কোথায় কষ্ট হচ্ছে আমায় বলো?’আরাবী কাঁদতে কাঁদতে বলে,

-‘ ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।ভীষণ কষ্ট।জানেন কেন?কারন আমি আমার বাবার আসল সন্তান

নই।তিনি কুরিয়ে পেয়েছেন আমায়।আমার নিজের কোন পরিচয় নেই।না আছে বাবা মায়ের পরিচয়।আমি কি কারো জায়েজ সন্তান না না-জায়েজ তাও জানি না।কে আমি?কি আমার পরিচয়।আমি কিছু জানি নাহ।আমার বাবা আমার আসল বাবা না।আমার মা আমার আসল মা নাহ। আমার ভাই আমার বোন। কেউ আমার নাহ।শুনছেন আপনি?’একনাগাড়ে বলে থামলো আরাবী। তারপর ক্রমশ অস্থির হয়ে বলতে শুরু করে,

-‘ আপনি এখন আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন?ছেরে দিবেন আমায়? আমায় কি আর আগের মতো ভালোবাসবেন নাহ? বলুন নাহ?

আপনি এমন করবেন না প্লিজ।আমি তাহলে বাঁচতে পারবো না।মরে যাবো আমি।আম আমায়....!’

-‘ হুসসসসস! অনেক হয়েছে।আর নাহ।চুপ করো।’আরাবীর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে দিয়ে ওকে থামিয়ে দিলো জায়ান।তারপর হালকা আবেশে ছুঁয়ে দিলো আরাবীর ঠোঁট। আরাবী চোখ বন্ধ করে নিলো।ওর চোখের কোণ ঘেঁষে জল গড়িয়ে পরল।জায়ান তার গম্ভীর গভীর পুরুষালি গলায় বলে,

-‘ তুমি যেই হও।যেমনই হও না কেন?আমি শুধু এটুকুই জানি তুমি আমার কাঠগোলাপ। স্নিগ্ধ শুভ্র এক কাঠগোলাপ। যাকে ভালোবাসি

আমি।আর আজীবন ভালোবেসে যাবো।আমার এই ভালোবাসা কোনদিন কমবে না।এক বিন্দুও কমবে না।বরং দিন দিন আরো তীব্র হবে।তুমি জানো তুমি আমার কে?’আরাবী অশ্রুসিক্ত চোখে জায়ানের দিকে তাকিয়ে ছিলো।সেইভাবেই না বোধক মাথা নাড়ালো। জায়ান হালকা হেসে আরাবীর কপালে চুমু দিলো।তারপর অত্যন্ত প্রেমময়ী কণ্ঠে বলে উঠে,

-‘ আমার হৃদয়ের বাগানে ভালোবাসার বৃষ্টিতে সিক্ত হওয়া এক শুভ্র কাঠগোলাপ তুমি।যার নাম দিয়েছি আমি আমার #হৃদয়াসিক্ত_কাঠগোলাপ।’ভুলত্রুটি ক্ষমা

করবেন। কেমন হয়েছে জানাবেন।ঠান্ডা লেগেছে পুরো বাজেভাবে।ঠান্ডায় শুধু চোখ দিয়ে পানি পরছে। তাই চেয়েও বড় করে দিতে পারছি নাহ।ঘুমন্ত আরাবীর মুখপানে তাকিয়ে জায়ান।আরাবীর মলিন মুখশ্রীটা ক্রমশ জায়ানের হৃদয়টা ক্ষ'তবিক্ষ'ত হচ্ছে। আরাবীর সমগ্র মুখশ্রী জুড়ে যেন মায়ার ছড়াছড়ি।কেউ কি করে পারে এমন মায়াবী মুখশ্রীর অধিকারি মেয়েটাকে কষ্ট দিতে। আর যাই হোক জায়ান আর কখনও কাউকে আরাবীকে কষ্ট পেতে দিবে নাহ।জায়ান আগে যা ভালোবাসতো।তার থেকেও দ্বিগুন ভালোবাসা দিবে আরাবীকে।আরাবীকে

কোনদিন ভালোবাসার কমতি অনুভব করতে দিবে না ও। জায়ান ঝুঁকে আসে আরাবীর কাছে।তারপর গলার কন্ঠ খাঁদে নামিয়ে বলে,-‘ আমার রানি।তোমায় আমি ঠিক কতোটা ভালোবাসি তা হয়তো বলে বুঝাতে পারবো না আমি।কিন্তু তোমাকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করাবো আমার এই তীব্র ভালোবাসা। তুমি আমার অতি যত্নের এক কাঠগোলাপ ফুল।যেই ফুলকে অতি যত্নে আমি আমার হৃদয়ের কুঠিরে আজীবন আগলে রাখবো। কথা দিলাম।’জায়ান সমস্ত ভালোবাসাটুক উজাড় করে উষ্ণ স্পর্শ দিলো আরাবীর কপালে।ঘুমের ঘোরেই কেঁপে উঠলো আরাবী।

নড়েচড়ে উঠলো ও।ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে ওর। আস্তে আস্তে চোখ মেলেই নিজের ভালোবাসার মানুষটার সুদর্শন মুখশ্রী নজরে আসতেই হাসে আরাবী।লোকটা এতো সুন্দর কেন? এইযে আরাবী একবার তাকালে আর দৃষ্টি সরাতে পারে না।নজর যেন আটকে যায় লোকটার সেই কালো চোখের গভীরে।যেই চোখে আরাবী দেখতে পায় তার জন্যে অসীম ভালোবাসা।কেউ কাউকে কিভাবে এতোটা ভালোবাসতে পারে ভাবে আরাবী।তার মাঝে কি এমন আছে?জায়ান যেই পরিমান সুদর্শন। তার কাছে আরাবী মনে করে ও কিছুই নাহ। তার উপর আবার ওর নেই কোন নিজ

পরিচয়।নেই বাবা মায়ের ঠিকানা।ও এতিম এটা জানার পরেও লোকটার চোখে নিজের জন্যে একফোটোও তুচ্ছতাচ্ছিল্য দেখেনি।বরং যেন আরো আবিষ্কার করতে পেরেছে তার প্রতি লোকটার সমুদ্র সমান ভালোবাসা।যেই ভালোবাসার নেই কোন কূল কিনারা যেই কোন পরিমাণ।আরাবীকে এইভাবে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জায়ান ধীরে স্বরে বলে উঠে,-‘ কি দেখছো এইভাবে?’

আরাবী চোখের পলক ঝাপ্টায় পরপর কয়েকবার।অতঃপর বলে,

-‘ দেখি আপনায়।’

-‘ সেটাই তো কি দেখো?’

-‘ আপনি যখন আমায় দেখেন আমি কি জিজ্ঞেস করি আপনি আমায় এতো কি দেখেন?’

জায়ান হেসে ফেলে আরাবীর কথায়।তারপর হাসি থেমে আসতেই বলে,-‘ তোমার দিকে আমি কেন এতো তাকিয়ে থাকি আমি নিজেও জানি না।তোমার দিকে তাকালে আমার চোখ ফিরাতে ইচ্ছে করে না।মনে হয় চেয়েই থাকি তোমার দিকে।পলক ফেললেও যেন মনে হয় এই তো এক সেকেন্ড নষ্ট হয়ে গেলো তোমাকে দেখতে না পেরে।’লজ্জা পায় আরাবী ভীষণভাবে।লোকটার এইসব কথা শুনলে আরাবীর এতো লজ্জা লাগে যে ও

জায়ানের দিকে তাকাতেই পারে না। লজ্জায় গালদুটোতে লালাভ আভা ছড়িয়ে পরলো। শ্যামলা মুখশ্রীতে লজ্জামিশ্রিত আভায় আরাবীকে কি যে সুন্দর লাগছে জায়ানের চোখে।জায়ান নেশালো কণ্ঠে বলল,-‘ লজ্জা পেলে আরো ভয়ং’কর সুন্দর লাগে।তখন কিছু ভুল টুল করতে ইচ্ছে করে ভীষণভাবে। কিন্তু তুমি এখন অসুস্থ।তাই বলছি এইভাবে লজ্জা পেয়ে আমার মনের জ্বালা বাড়িও না। মনটাকে এইভাবে বেষামাল করো না।’ আরাবী ঠোঁট কামড়ে লজ্জামিশ্রিত মুঁচকি হাসে।জায়ান মুগ্ধ হয়ে দেখে সেই হাসি।তার কাছে পৃথিবীতে এক অমূল্য রত্ন হলো

আরাবীর ঠোঁটের এই হাসিটুক।রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলিফা।সে এখন যাবে হাসপাতালে। আরাবীকে দেখতে যাবে।মেয়েটাকে যেইযে গতকাল দেখেছিলো।আর যাওয়াও হয়নি,কথাও হয়নি।এখন গিয়ে আরাবীর সাথে একটু সময় কাটিয়ে আসবে।তাই বের হয়েছে আলিফা।কিন্তু বলে না সময় খারাপ হলে যা হয় আরকি।এইযে কতোক্ষন হয়ে গেলো সে এখানে দাঁড়িয়ে। অথচ একট রিকশা অথবা সিএনজি কিছুই পাচ্ছে না।মেজাজ প্রচন্ড রকম খারাপ হয়ে আছে আলিফার।শেষে না পেরে আলিফা সিদ্ধান্ত নিলো মেইনরোড পর্যন্ত হেটেই যাবে ও।সেখানে গেলেই কিছু

একটা পেয়ে যাবে।আলিফা বিরক্তিকর মুড নিয়ে হাটা ধরলো।কিন্তু বেশি দূ্র যাওয়া হলো না মেয়েটার।তার আগেই বাইক নিয়ে এসে আলিফার সামনে ব্রেক কষে ইফতি।ভয় পেয়ে দুকদম পিছিয়ে যায় আলিফা।দ্রুত বুকে হাত দিয়ে জোড়েজোড়ে শ্বাস নিতে থাকে মেয়েটা।ঘটনা পুরোটা ঠাওর করতেই প্রচন্ড রেগে যায় আলিফা।এদিকে আলিফার এমন অবস্থা দেখে যেন মজা পেয়েছে ইফতি। ও আলিফার দিকে তাকিয়ে হাসছে।আলিফা রেগে তেড়েমেড়ে যাহ ইফতির দিকে।রাগি আওয়াজে বলে,-‘ আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?হ্যা?এইভাবে কেউ বাইক চালায়?আর

একটু হলেই তো আমাকে মেরে ফেলতেন। অস’ভ্য লোক।কি পেয়েছেন কি আপনি?’

ইফতি ঠোঁট কামড়ে হেসে বলে,

-‘ পেয়েছেই তো।আলুর মতো গোলগাল নাদুস-নুদুস আমার আলিফাকে পেয়েছি।’আলিফা হা হয়ে গেলো ইফতির কথায়।লোকটা কি তাকে আলুর সাথে তুলনা করলো? মানছে সে একটু খাটো।তাই বলে আলু বলবে লোকটা?আলিফার মুখ রাগে লাল হয়ে গেলো।ঝাঝালো গলায় বলে উঠে,

-‘ এই এই এই আপনি আমায় আলু বললেন কেন?আমায় কোনদিক থেকে আলুর মতো দেখা যায়?আপনি একটা চরম খারাপ

লোক।’-‘ যেমনই হই না কেন।আমি তো তোমারই ডার্লিং।’

-‘ ডার্লিং মাই ফুট।’

-‘ বাট ইউ আর মাই হার্ট।’

-‘ ঘোড়ার ডিম।’

-‘ কি?তুমি খেয়ে এসেছো?’

-‘ উফফফফ!অসহ্য।’-‘ এই অসহ্যকেই সহ্য করতে হবে ডার্লিং।’

-‘ এই একদম এইসব আজেবাজে নামে ডাকবেন না আমায়।’

-‘বাট আই লাভ টু কল ইউ বাই দিছ নেইম।’আলিফা বুঝলো এই লোকটার সাথে কথা বলে লাভ নেই। এই মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে

এই পাগলের সাথে কথা বলাই মানে ঝগরা করা।সে নাকি আবার ওকে ভালোবাসে।আরে গাধার বাচ্চা ভালোবাসলে যে ভালোবাসার দুটো কথা বলতে হয় সেটাও কি ওকে শিখিয়ে দিতে হবে?মনে মনে ইফতিকে ব'কে টকে ওর গুষ্টি উদ্ধার করে দিলো আলিফা। তারপর হনহন করে সামনে দিকে হাটা ধরলো।আলিফাকে চলে যেতে দেখে জিভ কাটলো ইফতি।তার গোলআলুটাকে বোধহয় আজ একটু বেশিই জ্বালিয়ে ফেলেছে ও। ইফতি দৌড়ে যায় আলিফার কাছে।তারপর আলিফার হাত ধরে থামিয়ে দেয়।বাধা পাওয়ায় বিরক্ত হয়ে তাকায় আলিফা।নাক

মুখ কুচকে পিছনে তাকিয়ে বলে,-‘ উফ,কি শুরু করলেন বলুন তো?আমার লেইট হচ্ছে। হাসপাতালে যাবো আমি।’

ইফতি এইবার শান্ত স্বরে বলে,

-‘ আমিও সেখানেই যাবো।আমার বাইকে উঠ চলো।একসাথে যাবো।’

-‘ আমি যাবো না আপনার সাথে।’

-‘ আলিফা দেখো অনেক হয়েছে। আর সিনক্রিয়েট করো নাহ।তোমারও লেইট হবে আমারও।তুমি এখানে গাড়ি পাবে না একটাও।তাই ভালোভাবে বলছি চলো।’আলিফা ইফতির যুক্তি খুজে পেলো।ও এমনিতেও যেতো ইফতির সাথে।আর যাই

হোক ভালোবাসার মানুষটার সাথে সময় কাটাতে কেইবা না চায়।আর এখন তো কোন বাধা বিপত্তিও নেই।ফিহার সাথে যে ইফতির বিয়ে হবে না তা তো গতকাল ও জেনেছেই। এটা তো একটু বাজিয়ে দেখছিলো ইফতিকে। আলিফা টু শব্দ না করে সোজা গিয়ে উঠে বসল ইফতির বাইকে।ইফতি মুঁচকি হেসে গিয়ে বাইকে উঠে বসে। বাইক স্টার্ট দিয়ে বলে,-‘ আমাকে ধরো বোসো।নাহলে পরে গিয়ে তো আলুরভর্তা হয়ে যাবে।’

-‘ আবারও আপনি আমায় আলু বলছেন।’

এটা বলেই আলিফা ইফতির বাহুতে ঘু’শি মেরে বসে।ইফতি শরীর দুলিয়ে হেসে দেয়।

ইফতিকে হাসতে দেখে আলিফাও হাসে। তারপর পিছন থেকে নিবীড়ভাবে জড়িয়ে ধরে ইফতিকে।ইফতিকে মুঁচকি হেসে বাইক টান দেয়।আলিফা মাথা এলিয়ে দেয় ইফতির পিঠে। আর কোন ধরাবাধা নেই।আর কোন ভয় নেই।এইবার মন খুলে দুজন দুজনাকে ভালোবাসবে।ভালোবাসার রঙে রেঙে উঠবে দুজন।মানুষ মাত্রই ভুল।পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ পাবেন না যে ভুল করেননি। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে মানুষ ভুল করে। সে ভুল অন্যের অনুভূতিতে আঘাত করে বা অন্যের প্রতি অবিচার করে। অন্যায় বা ভুলের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় পাপবোধ বা

অনুশোচনা। পাপবোধ বা অনুশোচনায় সাড়া দিয়ে একজন মানুষ যখন নিজের ভুল, ক্ষ’তিকর, আক্র’মণাত্মক বি’দ্বেষাত্মক ও ধ্বং’সাত্মক আচরণকে সংশোধন করে তখন এই পাপবোধই আত্ম উন্নয়নের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।তাই নিজের প্রতি বা মানুষের প্রতি কোনো ভুল বা অন্যায় করলে অবশ্যই অনুশোচনা করা উচিত। অনুশোচনাই মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে।কোনো অপরাধ বা পাপ করে ফেললে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করুন। তওবা করুন। আপনার পাপ মোচনের জন্যে

করুণাময়ের সাহায্য চান। আপনি তো জানেন স্রষ্টা ক্ষমাশীল। ক্ষমা হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে বড় গুণ।আপনার যে কোনো পাপকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। তাই আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। তওবা আপনাকে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ ও সম্ভাবনাময় করে তুলবে।

হাসপাতালে এসে আরাবীর কেভিনের সামনে দাড়িয়ে লিপি বেগম।চেহারায় তার মলিনতার ছাপ।কাল রাত একফোটা ঘুমাননি তিনি।তার ভীতরে অপরাধবোধ যেন তীব্রভাবে জেগে উঠেছে।মেয়েটাকে ছোটো থেকে পেলে বড় করেছে ও তার নিজ দুইহাত দিয়ে।আর সেই

মেয়েকে কি করে এতোট কষ্ট দিয়ে ফেললেন উনি। কি করে পারলেন এমন করতে তিনি এমন করতে?অনুশোচনায় আজ দ'গ্ধ হয়ে ভীতরটা তার পু'ড়ে যাচ্ছে।কিভাবে ক্ষমা চাইবেন তিনি আরাবীর কাছে তাই ভাবছেন। তিনি যখন এসব ভাবতে ব্যস্ত।তখন আরাবীর কেভিন থেকে বের হয়ে আসে জায়ান।ভীতরে আলিফা,নূর আছে আরাবীর কাছে।তাই জায়ান একটু নিচে যাচ্ছিলো।এমন সময় লিপি বেগমকে দেখে জায়ান থমকে দাঁড়ায়। পরমুহূর্তেই রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে আসে জায়ানের।সেদিন কিছু বলতে না পারলেও আজ আবার তাকে দেখে কিছুতেই রাগ

নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ও।জায়ান শক্ত কণ্ঠে বলে,-‘ কি চাই?কেন এসেছেন এখানে?’

জায়ানের এমন কণ্ঠে কেঁপে উঠলেন লিপি বেগম।থেমে থেমে বলেন,

-‘ আ..আরাবী কেমন আছে বাবা?’

-‘ সেটা জেনে আপনি কি করবেন?’

লিপি বেগম কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলেন,

-‘ আমি তো ওর মা....’জায়ান লিপি বেগমকে থামিয়ে দিলো সাথে সাথে।রাগে হিসহিস করে বলে,

-‘ থামুন।আর একবার নিজেকে আমার আরাবীর মা বলবেন নাহ।আপনি যদি ওর

মা-ই হতেন। তাহলে আজ আমার আরাবীর এই অবস্থা হতো না।আমি সেদিন চুপ ছিলাম।কারন বাবা ছিলেন।আর তিনিই যা করার করেছেন।আর বডদের উপরে কথা বলা আমার বাবা মা আমায় শিক্ষা দেননি। কিন্তু আজ আর আমি চুপ করে থাকবো না। আপনি আমার আরাবীর ধারে কাছেও আসার চেষ্টা করেন।ভুলে যাবো আপনি বয়সে আমার বড়।তাই বলছি চলে যান এখান থেকে।’

লিপি বেগমের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছে।এমন সময় আসল ফাহিম আর ইফতি।ওরা কিছু খাবার আনতে গিয়েছিলো নিচে।ফাহিম ওর মাকে এখানে দেখে বেশ

অবাক হয়।পরক্ষণে ও নিজেও রেগে যায়। লিপি বেগমের কাছে গিয়ে রাগি গলায় বলে,-‘ কি চাই এখানে?কেন এসেছো তুমি?আর কতো কষ্ট দিতে চাও আমার বোনটাকে? এইবার ক্ষান্ত হও।আর নিচে নেমো না মা। নাহলে আমি ভুলে যাবো তুমি আমার মা।চলে যাও এখান থেকে।আরাবীর আশেপাশে তুমি আর তোমার মেয়েকে যেন আমি না দেখি। চলে যাও।’শেষের কথা বেশ ধমকের স্বরে বলল ফাহিম।লিপি বেগম কেঁপে উঠলেন। তারপর কোন কিছু না বলে হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে আসে।তার চোখের জল আজ বাধা মানছে।তার পাপের শাস্তি পাচ্ছেন তিনি।আজ

নিজের করা পাপের জন্যে সব খুইয়েছেন। স্বামি,সন্তান সব।আজ কেউ নেই তার পাশে। তিনি একা। বড্ড একা।এই একাকিত্বে অনুশোচনাবোধ যেন তাকে আরো গিলে গিলে খেয়ে নিচ্ছে। মানুষ ভুল করে।কিন্তু তিনি এতো বছর ধরে যা করে এসেছেন তা ছিলো আরাবীর প্রতি তার করা অন্যায়।এখন কি আর কোনদিন সে ক্ষমা পাবে না তার এই অন্যায়ের?ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।লাস্টে একটু জ্ঞান দিলাম। কেউ আবার বা'জে বলিয়েন নাহ।🥺-' আম্মু এসেছিলো?'

আজ সেরে নিয়ে কেভিনে প্রবেশ করতেই আরাবীর শান্ত কণ্ঠ শুনে থমকে যায় জায়ান। তারপর জোড়ে নিশ্বাস ফেলে বলে উঠে,-'হুম এসেছিলেন তিনি।'

-' ভাই আর আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন তাই নাহ?'

ভ্রু-কুচকে জায়ান বলে,

-' তো?তুমি কি চাইছিলে?'

-' কিছুই নাহ।শুধু এমনিতেই বললাম।'

জায়ান এইবার আলিফাকে বলে,

-' ওকে খাইয়েছো?'-' কোথায় খেলো ভাইয়া? অর্ধেকখানি স্যুপ খেয়ে বলে আর খাবে না।'

আলিফার মুখে সন্তোষজনক কথা না শুনতে পেয়েই রাগি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জায়ান আরাবীর দিকে।আরাবী মুখটা কাচুমাচু করে বলল,

-‘ এভাবে তাকাচ্ছেন কেন?’

-‘ এটা কি শুনছি আমি?’

-‘ এখন খেতে না পারলে আমি কি করব?’

-‘ না পারলেও খেতে তোমাকে হবেই।’

-‘ এটা কেমন কথা?’

-‘ এটা আমার কথা।’আরাবী মুখ ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকালো।এই ঘাড়ত্যাড়া লোকের সাথে তর্ক করে লাভ নেই।সে জানে এখন জোড় করে এক বাটি স্যুপ গেলাবে জায়ান।

তারপর এক ডজন মেডিসিন তো আছেই। এদিকে কেভিন থেকে নূর আর আলিফা বের হয়ে গেলো।জায়ান এইবার আরাবীর পাশে গিয়ে বসল।তারপর স্যুপের বাটিটা হাতে নিয়ে বলে,

-‘ দেখি মুখ এদিকে ঘোরাও।এইটা পুরো শেষ করতে হবে।’আরাবী কোন কিছু না বলে চুপচাপ জায়ানের হাতে স্যুপটুক খেয়ে নিলো। খাওয়া শেষে জায়ান যত্নসহকারে আরাবীর মুখ মুছিয়ে দিলো তারপর মেডিসিন ও খাইয়ে দিলো।আরাবী মুগ্ধ চোখে জায়ানকে দেখছে। লোকটার এই ছোটো ছোটো কেয়ারিংগুলো যে আরাবীর মনে ঠিক কতোটা প্রশান্তি দেয় তা

ও বলে বুঝাতে পারবে না।আরাবী মুগ্ধ গলায় বলে,
-‘ আপনি এতো ভালো কেন?’মেডিসিন গুলো গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিলো জায়ান।আরাবীর কথা শুনে মুঁচকি হাসে ও।তারপর আরাবীর দিকে ফিরে ওর দুগালে হাত রেখে কপালে চুমু খেলো।আরাবী চোখ বন্ধ করে তা অনুভব করলো।জায়ান সরে এসে মোলায়েম গলায় বলে,
-‘ তুমি মানুষটাই এমন যে তোমার সাথে আমি শক্ত হতে পারি না।তোমাকে রাগ দেখাবো কেন?তোমাকে দেখলেই আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়।মন চায় আদরে

আদরে তোমায় ভরিয়ে ফেলি।’লজ্জায় লাল হলো আরাবী।শ্বাস হয়ে আসল ভারি।আরাবীর কষ্ট হলেও ও এগিয়ে গিয়ে মাথা গুজল জায়ানের বুকে।একহাতে জায়ানের গায়ের শার্টটা খামছে ধরে বলে,

-‘ আমি তো আপনারই।’

-‘ আমি জানি তুমি আমার।আর আজীবন আমারই থাকবে।’

-‘ জায়ান?’

-‘ হু!’

-‘ শুনছেন?’

-‘ হু! বলো।’

-‘ ভালোবাসি।’জায়ান তৃপ্তির হাসি হাসলো।
তারপর প্রেমময়ী কণ্ঠে বলে,
-‘ আমিও ভালোবাসি।
প্রচন্ড,অতিরিক্ত,সীমাহিন।’হাসপাতালের
করিডোরে মন খারাপ করে বসে আছে
ফাহিম।সেটা লক্ষ করে নূর গিয়ে বসল ওর
পাশে।তারপর বলে উঠে,
-‘ মন খারাপ?’
আচমকা নূরের গলার স্বরে একটুখানি
চমকাল ফাহিম।অতঃপর নিজেকে সামলে
নিয়ে উদাস গলায় বলে,
-‘ নাহ মন খারাপ কেন হবে?’

-‘ আমি যে দেখছি আর অনুভব ও করছি আপনার মন ভীষণভাবে, বা’জেভাবে খারাপ।’

হাসল ফাহিম বলে,-‘ তা কেন?’

-‘ এইযে আপনার চোখ দুটোই তো বলে দিচ্ছে।’

-‘ তুমি যে মানুষের চোখ পড়তে জানো আগে তো জানতাম নাহ।’

নূর আনমনা হয়ে বলে,

-‘ আমি যে গোটা আপনিটাকেই পড়তে জানি সেটাও তো জানেন নাহ। আপনায় যে আমি পছন্দ করি সেটাও তো জানেন নাহ।’

আধো আধো কথা শুনে পুরো কথার ঠাওর করতে পারলো না ফাহিম।প্রশ্ন করল,-‘ কিছু বললে?কে কি জানে নাহ?’

থতমত খেয়ে গেলো নূর।প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আমতা আমতা করে বলে,

-‘ ও কিছু না।আপনি বলুন নাহ মন খারাপ কেন?’

ফাহিম উদাস হয়ে গেলো।নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলে,-‘ মন খারাপ নাহ।শুধু কিছু সময়ের জন্যে আমার মস্তিষ্কটা এলোমেলো হয়ে আছে।কি হচ্ছে?কি করবো?কিচ্ছু বুঝতে পারছি নাহ।আজ মা এসেছিলো আরাবীর সাথে দেখা করতে।আমি তাকে ধমকে ধামকে

অনেক কটু কথা বলে তাড়িয়ে দিয়েছি।কিন্তু এখন মন মানছে না।আমি উনার চোখে মুখে স্পষ্ট অনুশোচনা দেখতে পেয়েছি।কিন্তু আমি কি করতাম?এছাড়া উপায় নেই।আমি যদি এখন মায়ের পক্ষ নেই।আরাবী আমায় ভুল বুঝবে।ও হয়তো ভাববে মা এতো অন্যায় করার পরেও আমি উনার পক্ষ নিচ্ছি।মানে আমি ওর সাথেও অন্যায় করছি। আমি আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করবো।আমার ঠিক কি করা উচিত। ‘একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামে ফাহিম।নূর এইবার নরম গলায় বলে,

-‘ কিছুই করতে হবে না।কোন প্রকার স্ট্রেস নিবেন নাহ।শুধু নিজেকে সময় দিন।একটু একান্তে নিজের সাথে নিজেই সময় কাটান। মন ফ্রেস করুন।তারপর আস্তে ধীরে সিদ্ধান্ত নিন আপনি কি চান।আর যেহেতু আপনি বলছেন আন্টি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। তার অনুশোচনা হচ্ছে।তাহলে অবশ্যই তাকে আর একবার সুযোগ দেওয়া যায়।আর রইলো ভাবির কথা।আমি এই কয়দিনে যেটুকু বুঝেছি ভাবি এতোটা পাথর মনের না।আন্টি মন থেকে ভাবির কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি নিশ্চয় আন্টিকে ক্ষমা করে দিবেন।আপনি এতো চিন্তা করবেন না।ইনশাআল্লাহ সব ঠিক

হয়ে যাবে।'ফাহিমের মনে নূরের কথাগুলো বেশ গাঢ় দাগ কাটল।মেয়েটা তাকে এতোটা ভালোভাবে বুঝলো কিভাবে?কি করে ওর মনের ব্যাকুলতাগুলো অনায়াসে বুঝে ফেলল। ফাহিমের আচমকাই কেন যেন নূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করল।মেয়েটাকে কোনদিন ফাহিম একটু ভালোভাবে দেখেনি। ফাহিমকে এইভাবে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে নূর লজ্জা পেলো।আঁখি পল্লব ঝাপ্টে মাথা নিচু করে নিলো। কাঁপা গলায় বলে,-' আমি আসছি চা নিয়ে। আপনি এখানে বসুন।'

-‘ নূর!’ ডেকে উঠে ফাহিম।থেমে যায় নূর।কি যেন ছিলো ওই ডাকটায়।নূরের সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠেছে ওই একটা ডাকে।নূর পিছনে ফিরে তাকায় না।ফাহিম নিজে এসেই নূরের হাত ধরে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো।অবাক হলো নূর।ফাহিম সেদিকে না তাকিয়ে বলে,
-‘ তুমি বসো। আমি চা নিয়ে আসছি।’ফাহিম বড় বড় পা ফেলে চলে গেলো।নূর নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো।ফাহিম তার হাত ধরেছে।তাও স্বইচ্ছায়।এই প্রথম ফাহিম নিজ ইচ্ছায় ওকে একটু হলেও স্পর্শ করেছে।নূর মুঁচকি হাসল।বিরবির করে বলে,

-‘ আপনাকে তো আমার প্রেমের জালে ধরা দিতে হবেই মি.ভদ্রলোক।তৈরি থাকুন আপনি।’জিহাদ সাহেবের সাথে হাসপাতালের কাছাকাছি একটা ক্যাফেতে এসেছে জায়ান। তারা দুজন মুখোমুখি হয়ে বসে।জায়ান দুটো কফি অর্ডার করল।নীরবতা ভেঙে জিহাদ সাহেব বলেন,

-‘ জরুরি কিছু বলবে বাবা?আরাবী ঠিক আছে তো?’

-‘ চিন্তা করবেন না আংকেল।আরাবী ঠিক আছে।’

-‘ তাহলে?’

জায়ান কিছুক্ষন চুপ থাকলো।মনের মাঝে চলা কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে,-‘ আরাবীর বাবা আপনি।জন্মদাতা না হলেও আপনিই ওর বাবা।আমিও তাই মানি। রাগ করবেন না বাবা।তবে যাই হোক সেদিনের ঘটনা আরাবীর মনে ভীষণভাবে আঘাত করেছে।ও এখন প্রায় আমাকে নিয়ে ইনসিকিউর ফিল করে।নিজেকে এতিম মনে করে ও।আমি নাকি ওকে ত্যাগ করবো।ওকে আমি অনেক বুঝিয়ে এটুকু বোঝাতে পেরেছি যে আমি ওকে কোনভাবেই ছাড়বো না।এটা মেনে নিলেও।আরাবী নিজেকে এতিম বলেই বার বার গন্য করছে।ও নাকি কারো

নাজা’য়েজ সন্তান।কারো পাপের ফল ও।তাই তো ওকে নর্দ’মার মাঝে ফেলে দেওয়া হয়েছে।এসব বলছে বার বার।’জিহাদ সাহেবের চোখ ভিজে উঠলো।মেয়ের এতো কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারছেন নাহ।জায়ান উনার হাতে হাত রেখে বলে,

-‘ কাঁদবেন না বাবা।এখন কান্না করার সময় নয়।আমাদের আরাবীকে এই ভুল থেকে সরিয়ে আনতে হবে।যাতে ও এইভাবে নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে।’

জিহাদ সাহেব নিজেকে শান্ত করলেন। বলেন,-‘ তো তুমি কি চাইছো?’

-‘ আমি আরাবীর আসল বাবা মাকে খুঁজে বের করতে চাইছি।জীবত হোক বা মৃ’ত। শুধু তাদের পরিচয় আর অস্তিত্বের সন্ধান করতে চাইছি।আরাবীকে তার পরিচয় মিলিয়ে দিতে চাইছি।এখন আমায় আপনার সাহায্য প্রয়োজন বাবা।’

জিহাদ সাহেব অবাক হলেও।সবটা বুঝে আসতেই নিজেকে সামলে নেন।মেয়ের ভালো যেটাতে হবে তিনি তাই করবেন।তিনি নরম নরম গলায় বলেন,-‘ আমায় কি কি করতে হবে তুমি শুধু আমায় বলো।আমি আমার মেয়ের ভালোর জন্যে সব করতে রাজি।’

জিহাদ সাহেবের সাপোর্ট পেয়ে সস্তির নিশ্বাস ফেললো জায়ান।যাক এইবার আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে না।আসল রহস্যের উন্মচন তো তাকে করতেই হবে।যা করেই হোক।আরাবীর জন্যে দুনিয়া এফো'ড় ওফোড় করে দিতেও রাজি জায়ান।শুধু তার কাঠগোলাপ ভালো থাকলেই হবে।বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে আরাবীকে।জায়ান আরাবীকে আনতে চায়নি।মূলত আরাবীর ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওকে আনতে হয়েছে জায়ানের।কি করবে? মেয়েটা ওর দূর্বলতার কথা খুব ভালোভাবেই জানে। আর সেটাই কাছে লাগিয়েছে মেয়েটা।

কান্নাকাটি করে বাসায় আসার বাহানা ধরেছে আরাবী।আর জায়ান আরাবীর কান্না সহ্য করতে পারে না।তাই বাধ্য হয়েই আরাবীকে নিয়ে বাসায় ফিরতে হয়েছে ওর।সেই থেকে জায়ান রাগে বোম হয়ে আছে আরাবীর উপর।একটুও কথা বলছে না।আরাবী বার দুয়েক চেষ্টা করেছে জায়ানের সাথে কথা বলার।কিন্তু লোকটা শুনলে তো?আরাবী ঠোঁট উলটে তাকিয়ে রইলো।মহা মুশকিলে পরেছে আরাবী।লোকটা এইভাবে গোমড়ামুখো হয়ে আছে যা আরাবীর একটুও ভালো লাগে না। আরাবীর জন্যে রাতের খাবার এনে খাইয়ে দিচ্ছে জায়ান।ওর সব ধ্যাংজ্ঞান আপাততো

আরাবীকে খাইয়ে দেওয়ার দিকে।আরাবীর দিকে ভালোভাবে তাকাচ্ছে না।আরাবী অপরাধী কণ্ঠে ডাকল,-‘ শুনুন নাহ।’
জায়ান নিশ্চুপ।আরাবী বার দুয়েক ডাকলো। কিন্তু জায়ানের কোন হেলদোল নেই। আরাবীকে খাবার খাইয়ে দিয়ে উঠে চলে যেতে নিতেই আরাবী জায়ানের হাত টেনে ধরল।জায়ান থমথমে গলায় বলে,
-‘ কি হচ্ছে এসব?ছাড়ো কাজ আছে আমার।’
আরাবী কাঁদো গলায় বলে,
-‘ নাহ ছাড়বো না।কথা বলছেন না কেন আমায়? কি হয়েছে?’

জায়ান গম্ভীর গলায় বলে,-‘ যা চেয়েছো তাই পেয়েছো।এখন আর কি চাই? দেখি বলে ফেলো।’

আরাবী মাথা নিচু করে নিলো।ধরা গলায় বলে,

-‘ আচ্ছা সরি তো। আর এমন করবো না। আমাকে কালকে আবার হাসপাতালে রেখে আসবেন।আমি আর কিছু বলব নাহ। এইবার তো রাগ করবেন নাহ।কথা বলুন।’জায়ান তাও মুখ ঘুরিয়ে।আরাবী জায়ানের হাত ধরে টেনে জায়ানকে ওর আরো কাছে আনলো। তারপর টুপ করে জায়ানের গালে একটা চুমু এঁকে দিলো আরাবী।জায়ান স্থির হয়ে রইলো

কতোক্ষন।তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,
-‘ খুব ভালোভাবেই জানো আমাকে কিভাবে বশে আনতে হয়।’আরাবী দাঁত কেলিয়ে হাসলো।জায়ান হতাশার নিশ্বাস ফেলল।এই মেয়েটার সাথে ও কোনমতেই রাগ করে থাকতে পারে না। একদম পারে না।ওই স্নিগ্ধ,কোমল,আদুরে মুখশ্রীটা দেখলেই তো জায়ানের হৃদয়টা ভালোলাগায় ছেঁয়ে যায়। সকল ক্লান্তিরা ছুটে পালিয়ে যায়।একরাশ মুগ্ধতা এসে ভড় করে ওর চোখে মুখে। জায়ান নরম গলায় বলে,-‘ আমি তোমার সাথে রেগে থাকতে পারিনা জানো তুমি।আর

সেটাই কাজে লাগাও তুমি।কেন এমন করো তুমি আরাবী?আর দুটো দিন হাসপাতালে এডমিট থাকলে কি হতো?নিজের ভালো তো পাগলও বোঝে।'

আরাবী মুখটা একটুখানি করে বলে,-' আমার হাসপাতালে থাকতে ভালো লাগছিলো নাহ। আর তাছাড়া আমি জানি আমার কিছুই হবে না। আপনি হতে দিবেন নাহ্।আপনি আছেন না আমার সাথে।তাই কোন ভয় নেই আমার।'

আরাবী মুঁচকি হাসলো।জায়ান ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই হাসিটুকু দেখলো।তার সকল চিন্তাদের ঝেরে ফেলে দিলো।আসলেই চিন্তা করে কি

হবে? ও আছে তো ওর আরাবীর জন্যে।
জায়ান নরম হাতে জড়িয়ে ধরলো আরাবীকে। আরাবী ছোট্টো বিড়ালছানার মতো গুটিয়ে রইলো জায়ানের বুকে।জায়ান পরম আদরে চুমু খেলো আরাবীর চুলের ভাঁজে।তারাহুরো পায়ে কোচিং-এ আসলো নূর।আজ বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে ওর।কোচিং-এর দরজার সামনে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,
-‘ আসতে পারি স্যার।’
ফাহিম সবেই ক্লাসে প্রবেশ করেছে।নূরকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতে দেখে বলে,

-‘ ইয়াহ।এসো।’নূর রুমে প্রবেশ করল। একটা সিটই খালি আছে।সেখানে গিয়েই বসে পরলো নূর।নূরের পাশে বসেছে একটি ছেলে।ছেলেটার নাম রিজন।রিজন নূরকে দেখে হাসল।নূরও বিনিময়ে হাসি ফিরিয়ে দিলো।ছেলেটা পড়ালেখায় অনেক মেধাবি। তাই নোটস-এর বিষয়ে দু একবার কথা হয়ে নূরের সাথে।তাই ভদ্রতার খাতিরে অল্পস্বল্প কথা বলে নেয় নূর।রিজন জিজ্ঞেস করল,-‘ লেট হলো যে।’

-‘ আর বলো না।রিকশা পাচ্ছিলাম নাহ একটাও।’

-‘ ওহ।’কথা শেষ হতেই নূর আর রিজন পড়ায় মনোযোগ দিলো।ফাহিম তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে নূরের দিকে।পাশের ছেলেটার সাথে কিসের এতো কথা বলা আর হাসিহাসি করা।কই ওকে দেখলে তো কোনদিন হাসি দেয় না মেয়েটা।বরংচ ম্যারথন রেসের মতো দৌড় লাগায়।গম্ভীর হয়ে রইলো ফাহিম পুরোটা ক্লাসে।তেজ নিয়ে বেশিরভাগ পড়া জিজ্ঞেস করেছে নূরকে।নূর কিছু পারলো আর কিছু পারলো নাহ। যা পারেনি তার জন্যে ফাহিম ওকে বেশ কয়েকটা ধমকও দিয়েছে। মূলত আরাবী অসুস্থ থাকাতেই এতোদিন ঠিকঠাক পড়া হয়ে উঠেনি নূরের।

ফাহিম সেটা জানে। আর জেনেশুনেই কিনা লোকটা ওর সাথে এই ব্যবহার করল।নূরের অভিমান হলো।অভিমানে অভিমানে জমে গিয়ে এখন পাহাড়সম হয়েছে।এই অভিমান কি আদৌ বুঝবে ফাহিম? ক্লাস শেষে ছুটির পর সবাই বের হয়ে গেলো।নূর দাঁড়িয়ে আছে রিকশার জন্যে।নূর বুঝে পায় না। সব রিকশাওয়ালার কি ওর সাথে জাত শত্রুতা? নাহলে ওর দরকারের সময়টাতেই কেন একটা রিকশা পায় নাহ ও।এমন সময় ওর সামনে বাইক নিয়ে হাজির হলো ফাহিম।নূর ভ্রু-কুচকে তাকালো।ফাহিম সেদিকে পাত্তা না

দিয়ে গম্ভীর গলায় বলে,-‘ সাখাওয়াত বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।উঠে পরো।’
নাক ফোলালো নূর।এটা কেমন ধরনের কথা? এমন তিতকরলার মতো করে বলে কিনা উঠে পরো।এহ! বয়েই গেছে ওর এই বাইকে উঠতে।নূর হেটে হেটেই বাড়ি যাবে সিদ্ধান্ত নিলো।তাও এই লোকটার বাইকে উঠবে না। নূর রাগে হনহন করে সামনের দিকে হাটা দিলো।ওর রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।নূর বিরবির করল,-‘ অস’ভ্য।চরম অস’ভ্য লোক।’

ফাহিম আবারও বাইক নিয়ে নূরের সামনে আসলো।নূর রাগি চোখে তাকালো ফাহিমের দিকে।ফাহিম গম্ভীর কণ্ঠে বলে,

-‘ তেজ দেখিয়ে লাভ নেই।বাইকে উঠতে বলেছি।রাস্তায় সিনক্রিয়েট করো নাহ।’

নূর আশেপাশে তাকালো।আসলেই অনেক লোক তাকিয়ে ওদের দিকে।বিষটা দৃষ্টিকটু ঠেকলো নূরের।তাই অভিমান থাকা সত্তেও ফাহিমের বাইকে চেপে বসলো।নূরের অগোচরে বাঁকা হাসলো ফাহিম।তারপর হেলমেট পরে বাইক স্টার্ট দিলো।জায়ান হুটোপুটি করে তৈরি হচ্ছে।তা দেখে আরাবীর

ভ্রু-কুচকে আসে।আরাবী বিছানার সাথে হেলান দিয়ে বসা।সেই অবস্থাতেই বলে,

-‘ কোথাও যাচ্ছেন?’

-‘ হু!’

আরাবী প্রশ্ন করে,-‘ কিন্তু কোথায়?অফিসে যাবেন নাহ তা আমি জানি।কারন এই মাঝবেলা নিশ্চয়ই আপনার অফিস টাইম নাহ।’

জায়ান চুল জেল লাগাতে লাগাতে ভরাট কণ্ঠে বলে,

-‘ তোমায় আমি বিশ্রাম নিতে বলেছি।শুনেছো আমার কথা?’

-‘ আপনি শুনেছেন আমার কথা?’

-‘ তোমার কোন কথাটা শুনলাম নাহ?’-‘ এইযে একটু আগেই শুনলেন নাহ। আমি কতোগুলো প্রশ্ন করলাম।উত্তর দিয়েছেন আপনি?’

জায়ান নিশব্দে হেঁসে দিলো।জায়ানকে হাসতে দেখে আরাবী মুখ ফুলালো।জায়ান একেবারে তৈরি হয়ে আরাবীর কাছে আসলো।আরাবীর গালে আদুরে স্পর্শ করে নরম গলায় বলে,

-‘ কি হয়েছে?এতো রেগে যাচ্ছো কেন?’

আরাবী মাথা নিচু করে বলে,-‘ রাগবো না তো কি করব? আপনি আমায় ফেলে চলে যাচ্ছেন।এখন আমি রুমে একা একা কি করব?’

জায়ান হেসে বলে,

-‘ একটুর জন্যে যাচ্ছি। দরকার আছে নাহলে যেতাম নাহ।আর আমি এতোটাও নিষ্ঠুর না যে আমার বউটাকে একা ফেলে যাবো।নূর আছে আমি গেলেই ও আসবে।আর আলিফাকেও আসতে বলেছি।কতোদিন যাবত ভার্সিটি যাচ্ছো না। আলিফার থেকে কিছু পড়া বুঝে নিও। আর আমি আসার সময় নোটস নিয়ে আসবো নেহ স্যারদের থেকে।’

আরাবী মাথা দুলালো।তবুও কেমন যে ওর কৌতুহল কমছে না। হঠাৎ করে লোকটা এমন তারাহুরো করে যাচ্ছেই বা কোথায়?

আরাবী ধীরে বলে,-‘ কোথায় যাচ্ছেন বলুন নাহ।’

জায়ান একটুও বিরক্ত হলো না।বরংচ নম্র গলায় বলল,

-‘ আমার সুখের সুখ খুঁজতে যাচ্ছি। কাঠগোলাপের মাঝে আমার সুখ বাস করে। আর আমায় সুখি থাকতে হলে যে তাকেও সুখি থাকতে হবে।সেই কাঠগোলাপের গাছটার মূল শিকড় কোথায় আছে তা যে আমায় যে করেই হোক জানতে হবে।কারন এতেই যে আমার কাঠগোলাপ খুশি আর স খুশি মানে আমিও খুশি।’

কথাগুলো বলে আরাবীর কপালে চুমু খেয়ে বেড়িয়ে গেলো জায়ান।আর ভাবনায় ব্যস্ত রেখে গেলো আরাবীকে।ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।চেয়েও লিখতে পারছি না।জ্বর,ঠান্ডা ভীষণভাবে ঝেঁকে ধরেছে আমায়।বহু কষ্টে এটুকু লিখতাম।প্লিজ কেউ রাগ করবেন নাহ।ক্যাফেটেরিয়ার পরিবেশ বেশ রমরমে।এসির হাওয়ায় পরিবেশ শীতল বেশ।ক্যাফেটেরিয়ার বেশ কোনার সাইডের একটা টেবিলে বসে আছেন জিহাদ সাহেব।তিনি মূলত অপেক্ষা করছেন জায়ানের জন্যে।একটুপরেই জায়ানের দেখা পাওয়া গেলো।সাথে আছে ইফতি আর

ফাহিম।ওদের দেখে অবাক হলেন জিহাদ সাহেব।জায়ান এসেই সালাম জানালো তাকে। তারপর বলে,-‘ ভালো আছেন বাবা?’

জিহাদ সাহেব সালামের জবাব নিয়ে বলে,

-‘ আলহামদুলিল্লাহ ভালো।তুমি কেমন আছো? তোমার পরিবারের সবাই কেমন আছে?আর আরাবী আমার বাচ্চাটা এখন কেমন আছে?’

-‘ কোন চিন্তা করবেন না বাবা।আমি থাকতে আপনার মেয়ের কিছু হবে না।ও ঠিক আছে। আর পরিবারের সবাই ভালো আছেন।জিহাদ সাহেব সস্তির নিশ্বাস ফেললেন।এটা তিনি জানেন যে তার মেয়ে জায়ানের কাছে থাকলে

যে ভালো থাকবেনা এটা হতেই পারে না।
আরাবী যে ভালো আছে সেটা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন।তাও বাবার মন সন্তানের জন্যে তো সব সময় ছটফট করবেই?জিহাদ সাহেব ফাহিম আর ইফতির দিকে তাকালো।তারপর প্রশ্ন করল,

-‘ ফাহিম আর ইফতি যে সাথে?কোন কিছু কি হয়েছে জায়ান?’

জায়ান জবাবে বলে,-‘ কোন কিছুই হয়নি বাবা।আসলে আমি সেদিন বলেছিলাম না আরাবীর আসল বাবা মাকে আমি খুঁজে বের করবো?তাই এতে ফাহিম আর ইফতির

সাহায্যও আমার লাগতে পারে।এইজন্যেই ওদের এখানে আনা।’

-‘ ওহ।তা কি করবে ভেবেছো কিছু?’

জায়ান এইবার বেশ গম্ভীর হয়ে বলে,

-‘ আপনি আজ আমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন। যেখানে আপনি প্রথম আরাবীকে পেয়েছিলেন।আমার মন বলছে আমি সেখানে কিছু না কিছু ক্লু পাবোই।’

-‘ ঠিক আছে।চলো তাহলে আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাই।’

আরো কিছু কথা বলে তারা চারজন মিলে ক্যাফেটেরিয়ার থেকে বের হয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।একাধারে পড়তে বিরক্ত

হয়ে গেছে আরাবী।আলিফা মনের ফুর্তিটা ফোন চাপছে।আরাবী আলিফার হাত থেকে ফোন টান দিয়ে নিয়ে নিলো।আলিফা হতবাক হয়ে বলে,

-‘ আরে আরে?কি? কি করছিস?আমার ফোন নিচ্ছিস কেন?’

-‘ আমি এখানে পড়তে পড়তে বেহুস হয়ে গেলাম আর তুই ফোন গুতোচ্ছিস?কি ব্যাপার হ্যা?ইদানিং ফোনে একটু বেশিই দেখছি? আমার পিঠ পিছনে কি করছিস তুই আমি জানি না?তুই মনে করিস?আমার দেবরকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে যে আমারই দেবরানি হতে চাচ্ছিস তা আমি ঢের বুঝি।’হা করে

রইলো আলিফা আরাবীর কথা শুনে।আলিফার মুখভঙ্গি দেখে আরাবী কিটকিটিয়ে হেঁসে উঠলো।বলল,

-‘ এমন করার কিছুই নেই।আমার দেবর আর আপনি যে তলে তলে প্রেম করছেন তা আমি অনেক আগেই জানি।আমার দেবরজি-ই আমায় বলেছে।’

রাগে নাক ফোলালো আলিফা।লোকটা সবার কাছেই মনে হয় ঢোল পিটিয়ে সবাইকেই মনে হয় বলে বেড়িয়েছে।আলিফা বিরবির করে বলে,-‘ নির্ল’জ্জ লোক এইভাবে বুঝি কেউ এসব বলে বেড়ায়?ফোন দিক না একবার।দেখে নিবো তাকে।’

আরাবী ভ্রু-কুচকে তাকালো বিরবির করতে থাকা আলিফার দিকে।তারপর বলে,
-‘ অ্যাই,তুই কি আমার দেবরকে বকাঝকা করছিস?একদম এসব করবি না।আমার দেবর অনেক ভালো।’
-‘ হ্যা কতো ভালো সে তা আমি ভালোভাবেই জানি।আমাকে আর তা বলতে হবে না।’
আরাবী নিজের মুখোভঙি হঠাৎ বদলে ফেললো।ও ঠেলে গিয়ে হঠাৎ করে আলিফার কাছে একটু করে এগিয়ে গেলো।বড্ড উৎফুল্ল হয়ে বলে,-‘ আলু শুন না।বলছি কি যখন তোর ইফতি ভাইয়ার সাথে বিয়ে হবে।মানে আমরা দুজন জা হয়ে যাবো।ব্যাপারটা অনেক

ইন্ট্রেস্টিং। নাহ দোস্ত?আমরা দুজন সারাদিন একসাথে থাকবো।অনেক মজা হবে তাই নাহ?আমরা দুজন মিলে তাদের দুইভাইকে নাকানিচুবানি খাওয়াবো।’

আলিফা হেসে হেসে বলে,-‘ সে নাহয় হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি সহমত হতে পারলাম নাহ।জায়ান ভাইয়া তো এমনিতেই তোকে চোখে হারায়।তোকে কতো ভালোবাসে।তুই তার সাথে আর কি উল্টাপাল্টা করবি? সে অনেক ভালো একটা মানুষ।শ’য়তান হচ্ছে তোর দেবর।বজ্জা’ত কোথাকার।কথায় কথায় আমার সাথে ঝগড়া করে।’

-‘ ওমা তাই বুঝি?ইফতি ভাইয়া তোর সাথে শুধু ঝগড়াই করে?ভালোবাসে না মনে হয়? আদর টাদর দেয় নাহ?’

আরাবীর কথায় চোখ বড় বড় হয়ে যায় আলিফার।আরাবীর হঠাৎ এমন লাগামহীন কথায় লজ্জা পেলো আলিফা।আরাবী তা দেখে মৃদ্যু হাসলো।আলিফার কাধে ধাক্কা দিয়ে বলে,-‘ কিরে?ব্যাপার কি?এতো লজ্জা পাচ্ছিস কেন?’

-‘ ধুর এসব কিছুই না।তুই যা ভাবছিস এমন কিছুই আমাদের মাঝে হয়নি।আর তিনি এসব করবেনও না আমি জানি।সে আমাকে বিয়ে করে বাড়ি তুলবে। তার আগে কিছু না।’

আরাবী মুঁচকি হেসে বলে,-‘ অনেক ভালোবাসে না ভাইয়া?’

-‘ হ্যা।তার ভালোবাসাটা আমি খুব উপভোগ করি।সে আমার সাথে থাকলেই আমার সাথে ঝগড়া লাগাবে।তার নাকি আমার সাথে ঝগড়া করতে ভালোলাগে।অবশ্যও আমি তার এসব পাগলামি ভীষণ উপভোগ করি।আমি জানি সে ইচ্ছে করেই আমার সাথে লাগতে আসে।তার খুশিটুকুর জন্যেই আমিও তার সাথে ঝগড়া করি।’

-‘ আহা কতো ভালোবাসা গো।’আলিফা হালকা হাসলো।পরক্ষনে চট করে আরাবীকে প্রশ্ন করে,

-‘ তোর কি খবর? বিয়ের তো কতোদিন হলো?আমি খালামুনি হবো কবে?’

আরাবী লজ্জায় লাল হয়ে গেলো আলিফার এমন কথায়।আসলে ও এমন কিছু এখনও ভাবেনি।জায়ানও কখনও আরাবীকে বাচ্চাটাচ্চা নিয়ে প্রেসার দেয়নি।না দিয়েছে ওর শশুড়বাড়ির লোক।আরাবী ধীরে বলে,

-‘ এমন কিছু এখনও ভাবিনি।সেও আমায় কিছুই বলেনা এসব নিয়ে।’-‘ ওহ তা একটা বেবি নিয়ে নে ভালো হবে।’

-‘ দেখি উনি কি বলেন।’

-‘ তুই আবার রাগ করছিস নাকি আমি এসব বলায়?’

-‘ আরে নাহ কি বলিস এসব?’

-‘ দোস্ত একটা কথা রাখবি?’

-‘কি?’-‘ তোর ছেলে হলে আর আমার মেয়ে হলে। তোর ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিবো।আমি কিন্তু সমন্ধ আগেই ঠিক করে রাখলাম।এটার কোন হেরফের হবে না। আমি উনাকেও বলে দিবো।তোর ছেলে আমার মেয়ের জন্যে বুকিং করা।’

আলিফার কথার ধরনে খিলখিল করে হেসে দিলো আরাবী।হাসলো আলিফাও।তাদের হাসিতে মুখোরিত হলো চারপাশ।জিহাদ সাহেব জায়ানদের নিয়ে গন্তব্যে এসে পৌছালেন।তিনি ধরা গলায় বলে,

-‘ এখানে! ঠিক এখানটায় পেয়েছিলাম আমি আমার আরাবীকে।আমার ছোট্টো আরাবীটা ক্ষুদার জ্বালায় কি যে কাঁদছিলো।’

জিহাদ সাহেব চোখের কোণের জলটুকু মুছে নিলেন।জায়ান শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।ওর চোখজোড়া লাল হয়ে এসেছে।জিহাদ সাহেবের কারনে আজ সে তার আরাবীকে পেয়েছে।তার ভালোবাসার মানুষটা আজ জিহাদ সাহেবের কারনেই বেঁচে আছেন।এই ফেরেস্তার মতো মানুষটা যদি সেদিন ছোট্টো আরাবীকে নিজের পিতৃস্নেহের গাছের তলায় যদি জায়গা না দিতো। তার ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে যদি বুকে আগলে না নিতো।

তবে যে কি হতো আরাবীর?আদৌ বেঁচে থাকতো মেয়েটা?নাকি কোন শি’য়াল কু’কুরের খাদ্য হয়ে যেতো?ভাবতেই তো বুক কেঁপে উঠে জায়ানের।শিরা-উপশিরায় কেমন যেন ভ’য়ংকর কাঁপন ধরে যায়।জায়ান ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিলো।তারপর ফাহিমকে উদ্দেশ্য করে বলে,-‘ ফাহিম?তুমি তো এইপথ দিয়েই তোমার কোচিং সেন্টারে যাও তাই নাহ?’

-‘ হ্যা ভাইয়া।’

-‘ তো তুমি কি বলতে পারো এখানে আশেপাশে এখানে সবচেয়ে বেশি পুরনো হাসপাতাল কোনটা?’

-‘ জি ভাইয়া এখানে একটাই হাসপাতাল আছে বেশ যা পুরনো।’

জায়ান শান্ত কণ্ঠে বলে,-‘ তাহলে চলো সেখানেই যাওয়া যাক।আমরা হাসপাতালে গিয়েই তো খোঁজ নিতে পারি। বাবা আরাবীকে যতো সালে আর যতো তারিখে পেয়েছিলেন তা যদি মনে রাখতে পারেন। তাহলে সেই হাসপাতালে গিয়ে সেই দিনেরই কতোগুলো বাচ্চা জন্মেছে তার লিস্ট নিলেই তো হবে।আর সেই বাচ্চাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলেই তো হবে।’

ফাহিম জায়ানের উপস্থিত বুদ্ধিতে হতবাক। এই বুদ্ধিতা আগে কেন মনে আসলো না

তাদের মাঝে কারো।ইফতি খুশি হয়ে বলে,-‘ ইউ আর জিনিয়াস ভাইয়া। এটা একটা এক্সিলেন্ট আইডিয়া।আর দেরি কিসের?চলো যাওয়া যাক।’

জায়ান,ফাহিম,ইফতি আর জিহাদ সাহেব মিলে রওনা হলেন সেই হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।হাসপাতালে পৌছেই ইফতি ক্যাশকাউন্টারে বসা একটা মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলে,

-‘ এক্সকিউজ মি মিস।’

-‘ ইয়েস স্যার।হাও কেন আই হেল্প ইউ?’

-‘ আসলে যদি আপনি একটু এদিকে আসতেন।আসলে একটু জরুরি কথা বলতাম।’
-‘ ওকে।’মেয়েটাকে নিয়ে ওরা একটু নিরিবিড়ি জায়গায় আসতেই জায়ান এইবার গম্ভীর গলায় বলে,
-‘ আসলে মিস আমাদের আপনার সাহায্য প্রয়োজন।আপনাদের হাসপাতালের ২০০০ সালের মার্চের ১ তারিখ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত জন্ম নেওয়া সকল বাচ্চাদের ডিটেইলস প্রয়োজন ছিলো।’
মেয়েটি জায়ানের কথায় ভড়কালো।আসলে কাউকে এসব বিষয়ে জানার জন্যে

হাসপাতালে আসতে দেখেনি তাই এই অবস্থা।মেয়েটি বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বলে,-‘ আ’ম এক্সট্রেমলি সরি স্যার।এগুলো আমাদের হাসপাতালের রুলস এর বাহিরে।আমি এসব দিতে পারবো মা আপনাকে।’

ফাহিম রেগে গেলো মেয়েটির কথায়।তেড়ে গিয়ে বলে,

-‘ দিতে পারবেন না মানে?কেন পারবেন নাহ?এই সামান্য জিনিস নিয়ে আপনারা এমন করছেন কেন?দিয়ে দিলে কি হবে? কতো টাকা চাই আপনার বলুন?সব দিবো।তাও আমাদের সেই ডিটেইলসগুলো দিন।’

মেয়েটিও রেগে বলে,-‘ দেখুন মিষ্টার আপনি কিন্তু আমার সাথে মিসবিহেইব করছেন। আমাকে টাকার গরম দেখাচ্ছেন?আর ধমকাধমকি করছেন কেন?আমি কিন্তু পুলিশে ফোন লাগাবো।’

জায়ান ইফতিকে ইশারা করলো ফাহিমকে আটকাতে।ইফতি ভাইয়ের ইশারা পেয়ে তাই করলো।জায়ান এসে ফাহিমের কাধে হাত রাখল।শান্ত কণ্ঠে বলে,-‘ ফাহিম শান্ত হও। এমন হাইপার হলে চলবে না।মাথা ঠান্ডা করে কাজ করতে হবে।’

-‘ সরি ভাইয়া।’

-‘ ইটস ওকে।’

জায়ান এইবার মেয়েটিকে বলে,
-‘ উই আর সরি মিস।আপনি যেতে পারেন।’
মেয়েটি তীক্ষ্ণ চোখে ফাহিমকে দেখে নিয়ে তারপর চলে গেলো।ফাহিম হতাশ হয়ে বলে,-‘ এখন কি করবো আমরা?কিভাবে তথ্যগুলো জোগাড় করব।’
ইফতিও হতাশার নিশ্বাস ফেলল।হঠাৎ ওর নজর গেলো হাসপাতালের নেমপ্লেটের দিকে। ও চট করে উচ্চস্বরে বলে উঠল,
-‘ আরে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।এই হাসপাতালের-ই ডক্টর আমার এক ফ্রেন্ড।ওর মাও এই হাসপাতালের-ই ডক্টর।ওদের সাথে কথা বললেই তো হয়ে যাবে।তারাই আমাদের

সব ব্যবস্থা করে দিবে।আন্টিকে সব বললে আমায় আন্টি কখনও ফিরিয়ে দিবে না।আমি জানি।’জায়ান চট করে থা’প্পড় মেরে বসল ইফতির মাথায়।ইফতি ব্যাথা পেয়ে আহ সূচক আওয়াজ করে উঠল।ঠোঁট উলটে বলে,

-‘ মারলে কেন ভাইয়া?’

-‘ তোকে মারবো না তো কি করবো বেয়া’দব।এই কথাটা আগে বললে কি হতো? আগে বললে কি আমাদের এতো ঝামেলায় পরতে হতো।’ইফতি মাথা চুলকালো।নিজের বোকামিতে সে কি বলবে ভেবে পেলো না।ও আসলেই একটা হাদারাম।আলিফা ঠিকই বলে।আলিফার কথা মনে আসতেই মনটা

আকুপাকু করে উঠলো ইফতির।
ইস,মেয়েটাকে কতোক্ষণ হয়ে গেলো দেখে না।বাড়িতেই নাকি আছে আলিফা।অফিসের কাজ জলদি শেষ করে বাড়ি ফিরতে হবে। আলিফার সাথে একটু চুটিয়ে প্রেম করে নিবে।ভেবেই আনমনে হাসছে ইফতি।জায়ান ভ্রু-কুচকে তাকালো ইফতির দিকে।ওকে এমন হাসতে দেখে ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে,-‘ এমন একটা আহাম্মক মার্কা কাজ করে তুই হাসছিস?’
হকচকিয়ে উঠলো ইফতি।আমতা আমতা করে বলে,

-‘ সরি ভাইয়া।খেয়াল ছিলো নাহ আসলে। আর এমনটা হবে না।’

-‘ হুম মনে থাকে যেন।এখন এখান থেকে যাওয়া যাক।’

-‘ আচ্ছা চলো।’ইফতি আর জিহাদ সাহেব চলে গেলেন অফিসের উদ্দেশ্যে।আরাবী অসুস্থ তাই জায়ান অফিস যাবেনা কয়েকদিন।ও ঘরে বসেই অফিসের কাজ যতোটুকু পারে করে।ও যাবে সোজা বাড়িতে।আরাবী কথা ভেবে হাসলো।মেয়েটা ওর জন্যে অপেক্ষায়। দ্রুত বাড়ি পৌছাতে হবে।মেয়েটাকে ছাড়া যে তারও কিছু করতে ইচ্ছে করে না।এক মুহূর্তের জন্যেও আরাবীকে চোখের আড়াল

করতে ইচ্ছে করে না।এদিকে ফাহিম রওনা হলো ওর কোচিং সেন্টারের উদ্দেশ্যে।আজ একটু বড়ই দিয়েছি।ভুলগুলো ক্ষমা করবেন। কেমন হয়েছে জানাবেন।জ্বর আগের থেকে অনেকটা সেরেছে আলহামদুলিল্লাহ। আগের থেকে আমি সুস্থ আছি।ভালো লাগছে না আরাবীর।এই কয়দিন জায়ান দিনরাত ২৪ ঘন্টা ওর সাথে ছায়ের মতো থেকেছে।এখন জায়ানকে ছাড়া একমুহূর্তও ভালো লাগেনা আরাবীর।মুখ গোমড়া করে জায়ানকে ফোন করল আরাবী।কিন্তু জায়ান ফোন কেটে দিলো।আরাবীর ফোন কান থেকে সরিয়ে হা করে রইলো। এমনটাতো জায়ান কোনদিন

করে না।শতো ব্যস্ততার মাঝে আরাবীর ফোন কল দেখলে সাথে সাথেই রিসিভ করে। তাহলে আজ কি হলো?গাল ফুলিয়ে নিলো আরাবী।সেইযে গেলো লোকটা এখনও আসার নাম নেই।এদিকে আলিফার নজর হঠাৎ দরজার দিকে যেতেই হাসে আলিফা।তারপর আলগোছে উঠে চলে যায়।আরাবী আবারও জায়ানকে ফোন দিতে নিবে এমন সময় সামনের দিকে নজর যেতেই দেখে আলিফা নেই।অবাক হয় আরাবী।নিজ থেকে বিরবির করে,-‘ আরেহ! আলুটা আবার কোথায় গেলো?’

আরাবী দরজার দিকে তাকালো।তাকাতেই জায়ানের মুখশ্রী নজরে এলো আরাবীর। ঠোঁটের কোণে নিজের অজান্তেই হাসি ফুটে উঠলো আরাবীর।জায়ানও হাসে আরাবীকে হাসতে দেখে।তারপর আরাবীর কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলে,

-‘ মিস করছিলে বুঝি?’

আরাবী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।ঠোঁট টিপে হেসে বলে,

-‘ আমি কাউকে মিস টিস করি না।’

-‘ ওহ আচ্ছা তাই বুঝি?’

-‘ হু!’জায়ান হাতের ফোনটা আরাবীর মুখের সামনে ধরে বলল,

-‘ তাহলে হোয়াইট্স এ্যাপে এই ফোনকলগুলো কার?’

আরাবী জায়ানের ফোনটা নিতে হাত বাড়াতেই জায়ান ফোন সরিয়ে নেয়।আরাবী হেসে দিলো।তারপর জায়ানের বাহুতে নিজের শরীর এলিয়ে দিলো।জায়ানও দুহাতে জড়িয়ে নিলো আরাবীকে।আরাবী রিনরিনে কণ্ঠে বলে,

-‘ কোথায় গিয়েছিলেন?এতো সময় লাগলো?’

জায়ান জবাবে বলে,-‘ এইতো কিছু না। একটু জরুরি দরকার ছিলো। একজনের সাথে একটু দেখা করতে গিয়েছিলাম।’

-‘ ওহ!’

-‘ খেয়েছিলে তুমি কিছু?’

-‘ হুম,মা এসে স্যুপ খাইয়ে দিয়েছে।’

জায়ান আরাবীর ব্যাথা পাওয়া হাতটা স্পর্শ করে ধীরে বলে,

-‘ এখনও ব্যাথা আছে অনেক তাই নাহ?’

আরাবী ছোট্টো কন্ঠে বলল,-‘ ওহ একটু তো এখনও করবেই।চিন্তা করবেন নাহ।দ্রুত সেরে যাবে।’

-‘ তোমাকে এমন অবস্থায় দেখতে যে আমার একটুও ভালো লাগে না আরাবী।তোমার গায়ে সামান্য একটু আঁচড় আমি সহ্য করতে পারিনা।সেখানে তোমার গায়ে এই এতো এতো আঘাতগুলো দেখে আমার ঠিক কতোটা খারাপ লাগে বুঝ তুমি?’

জায়ানের কণ্ঠে মন খারাপের আভাস পেয়ে আরাবী বলে,-‘ উফ,মন খারাপ করছেন কেন বলুন তো? আমি ঠিক আছি।আপনি সাথে থাকলে জলদিই ঠিক হয়ে যাবো।এখন যান ফ্রেস হয়ে আসুন।দুপুরের খাবার খাবেন নাহ? আমি কিন্তু আপনার সাথে খাবো বলে বসে আছি।’

জায়ান আরাবীর কপালে চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ালো।তারপর বলল,

-‘ হুম।বোসো তুমি।আমি আসছি।’

আরাবী মাথা নাড়ালো।জায়ান ওয়াশরুমে চলে গেলো ফ্রেস হতে।গুনগুন করে গান গান গেয়ে হেটে যাচ্ছিলো আলিফা।আচমকা কারো

হেঁচকা টানে ভয় পেয়ে যায় ও। চিৎকার দিতে নিলে মুখ চেপে ধরে ওই অজানা ব্যাক্তিটি।আলিফা চোখ বড় বড় করে সামনে তাকালো।বিষয়টা ঠাহর করতে পারলেই বুঝতে পারে ব্যাক্তিটি আর কেউ না ইফতি। আলিফা ইফতির হাতটা দুহাতে টেনে সরিয়ে দিলো।তারপর জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিতে লাগল।নিজেকে সামলে নিয়ে আলিফা দাঁতেদাঁত চিপে বলে,-‘ কি হচ্ছে এসব? এইগুলো কেমন ব্যবহার আপনার?’

ইফতি ভ্রু-কুচকে বলে,

-‘চিল্লানোর কি আছে?আমিই তো?’

-‘ আপনিই তো কি হ্যা? আপনি দেখেই কি এইভাবে শয়’তানের মতো করে টেনেটুনে আনবেন আমাকে?’

আলিফা রাগে হিসহিস করে বলল।ইফতি হা হয়ে বলে,-‘ কি আমাকে তোমাকে শয়’তানের মতো টানাটানি করি?’

-‘ তা নয়তো কি?এইভাবে কেউ কাউকে টান দেয়?যদি দেয়ালের সাথে আমার মাথাটা ঠুকে যেতো?অথবা আমার হাতটাও ভেঙে যেতে পারতো।যেভাবে আপনি টান দিয়েছেন।’

আলিফার বকরবকরে হার মানলো ইফতি। নাক ফুলিয়ে বলে,-‘ হয়েছে।ক্ষমা করো আমায়।আমি সরি বললাম তোমাকে।আর

কখনও তোমায় এইভাবে টান দিবো নাহ। তোমাকে সোজা ভাবে ডাকলে তো তুমি জীবনেও আসতে নাহ।তাই এইভাবে আনলাম।এখন দেখি এটা করেও অন্যায় করে নিয়েছি।'

-' অন্যায় করলে সরি বলতে হবেই।'

-' সেটা তো করলামই।'

দাঁত খিচিয়ে বলল ইফতি।আলিফা মুখ ভেংচি মারলো ইফতিকে।তারপর কিছু একটা ভেবে বলে,

-' এই এক মিনিট আপনি তো এই টাইমে অফিসে থাকেন।তাহলে এখন বাড়িতে কি করছেন?'

ইফতি রাগি স্বরে বলে,-‘একজন আছে যার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম।এমনিতে তো সেই মহারানির নাকি আমার সাথে দেখা করার সময় হয় না।তাই যখন শুনলাম তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন।তাই কাজ ফাকি দিয়ে তার সাথে একটু দেখা করতে এলাম। এখন দেখি মহারানি আমার মুখটাও বুঝি দেখতে চান নাহ।ভালোবাসি তো শুধু আমি একাই।তার তো আমার জন্যে সামান্য একটু মায়াও হয় নাহ।’ইফতির কথায় যেন আলিফার মন খারাপ হলো।আসলেই কি ও কি খুব বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলছে ইফতির সাথে?আরাবী অসুস্থ জায়ান তাই

অফিসে যেতে পারেন নাহ।এইজন্যে ইফতিকে অনেক খাটাখাটুনি করতে হচ্ছে অফিসে। এখন এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে ইফতি আবার এতোটা পথ পারি দিয়ে আলিফার সাথে দেখা করতে চায়।এতে লোকটা আরো ক্লান্ত হয়ে পরবে।এইটা ভেবেই তো আলিফা মানা করে দেয়।কিন্তু ও তো জানতো না যে ইফতি এতোটা কষ্ট পাবে।আলিফা মন খারাপ করে বলল,-‘ আমি সরি।আসলে আপনি সারাদিন অফিসে এতোটা কাজ করেন।এর মধ্যে আবার আমার সাথে দেখা করতে আসতে কতোটা পথ জার্নি করতে হয় আপনার।আপনার শরীরের উপর অনেক

ধকল পরে যায়। এটা ভেবেই আমি মানা করি আপনাকে।তবে আপনি এতো কষ্ট পাবেন আমি জানতাম নাহ।সরি।’আলিফাকে মন খারাপ করতে দেখে ইফতির সকল রাগ যেন উধাও হয়ে গেলো।ইফতি এইবার আলগোছে স্পর্শ করলো আলিফার গাল। আলিফা কেঁপে উঠে।মৃদ্যু পলক ঝাপ্টে তাকায় ইফতির দিকে।ইফতি নরম গলায় বলে,

-‘ এতোবার সরি বলতে হবে না। আমি জানি তুমি আমার ভালোর জন্যেই আমাকে মানা করতে।’আলিফা মলিন হাসল।তারপর ইফতির বুকে মুখ গুজে দিলো।ভীষণ অবাক হলো ইফতি।আলিফা আজ নিজ থেকেই ওকে

এই প্রথম জড়িয়ে ধরলো।ইফতির অবাকের রেশ কাটতেই ওর ঠোঁটের কোণে মুঁচকি হাসি ফুটে উঠল।ইফতি দুহাতে জড়িয়ে ধরলো আলিফাকে। তারপর আলিফার চুলের ভাঁজে চুমু ফিসফিস করে বলে,

-‘ ভাবিকে একটু সুস্থ্য হতে দেও।তারপর খুব শীঘ্রই তোমাকে আমার বউ করে আমার ঘর নিয়ে আসব।শুধু একটু অপেক্ষা করো।’

-‘ আমি শতো জনম অপেক্ষা করতে রাজি।’জিহাদ সাহেব রাতে অফিস থেকে ফিরতেই আরাবীর রুমে চলে গেলেন। কয়েকদিন যাবত তিনি আরাবীর রুমেই ঘুমান।লিপি বেগমও তাকে আর ঘাটায়নি এই

কয়েকদিন ততো একটা।মূলত অপরাধবোধ আর লজ্জায় তিনি স্বামির সামনে যাওয়ার সাহস পেতেন নাহ।জিহাদ সাহেব আর ফাহিম প্রতিদিন বাহির থেকেই খাবার খেয়ে আসেন।তবে আজ জিহাদ সাহেব খেয়ে আসেননি।মূলত আজ শরীরটা তেমন একটা ভালো নেই তার।লিপি বেগম দূর থেকে স্বামির মুখশ্রী দেখেই বিষয়টা ধরতে পারেন। তাই সব একদিকে সরিয়ে দিয়ে তিনি একগ্লাস লেবুর শরবত গুলে নিয়ে স্বামির কাছে যান।জিহাদ সাহেব অফিসের পোষাক বদলানননি। সেইভাবেই বিছানায় শুয়ে আছেন। লিপি বেগম আমতা আমতা করছেন।কিভাবে

জিহাদ সাহেবকে ডাক দিবেন আসলে তিনি তাই ভাবছেন।আজ দীর্ঘদিন যাবত স্বামির সাথে উনার কথা হয় নাহ।অতঃপর সাহস করে লিপি বেগম জিহাদ সাহেবের শিয়রে বসলেন।পাশে কারো অস্তিত্ব অনুভব হতেই জিহাদ সাহেব বুঝলেন এটা তার স্ত্রী।এতো বছর ধরে সংসার করছেন যার সাথে তার অস্তিত্বটুকু বুঝা আসলে কোন ব্যাপার নাহ। জিহাদ সাহেব তাও চোখ খুললেন নাহ।লিপি বেগম অবশেষে সাহস নিয়ে বলে উঠলেন,-‘ শুনছেন?উঠুন নাহ! এই শরবতটুকু খেয়ে নিন।দেখবেন ভালো লাগবে।’

জবাব দিলেন নাহ জিহাদ সাহেব।লিপি বেগমের কান্না পেলো।স্বামির এমন অবহেলা মেনে নিতে পারছেন নাহ তিনি।লিপি বেগম ধরা গলায় বললেন,

-‘ আমার সাথে রাগ আছেন বুঝলাম।তবে নিজের শরীরের সাথে তো আর রাগ নেই? আপনি অসুস্থ।শরবতটুকু খেয়ে নিন নাহ।’জিহাদ সাহেব তাও কোন সারাশব্দ করলেন নাহ।লিপি বেগমের বক্ষে অসহনীয় যন্ত্রনা হলো।তিনি এইবার নিচে বসে পরলেন।তারপর দুহাতে চেপে ধরলেন জিহাদ সাহেবের পাজোড়া।স্বামির পায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।জিহাদ

সাহেব হকচকিয়ে উঠলেন। দ্রুত উঠে বসলেন।লিপি বেগম কাঁদতে কাঁদতে বলেন, -‘ আমায় ক্ষমা করে দেও গো।আমি নিজের কাজে নিজেই নিজের কাছে আজ লজ্জিত। আমাকে এইভাবে তোমরা দূরে ঠেলে দিও নাহ গো।আমার তাহলে মরন ছাড়া উপর নেই।আমায় তোমরা ক্ষমা করো।আ..আমি আরাবীর কাছেও ক্ষমা চাইবো।ওর পা ধরেও ক্ষমা চাইবো।আমায় তোমরা এইভাবে অবহেলা করো না।’জিহাদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।তারপর লিপি বেগমকে টেনে দাড় করালেন।লিপি বেগম কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গিয়েছেন।তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে

গিয়েছে।জিহাদ সাহেব আর পারলেন নাহ নিজের রাগ ধরে রাখতে।শতো হোক এই মানুষটাকে তিনি ভালোবাসেন।যতোই খারাপ হোক লিপি বেগম।সত্য কথা তিনি এই খারাপ মানুষটাকেই ভালোবাসেন।আর আজ তো তিনি লিপি বেগমের চোখে স্পষ্ট অনুশোচনা দেখতে পাচ্ছেন।তিনি লিপি বেগমকে বিছানায় বসালেন।লিপি বেগম জিহাদ সাহেবের বুকে মাথা রাখলেন।কেঁদে কেঁদে বলেন,-‘ আমি অনেক খারাপ গো। অনেক খারাপ।আমার মেয়েটাকে আমি কিভাবে এতোটা কষ্ট দিয়ে ফেললাম গো। মানছি আমি জন্ম দেয়নি।তবে আমি তো মা

বলো।আমি কিভাবে এতো খারাপ হলাম?ওকে তো আমি এই দুহাতে লালনপালন করেছি বলো।ওর প্রথম মা বলতে পারায় পুরো বিল্ডিংয়ের মানুষকে তো আমি নিজ হাতে পায়েস বানিয়ে খাইছিলাম বলো?মনে আছে তোমার?সেই আমি কিভাবে আমার মেয়েটাকে এতো কষ্ট দিয়ে ফেললাম?আমার মতো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।মরে কেন যাই না আমি।আমায় তুমি মেরে ফেলো। আমি নিষ্ঠুর।আমার জন্যে আজ আরাবীর এই অবস্থা।আরাবী আমায় কি ক্ষমা করবে?আমি নিজেই তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি

না।’জিহাদ সাহেব লিপি বেগমের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিচলিত গলায় বলেন, -‘ থামো লিপি থামো।হয়েছে তো।তোমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছে।আমি আর রাগ করে নেই তোমার প্রতি।তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছো এতেই হয়েছে।আর আরাবী কেমন মনের মানুষ।এটা তুমি ছাড়া আর কেই বা ভালো বুঝবে বলো?তুমি একটু ওকে আদর করে বুকে টেনে নিও দেখবে তো সব ভুলে যাবে।তোমার কোলে নিজেকে সপে দিবে।ও এতো পাষাণ মনের নাহ।ও তোহ আমাদের মেয়ে বলো?আমাদের মেয়ে কি কখনও আমাদের উপর রাগ করে থাকতে

পারে? ও নিজেও পারবে না আমি জানি। হয়েছে তো আর কাঁদে নাহ।’লিপি বেগম চোখ মুছে নিলেন।তারপর অস্থির হয়ে বলেন, -‘ ও অনেক ভালো আমি জানি ও আমায় ক্ষমা করে দিবে।কিন্তু...কিন্তু জায়ান?জায়ান আমার উপর অনেক রাগ।জানো তো আমাদের মেয়েটা অনেক ভাগ্যবতী।ও এতো ভালো একটা স্বামি আর পরিবার পেয়েছে। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম।জায়ান আমাকে দেখেই রেগে বলে আমায় চলে যেতে। আরাবীর নাকি ক্ষতি করতে এসেছি আমি। তাই আরাবীর কাছে আমায় যেতেই দিলো না।জায়ানকে কিভাবে বুঝাবো?’-‘ চিন্তা করো

না।আরাবী মেনে গেলে জায়ানও মেনে যাবে। ছেলেটা যে আমাদের মেয়েকে অনেক ভালোবাসে।আরাবীর জন্যে ও সব করতে রাজি।'
-' ঠিক বলছো।আমি কালই যাবো আরাবীর কাছে।ওর কাছে মাফ চাইবো।আমি জানি আরাবী আমায় ফিরিয়ে দিবে নাহ।'
-' আচ্ছা যেও।'আরাবী ঘুমোচ্ছে।কড়া ডোজের মেডিসিন খাওয়ার কারনে ইদানিং আরাবীর ভীষণ ঘুম পায়।জায়ান ওর পাশেই বসা ছিলো।এমন সময় ইফতির কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল, ' ভাইয়া আছো?কথা ছিলো একটু।'ইফতির গলার স্বরে উঠে দাড়ালো

জায়ান।তারপর ধীর আওয়াজে বলে,’ হু!
আসছি দারা।’
জায়ান আরাবীর গায়ে ভালোভাবে কাথা টেনে দিলো।তারপর ধীর পায়ে রুম থেকে বেড়িয়ে আসল।ইফতি জায়ানকে দেখেই বিচলিত কণ্ঠে বলে,’ ভাইয়া! জরুরি কথা বলবো।“
হুম! বাগানেচল।আরাবী ঘুমোচ্ছে।আওয়াজে জেগে যেতে পারে।’
জায়ান আর ইফতি রুম থেকে সরে গিয়ে বাগানের নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসল।
জায়ান শীতল গলায় প্রশ্ন করে,’ হ্যা বল। কি বলবি!’

‘ ভাইয়া সেদিন তোমায় বললাম নাহ।আমার এক ফ্রেন্ড ওই হাসপাতালের ডক্টর।সাথে ওর আম্মুও ডক্টর ওই একই হাসপাতালের।’ইফতির কথায় জায়ান ভ্রু-কুচকালো। বলল, ‘ হ্যা তো?’

ইফতি বলল, ‘ আমি আমার সেই ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেছিলাম।সাথে আন্টির সাথেও। আন্টিকে বিষয়টা জানাতে উনি আমায় তারিখ’টা জিজ্ঞেস করেছিলো।আমিও বললাম।তারিখটা বলতেই কেমন যেন তিনি থমথমে হয়ে গিয়েছিলো।শুধু বলল তোমাকে নিয়ে যেন তার সাথে দেখা করি।আমার মন বলছে ভাইয়া।কিছু একটা ঘাপলা আছে।’

জায়ানের কোচকানোর ভ্রু-জোড়া আরও কুচকে আসে।কি এমন হলো?যে তারিখ বলতেই তাকে যেতে বলল।জায়ান বলল, ‘ ঠিকই বলছিস ইফতি।কিছু একটা তো সমস্যা অবশ্যই আছে।” এখন তুমি কবে যাবে?’

‘ তিনি আমায় কবে যেতে বলেছেন?’

ইফতি বলল,’ তুমি গেলেই নাকি হবে।’

‘আচ্ছা তাহলে কাল যাবো নেহ।’

‘ ওকে।তাহলে আমি আন্টিকে জানিয়ে দিবো নেহ।’

‘হুম দিস!’কোচিং শেষে নূর বাহিরে দাঁড়িয়ে ওর ক্লাসমেট একটা ছেলের সাথে কথা বলছে।ফাহিম কোচিং-এর সকল কাজ শেষ

করে বের হচ্ছিলো। গেটের সামনে নূরকে একটা ছেলের সাথে কথা বলতে দেখে ভ্রু-কুচকে আসে ওর।হঠাৎই রাগ উঠে গেলো ফাহিমের। ইদানিং নিজেকে নিজেই বুঝতে পারেনা ফাহিম।ওর কিযে হয়েছে।নূরকে অন্য কোন ছেলের সাথে কথা বলতে দেখলেই ওর রাগ লাগে।এমনটা আরাবীর এক্সি'ডেন্ট হয়েছিলো সেদিন নূরের সাথে একটু একান্তভাবে কথা বলেছিলো।নূর ওকে শান্তনা দিয়েছিলো ওইদিন থেকেই নূরের প্রতি আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করে ফাহিমের। এই অনুভূতির নাম কি দেবে ফাহিম জানে নাহ।এইযে ফাহিমের যে রাগ লাগছে নূরকে

অন্য একটা ছেলের সাথে দেখে।এটা তো অহেতুক রাগ তাই নাহ?মনকে বুঝ দিচ্ছে ফাহিম।তাও মন কথা শুনলে তো? ফাহিম মনের কথা শুনেই এগিয়ে গেলো নূরের কাছে। কথার মাঝে হঠাৎ ফাহিমকে দেখে থেমে যায় নূর।আঁড়চোখে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়।ফাহিম থমথমে গলায় বলে,' নূর,এদিকে আসো। " কেন স্যার?'

' একটু দরকার আছে।'

' বাট স্যার কোচিং-এর কথা তো কোচিং-এর মধ্যেই বলতে হয়।এখন তো কোচিং টাইম শেষ।তাই যা বলার কাল বলবেন।'

নূর ফাহিমকে মুখের উপর ঘুরিয়ে পেচিয়ে না করে দিলো। খুব সুক্ষভাবে অপমান যাকে বলে।ফাহিম দাঁতেদাঁত চিপল।রাগল ঝাড়ল পাশে দাঁড়ানো ছেলেটার উপর।ফাহিম বলে, ‘ এই ছেলে?তোমার পড়ালেখা নেই?ক’টা বাজে?বাড়ি যাও না কেন?কোচিং-এর টেস্টে কি বাজে রেজাল্ট করেছ সেই খেয়াল আছে?’ধমক খেয়ে ছেলেটা ভয় পেলো। তড়িঘড়ি করে চলে গেলো দ্রুত পায়ে।ফাহিম এইবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নূরের দিকে। রাগি গলায় বলে,’ ওই ছেলের সাথে এতো কথা কিসের তোমার?’

নূরের একরোখা জবাব, ‘ তাতে আপনার কি?’

‘ নূর আমায় রাগিও নাহ।’

‘ আশ্চর্য! এখানে তো আপনি রেগে যাবেন এমন কিছুই হয়নি।অন্তত আমার চোখে তো পরছে নাহ।’হাত চেপে ধরল ফাহিম নূরের। ব্যাথা পেলো নূর।তাও কিছু বলল নাহ।ফাহিম টেনে নূরকে নিয়ে কোচিং সেন্টার থেকে বেড়িয়ে আসল।তারপর বলে,’ তুমি আমাকে ইগনোর করছ কেন?’‘ আপনাকে ইগনোর কোথায় করলাম স্যার? আপনিই তো সেদিন বলেছিলেন না কোচিং-এ যাতে আপনার সাথে ক্লাস বাদে।অহেতুক কথা যেন না বলি।’

নূরের সাথে কোচিং-এ প্রথম দেখার দিনের স্মৃতি মনে পরে গেলো ফাহিমের।মেজাজ খানিকটা ঠান্ডা হলো।মেয়েটা কি তবে অভিমান করেছে?সেদিনের ওর বলা কথার জন্যে?তবে ফাহিম যা করেছিলো তা নূরের ভালোর জন্যেই তো করেছিলো।ফাহিম ঠান্ডা গলায় বলল,' আমি যা বলেছিলাম তোমার ভালোর জন্যেই তো বলেছিলাম।" তো?আমি তো আপনার কথাই মানছি।'

ফাহিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।তারপর হুট করে বললে, ' আচ্ছা সরি।'

চমকে গেলো নূর।ও কখনও ভাবতেই পারেনি ফাহিম ওকে এইভাবে হুট করে সরি বলবে।

আসলে সত্যিই নূর অভিমান করেছিলো ফাহিমের সেদিনের ব্যবহারের কারনে।কিন্তু ফাহিমের এই একটা সরি বলাতেই যেন অভিমানের পাহাড় ধ্বসে পরে গেলো নূরের। নূরের চোখ ভরে উঠতে চাইল।তাও সামলে নিলো নূর নিজেকে।ধীর গলায় বলে, ' আমি বাসায় যাবো স্যার?'' এতো অভিমান কিসের নূর?আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাসো।' ফাহিমের সোজাসাপটা কথায়।
নূরের যেন চোখ বেড়িয়ে আসার উপক্রম।ও তো কখনও এই লোকটাকে ভালোবাসার কথা বলেনি।অথবা এমনও কোন আঁচড়ন করেনি। যা দেখলেই লোকটা বুঝে যাবে ও লোকটাকে

ভালোবাসে।তাহলে কিভাবে বুঝল লোকটা? নূরের অবাক হওয়া মুখশ্রী দেখে হাসল ফাহিম।তারপর বলে, ‘ অবাক হয়েছ তাই নাহ?যে আমি জানলাম কি করে?’নূর জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে তাকাতেই ফাহিম আবার বলে, ‘ আমি তোমার চোখ পড়তে পারি নূর।তোমার চোখে আমি স্পষ্ট আমার জন্যে ভালোবাসা দেখতে পাই।’

নূরের বুক ভাড় হয়ে আসল কষ্টে।লোকটা বুঝে যে ও লোকটাকে ভালোবাসে। তাও ওকে এতোটা অবহেলা করে।কেন করে?কেন এতো কষ্ট দেয় ওকে?নূর ধরা গলায় বলে, ‘

জেনেশুনে তাও তো কষ্ট দেন আমাকে।“
আমায় বিয়ে করবে নূর?’
এইবারের চমকে যেন নূরের হার্ট এ’ট্যাক হয়ে যাবে।এটা কি বলল ফাহিম?সত্যিই কি বিয়ের কথা বলল ওকে? নাকি ও ভুল শুনল? ওর মাথা খারাপ হলো নাকি লোকটার মাথা খারাপ হলো? নূর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ‘ আপনি ঠিক আছেন?কিসব বলছেন আপনি?’ফাহিমের সরল গলায় জবাব,’ চলো বিয়ে করে ফেলি নূর।তুমি তো আমায় ভালোবাসো তাই নাহ?প্রমিস করছি বিয়ের পর একটুও অবহেলা করবো নাহ।’

‘ কিন্তু আমায় তো আপনি ভালোবাসেন নাহ। ভালোবাসেন? সত্যি সত্যি উত্তর দিবেন।’

‘ নাহ ভালোবাসি নাহ।’তাচ্ছিল্য হাসল নূর। ফাহিম ওকে ভালোবাসে না সেটা নূর ভালোভাবেই জানে।নূর তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বলে,’ যেহেতু আমায় ভালোবাসেন নাহ। সেখানে বিয়ে করার প্রশ্নই আসে নাহ।আমি আপনাকে ভালোবাসি ঠিকই।কিন্তু যে আমায় ভালোবাসে নাহ।তাকে বিয়ে আমি করব নাহ। আমাকে দয়া দেখাতে হবে নাহ।আমি কারও দয়ার পাত্রি হতে চাই নাহ।’‘ আমি তোমায় ভালোবাসি না ঠিকই নূর।তবে সত্যি বলছি

আমি তোমাকে মন থেকে আমার স্ত্রীর রূপে চাইছি।আমি তোমাকে দয়া করছি নাহ নূর।'

' প্লিজ আপনি থামুন। আমি আর কিছু শুনতে চাই নাহ।'বলেই নূর চলে যেতে নিতেই ফাহিম ওর হাত টেনে ধরে।গম্ভীর স্বরে বলে,

' আমি তোমাকে ভালোবাসি নাহ ঠিকই। তবে তুমি আশেপাশে থাকলে আমার ভালোলাগে। তোমার জন্যে মনের মাঝে আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করে নূর।ভালোলাগে তোমার কথা শুনতে।এখন এটাকে আমি কি বলব আমি জানি নাহ।তবে আমি এটুকু জানি আমি তোমার সাথেই সারাজীবন ভালো থাকবো নূর। তুমি শুধু একটু মানিয়ে নিও।'ফাহিম

অতোটা মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে নাহ। তবে যেটুকু পারল মনের কথা সবটা বলে দিলো নূরকে।নূর আর পারল না নিজেকে ধরে রাখত। এতোটা অপেক্ষার পালা এইবার শেষ হয়েই গেলো তবে।নূর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। নূরকে কাঁদতে দেখে ভড়কে যায় ফাহিম।কি করবে দিশা পাচ্ছে না।চারপাশে তাকাল ফাহিম।দেখল কেউ আছে নাকি! না কেউ নেই।নিশ্চিত হতেই নূরকে বুকে টেনে নেয় নূর।নূর ফাহিমের একটুখানি ছোঁয়া পেতেই।আরো সিটিয়ে যায় ফাহিমের কাছে। ফাহিম আলতো হাতে নূরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।নরম গলায় বলে,' কেঁদো

না নূর।আমায় হাতটা একবার ধরো বিশ্বাস করে।ওয়াদা করলাম তোমার এই হাত আমি কোনদিন ছাড়বো না।আজীবন এইভাবেই আমার বুকের মাঝেই আগলে রাখব।'ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। কেমন হয়েছে জানাবেন। কেমন হয়েছে বলতে বলব নাহ।কারন গল্পটা ইদানিং অনেক খারাপভাবে লিখছি আমি। এইতো আর কয়েকটা পর্ব।এরপরেই শেষ হয়ে যাবে।একটু সহ্য করে নিন।চিন্তিত আরাবী বসে আছে।নজর জায়ানের দিকে।এই লোকটা হুটহাট সময় অসময়ে যে কোথায় কোথায় চলে যায়,ভেবে পায় না আরাবী। এইযে এখন সেজে গুজে তৈরি হচ্ছে

লোকটা।কোথায় যাবে বলেও না আরাবীকে।
আরাবী তীক্ষ্ণ চোখে জায়ানকে পর্যবেক্ষন করে নিয়ে বলল, ‘ কি ব্যাপার বলুন তো।ইদানিং আপনি এমন সেজে গুজে হুট হাট কোথায় চলে যান?’শরীরে পারফিউম দিচ্ছিল জায়ান।
আরাবীর কথায় হালকা হাসল।একটু সময় নিয়ে আরাবীর কাছে গিয়ে বসল।বলল, ‘তুমি বুঝি আমায় সন্দেহ করছ?’
জায়ানের হঠাৎ এমন একটা কথায় থতমত খেয়ে যায় আরাবী।জায়ান কি তবে ওর কথায় কষ্ট পেয়েছে?যে ওকে এই কথাটা বলল।
ওতো এরকম কিছু ভাবেইনি।ও তো খুব ভালোভাবেই জানে এই লোকটা ওকে ঠিক

কতোটা ভালোবাসে।লোকটার চোখের দিক তাকালেই আরাবী নিজের জন্যে অসীম ভালোবাসা দেখতে পায়।সেখানে এসব তো ও স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।আরাবী ছোট্টো কণ্ঠে বলে, ‘ ছিঃ ছিঃ আপনি এসব কি বলছেন?আমি এমন কিছু ভাবব কেন?আমি মোটেও আপনাকে সন্দেহ করছি না।’আরাবীর কথা শুনল জায়ান।তবে কিছু বলল নাহ। আরাবী চোখ তুলে তাকাল জায়ানের দিক। জায়ান এইবার কোমলভাবে স্পর্শ করল আরাবীর গাল।কেঁপে উঠল আরাবী। আজ ঠিক কতোদিন পর জায়ানের এই অন্যরকম শীহরণ জাগিয়ে তোলা স্পর্শ পেলো আরাবী।

ওর এক্সি'ডেন্ট হওয়ার পর থেকে তো লোকটা ঠিকঠাকভাবে ওর কাছেও ঘেষে না। সে নাকি ভয় পায়।তার হাতপা লেগে যদি আরাবী ভয় পায়?কতো বলে কয়ে যে জায়ানের নিকট গিয়ে ঘুমোয় আরাবী।ওদিকে আরাবীকে দূরে রেখে যে লোকটা নিজেও ঘুমোয় নাহ।সারারাত ছটফট করে।তাই আরাবী জায়ানের কোন নিষেধাজ্ঞা মানে নাহ। নিশ্চুপভাবে জায়ানের বুকে লেপ্টে যায়।জায়ান নিজেও যে এতে শান্তি পায় আরাবী জানে। মুঁচকি হাসল আরাবী।ওকে হাসতে দেখে জায়ান প্রশ্ন করল,' হাসছ যে?'

মাথা নিচু করে আরাবী বলে, ‘এমনি।’জায়ান আরেকটু কাছ ঘেষে বসে আরাবীর।আরাবী কাঁপছে,সাথে কাঁপছে ওর হৃদয়।নিশ্বাস হয়েছে জোড়াল।বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। জায়ান আরাবী সেই তিরতির মরে কম্পয়মান ওষ্ঠজোড়া দেখে শুকনো ঢোক গিলল।আজ কতোদিন হলো ওই অধরজোড়ার সুধাপাণ করতে পারে না জায়ান।শতো ইচ্ছে থাকলেও নিজেকে সংযত করে রাখে।তবে আজ পারছে নাহ।জায়ান ধীর স্বরে বলে, ‘ আরাবী তোমায় আজ যদি একটুখানি ছুঁয়ে দেই।তুমি কি রাগ করবে?’জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিলো আরাবী। মাথা নিচু করে লাজুক হাসল।আরাবী কাছে

এগিয়ে এসে আরাবীর জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরল।জায়ান আরাবীর সম্মতি পেয়ে মুঁচকি হাসল। আরাবীর মাথার পিছনে হাত গলিয়ে দিয়ে চুলগুলো মুঠিতে পুরে আরাবীর মাথাটা উপর দিকে উঠাল।আরাবী চোখ বন্ধ করে আছে।জায়ান আলতো করে চুমু খেল আরাবীর ঠোঁটজোড়ায়।দীর্ঘদিন পর স্বামির সোহাগটুকু পেয়ে সর্বাঙ্গ ঝংকার তুলে উঠল। জায়ান আরাবীর এই কম্পনে যেন পাগল হয়ে গেলো।পাগলের মতো হামলে পরল আরাবীর অধরজোড়ার উপর।এতোদিনের তৃষ্ণা মিটাতে লাগল প্রেয়সীর ঠোঁটের সুধাপাণ করে। আরাবীও স্বামির ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছে।

আজ কতোদিন পর লোকটার উষ্ণ স্পর্শগুলো পাচ্ছে।দীর্ঘ চুম্বনের পর সরে আসে জায়ান। আরাবী চোখ বন্ধ করে জায়ানের বুকে মাথা ঠেকিয়ে রাখল। জায়ান নরম গলায় বলে, ‘ আ’ম সরি আরাবী।আসলে এতোদিন পর.....!’‘ চুপ করুন।’ আরাবী ফিসফিস করে বলল।তারপর মাথা উঠিয়ে তাকাল জায়ানের দিকে।জায়ান স্পষ্ট আজ আরাবীর চোখে নেশা দেখতে পাচ্ছে।আরাবী যে আজ ওকে চাইছে তা জায়ান খুব ভালোভাবেই জানে। জায়ানের নিজেরও মন চাইছে আজ মেয়েটাকে খুব করে ভালোবাসতে।কিন্তু মেয়েটা অসুস্থ।হাতটা যাও ঠিক হয়েছে পা’টা

এখনও ঠিক হয়নি।যদি ব্যাথা পায়।ভয় হয় জায়ানের।জায়ান মনকে শক্ত করে। সরে আসতে চায় আরাবীর কাছ থেকে।তবে যেতে পারে না। তবে যায় জায়ান।তাকিয়ে দেখে আরাবী ওর শার্টটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে।মাথা নিচু করে আছে আরাবী। জায়ান ঢোকের পর ঢোক গিলল।এই মেয়েটা কেন বুঝছে না।ও এমন করলে জায়ানও নিজেকে সামলাতে পারবে নাহ।জায়ান ধীরে বলে, 'আরাবী তুমি....!'জায়ানকে থামিয়ে দিলো আরাবী।হাশফাশ করছে মেয়েটা। ও তো মেয়ে কি করে মুখ ফুটে এই কথা বলবে।যে আজ ও চাইছে নিজের স্বামির

ভালোবাসা।আরাবী লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।থেমে থেমে বলে, ‘ আ..আপনি।প্লিজ এভাবে...মানে আমি....!’
জায়ান হাত টেনে আরাবীকে বুকে টেনে নিলো।মেয়েটা যেহেতু আজ এতো করে ওকে চাইছে।তো ও নিজেও আর দূ্রে থাকবে না।
জায়ান আরাবীর কানে ফিসফিস করে বলে, ‘ স্বামির সোহাগ এতো করে চাইছো।সেটা মুখ ফুটে বলতে এতো সমস্যা কিসের?’
লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল আরাবীর।
লোকটার এই লাগামছাড়া কথাবার্তা কোনদিনও বন্ধ হবে নাহ।জায়ান আরাবীকে বুক থেকে সরিয়ে দিলো।তারপর ধীরে

আরাবীকে বিছানায় সুইয়ে দিলো।আরাবী নিভু নিভু চোখে তাকিয়ে জায়ানের দিকে।জায়ান নেশাক্ত চোখে আরাবীর সর্বদেহে চোখ বুলাচ্ছে।আরাবীর আকর্ষনীয় নারিদেহের বাঁক স্পষ্ট ফুটে উঠেছে শাড়ির প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে।জায়ান হাত রাখল শার্টের বোতামে আস্তে আস্তে খুলে শার্টটা ছুড়ে ফেলে দিলো। আরাবী জায়ানের উন্মুক্ত দেহ দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। লোকটার আকর্ষনীয় সুদর্শন শরীরটা ওকে ভীষনভাবে টানে।জায়ান আরাবীর দেহের উপর নিজের শরীরটা এলিয়ে দিলো।তবে পুরো ভাড় ছাড়ল নাহ। মেয়েটা যদি ব্যাথা পায়।মুখ নামিয়ে আনল

আরাবীর কানের কাছে। নেশাক্ত গলায় বলে, ‘ তুমি জানো তুমি বৃষ্টিস্নাত কাঠ গোলাপের মতোই অনন্য অসাধারণ একজন।যাকে আমি আমার হৃদয়ের রানির আসনে বসিয়েছি। আমার রানি আজ আমার ভালোবাসায় সিক্ত হতে চেয়েছে।আমি কি করে তাকে ফিরিয়ে দেই?আজ আমি না হয় তোমাতেই বিলীন হয়ে যাই।’আরাবী এক ঝটকায় এসে জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরে জায়ানকে কাছে টেনে আনল।তারপর মুখ গুজে দিলো জায়ানের কাধে।জায়ান আলত হাসল।মেয়েটা এতো লজ্জাবতী।জায়ান একটুখানি বেষামাল কথা বললেই লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুটিয়ে

যায়।জায়ান আরাবীর কানের পিঠে চুমু এঁকে দিলো।তারপর চুমু খেলো আরাবীর গালে। জায়ান কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে,' বৃষ্টি যেভাবে কাঠ গোলাপকে ছুয়ে দেয়। আমিও তোমাকে সেভাবেই কাছে টেনে নেব।'আরাবীও লাজুক গলায় প্রতিত্তরে বলে, ' আপনার কাঠগোলাপ আপনার অপেক্ষায়।আপনার প্রেমের বৃষ্টিতে তাকে সিক্ত করে দিন।'

জায়ান আরাবীর গলার ভাজে মুখ গুজে দিলো।উষ্ণ চুমুর বর্ষনে সিক্ত করে তুলল আরাবীকে।জায়ানের ভালোবাসায় মাতাল আরাবী।খামছে ধরল জায়ানের পিঠ।এতে যেন জায়ানের ভালোবাসার তীব্রতা আরো

বেড়ে গেলো।চুমুতে চুমুতে ভড়িয়ে তুলল আরাবীকে।আজ অনেকদিন পর প্রেমের বর্ষনে দুজন দুজনের সাথে সিক্ত হতে লাগল। ভালোবাসার নদীতে ভাসতে লাগল দুজনেই।মিসেস হোসনে আরা রোজির সামনে বসে আছে জায়ান।হোসনে আরা রোজি হলেন একজন গাইনী বিষেষজ্ঞ ডক্টর। তিনিই হলেন ইফতির ফ্রেন্ডের মা।যে জায়ানের সাথে পার্সসোনালি দেখা করতে চেয়েছেন।জায়ান গম্ভীর কণ্ঠে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘ মিসেস হোসনে আরা রোজি আমি কি জানতে পারি ঠিক কি কারন যে আপনি আমায় এতো পার্সসোনালভাবে

ডেকেছেন।’নড়েচড়ে বসলেন মিসেস রোজি। চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ধীর গলায় বলে, ‘ আমি যেটা বলব মন দিয়ে শুনবেন। আমি সব কিছু সোজাসাপটা বলব।কোন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছি না আপনার।’‘জি বলুন।’

‘ ৫ জুন ২০০০ সাল রাত্রির দেড়টা বাজে একজন মহিলাকে আমার কাছে আনা হলো। তিনি তখন প্রসব বেদনায় ছটফট করছিলেন। আমি দ্রুত তাকে এডমিট করে নিলাম।যে লোকটা তাকে এনেছিল তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কি হয় পেসেন্টের।তিনি জানালেন তিনি নাকি পেসেন্টের বাড়িতে কাজ

করেন।আমি আরও ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন পেসেন্টের হাজবেন্ড আসছে।আমি বেশি কিছু ভাবলাম নাহ দ্রুত পেসেন্টের কাছে গেলাম।কারন পেসেন্টের অবস্থা তখন ভীষণ খারাপ।আমি তার ডেলিভারি করালাম।ফুটফুটে একটা মেয়ে বাবুর জন্ম দিলো সে।কিন্তু আফসোস তাকে বাঁচাতে পারলাম নাহ আমি।নিজের বাচ্চাকে সহি সালামতে দুনিয়াতে আনতে পারলেও।তাকে চলে যেতে হলো দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে।আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে বাহিরে আসতেই দেখলাম একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে।বুঝলাম এটাই হয়তো মহিলাটির

হাজবেন্ড।কিন্তু ব্যাক্তিটির কাছে গিয়ে দেখলাম এ আর কেউ না আমারই বন্ধু।ও বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করে হায়ার এডুকেশনের জন্যে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল।আমি অবাক হয়ে গেলাম।ও নিজেও আমায় দেখে বেশ অবাক হয়েছে।আমি জিজ্ঞেস করলাম সে এখানে কেন?ও নিজেও আমায় জানাল ওর স্ত্রীর নাকি এই হাসপাতালে ভর্তি।আমি বুঝলাম আমি যেই আন্দাজ করলাম তাই ঠিক।আমি ওর কোলে ওর মেয়েকে দিয়ে জানালাম যে এটাই ওর সন্তান।যে সদ্য জন্ম নিয়েছে।ওর চোখে মুখে আমি বাবা হবাএ সামান্যতম খুশি দেখলাম

নাহ।আরও বেশি আশ্চর্য হলাম।যখন আমি হতাশ গলায় বললাম যে ওর স্ত্রী আর নেই।ও এতে কষ্ট পাবে তো দূর।ও চেহারা দেখে বুঝলাম ও এতে যেন খুশিই হয়েছে।

হাসপাতাল তখন নিরিবিলি।এই নিরিবিলি হাসপাতালে ওই পাষাণ ব্যাক্তিটার কথায় যেন বজ্রপাত হলো।ও যা বলল তা আজ পর্যন্ত কোন সন্তানের বাবাকে আমি বলতে শুনলাম নাহ।ও আমার হাত ধরে বলে ওই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলার জন্যে।এতে নাকি ও আমায় মোটা অংকের টাকা দিবে।আমি রাজি হলাম না।ও আমায় আমাদের বন্ধুত্বের দোহাই দিল। আমায় ও অনেক টাকার অফার দিল।আমি

নিজেও অপরাধি তখন আমি টাকার নেশায় অন্ধ হয়ে গেলাম।লোভে পরে রাজি হয়ে গেলাম।একজন ছেলেকে টাকা দিয়ে ওই সদ্যজাত জন্মানো মেয়েটাকে কোন আর্বজনার স্তুপে ফেলে দিয়ে আসতে বললাম।কুকুর শিয়ালরা এসে মেরে ফেলবেই নেহ ওই বাচ্চাকে।আমার বন্ধু ওর স্ত্রীর মরা লা'শ নিয়ে চলে গেলো।সব ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম। হাসপাতাল থেকে সকল ডিটেইলস সব মুছে দিলাম।তবে তার কিছু ঘন্টা পর আমি শান্তিতে থাকতে পারলাম নাহ।অনুশোচনায় আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো।কারন তখন আমিও যে দুমাসের গর্ভবতী ছিলাম।আমি কি

করে পারলাম এমনটা করতে।আমি পাগলের মতো ছুটে গেলাম ওই ছেলের কাছে।যাকে ওই বাচ্চাটাকে দিয়েছিলাম যাতে ও ফেলে দিয়ে আসে।ওই ছেলে আমায় জানাল ওই বাচ্চাটাকে নাকি কোন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে।শুনে বেশ অবাক হলাম।সাথে খুশিও।যাক বাচ্চাটা তাহলে বেঁচে তো আছে।আমি পরেরদিনই আমার বন্ধুর কাছে গেলাম।ওকে সব টাকা ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু ওকে বললাম নাহ ওর মেয়ে বেঁচে আছে।কারন ও যদি এটা জানতে পারে তাহলে বাচ্চাটাকে ও আবার মারার চেষ্টা করবে।আমি আর ওর সাথে বেশি কথা

বললাম নাহ।চলে আসলাম ওখান থেকে।কিন্তু তবুও আমার অপরাধবোধ যেন আমার প্রতিমুহূর্তে গিলেগিলে খাচ্ছিল।২৩ টা বছর, ২৩ টা বছর আমি যন্ত্রনায় ছটফট করেছি। তবে আমি জানতাম না উপরওয়ালা আমায় প্রয়েশ্চিত্ত করার জন্যে একটা সুযোগ দিবেন। ইফতি আমায় যখন এই বিষয়ে জানাল তখন আমি ওকে তারিখটা জিজ্ঞেস করতেই আমি পুরোপুরি সিউর হয়ে গেলাম।তাই তো তোমার সাথে দেখা করার জন্যে ছটফট করছিলাম।আজ তোমায় সব জানালাম আমার মনটা হালকা হলো।এখন শুধু একবার ওই বাচ্চা মেয়েটাকে আমি একটু দেখতে চাই।ওর

কাছে ক্ষমা চাইবো আমি।’সবটা মন দিয়ে শুনল জায়ান।তবে বেশি কিছু বলল নাহ।কিন্তু ওর মনের ভীতর কি চলছে তা কেউ বুঝবে না।জায়ান শুধু শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘ আপনার বন্ধুর নামটা জানতে পারি?’

‘ জি অবশ্যই।ওর নাম হলো রাশেদ শেখ।’ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।যদি কোন জায়গায় ভুল কিছু লিখে থাকি তাহলে মাফ করবেন।কোন ভুল ইনফোরমেশন দিলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।‘জি অবশ্যই।ওর নাম হলো রাশেদ শেখ।’

জায়ানের মাঝে কোন ভাবান্তর দেখা গেলো নাহ।বেশ শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।জায়ান শীতল গলায় বলল,' উনার বাড়ির এড্রেসটা দিতে পারবেন?'ডা.হোসনে আরা রোজি চিন্তিত গলায় বললেন,' কিন্তু ও তো দেশে থাকে না।'

জায়ান গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'সমস্যা নেই আপনি তার দেশের বাড়ির ঠিকানা দিলে-ই হবে।'

' আচ্ছা ঠিক আছে।একটু ওয়েট করো আমি লিখে দিচ্ছি।'

জায়ান মাথা দুলিয়ে হ্যা বোঝালো।ডা.রোজি ঠিকানাটা লিখে দিতেই।জায়ান সেটা হাতে নিয়ে বলে, ' ধন্যবাদ ডা..... '

জায়ানকে থামিয়ে দিয়ে ডা. রোজি বলেন, ‘ আন্টি বলতে পারো আমায় সমস্যা নেই।’ জায়ান হেসে বলে, ‘ ওকে আন্টি তাহলে আসি?আসলে আমার ওয়াইফ অসুস্থ।’ ডা.রোজি বলেন,’ ইয়াহ সিয়র।খেয়াল রাখবে ওর।’‘ ধন্যবাদ আসি তাহলে। ‘ জায়ান উঠে যেতে নিতেই আবারও ডা.রোজির কথায় থেমে গেলো।তিনি বলেন,’ কিচ্ছু মনে করো না বাবা।যদি পারো তোমার ওয়াইফ কি যে নাম?’

‘ আরাবী!’

‘ হ্যা, আরাবীকে পারলে একটু আমার কাছে এনে।মেয়েটাকে দেখার খুব ইচ্ছা।ওর কাছে

যে ক্ষমা চাওয়া আমার এখনও বাকি।খুব অন্যায় করেছি আমি ওর সাথে।'ডা.রোজির চোখজোড়া ভড়ে উঠল। জায়ান নরম গলায় বলে, ' আর কষ্ট পাবেন না আন্টি।আপনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এটাই অনেক। আর আমার স্ত্রী অনেক নরম মনের।আমি জানি আপনার ব্যাপারে সব জানতে পারলে কখনই আপনার উপর রাগ করে থাকবে নাহ।'

' তাই যেন হয়। '

' এটাই হবে।তাহলে আসি আন্টি?দেরি হচ্ছে।'

‘ এসো বাবা।’জায়ান হসপিটাল থেকে বেড়িয়ে গাড়িটে উঠে বসল।গাড়ির স্টেরিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে অসহায় কণ্ঠে আওড়ালো,’ নিজের অস্তিত্বের সম্পর্কে জানার জন্যে যতোটা ছটফট করছিলে তুমি।এখন যদি সেটা জানতে পারো তাহলে তার থেকেও দ্বিগুন কষ্ট পাবে তুমি।বাবা মায়ের কথা জানতে পেরে যতোটা খুশি হবে তুমি।মায়ের মৃত্যুর কথা আর তার পিছনের রহস্য জানতে পারে এরথেকেও বেশি কষ্ট পাবে তুমি। পিতৃপরিচয়ের জন্য যতোটা কষ্ট পেয়েছে তার থেকেও বেশি ঘৃনা করবে তার সম্পর্কে জানলে।কি করব আমি আরাবী?কি করব?কি

করলে তোমার কষ্ট পাবে না।কিভাবে এই সত্যি জানানোর পর আমার কাঠগোলাপকে আমি কষ্ট,যন্ত্রনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখব।ওর চোখের একফোটা পানি যে আমার বুকে ম'রন যন্ত্র'না অনুভব হয়।বুক পু'ড়ে যায় আমার। কি করব আমি আরাবী।'কথাগুলো বলেই নিজেকে শান্ত করার জন্য জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিলো জায়ান।অতঃপর নিজেকে সামলে গাড়ি স্টার্ট দিল।আরাবীকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে এসেছে জায়ান।মেয়েটা এতোক্ষনে জেগে গিয়ে হয়তো ওকে খুজছে। ঘুমের ঘোরে পাশ হাতরাচ্ছে আরাবী।কিন্তু কাংখিত মানুষটার অস্তিত্ব নিজের অস্তিত্বটুকু

অনুভব করতে না পেরে ভ্রু-কুচকে আসে আরাবীর। বিরক্তি নিয়ে পিটপিট করে চোখজোড়া খুলল আরাবী।ধীরে ধীরে উঠে বসল।বিছানার পাশে তাকিয়ে দেখে পাশটা খালি পরে আছে।লোকটা গেলো কোথায়? এভাবে হুটহাট কোথায় যায় লোকটা কে জানে?মাথাটায় চিনচিনে ব্যাথা করছে।ফ্রেস হওয়া দরকার। অতোশতো না ভেবে আরাবী উঠে দাঁড়ালো।পা'টা এখনও ঠিকঠাক রিক-ওভার করেনি।তাই এখনও ঠিকভাবে হাটতে পারেনা মেয়েটা।খুরিয়ে খুরিয়ে হেটে ওয়াশরুমে গেলো আরাবী। ঝর্ণা ছেড়ে ফ্রেস হতে নিতেই।শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হালকা

জ্বলে উঠল। আরাবী ব্যাথা অনুভব করল নাহ একটুও।বরংচ শান্তি অনুভব করল। ওয়াশরুমের আয়নায় নিজেকে দেখছে আরাবী।ঘারে, গলায় স্বামি সোহাগের চিহ্ন ভেসে উঠেছে।লাজুক হাসল আরাবী।লোকটার ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে আজ আরাবী। মুহূর্তগুলোতে কেমন অস্থির হয়ে পরেছিলো লোকটা।আসলে এতোদিন পর প্রিয়তমাকে কাছে পেয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখা বড্ড কষ্ট হয়ে পরছিলো জায়ানের জন্যে।তবুও যথাসম্ভব আরাবীর কাছে নম্রভাবটা ধরে রেখেছে।জায়ানের এতো ভালোবাসা পেয়ে আরাবী সত্যি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে।

নাহলে ওর মতো অস্তিত্বহীন একজনকে কেউ কি করে কেউ এতোটা ভালোবাসতে পারে? সত্যি বলতে আরাবীর এখন আর কষ্ট লাগানা।এতো সুন্দর পরিবার যার আছে সে কি কষ্ট পেতে পারে?সবচেয়ে বড় কথা জায়ানের মতো এতো ভালোবাসার একজন স্বামি আছে।আরাবী তো সুখি একজন মানুষ। যার কাছে এতোসব কিছু আছে সে কি কখনও কষ্ট পেতে পারে?উহু পারে।আরাবীও আর কষ্ট পায় না।শুধু মনে একটু আফসোস রয়ে গেছে আরাবী।সেটা চাইলেও শেষ করতে পারবে নাহ আরাবী।দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরাবী।দ্রুত ফ্রেস হয়ে নিলো। কিন্তু বিপত্ত

ঘটলো ও তো জামা-কাপড়ই আনেনি। নিজেকে নিজেই বকলো আরাবী।আসলে এতোদিন জায়ানই ওর সকল কাজ করে দিয়েছে।এইজন্যেই এমনটা হলো।লোকটার উপর পুরো নির্ভরযোগ্য হয়ে পরেছে ও।মুচঁকি হাসল আরাবী।তারপর শরীরে তোয়ালে পেঁচিয়ে নিয়ে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসল। আরাবী আশেপাশে না তাকিয়ে সোজা আলমারির সামনে চলে গেলো।জামা-কাপড় নিয়ে আলমারি বন্ধ করে সামনের দিকে ফিরতেই। থমকে যায় আরাবী।চোখজোড়া বড়বড় হয়ে আসে ওর।মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে পরেছে আরাবীর।সামনে জায়ান দাঁড়িয়ে।

জায়ানের অদ্ভুত চাহনী দেখে কেঁপে উঠল আরাবী।শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আরাবীর ওই চাহনী দেখে। লজ্জায় হতভম্ব হয়ে পরেছে আরাবী।কি করবে দিশা পাচ্ছে না। লজ্জায় আরাবী শেষমেষ বিছানার উলটো দিকে দৌড়ে চলে যেতে চাইল।কিন্তু পায়ে ব্যাথা থাকার কারনে পারে না মেয়েটা।পরে যেতে নিতেই জায়ান মৃদ্যু চিৎকার করে আরাবীকে বাহুডোরে আগলে নেয়।আরাবী ভয়ে চোখ বন্ধ করে জায়ানের শার্ট খামছে ধরে।যখন বুঝল ও জায়ানের বাহুতে ভয়টা কাটল আরাবীর।আস্তে আস্তে চোখজোড়া খুলে তাকাতেই জায়ানের লাল চোখ দুটো দেখে

ভয়ে ঢোক গিললো আরাবী। আরাবীকে সোজা করে দাড় করাল জায়ান।পরমুহূর্তেই জোড়েসোড়ে ধমকে উঠে জায়ান, ‘পাগল হয়ে গেছো তুমি?কি করতে যাচ্ছিলে?এখনও পুরোপুরি সুস্থ হওনি তুমি।আর এভাবে ছোটাছুটি করার মানে কি আরাবী?আমি কি পরপুরুষ কেউ?যে আমাকে দেখে এইভাবে দৌড়ে পালাতে হবে?’জায়ানের বকা খেয়ে মুখটা ছোটো হয়ে আসল আরাবীর।আবার প্রচুর লজ্জাও লাগছে জায়ানের সামনে এভাবে থাকতে।লজ্জা থেকে বাঁচতে আরাবী জায়ানের বুকেই মিশে গেলো।ঝাপ্টে ধরলো জায়ানকে। মিইয়ে গেলো জায়ানের বুকের মাঝে।প্রথমে

একটু চমকালেও পরক্ষনে বিষয়টা বুঝতে পেরেই হেসে দিলো জায়ান।মেয়েটা লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এমনটা করেছে জায়ানের বুঝতে বাকি নেই।জায়ান নিজেও জড়িয়ে ধরলো আরাবীকে। একহাত আরাবীর পিঠে রেখে আরেকহাত আরাবীর মাথায় রেখে হাত বোলাতে বোলাতে ধীর স্বরে বলে,' আমাকে দেখে লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সেই ঘুরে ফিরে আমার কাছে এসেছ লজ্জা লুকোতে।'জায়ানের কথায় হাসল আরাবী।লাজুক কণ্ঠে বলল,'আপনিই আমায় লজ্জা দেবেন।আবার আপনিই আমায় লজ্জা লুকোতে আপনার বুক পেতে দিবেন।'

‘ আমার বুকখানা তো আপনার জন্যে সবসময়ের জন্যেই খালি আছে ম্যাডাম।যখন মন চায় ঝটপট এসে লুকিয়ে পরবেন এখানে।’ বলেই আরাবীর চুলের ভাঁজে চুমু খেলো আরাবী।খানিকটা সময় এইভাবেই অতিবাহিত হলো।একে-অপরকে অনুভব করে কেটে গেলো অনেকটা সময়।হুশ ফিরতেই আরাবী ছোটো কণ্ঠে বলে,’এইভাবেই থাকব আমি?’

চোখ বন্ধ করে জায়ান ধীর আওয়াজে বলে, ‘হুম! এইভাবেই থাকো নাহ।ভালো লাগছে তো।’আরাবী জানে এতো সহজে জায়ান আরাবীকে ছাড়বে নাহ।তাই ও একটা ট্রিকস

কাজে লাগাল।মিছে মিছে হাঁচি দেওয়ার অভিনয় করল।আরাবীকে হাঁচি দিতে দেখে জায়ান চমকে গেলো।আরাবীকে ছেড়ে ওর দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে অস্থির হয়ে বলল, ' ইস, দেখলে তো ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। ইস,আমিও নাহ।ভুলটা আমারই।চুলগুলোও ভেজা।দেখি এদিকে আসো।হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুলগুলো শুকিয়ে দেই।'জায়ান আরাবীকে ধরে নিয়ে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসালো।তারপর হেয়ার ড্রয়ার দিয়ে আরাবীর চুলগুলো শুকিয়ে দিতে লাগল।আরাবী জায়ানকে দেখে মুঁচকি মুঁচকি হাসছে।জায়ান

সেটা লক্ষ্য করল।ভ্রু-কুচকে জিজ্ঞেস করে,' হাসছ যে?'

আরাবী হাসি মাখা ঠোঁটেই বলে,' এমনিই। কেন আমি কি হাসতে পারি নাহ?''হ্যা পারো।'

' তবে সমস্যা কোথায়?'

' সমস্যা কোথায় শুনবে?আবার লজ্জা পাবে না তো?'

আরাবী আনমনেই বলে, ' বারে আমি লজ্জা পাবো কেন?'

জায়ান আরাবী দুকাধে হাত রেখে আরাবীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিলো।হুশ ফিরতেই চমকে উঠল আরাবী। দুরুদুরু বুক নিয়ে

আয়নায় জায়ানের অবয়বের দিকে তাকিয়ে আরাবী।জায়ান ফিসফিস করে বলে, ‘ তোমার ওই হাসিমাখা মুখটা দেখতে আমার ভীষণ ভালোলাগে।তখন ওই হাসি লেপ্টে থাকা ঠোঁট দুটো আমায় ভীষণভাবে টানে।একটা ডিপ কিস করতে ইচ্ছে করে।সমস্যা তো এখানেই।আমি আমার মনের ইচ্ছা পূরন করলে তো।আবার তুমি আমায় অস’ভ্য উপাধি দিবে।’

লজ্জায় লালাভ আভা ছড়িয়ে পরলো আরাবীর মুখশ্রী জুড়ে।লোকটার লাগামহীন কথাবার্তায় আরাবী ভীষণভাবে লজ্জা পায়।লজ্জা পাওয়া আরাবীকে দেখছে জায়ান।মেয়েটাকে দেখলে

শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে।ওই মায়াবী মুখশ্রীটা নজরে আটকে যায়।ইচ্ছে করে মেয়েটাকে আদরে আদরে ভড়িয়ে দিতে।জায়ান আলতো হাতে আরাবীর চুলগুলো একপাশে সরিয়ে আনে।তখনই স্পষ্ট ওর নজরে আসে আরাবীর দেহে ওর দেওয়া ভালোবাসার চিহ্নগুলো।জায়ান সেখানে নরমভাবে হাত বোলালো।কাঁপছে আরাবী।লোকটার স্পর্শে বুকের ভীতর তোলপাড় হচ্ছে আরাবীর। জায়ান গভীর কণ্ঠে বলে, ‘ ভীষণ ব্যাথা লেগেছে তাই নাহ?’আরাবী মাথা নিচু না বোধক নাড়ালো।জায়ান গভীরভাবে ঠোঁটের স্পর্শ দিলো আরাবীর ঘারে।চোখ বন্ধ করে

নিলো আরাবী।শ্বাস-প্রশ্বাস ভারি হয়ে আসল আরাবীর।থেমে নেই জায়ান।অধরের স্পর্শে ভড়িয়ে দিচ্ছে আরাবীকে।আরাবী হাত উঠিয়ে জায়ানের চুল খামছে ধরল।লোকটার স্পর্শগুলো পাগল করে তোলে ওকে।শিহরণ বয়ে যায় দেহের প্রতিটা অঙ্গে।ঘার থেকে সরে আসল জায়ান।আরাবীর কোমড় পেচিয়ে ধরে আরাবীকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়।কাল বিলম্ব না করে চোখ বন্ধ করে থাকা আরাবীর কাঁপতে থাকা অধরে অধর মিলিয়ে দিলো।কেঁপে উঠে আরাবী।দুহাতে খামছে ধরে জায়ানের পিঠ। ঠোঁট ছেড়ে এইবার গলায় নেমে আসল জায়ান।জায়ানের

ঠোঁটজোড়া আস্তে আস্তে আরাবীর পুরো শরীরে বিচড়ন করতে লাগল।একপর্যায়ে আরাবীর গায়ে পেঁচিয়ে থাকা তোয়ালেটাও খসে পরলো।ভালোবাসায় উন্মাদ জায়ান দুহাতে কোলে তুলে নিলো আরাবীকে। আরাবীকে বিছিনায় সুইয়ে দিয়ে আবারও আরাবীর মাঝে ডুব দিলো জায়ান।আবারও একে-অপরের মাঝে হারিয়ে গেলো দুজন ভালোবাসার মানুষ।চোখ মুখ গম্ভীর করে বসে আছে আরাবী।তীক্ষ্ণ চোখে একটু পর পর জায়ানকে দেখছে। আর হাঁচি দিচ্ছে ক্রমাগত। উপুর হয়ে শুয়ে জায়ান আরাবীকেই দেখছে। ঠোঁটে তার হাসি বিদ্যমান।ওকে এইভাবে

হাসতে দেখে আরাবী তেতে উঠে বলে,' একদম হাসবেন নাহ আপনি।খা'রাপ লোক কোথাকার।সুযোগ দিয়েছি বলে আপনি আমার সাথে এমন করবেন?হাঁচি দিতে দিতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'বলতে বলতে আবারও হাঁচি দিয়ে বসল আরাবী।পর পর আরও দু তিনটে দিয়ে দিল।এইবার জায়ানের খারাপ লাগল।তরতরিয়ে উঠে বসল সে।জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, ' আচ্ছা আ'ম সরি।কি করব বলো?অনেকদিন দূরে ছিলাম তোমার থেকে।তার উপর তোমাকে এমন ওই অবস্থায় দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনি। শুভ্র তোয়ালে জড়ানো ফর্সা শরীরে

তোমাকে কি যে আবেদনময়ী লাগছিলো।বল বুঝাতে পারবোনা।’

জায়ানের কথায় আরাবীর লজ্জা লাগলেও তা জায়ানকে বুঝতে দিল নাহ।বরংচ আরও রাগ দেখিয়ে বলে, ‘ আমার অতো বুঝা লাগবে নাহ।আগামী একসপ্তাহ আমার কাছে আসবেন নাহ আপনি।একদম দূরে থাকবেন।দূরে মানে বুঝেন তো?দূরেএএএএ।’লাস্ট লাইনটা টেনে টেনে বলল আরাবী।জায়ান চোখ ছোটো ছোটো করে তাকালো আরাবীর দিকে।তারপর দাম্ভীকতার সহিত বলে, ‘ হাহ্? আমার কথা নাহয় বাদই দিলাম।তুমি থাকতে পারবে আমার থেকে দূরে?রাতে পিনপিন করে কে

আসে আমার কাছে?আমার বুকে শোয়ার জন্যে?’

এই পর্যায়ে এসে থেমে যায় আরাবী।দিকদিশা না পেয়ে বলে, ‘ আমি ওই শুধু একটু আপমার বুকেই তো ঘুমোতে যাই।তাই বলে আপনি আমায় এইভাবে তা নিয়ে খোটা দিবেন?’

‘ আরে?তুমি তো উল্টো বুঝছ।আমি সেটা বলেনি।’ জায়ান বুঝাতে চেষ্টা করল আরাবীকে।আরাবী মুখ ফুলিয়ে বলে, ‘ হ্যা, বুঝি বুঝি।’আরাবী অন্যদিকে ফিরে গেল। জায়ান এইবার হাত বাড়িয়ে টেনে আনল আরাবীকে।আরাবী হকচকিয়ে গেল।

থেমেথেমে বলে, ‘ আরেহ! কি করছেন?ছাড়ুন আমায়।’
জায়ান আরাবীর কাধে থুতনী ঠেকিয়ে বলে, ‘মুখ ফুলিয়ে থাকবেনা একদম।এইভাবে মুখ ফুলিয়ে থাকলে তোমার গালদুটো টমেটোর মতো হয়ে যায়।তখন আমার কাম’ড় দিতে ইচ্ছে করে।’
আরাবীর গালে স্লাইড করল জায়ান।লজ্জা পেল আরাবী।দুহাতের সাহায্যে জায়ান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।তারপর বলে, ‘ হয়েছে আর বলতে হবে নাহ।আপনার লাগামছাড়া কথাবার্তা এই জীবনে বন্ধ হবে না আমি জানি।লু’চু জানি কোথাকার।’‘ লু’চু বলবে না

একদম।তাহলে কিন্তু লু’চুগিরি আবার শুরু করব।’

জায়ানের কথায় ভয় পেয়ে যায় আরাবী।’নাহহ!’ বলে চিৎকার করে দ্রুত কম্বল দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে।আরাবীর এমন বাচ্চামো দেখে হেসে ফেলে জায়ান। রুমময় ঝংকার তুলছে জায়ানের হাসি।আরাবী কম্বল একটু উঠিয়ে উঁকি দিল।জায়ানের প্রাণখোলা হাসিটুক মুগ্ধ নয়নে মন ভরে দেখে নিল।লোকটার হাসি মারাত্মক সুন্দর।জায়ান সচরাচর এমনভাবে হাসেনা।লোকটা কি জানে তাকে হাস্যরত অবস্থায় ঠিক কতোটা সুদর্শন দেখায়।এইযে আরাবীর বক্ষস্থলে চিনচিনে

ব্যথা হচ্ছে জায়ানের এই হাসি দেখে।যাকে বলে সুখের ব্যথা।জায়ান হাসি থামাল।তারপর কম্বল সরিয়ে টেনে উঠাল আরাবীকে।আরাবী কিছু বলবে তার আগেই দরজায় করাঘাত হলো।আরাবী সরে আসল দ্রুত।জায়ান নিজেকে ঠিক করে নিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নূর। জায়ান দরজা খুলতেই ও বলে,' ভাইয়া নিচে জিহাদ আংকেল'রা এসেছেন।তোমাকে আর ভাবিকে নিচে যেতে বলেছেন আব্বু।'' হুম তুই যা।আমরা আসছি।'
নূর মাথা দুলিয়ে চলে গেল।জায়ান শান্ত চোখে তাকালো আরাবীর দিকে।আরাবীর

কোন ভাবান্তর দেখা গেল নাহ।জায়ান জিজ্ঞেস করল, ‘ নিচে যাবে?’

আরাবী মাথা দুলিয়ে সায় জানাল।তারপর ধীর আওয়াজে বলে, ‘ আমায় একটু সাহায্য করুন উঠে দাড়াতে।’

আরাবীর কাছে এগিয়ে গেল জায়ান।তারপর আরাবীকে কোলে তোলার জন্যে দুহাত বাড়াতেই আরাবী পিছিয়ে যায়।জায়ান ভ্রু-কুচকালো।বলল,’ সরলে কেন?’আরাবী নাকচ করল, ‘মাথা ঠিক আছে আপনার?নিচে সবাই আছে।আপনার কোলে করে আমি কিছুতেই নিচে যাব নাহ।আমায় শুধু একটু ধরুন আপনি।তাহলেই হবে।’

‘ ডু ইউ থিংক আই কেয়ার এবাউট দ্যাট?’
‘ ইউ ডোন্ট কেয়ার বাট আই ডু।সো প্লিজ।’
‘ওকেহ, আসো।’জায়ানের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্ত। আরাবী হেসে এগিয়ে আসল।জায়ান দুহাতে যতোটা সম্ভব আরাবীকে সাহায্য করল। আরাবী জায়ানের নাক ফোলানো দেখে হেসে বলে, ‘ এইভাবে নিচে গেলে সবাই হাসবে।’
‘ হাসুক তাতে তোমার কি?’
‘ উফ, যান যাব-ই না আমি।খালি শুধু শুধু রাগ করে।’জায়ান বলে, ‘ আমিই রাগ দেখাই তাই নাহ?তুমি কি করো?আমার কোলে উঠলে কি হবে?’

‘ আপনি কি অবুঝ জায়ান?কেন এমন করেন?জানেন না আমার লজ্জা লাগে?’ আরাবী কথায় জায়ান দুষ্টু হাসল।বলে,’ এতো বার লজ্জা ভাঙ্গালাম তাও লজ্জা শেষ হয়না তোমার?’

‘উফ,থামবেন আপনি?’ আরবী বাহুতে মুষ্ট্যাঘাত করল।হেসে দিল জায়ান।আরবীও হাসল তা দেখে।এদিকে উপর থেকে হাস্যজ্জ্বল কপোত-কপোতীকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল সবারই।জায়ান আর আরাবী বসারঘরে আসতেই জিহাদ সাহেব বলে উঠেন, ‘ কেমন আছিস আরাবী মা?’আরাবীর চোখ ভরে উঠতে চাইল।তাও নিজেকে

সামলালো।আরাবী জায়ানকে ইশারা করল আর বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।জায়ান মাথা দুলিয়ে সায় জানালো।তারপর জিহাদ সাহেবের কাছে গিয়ে আরাবীকে বসিয়ে দিল। আরাবী সাথে সাথে জিহাদ সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বলে, ' কেমন আছো বাবা?'

' তুই কেমন আছিস সেটা বল।তুই ভালো আছিস মানে আমিও ভালোবাসি।'

আরাবী মুঁচকি হেসে বলে, ' আমি অনেক ভালো আছি।'' আমিও ভালো আছি মা।তোকে সুখে শান্তিতে দেখে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো।'

এদিকে মাথা নিচু করে বসে আছেন লিপি বেগম।ঠিক কিভাবে তিনি কথা বলবেন আরাবীর সাথে তা ভেবে পাচ্ছেন নাহ তিনি। মাথা উঁচু করে তো কারো দিকে তাকাতেই তিনি পাচ্ছেন নাহ।জিহাদ সাহেব সেটা লক্ষ করে তাকে ডেকে উঠলেন, ‘ লিপি?মেয়েটাকে বুকে নেবে নাহ?’লিপি বেগম ছলছল চোখে স্বামির দিকে তাকালেন।ফের আরাবীর দিক তাকিয়ে ঠোঁট ভেঙে কেঁদে দিলেন।দু হাত জোড় করে ধুকরে কেঁদে উঠে বলেন,’ আমাকে মাফ করে দে মা।আমি তোর সাথে অনেক অন্যায় করেছি।ক্ষমা করে দে আমায় মা।তুই আমায় যেই শাস্তি দিবি আমি সব

মাথা পেতে নিব।তবুও আমায় ক্ষমা করে দে মা।’আরাবী সাথে সাথে লিপি বেগমের হাত দুটো আঁকড়ে ধরল।ধরা গলায় বলে, ‘ এভাবে বলবে না প্লিজ।তুমি যা করেছ এতে কোন অন্যায় নেই।এই পৃথিবীতে কেই বা আছে যে অন্যের সন্তান তাও আবার কুড়িয়ে পাওয়া তাকে ছোটো থেকে এতো বড় করে? তুমি করেছ।সেইভাবেই হোক আমায় নিজের সন্তানের পরিচয়ে বড় তো করেছ?বাবা আর তুমি না থাকলে তো আমি সেই ছোটো বেলাই ময়লার স্তুপে পরে থাকতাম।কাঁদতে কাঁদতে একসময় ম’রেই যেতাম।খাদ্য হতাম কাঁক,শকুনের।বাবা আমায় বাড়ি নিয়ে

গিয়েছে। তবে তুমি যদি আমায় গ্রহন না করতে বুকে টেনে না নিতে তাহলে তো আমার ঠাই হতো না কোথায়ও।তাই মাফ চাইবে না আমার কাছে।উলটো তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।’লিপি বেগম নতমস্তকে বলেন,’ এভাবে বলিস না মা।এইভাবে বলে আমাকে পর করে দিস নাহ।তাহলে যে আমি ম’রে যাব।তোর সাথে আমি অনেক অন্যায় করেছি।তুই আমার জন্যে যা করেছিস তা তো আমার পেট থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানও আমার জন্যে কোনদিন করেনি।আমি একটু ব্যাথা পেলে তুই সবার আগে ছুটে আসতি

আমার কাছে।জ্বরে বিছানায় পরে কাতরাতে থাকলে তুই এসেই আমার মাথা জলপট্টি দিতি।অথচযেই মেয়ের জন্যে আমি তোর সাথে দিনের পর দিন অন্যায় করে গিয়েছি সেই মেয়ে তো ফিরিয়েও তাকাতো নাহ। আমায় পর করে দিস না রে মা।তুই আমার মেয়ে।আমার মেয়ে তুই।আমায় মা বলে ডাক নাহ মা।মা বল।'আরাবী কেঁদে 'মা' বলে লিপি বেগমকে জড়িয়ে ধরল।লিপি বেগমও জড়িয়ে ধরলেন আরাবীকে।মা মেয়ের মিলন দেখে সবার চোখে জল অথচ ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি। জিহাদ সাহেব হাসিমুখেই বলেন,' কি গো?মা মেয়ে কি খালি কাঁদবেই?হয়েছ তো?'

আরাবী সরে আসল।লিপি বেগমও চোখ মুছে সরে বসলেন।জিহাদ সাহেব আবার বলেন, ‘ এইবার তাহলে উঠি?আরাবীকে দেখতে এসেছিলাম।ও ঠিক আছে দেখেই আমার শান্তি।’‘ সে কি ভাইসাহেব।এটা হবে না।আজ এখানে থাকবেন আপনারা।’ বলে উঠলেন সাথি বেগম।’

‘ আরে কি বলছেন ভাবি? এটা হয় না। বাড়িটা খালি পরে আছে।আর ফিহা যেমনই হোক।মেয়ে তো আমার।ওকে একলা বাড়িতে রেখে কিভাবে থাকি বলেন তো?’

সাথি বেগম বলেন,’ তাহলে আজ রাতের ভোজন করিয়েই তবেই ছাড়ব।আর একটা কথাও না ভাইসাহেব।’

‘ কিন্তু ফাহিম?ছেলেটা যে সন্ধ্যায় বাড়িতে এসেই আমাকে খুঁজবে।’ লিপি বেগম উদাস হয়ে বলেন।তার উদাসিনতার একটাই কারন। তা হলো ফাহিম আগে কাজ থেকে ফিরিই উনার খবর নিতেন।তার হাতের এককাপ চা না হলে যেন চলেই না ফাহিমের।অথচ সেই ঘটনার পর থেকে যেন ছেলেটার মুখটা দেখাও কষ্টসাধ্য হয়ে পরেছে।ও যে কখন যায় আর কখন আসে কিছুই টের পাননা তিনি।আর যেদিন ছেলেটাকে একটু দেখেন।

ওর সাথে একটু কথা বলতে গেলেই ফাহিম মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।ভীতরটা কষ্ট পুড়ে যাচ্ছে উনার।তাও সবার সামনে স্বাভাবিক থাকলেন।মিলি বেগম বলেন,' ফাহিমকে এখানে আসতে বলে দিন ভাবি তাহলেই হবে।ও এসে খাওয়া দাওয়া করে একেবারে আপনাদের নিয়েই ফিরবে নেহ।'মিলি বেগমের কথাটা যবারই যুক্তিগত মনে হলো। তাই জিহাদ সাহেব রাজি হলেন।তা দেখে নূরের মুখে হাসি ফুটে উঠল।সাথি বেগম বলেন,' আরাবী মা জিহাদকে ফোন করে আসতে বলে দেও।'

আরাবী বলে,’ মা আমি তো ফোনটা রুমে রেখে এসেছি।’
এর মধ্যে চট করে নূর বলে, ‘ আমি ফোন করছি।আমি ফোন করছি।’সবাই নূরের এতো উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে অবাক হয়ে তাকালো।নূর ভড়কাল,থমকাল।নিজের বোকামি বুঝতে পেরে জিভ কাটল।অতি খুশিতে মাথাটা গেছে ওর।নূর বোকা বোকা হেসে বলে,’ হা হা আই মিন আমি ফোন করছি।ভাবি তো ফোন আনেনি।মানে ওই আরকি।’
‘ হুম ফোন কর।বলিস জলদি আসতে।’ সাথি বেগমের স্বাভাবিক কণ্ঠে হাফ ছাড়ল নূর।যাক তাহলে কেউ সন্দেহ করেনি।নাহলে কি

একটা কান্ড হতো।ফাহিমকে ফোন করল নূর।তা কেটে দিল ফাহিম।উলটো মেসেজ করল, ‘ ব্যস্ত আছি নূর।ক্লাস নিচ্ছি।’নূর মেসেজটা পড়ে মুখ ফোলায়।ফাহিমকে মেসেজ দেয়,’ আমি সাধে দেয়নি ফোন। আপনার সাথে এমনিতেও আমি কথা বলতাম নাহ।সেতো আম্মু বলল তাই ফোন দিলাম।’

‘ আম্মু মানে সাথি আন্টি?তিনি কি বলেছেন?’

‘ আম্মু বলেছেন আপনাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছেন।আপনার বাবা মা মানে আমার হবু শশুড় শাশুড়ি আমাদের বাড়িতে এসেছেন ভাবিকে দেখার জন্যে। এখন আম্মু তাদের যেতে দিবে নাহ।আর আপনাকেও

আসতে বলেছে।ডিনার করে একেবারে আংকেল আন্টিকে নিয়েই ফিরবেন।" আচ্ছা বুঝলাম এবার।'

' আসবেন?'

' না এসে পারা যায়?হবু শাশুড়ির হুকুম।'

ফাহিমের লাস্ট মেসেজে হেসে দিলো নূর। তারপর আবার ফাহিম আসবে শুনে দৌড়ে রুমে চলে গেলো।ভালোবাসার মানুষটার জন্যে একটু সাজগোছ তো করাই যায় তাই নাহ?গাঢ় বেগুনি রংয়ের সুন্দর একটা গোল জামা পরেছে নূর।সাথে হালকা পাতলা একটু সাজগোজ করে নিয়েছে।ফাহিম আসবে বলে কথা।নূর মনের আনন্দে নেচে-কুঁদে ঘর

থেকে বেড়িয়ে আসল।উদ্দেশ্য নিচে বসারঘরে যাওয়া।নূর নিচে এসে দেখে ফাহিম এসে পরেছে।এবং বেশ ভদ্রলোকদের মতো বসে আছে।হাতে তার চায়ের কাপ।একটু পর পর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।নূর গিয়ে আরাবীর পিছনে দাঁড়াল।ফাহিম একবার নূরকে চোখের পলক দেখে নিয়ে আবার নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।মেয়েটাকে সুন্দর লাগছে।ফাহিম নিজের দৃষ্টি সংযত রাখার চেষ্টা করছে।কারন এখানে পরিবারের সবাই বসে।কিন্তু বেহা'য়া মন মানলে তো?সেই চোখ বার বার নূরের দিকে চলে যাচ্ছে।আর এই সুযোগেরই সৎ ব্যবহার করলো নূর।ফাহিম সবার সাথে কথা

বলার ফাঁকে নূরের দিকে তাকাতেই নূর সবার অগোচরে খুব কৌশলে ফাহিমকে চোখ মেরে দিল।সাথে ঠোঁট চোখা করে চুমু দেখাতে ভুললো নাহ।ফাহিম সবেই চায়ের কাপে মুখ দিচ্ছিল।নূরের এহেন কান্ডে চা ফাহিমের নাকে মুখে উঠে গেল।কাশতে লাগল ফাহিম।সাথি বেগম দ্রুত এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিল ফাহিমকে।ফাহিম তা দ্রুত পান করে নিল।সাথি বেগিম চিন্তিত কন্ঠে বললেন, ' ঠিক আছো তুমি বাবা?'গলা খাকারি দিল ফাহিম।আঁড়চোখে আবারও নূরের দিকে তাকাল।মেয়েটা হাসছে।এই মেয়েটা হাড়ে হাড়ে বজ্জা'ত।কিভাবে ওকে

সবার সামনে নাস্তানাবুদ করল।ফাহিম দৃষ্টি সরিয়ে এনে বলে, ‘ জি আন্টি।ঠিক আছি আমি।’

একটু থেমে আবারও বলে,’ একটু ওয়াশরুমে যেতাম আরকি।’

সাথি বেগম বলেন,’ হ্যা হ্যা বাবা। নূর তোমায় দেখিয়ে দিবে।তুমি যাও ওর সাথে যাও।’

সাথি বেগম নূরকে উদ্দেশ্য করে বলে, ‘নূর যাও ফাহিমকে নিয়ে যাও।’‘ আচ্ছা আম্মু।’ ফাহিম উঠে দাঁড়ালো।নূর বলল,’ আসুন আমার সাথে।’

নূর আগে আগে যাচ্ছে।ফাহিম পিছে পিছে। সবার থেকে দূরে যেতেই ফাহিম আশপাশ ভালোভাবে পরখ করে নিল।নাহ কেউ নেই। সবাই বসার ঘরে আড্ডায় ব্যস্ত।এই সুযোগে ফাহিম নূরের হাত শক্ত করে ধরল।নূর একটু চমকালো।কিছু বলবে তার আগেই ফাহিম ওকে টেনেটুনে পাশেই একটা রুমে নিয়ে গেল।খুব দ্রুততার সাথে দরজাটাও আটকে দিল।নূর হকচকিয়ে বলে, ‘ কি হয়েছে?কি করছেন?’ফাহিম চোখ ছোটো ছোটো করে তাকাল।তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে,’ ওখানে সবার সামনে এমন করলে কেন?’

‘ কি করেছি আমি?’ ইনোসেন্ট একটা ভাব নিয়ে বলল নূর।যেন সে কিছুই করেনি। একেবারে ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে নাহ। ফাহিম মাথার পিছনে হাত বুলাল।ঠোঁট কামড়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে।হুট করে নূরের কোমড় জড়িয়ে ধরে নিজের নিকট নিয়ে আসল।আচমকা এমন করায় ভয় পেয়ে গেল নূর।চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল ফাহিমের দিকে।পলক ঝাপ্টে কাঁপা গলায় বলে, ‘ কি কর..করছেন?’

বাঁকা হেসে ফাহিম বলে, ‘ কেন তুমি যা করছিলে?’‘ কি করেছি আমি?’ ভয়ে ভয়ে বলে নূর।

‘ তখন যা তুমি ওখানে করছিলে।দূ্র থেকে ইশারা দিচ্ছিলে।আর সেটাই আমি প্রেক্টেকেলি এখন তোমাকে করে দেখাবো।’

‘ দেখুন এমন কিছুই নাহ।’

‘ কিছুই নাহ?’

‘ নাহ।’

‘ আমি তো জানি অনেক কিছু।’

‘ কি অনেক কিছু?’

‘ দেখবে?’

‘ নাহ।’

‘ আমি তো দেখাব।’বলতে বলতেই ফাহিম ঝুকে আসল নূরের কাছে।চোখ বন্ধ করে নিল নূর।ফাহিম নূরের কানের কাছে ফিসফিস

করে বলে, ‘ তুমি যে আমায় ঠোঁটের ইশারায় চুমু দেখালে।এখন তাই আমি তোমায় চুমু খাবো।’

‘ নাহহহহহ!’ চিৎকার করে উঠল নূর।

ফাহিম দ্রুত নূরের মুখ চেপে ধরল। আতংকিত গলায় বলে, ‘কি করছ?সবাই শুনবে।’

‘ উম।’

‘ ওহ সরি।’ফাহিমের নূরের মুখের থেকে হাত সরিয়ে দিল।ফাহিম হাত সরাতেই নূর জোড়ে জোড়ে কয়েকটা নিশ্বাস নিল।তারপর বলে, ‘আ..আপনি যে এতো অস’ভ্য তা তো আগে জানতাম নাহ।অস’ভ্য কোথাকার।’

নূরের বলার ধরন দেখে হেসে দিল ফাহিম। হাসি থামাতেই বলে,' এইটুকুইতে আমাকে অস'ভ্য উপাধি দিয়ে দিলে?এখনও তো তোমার সাথে আরও কতো কি করা বাকি।'

' ক...কি করবেন?'

বাঁকা হেসে ফাহিম বলে,' সেটা নাহয় বিয়ের পরেই দেখাব।'নূরকে চোখ মেরে সরে আসল ফাহিম।নূরের মুখশ্রী জুড়ে লালাভ আভা ছড়িয়ে পরল।মাথা নুইয়ে মুঁচকি হাসল ও।

' লজ্জা পেলে সুন্দর লাগে।'

কথাটা কানে এসে পৌছাতেই নূর দ্রুত চোখ তুলে তাকায়।কিন্তু তার আগেই ফাহিম দরজা খুলে চলে গিয়েছে।নূরও কয়েক মিনিট স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।পর পর ছুট লাগাল বসারঘরের দিকে।রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে জিহাদ সাহেব,লিপি বেগম,আর ফাহিম যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলো।তাদের শতো বলেও থাকার জন্যে রাজি করানো গেলো নাহ।ওনারা যেতেই সবাই টুকাটাকি কথাবার্তা বলে যার যার রুমে ঘুমাতো চলে গেল।সবাই যেতেই জায়ান এইবার আরাবীকে কোলে তুলে নিয়েই ঘরে আসল।আরাবী সোফায় বসিয়ে দিয়ে বিছানা করে নিল।তারপর আরাবীকে আবারও কোলে নিয়ে ওয়াশরুমে নিয়ে গেল।আরাবীকে ফ্রেস করিয়ে নিয়ে বিছানায় রেখে আসল।তারপর নিজেও ফ্রেস

হয়ে আসল জায়ান।রুমের লাইট নিভিয়ে আরাবীর পাশে গা এলিয়ে দিল।সাথে সাথে বুকের উপর নরম দেহের অস্তিত্ব টের পেয়ে হাসল জায়ান।দুহাতে আঁকড়ে ধরে আরাবীর দেহটা জড়িয়ে নিলো নিজের সাথে।প্রশ্ন করল,' ঘুমাও নি যে?'‘ বিকেলে ঘুমালাম নাহ কতোক্ষন?অনেক্ষন ঘুমিয়েছি।ঘুমটা ভালো হয়েছে।তাই এখন ঘুম আসছে নাহ।' বলল আরাবী।

আরাবীর কথার পরিপেক্ষিতে দুষ্টু হেসে জায়ান বলে,' এতোদিন পর স্বামির আদর ভালোবাসা পেয়েছ।ঘুম তো ভালো হবেই।'

আরাবী জায়ানের বুকে আলতো হাতে আঘা’ত করে করল।মুখ ফুলিয়ে বলে, ‘ অস’ভ্য লোক।’

শব্দ করে হেসে দিল জায়ান।আরাবী তা দেখল চেয়ে চেয়ে।পলক ঝাপ্টালো না একটুও।নির্নিমেষ দৃষ্টি তাক করে রাখল জায়ানের দিকে।আরাবী সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করে হাসি থামাল জায়ান।নরম চোখে চেয়ে বলে, ‘ কি দেখছ?’‘ আপনাকে!’ সরল গলায় বলল আরাবী।’

‘ আমাকে?’

‘ হুম,এভাবে আর কারো সামনে আপনি হাসবেন নাহ।’

ভ্রু-কুচকালো জায়ান আরাবীর এমন কথায়। প্রশ্ন করে,' কেন?কি হয়েছে?'

' কিছু না শুধু হাসবেন নাহ।'

' আরেহ বাবা কারনটা তো বলবে।'জায়ানের বুকে মুখ গুজে দিল আরাবী।তরতরিয়ে বলে উঠল,' এইভাবে হাসলে আপনাকে অনেক সুন্দর লাগে।ভয়ংকর সুন্দর যাকে বলে। এইযে আপনার হাসি দেখেই তো আমার বুকে চিনচিনে ব্যথা হয়।এই ব্যথাটা আমার ভীষণ ভালোলাগে।তাই আমি চাই আপনি কারো সামনে এইভাবে হাসবেন নাহ।আর কেউ যেন এই ব্যথার উপলব্ধি না করতে পারে।'

আরাবীর আবেগঘন কথায় মন জুড়িয়ে যায় জায়ানের।আরাবীর মাথায় হাত রেখে নম্র গলায় বলে,’ হাসব নাহ।কখনও হাসব নাহ। আমার কাঠগোলাপ যা অপছন্দ করে তা আমি কখনই করব নাহ।’জায়ানের কথায় ঘুম ঘুম চোখেই হাসে আরাবী।জায়ানের বুকে মাথা রাখলেই যেন শান্তিতে চোখ বুজে আসে আরাবীর।জায়ানের আলতো হাতে চুলের ভাঁজে হাত বুলিয়ে দেয়।ঘুম না এসে উপায় আছে।আরাবীও ঘুমিয়ে পরল।জায়ান মৃদ্যু হাসল ঘুমন্ত আরাবীকে দেখে।আরাবীর এলোমেলো চুলগুলো আঙুলের সাহায্যে গুছিয়ে দিল।আরাবীর কপালে ভালোবাসার

স্পর্শ দিল।এই মেয়েটা তার জন্যে যে কি সেটা ও কাউকে বলে বুজাতে পারবে নাহ। জায়ান মৃদ্যু কণ্ঠে বলে উঠল,'তোমার মনের সকল আশাআমি পূরন করব কাঠগোলাপ। জানি এতে তুমি কষ্ট পাবে।কিন্তু আমার কিছু করার নেই।এটা আমার করতেই হবে।তৈরি থাকো জান।খুব শীঘ্রই সকল সত্যি সম্মুখীন হবে তুমি।তবে চিন্তা করো না।এই আমি সবসময় তোমার কাছে ছিলাম,আছি,থাকব। ভালোবাসি জান। অনেক ভালোবাসি।আই লাভ ইউ।'ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।ছোটো হয়েছে জানি।মাফ করবেন আমায়।আজ এক জায়গায় এসেছি।

ভীষণ ক্লান্ত।ইনশাআল্লাহ কালকেও দিব।কাল বড়ো করে দিব ইনশাআল্লাহ।এখন পুরোপুরি সুস্থ আরাবী।নিজের সব কাজ নিজেই করতে পারে।কোন সমস্যা হয় নাহ।তাই জায়ানও আজ দুদিন হয়েছে অফিস জয়েন করেছে। অবশ্য যেতে চায়নি।আরাবীই ঠেলেঠুলে পাঠিয়েছে।কতো আর ঘরে বসে থাকবে? জিহাদ সাহেব,মিহান সাহেব তো বয়স্ক মানুষ।বেচারা ইফতির উপরেই প্রেসার পরে যায় বেশি।আর তাছাড়া আলিফা আর ইফতির নতুন নতুন প্রেম।কয়েকদিন পর বিয়েও হবে।অথচ ওর কারনে তারা ঠিকঠাকমতো যে একে-অপরের সাথে একটু ফোনালাপও

করতে পারে না তা বেশ বুঝে আরাবী।
আলিফা মেয়েটা যতোই নিজের মন খারাপ লুকিয়ে রাখুক।আরাবী ঠিকই বুঝে যায়।
আরাবী আজ ভার্সিটি যাবে।কতোদিন হয়েছে যায় নাহ। বাড়িতেই জায়ান সব নোটসগুলো এনে দেয়।আবার আলিফাও মাঝে মাঝে এসে ওকে হেল্প করে।
ভার্সিটিতে এসে দেখে আলিফা আগেই দাঁড়িয়ে ভার্সিটির বড় মেহগনি গাছের নিচে।
আরাবী এগিয়ে গেলো আলিফার কাছে।
আলিফা ওকে দেখেই জড়িয়ে ধরল।ক্ষানিকটা সময় পর আরাবীকে ছেড়ে দিয়ে বলে,’

কেমন আছিস তুই?’‘আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোর কি খবর?’

‘ আমিও ভালো আছি।তোর শরীরের অবস্থা কেমন?এখনও কোথায় ব্যথা ট্যথা আছে নাকি?’

‘ নাহ নেই।তাই তো উনি আমায় আসতে দিলেন ভার্সিটিতে।নাহলে তো বিছানা থেকেও নামতে দেয় নাহ।’

‘ বাহ বাহ কত্তো প্রেম,কত্তো ভালোবাসা।’

আরাবী চোখ ছোটো ছোটো করে তাকাল। বলল,’ ওহ?আমার সময় এমন করছিস।তুই মনে হয় ধোঁয়া তুলসীপাতা। ইফতি ভাইয়ার সাথে মনে হয় অন্য মেয়ে প্রেম করে।’জিভ

কাটল আলিফা।বলল,’ আরেহ কি বলছিস।
এমন কিছুই নাহ।’
‘ কেমন কিছু তা আমি ভালোভাবেই জানি।
দুজনে যে বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছ তা
খুব ভালোভাবেই জানি।’ তিপ্পনি কাটল
আরাবী।
আরাবীর কথায় তেতে উঠল আলিফা।বলে,’
নিজের কি হ্যা?নিজে তো বিয়ে করে দিব্বি
জামাই নিয়ে সুখে আছ।আমি যে তোমার
বেষ্টফ্রেন্ড আমার কথা একটু ভাবিস তুই?’‘
ভাবি না কে বলল?আমিই তো সবচেয়ে বেশি
ভাবি।’
‘ কি ভাবিস তুই?’

‘ এইযে তুই যেন ইফতি ভাইয়ার সাথে ভালোভাবে প্রেম করতে পারিস তাই তো নিজের বরকে ঠেলেঠুলে অফিসে পাঠালাম।’ বলল আরাবী।আলিফা এইবার চুপ করে রইল।আরাবী বলে,’ আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাই উনাকে বলব যাতে খুব শীঘ্রই তোদের বিয়ের ডেইট ফিক্স করেন।খুব তাড়াতাড়িই তোদের বাড়িতে যাবো আমরা।তৈরি থাকিস।’ বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেল আলিফা। প্রতিত্তরে মুঁচকি হাসল। তা দেখে আরাবী বলে,’ ইস,লজ্জায় টমেটো হয়ে গেল একদম।’‘ তুই বুঝি লজ্জা পাসনি?জায়ান ভাইয়াকে দেখে তো পারলে লজ্জায় মাটির

নিচে ঢুকে যাস।' আরাবীকে খোটা দিতে পেরে গর্বে বুক ফুলে গেল আলিফার।

' আর তুই বুঝি তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিস?'

' আমি কেন লুকিয়ে দেখতে যাব?চোখের সামনেই তো সব ঘটেছে।'

' হয়েছে চুপ কর।'তুই বান্ধবী এইভাবে খুনশুটি করে ভার্সিটির সময়টুক পার করল। ভার্সিটি ছুটি হতেই দুজনেই বাড়ি ফিরে যায়। বাসায় এসে দেখে আরাবী বাড়িতে বেশ তোড়জোড় করে আয়োজন চলছে।কি হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝল না আরাবী।তাই সোজা রান্না ঘরের দিকে এগোলে।দু শাশুড়ি মায়ের কাছে

জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।রান্না ঘরে যেতেই দেখে তারা খাবারের বেশ জমজমাট আয়োজন করছেন।আরাবী সাথি বেগমের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘ আজ এতো আয়োজন কিসের মা?মানে আজ কি কোন বিশেষ দিন?’সাথি বেগম ইলিশ মাছ ভাজছিলেন।ছেলের বউয়ের প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বলেন, ‘ না কোন বিশেষ দিন নাহ। তোমার ফুপা শশুড় আসছেন আমেরিকা থেকে।অনেক বছর হয়েছে তিনি আসেন নাহ।অনেক বছর মানে অনেক।মিথিলা আপা আর অহনা তো সেই জন্যেই আমেরিকা ব্যাক করেছিল।মূলত তোমার বাবাই আপাকে

বলেছিল তারা যেন ভাইয়াকে নিয়েই আবার এই বাড়িতে আসেন।জানো তো একটা বিষয় মিথিলা আপা যেমনই হোক ভাইয়া কিন্তু অনেক ভালো।একদম খাটি মনের মানুষ।'সাথি বেগমের কথায় বেশ ভালো লাগল আরাবীর।সাথি বেগম যেহেতু বলেছেন তাহলে নিশ্চয়ই ভালো মনের মানুষ হবে লোকটা।আরাবী হাসিমুখে বলে,' মা আমি কোন হেল্প করব?'

মিলি বেগম দ্রুত পায়ে ওর কাছে এসে বলে,' কোন হেল্প লাগবে না তোমার। তুমি যাও রেস্ট কর।'

‘ টানা কতোদিন রেস্ট করেছি সেই হিসেব করেছেন আপনারা?আর কতো কাকিমা।ভারি কোন কাজ করব না তো।এইতো হালকা পাতলা কিছু হেল্প করি।’দুজন হার মানলেন আরাবীর কাছে।মিলি বেগম বলেন, ‘ লেবুগুলো কেটে শরবত বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দেও।তারপর গেস্টরুম দুটোতে গিয়ে দেখে আসো একটু ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে কিনা।’

‘ আচ্ছা কাকিমা।’আরাবী মিলি বেগমের কথা মতো কাজ করতে চলে গেল।শরবত বানানোর কাজ শেষ করে আরাবী গেলো গেস্টরুমের পরিষ্কারের কাজ কতোটুক

হয়েছে তা দেখার জন্যে।গিয়ে দেখল কাজ প্রায় শেষ তাও আরেকটু বলে কয়ে সবাইকে দ্রুত কাজ শেষ করতে বলল আরাবী।সব কাজ শেষ করে আবার রান্নাঘরে ফিরে আসল।বলল,' সব কাজ শেষ আম্মু,কাকিমা। আর কিছু বাকি আছে?যা আমি করতে পারব?'

' নাহ, আর কিছু বাকি নেই।এইবার তুমি যাও ফ্রেস হয়ে আস।তোমার বাবা,কাকা,জায়ান আর ইফতি বোধহয় এখনই এসে পরবে।'অবাক হলো আরাবী শুনে। জায়ানও যে তাদের এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করতে যাবে তা তো বলেনি

আরাবীকে। এমনকি যে তার ফুপা আসবে এটাও জানায়নি।যাক অতোশতো ভাবল নাহ আরাবী।মাথা থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিল। তারপর ফ্রেস হতে চলে গেল।বাড়িতে মেহমান আসবে তাই সুন্দর দেখে একটা বেবি পিংক কালারের জামদানি শাড়ি পরল ফ্রেস হয়ে।কানে,গলায়,হাতে স্বর্ণের গহনা পরে নিল।চুলগুলো বেনি করে নিল আরাবী। এমন সময় রুমে প্রবেশ করল জায়ান। আরাবী আয়নায় জায়ানকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।জায়ান খেয়াল করেনি আরাবীকে। আরাবী কাছে যেতেই ওকে দেখে থমকে যায় জায়ান।পরক্ষনে মুঁচকি হেসে বলে,’ ভীষণ

সুন্দর লাগছে।“ ধন্যবাদ।’ লাজুক হেসে বলে আরাবী

তারপর জায়ানের গায়ের কোট খুলতে সাহায্য করল। জায়ান বলে,’ আজ ভার্সিটির দিন কেমন কাটল।’

আরাবী হেসে দিয়ে বলে,’ ক্লাস করলাম কোথায়?আজ দু বান্ধবী চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছি।’

‘ এইজন্যেই কি তোমাকে আমি ভার্সিটি যাওয়ার পারমিশন দিয়েছি?’

‘ আহ, এমন করছেন কেন?আজ কতোদিন পর ভার্সিটিতে গেলাম।তাই আড্ডা দিয়েই দিন কাটিয়েছি।’ নিজের দোষ ঢাকতে তা

বুঝার জন্যে বুঝালো আরাবী‘ হয়েছে আর বলতে হবে নাহ।’

‘ হুম যান ফ্রেস হয়ে আসুন।’

‘ ফুপা এসেছে।’ আচমকা বলল জায়ান।

আরাবী মুঁচকি হেসে বলে, ‘ শুনেছি আমি।মা বলেছেন।আপনি কি মনে করেছেন আপনি না বললে মনে হয় আমি জানতে পারব নাহ।’

বলেই আরাবী আলমারির দিক চলল জায়ানের জামা কাপড় বের করে দিবে বলে। তার আগেই জায়ানের শীতল কন্ঠের ডাকে থেমে গেল।‘ আরাবী?’

‘ হুঁ!’

‘ যদি কোনদিন এমন কোন সত্যের সম্মুখীন হও তুমি।যা তুমি কখনও কল্পনাও করোনি। তাহলে কি করবে তুমি?’

জায়ানের হঠাৎ এমন গম্ভীর কণ্ঠে বলা কথাগুলো শুনে থমকে গেল আরাবী।হঠাৎ জায়ান এমন একটা কেন বলল?কি এমন কারন? আরাবী বেশ ঠান্ডা গলায় বলে,’ হঠাৎ এসব বলার মানে কি? কেন আপনি এমন কথা বলছেন?’

জায়ান থমথমে গলায় বলে, ‘ আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দেও। “ কিছুই করব নাহ।হয়তো কষ্ট হবে।কিন্তু ভেঙে

পরবো নাহ। আর বাদ বাকি রইল যা হবার হবে।আপনি আছেন তো।'

জায়ানের মনটা শান্ত হলো আরাবীর কথায়। আরাবী কাছে গিয়ে ওর কপালে চুমু খেয়ে বলে,' হুম।আমি আছি তোমার কাছে পাশে সবসময়, আজীবন।'

' আমি জানি।'জায়ানের সাথেই নিচে নেমে আসল আরাবী।উদ্দেশ্য ফুপা শশুড়ের সাথে সাক্ষাত করবে।আবার একটু কেমন যেন লাগছে।মিথিলা বেগম এসেছেন।তিনি তো আবার আরাবীকে দেখতে পারেন নাহ।জায়ান হয়তো বুঝতে পারল বিষয়টা।আরাবীর হাত ধরে ধীর আওয়াজে বলে,' ডোন্ট ওয়েরি।ফুপা

এসেছেন।ফুপার সামনে ফুপি কিছুই বলবেন না।আর যদি বলেনও আমি আছি তো।’জায়ানের ভরসা পেয়ে মুঁচকি হাসল আরাবী।দুজনে বসার ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।আরাবীকে দেখে আহানা এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।আকস্মিকতায় অবাক হলো আরাবী।আহানা বলছে, ‘ তোমাকে অনেক মিস করেছি আমি আরাবী।তুমি এক্সিডে’ন্ট করেছ শুনে আমার অনেক খারাপ লেগেছে। কিন্তু ব্যস্ততার কারনে আসতে পারিনি আর ড্যাড এরও কাজ শেষ হচ্ছিলো না তাই আসতে পারছিলাম নাহ।’

আরাবী সরে আসল আহানার থেকে। জোড়পূর্বক হেসে বলে, ‘ ইট্স ওকে আপু। আমি এখন ঠিক আছি।তুমি ভালো আছ?’‘ হ্যা অনেক ভালো আছি।তোমার অবস্থা কেমন?’

‘ আ’ম নাও টোটালি ফাইন।’

‘ দেট্স গ্রেট।’

পরক্ষনে আবারও আহানা বলে,’ ওহ চলো আমার ড্যাডের সাথে তোমার মিট করাই।’ আহানা আরাবীর হাত টেনে নিয়ে গেল এক নিহান সাহেবের বয়সী একজন লোকের সামনে তারপর তাকে ইশারা করে বলে,’ হিজ মাই ড্যাট। আর ড্যাট ও হলো আরাবী।

জায়ানের ওয়াইফ।”‘ জি আসসালামু আলাইকুম।’

আহানার বাবা সালামের আরাবীর সালাম দেওয়া শুনে মুচকি হেসে বলেন,’ওয়া আলাইকুমুস সালাম। মাশা-আল্লাহ। জায়ান বাবার পছন্দ আছে দেখছি।একদম হুরপরি বউ এনেছে।’আরাবী কিছুই বলল না।শুধু একধ্যানে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। কেমন যেন লাগছে বুকের মাঝে।লোকটা প্রথম দেখাতেই আরাবী অদ্ভূত একটা টান অনুভব করছে লোকটার প্রতি।মনে হচ্ছে সোফায় বসা এই লোকটা আরাবীর চেনা। অনেক আগের চেনা।কিন্তু এটা কিভাবে

সম্ভব?লোকটাকে দেখেই কেন যেন আরাবীর চোখ ভিজে উঠতে চাইছে বারবার।এমন সময় পাশে কারো উপস্থিতি লক্ষ্য করে তাকায় আরাবী।জায়ান আরাবীর হাত ধরল। তারপর দৃষ্টি তাক করল ওর ফুপার দিকে। বলল,' ধন্যবাদ ফুপা।আর রইল আপনার কথা।আপনারই রক্ত রইছে ওর শরীরে।সুন্দর না হয়ে যাবে কই।'

আরাবী চমকে তাকাল।জায়ানের ফুপাও অবাক হয়ে বলেন,' মানে কি বলছ তুমি জায়ান?'জায়ান বাঁকা হেসে বলে,' আরেহ ওই তো আপনি একবার বাবাকে রক্ত দিয়েছিলেন না?তখন জেনেছি আপনার রক্তের গ্রুপ ও

পজেটিভ।আর আরাবীরও ও পজেটিভ।এখন আপনিই দেখতে সুন্দর।আমার আব্বুও সুন্দর।আরাবীও সুন্দর।ও পজেটিভ রক্তের অধিকারিরা বুঝি সবাই সুন্দর হয়। তাই তো বললাম আপনার শরীরের রক্তও ওর শরীরে বইছে।এইজন্যেই ও সুন্দর।'জায়ান সবাইকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলল।সবাই জায়ানের রসিকতায় হো হো হেসে দিল।কিন্তু আরাবীর কেন জানি জায়ানের অহেতুক লজিকটা ভালো লাগছে না।কিছু তো একটা জায়ান লুকোচ্ছে।আরাবীর মস্তিষ্ক কিলবিল করে উঠল।ছোটো মনে চিন্তারা এসে হানা দিল।মন বারবার কু ডাকছে তার।কিছু তো একটা

খারাপ হতে চলেছে।কিন্তু কি হবে?মনের অস্থিরতা কাউকে বুঝতে না দিল না আরাবী। আস্তে করে বলে, ‘ আমি মায়ের কাছে গেলাম।টেবিলে খাবার দিতে হবে।’
‘হুম যাও।আজ কিন্তু তুমিই ফুপাকে সার্ভ করবে আরাবী।’‘ জি আচ্ছা।’
জায়ানের অদ্ভূত সব কথাবার্তা আর ব্যবহারগুলো ভালো ঠেকছে না আরাবীর কাছে।তাও সেখান থেকে সরে আসল।সাথি আর মিলির সাথে খাবার সাজাতে হেল্প করল ও।নূর গিয়ে ডেকে আনল সবাইকে।সবাই এক এক করে চেয়ার টেনে বসল।আরাবী পোলাওয়ের বাটি নিয়ে সবাইকে সার্ভ করতে

লাগল।তারপর জায়ানের ফুপার কাছে আসতেই জায়ান রহস্যময় হেসে বলে,' ভালোভাবে খেয়ে নিন ফুপাজি। ও তো আপনারই সন্তান। মেয়ের হাতে সার্ভ করা খাবারটা পেট ভরে খাবেন কিন্তু।'জায়ানের ফুপা ভ্রু-কুচকে তাকালেন।জায়ান তা দেখে বলে,' মানে আহানা আপনার মেয়ে।আপনিই তো নূরকেও নিজের মেয়ে বলে দাবি করেন। আর আজ থেকে আরাবীও সেই তালিকায় যুক্ত হলো।কি ঠিক বললাম নাহ ফুপা?'

' হ্যা হ্যা অবশ্যই,অবশ্যই।আজ পেট ভরে খাবো।আরাবী দেও মা প্লেট ভরে খাবার দেও।আজ কতোদিন পর নিজের দেশে

আসলাম।’আরাবী তাকে সার্ভ করে জায়ানের দিকে তাকাল।জায়ান চোখের ইশারায় ওকে বসতে বলল।আরাবী বসল।এখন জায়ানের ফুপা আরাবীর একপাশে আর অন্যপাশে জায়ান।আরাবী এইবার ফিসফিস করে জায়ানকে বলে,’ আপনি আজ এমন অদ্ভূত বিহেইভ করছেন কেন?’

‘ কোথায় অদ্ভূত বিহেইভ করলাম আরাবী?’ এমন ভাব করল জায়ান।যেন সে কিছুই জানে না।

আরাবী চিন্তিত স্বরে বলে,’ আপনি তো খাবার সময় এতো কথা বলেন নাহ।’‘আজ ফুপা এতো বছর পর এসেছে।তাকে সেই আমি

ছোটো থাকতে সামনাসামনি দেখেছি।তাকে এতোদিন পর পেয়ে কথা যেন ফুরাচ্ছে না আমার।'
আরাবী কপালে ভাঁজ ফেলে তাকিয়ে রইল জায়ানের দিকে।জায়ানের সবার অগোচরে আরাবীর বামহাত চেপে ধরল।কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে,' এতো চিন্তা করো কেন শুধু শুধু বলো তো? আমি আছি তো।'আরাবীর সকল চিন্তা যেন এক নিমিষেই গায়েব হয়ে গেল জায়ানের এই একটা বাক্যে। ও আর কথা বাড়াল না।চুপচাপ খাবারে মনোযোগী হলো।এদিকে খেতে খেতে নিহান সাহেব বলে উঠেন,' শামিম দেশে এসেছেন এতোদিন

পর।জায়ানের বিয়েটা তো এটেন্ড করতে পারেনি।তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইফতির বিয়েটা শামিম থাকতে থাকতেই সেরে নিব। কি বলো সবাই?'ইফতি নিজের বিয়ের কথা শুনে খুক খুক করে কেশে উঠলো। নূর একগ্লাস পানি এগিয়ে দিল ওর দিকে।ইফতি ঢকঢক করে একগ্লাস পানি খেয়ে নিল। তারপর বড়ো বড়ো চোখে নিহান সাহেবের দিকে তাকাল।ওর এমন রিয়েকশনে নূর খিলখিল করে হেসে দিল।আর বাকি সবাই মুখ টিপে হাসছে।জায়ান বলে,' হ্যা বাবা।তুমি আজ এই কথাটা না উঠালেও আমিই বলতাম।অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এইবার আর না পিছানই ভালো।’নিহান সাহেব মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন ছেলের কথায়।তারপর শামিম মানে জায়ানের ফুপা। তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘ কি শামিম? থাকতে পারবে তো? আমি কিন্তু কোন এক্সকিউজ শুনব নাহ।’

জায়ান তাকাল শামিম সাহেবের দিকে। রহস্যময় হেসে বলে,’ ফুপার এইবার পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই।এইবার আমি সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি।সে চাইলেও পালাতে পারবে নাহ।আমি তা কখনই হতে দিব নাহ।’

শামিন সাহেব ভ্রু-কুচকে বলেন,’ পালিয়ে মানে?’জায়ান হেসে হেসে বলে,’ উম, আমি

ছোটো ছিলাম তখন তুমি আমাকে না জানিয়েই চলে গিয়েছেলি।মানে আমার থেকে একপ্রকার পালিয়েই তো গিয়েছিলে তাই নাহ? এখন তো আমি বড় হয়েছি তাই এখন আর আমানে না জানিয়ে আমাকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে যেতে দিব নাহ।'

' ওহ তাই বলো।তুমি যে এতো রসিকতা করতে পারো জানতাম নাহ।' বলেই শামিম সাহেব হো হো করে হেসে দিলেন।

আরাবীও বিরবির করল,' আমিও জানতাম নাহ।যেই লোকের মুখে বো'ম মারলেও সহজে একটা কথা ঠিকঠাকভাবে বের হয় না কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে।সেখানে আজ যেন

লোকটার মুখে খই ফুটেছে।এতো কথা তো সে আমার সাথেও বলে নাহ।" কি বিরবির করছ আরাবী?'

জায়ানের প্রশ্নে থেমে যায় আরাবী।বলে,' না কিছু না।'

' জলদি খাও।সেই এক চামচ পোলাও নিয়েই বসে আছ।বাকি খাবার কখন খাবে?এখনও কতো কতো পদের রান্না করা খাবার বাকি। সব খাবার থেকে অল্প অল্প করে খাবে।সামনে তোমার অনেক শক্তির প্রয়োজন।'টেবিলের দিকে তাকাল আরাবী।পুরো টেবিল জুড়ে কম হলেও দশ থেকে বারো পদের রান্না করা খাবার।সব খাবার থেকে অল্প করে খেলেও

দুনিয়ার খাবার হবে আরাবীর জন্যে।এতো খাবার আরাবী ওর ইহ জনমে কোনদিন খায়নি।আরাবী চোখ বড়ো বড়ো করে পলক ঝাপ্টে বলে,' আপনি কি পাগ'ল?এতোগুলো খাবার থেকে আমি অল্প করে নিলে ঠাসা ঠাসা একপ্লেটের থেকেও বেশি খাবার হবে।আমি এতো খাবার আমার জীবনে কনোদিন খায়নি।'

জায়ানের কোন হেলদোল দেখা গেল না আরাবীর কথায়।ও ডোন্ট কেয়ার মুড নিয়ে বলে,' খাওনি তো কি হয়েছে?এখন থেকে খাবে।'' কোনদিন নাহ।আমি পারব নাহ।'

'পারতে হবে।'

‘ কেন?’

দুজনে আস্তে আস্তেই কথাগুলো বলছিল।কিন্তু এইবার জায়ান তরকারি বাটি নেওয়ার উছিলা দেখিয়ে ঝুকে আসল আরাবীর দিক।তার শীতল কণ্ঠে ধীর আওয়াজে বলে,’ কারন ভবিষ্যতে তুমি আমার বাচ্চার মা হবে এইজন্য।’ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।দ্রুতই ইতি টানছি গল্পটার। গতকাল দিব বলেও দিতে পারিনি তার জন্যে দুঃখিত।তবে ইনশাআল্লাহ কাল দিব।ছোটো হয়েছে তার জন্যে দুঃখিত।আজ আলিফাদের বাড়িতে যাবে সাখাওয়াত বাড়ির সকলে।মূলত আজই বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করে

আসবেন তারা।জায়ান দুপুরেই অফিস থেকে ফিরে এসেছে।আরাবী তখন আলিফাদের বাড়িতে কি কি নিবে তা গোছাচ্ছিলো রান্নাঘরে।ও খেয়াল করেনি জায়ান এসেছে। অবশ্য সাথি বেগম খেয়াল করেছেন।সাথি বেগম ছেলেকে দেখতে পেয়েই কর্মরত আরাবীকে থামিয়ে দিলেন।আরাবী বলে,' কি হয়েছে মা?'' জায়ান এসেছে।তুমি রুমে যাও। বাকিটা আমি সামলে নিব।'

' কখন এলেন তিনি মা?আমি তো দেখলাম নাহ।'

'তুমি খেয়াল করোনি। এখন ওর জন্যে একগ্লাস পানি নিয়ে উপরে যাও।'

‘ আচ্ছা।’

আরাবী একগ্লাস ঠান্ডা পানি দিয়ে লেবুর শরবত বানিয়ে নিল।তারপর উপরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। রুমে এসে দরজা আটকাবে এমন সময় জায়ানের গম্ভীর গলার স্বরে খানিক চমকালো ও।

‘ আমি এসেছি পনেরো মিনিট হয়েছে।তুমি কোথায় ছিলে?’আরাবী হাতের লেবুর শরবতটা এগিয়ে দিল জায়ানের দিকে।জায়ান সেটা নিতেই আরাবী বলে,’ আসলে আপনি যে এসেছেন আমি খেয়াল করিনি। মা বলল আমায় আপনার কথা। তাই শরবত বানিয়ে নিয়ে একেবারে আসলাম।’

জায়ান একনিশ্বাসে শরবতটুকু খেয়ে খালি গ্লাস বাড়িয়ে দিল আরাবীর দিকে।আরাবী গ্লাসটা হাতে নিয়ে সেটা পাশেই রাখা টেবিলে রেখে দিল।তারপর জায়ানের কাছে গিয়ে ওর কোট খুলতে সাহায্য করল।জায়ান কোট খুলতে খুলতেই বলে,' নিচে কি এতো করছিলে?যে আমি এসেছি সেটা তুমি খেয়ালই করো নাই।'

কোটটা খুলে আরাবী পাশের কাপড় রাখা ঝুড়িতে রেখে দিল।তারপর বলে,' আলিফাদের বাড়ি যাবো না আজ?সেইজন্যেই তত্ত্ব সাজাচ্ছিলাম।'' ওহ।'

‘ হুহ! আপনি ফ্রেস হয়ে আসুন।আমি খাবার দিচ্ছি।’

‘ আমি ওয়াশরুমে যাচ্ছি। আমার জামা কাপড়গুলো বের করে রেখো।’

‘ আচ্ছা।’

জায়ান ওয়াশরুমে যেতেই আরাবী জায়ানের জন্যে জামা-কাপড় বের করে বিছানায় রেখে দিল।তারপর চলে গেল নিচে।নিচে আসতেই শামিম সাহেবের ডাক শুনতে পেলো আরাবী।

‘ আরাবী মা এদিকে আসো তো একটু।’আরাবী তার ডাক শুনে এগিয়ে গেল সেদিকে।নম্র গলায় বলে,’ জি আংকেল ফুপা বলেন।’

‘ আমায় এক কাপ কফি বানিয়ে দিবে। আসলে তোমার হাতের কফি খুব মজা।তাই লোভ সামলাতে পারিনা।’
হেসে দিল আরাবী। বলে’, জি এখনই দিচ্ছি।’
আরাবী চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।শামিম সাহেব তাকিয়েই রইলেন আরাবীর দিকে। কেন যেন মেয়েটাকে তার বড্ড আপন মনে হয়।তার অনেক কাছের একজন মানুষের সাথে এই মেয়েটার চেহারার অনেক মিল। প্রথমে এই মেয়েটাকে দেখেই তো চমকে উঠেছিল।পরক্ষনে যে এটা হবার নয় ভেবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।শামিম সাহেব চোখ বন্ধ করে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।এদিকে

আরাবী কফি বানিয়ে নিয়ে শামিম সাহেবের কাছে গেল।দেখে তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন।আরাবী মৃদ্যুস্বরে ডাকে,’ ফুপা ঘুমিয়ে পরেছেন?’

আরাবীর ডাকে চোখ মেলে তাকায় তিনি। হেসে বলেন,’ নাহ ঘুমায়নি।এইতো একটু চোখ বন্ধ করে ছিলাম।’

‘ আচ্ছা।এই নিন আপনার কফি। ‘আরাবী তার হাতে কফি দিয়ে জায়ানের জন্যে খাবার গরম করতে চলে গেল।খাবার গরম করে একপ্লেট খাবার নিয়ে উপরে চলে গেল।একটু বেশি করেই নিয়েছে।কারন সে নিজেও খায়নি। অপেক্ষা করছিল জায়ানের জন্যে।

উপরে এসে দেখে জায়ান এখনও বের হয়নি।তাই খাবারটা টেবিলে রাখল আরাবী। এমন সময়েই জায়ান মাথা মুছতে মুছতে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসল।জায়ানের উন্মুক্ত পেটানো সুঠাম দেহ আরাবী দৃষ্টিগোচড় হতেই আরাবীর বুকটা ধুক করে উঠল।সদ্য গোসল করায় জায়ানকে অনেক আকর্ষনীয় দেখাচ্ছে।' এভাবে তাকিয়ে থাকলে তো আমার কিছুমিছু হয়ে যায় বউ।'

আচমকা এমন একটা কথায় ভড়কে যায় আরাবী।শুকনো ঢোক গিলে দ্রুত নজর ফিরিয়ে নিল।জায়ান শব্দবিহীন হাসল।তারপর আরাবীকে পেছন থেকে ঝাপ্টে ধরল।

জায়ানের ঠান্ডা দেহের সংস্পর্শে এসে আরাবীর উষ্ণ দেহটা কেঁপে উঠল।আরাবী কাঁপা গলায় বলে, ‘ ঠা..ঠান্ডা লাগছে।’

‘ আমার তো বেশ লাগছে।তোমার নরম, গরম শরীরটা আমার এই হিমশীতল শরীরে স্পর্শ করছে আমার বেশ ভালো লাগছে।’আরাবী মাথা নিচু করে নিল লজ্জা পেয়ে।জায়ান আরাবীর ঘাড়ে ঠোঁটের স্পর্শ দিল ছোটো ছোটো। আরাবী আবেশে চোখ বন্ধ করে নিলো।জায়ানের প্রতিটা স্পর্শে অদ্ভূত শিহরণ বয়ে যায় আরাবী দেহ,মনে। মাতাল হয়ে যায় ও।স্পর্শের গভীরতা আরো তীব্র হতেই আরাবী দ্রুত পিছনে ঘুরে

জায়ানের উন্মুক্ত বুকে মুখ গুজে দিল।জায়ান হেসে আরাবীকে জড়িয়ে নিল নিজের সাথে। কিছুক্ষণ এইভাবেই নিরবে,নিভৃতে কেটে গেল।হঠাৎ খাবারের কথা মাথায় আসতেই জায়ানের কাছ থেকে সরে আসল আরাবী। জায়ান বিরক্ত হলো এতে।ভ্রু-কুচকে বলে,' কি হলো?'' খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে তো।'
' খাবার টাবার বাদ।এখন আমার তোমাকে লাগবে।জলদি বুকে আসো।'
জায়ান কথাটা বলেই হাত পেতে দিল।আরাবী মুঁচকি হেসে জায়ানের হাতে হাত রাখে। তারপর মৃদ্যু স্বরে বলে,' বুকে তো আসবই। সেটা আপনি বললেও আসব না বললেও

আসব।আমার জায়গায় আমার যেতে কারো পার্মিশনের প্রয়োজন হয় নাহ।" তাহলে আসো।'

'উফ এখন নাহ তো।দেখুন দেরি হয়ে যাবে আলিফাদের বাড়ি যেতে।খেয়ে নিন নাহ। তাছাড়া আমারও ক্ষুদা লেগেছে।'

আরাবীরও খুদা লেগেছে শুনে জায়ান তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আরাবীর দিকে।তারপর প্রশ্ন করল,' তুমি খাওনি?'

' নাহ।'

আরাবীর এমন কথা রেগে গেল জায়ান। ধমকে বলে,' তোমাকে না বলেছি আমার

জন্যে অপেক্ষা করবে নাহ?তুমি অসুস্থ আরাবী।’

আরাবী মুখ গোমড়া করে নিল জায়ানের ধমকে।ছোট্টো কণ্ঠে বলে,’ আমার কি দোষ? আপনিই তো আমার এই বদঅভ্যাস করেছেন।” হয়েছে আর পেচার মতো মুখ করতে হবে না।এদিকে আসো।’

জায়ান গায়ে জামা জড়িয়ে নিয়ে।খাবারের প্লেট হাতে নিল।তারপর আরাবীকে ইশারায় পাশে বসতে বলল।আরাবীও মনের আনন্দে জায়ানের পাশে বসল।তারপর দুজনে একসাথে খাবার খেয়ে নিল।নূরের ফোন লাগাতার বেজে চলেছে।ওয়াশরুম থেকে বের

হয়ে আসল নূর।দ্রুত ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে ফাহিমের কল এসেছে।ফোন রিসিভ করতে করতে কেটে গেল ফোনটা।আবারও পুরোদমে সেটা বেজে উঠল ফোন।নূর এইবার তাড়াতাড়ি ফোন ধরল।ফোনটা কানে রাখতেই অপাশের ব্যাক্তির প্রচন্ড ধমকে কেঁপে উঠল নূর।

‘ কোথায় আছ তুমি বেয়া’দব মেয়ে। “

আস...’ নূর কথা সম্পূর্ণ করার আগেই আবারও সেই বাঁজখাই গলার ধমক শুনে থেমে গেল।

‘ চুপ করে আছ কেন?চ’ড়িয়ে তোমার দাঁত ফেলে দিব।’

‘ আরে আপনি আমার কথা শুনবেন তো।’
‘ কি কথা শুনব হ্যা?কি কথা শুনব?তুমি কোথায় আর তোমার ফোন কোথায় থাকে? আমি যে এতোবার কল করলাম সেটা দেখোনি? ফোন না চালাতে জানলে ফোন আমার কাছে নিয়ে এসো।ফোনটা ভেঙে আমি ভাঙারি ওয়ালার কাছে দিয়ে দিব।’
ফাহিমের একের পর এক ধমকে নূর এইবার অধৈর্য হয়ে উঠল। ও আর একটা কথাও বলল নাহ।ফাহিম মনের আনন্দে ধমকে ধামকে শেষ করে নিল।অপাশ হতে নূরের কোন প্রতিক্রিয়া না অনুভব করতে পেরে

বলে,‘ চুপ করে আছ কেন? আমি কথা বলছি দেখছ নাহ?জবাব দিচ্ছ না কেন?’
নূর তাও চুপ করে রইল।ফাহিমের ধমকা ধমকিতে বেশ অভিমান করেছে ও।লোকটা ওকে কিছু বলতেই তো দিল নাহ। নূরকে চুপ থাকতে দেখে ফাহিম নিজেকে কিছুটা শান্ত করল।তারপর গম্ভীর গলায় বলে,’ কি হয়েছে?সোজাসাপটাভাবে আমাকে সব বল।’নূর বুঝল এইবার ফাহিমকে কিছু না বললে এই লোক আবারও রেগে যাবে।তাই নূর অভিমানি কণ্ঠেই বলে,’ আমি ওয়াশরুমে ছিলাম তাই আপনি ফোন করেছেন বুঝতে

পারিনি।যখন ফোনের রিংটোন শুনলাম তখনই ছুটে এসেছি।�’

‘ আচ্ছা বুঝলাম।তা আজ কোচিংয়ে আসো নি কেন?’ ফাহিমের শান্ত কণ্ঠস্বর।

‘ আসলে আজ ইফতি ভাইয়ার জন্যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব আলিফা আপুদের বাসায়। আজই বিয়ের ডেইট পাকাপোক্ত করে আসবে।আমি নিজেও জানতাম নাহ এই কথা।মা একটু আগে আমাকে জানাল।আর আপনাকে আমি একটু পরেই ফোন করে জানাতাম।”‘ হুহ আচ্ছা সাবধানে যেও।’ কথাটা বলেই লম্বা শ্বাস ফেলে ফোন রেখে দিল ফাহিম।এদিকে ফাহিমের এমন কান্ডে

ফোন কান থেকে সরিয়ে হা করে রইল নূর। এটা কি হলো?লোকটা এইভাবে কিছু না বলেই হুট করে ফোন কেটে দিল কেন?নূর রাগে গজগজিয়ে উঠল।কল করল আবার ফাহিমের নাম্বারে।একবার রিং হতেই ফাহিম কলটা ধরল।শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ হ্যা বলো।’‘ হ্যা বলো মানে কি হ্যা?আমার উপরে অযথা চিল্লাচিল্লি করলেন।আমি অভিমান করেছি সেটা বুঝেও আমার অভিমান ভাঙালেন নাহ।কিছু না বলেই হুট করে ফোন কেটে দেওয়ার মানে কি? হ্যা?’ রাগে প্রায় চিৎকার করে বলল নূর।

ফাহিম শীতল গলায় বলে,' চিৎকার করছ কেন?'
' আপনি চিৎকার করেননি আমার উপর?'
' হ্যা করেছি তো?'
' কেন করবেন?আগে তো আমার কথা শুনে নিবেন।তা তো করলেন নাহ।'' আমি চিন্তায় ছিলাম নূর তোমার জন্যে।কেন বুঝ না?তুমি কোচিং-এ আসোনি।তাই আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।ফোনটাও ধরছিলে না।তাই একটু তোমার উপর চিৎকার চেচামেচি করে ফেলেছি।'
ফাহিমের মুখে নিজের জন্যে চিন্তার কথা শুনে অভিমান গলে গেল নিমিষেই নূরের।তাও

গলার স্বরে সেটা প্রকাশ করল নাহ।বলল,’ কেন চিন্তা করবেন?আমি যদি আপনার জন্যে চিন্তা করি সেটা মানা যায়।কারন আমি আপনাকে ভালোবাসি।কিন্তু আপনি তো আমায় ভালোবাসেন না।তাহলে আমার জন্যে এতো চিন্তার কি আছে?যেহেতু আমায় ভালোবাসেন নাহ।সেহেতু আমি যদি মরেও যাই এতেও প্রবলেম হবার কথা নয় আপনার।’এইটুকু কথা বলতে দেরি অপাশ হতে ফাহিমের গর্জন শুনতে পেল নূর। সাথে সাথে কিছু ভা’ঙার তীব্র শব্দ।অস্থির হয়ে উঠল নূর।হঠাৎ কি হলো?লোকটা এমন করল

কেন?নূর অস্থির কণ্ঠে বলে উঠে,’ হ্যালো? হ্যালো ফাহিম?আপনি শুনছেন হ্যালো?’ অপাশ হতে নিরবতা ছেঁয়ে আছে।ভয়ে নূরের ক’লিজা শুকিয়ে আসল।লোকটার কিছু হলো না তো আবার?নূর আবারও কিছু বলবে তার আগেই ফাহিমের রাগি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।‘ ডোন্ট কল মি এগেইন।কোচিং ছাড়া ভুলেও আমার সামনে আসবে না তুমি।আমার সামনে যদি আসো তুমি তাহলে ম’রার খুব শখ তাই নাহ তোমার?আমি নিজে স্বয়ং তোমায় মে’রে ফেলব।এই বলে দিলাম।’ খট করে ফোনের লাইন কেটে গেল।নূর তাজ্জব বনে বসে রইল।কি হলো সবটা

মাথার উপর দিয়ে গেল।কি এমন করল ও? যে ফাহিম এমন ভয়ানকভাবে রেগে গেল? এখন ফাহিমের এই রাগ ভাঙাবে কিভাবে নূর?মাথা নিচু করে বসে আছে আলিফা। ইফতিরা বিয়ের কথা পাকাপোক্ত করতে এসেছে ওদের বাড়িতে।ভীষন লজ্জা লাগছে ওর।আর ইফতি বে'হায়া লোকটা কিভাবে হা করে তাকিয়ে ছিল যখন ওকে এখানে আনা হলো।এখনও তাকিয়ে।আলিফা সবার অগোচরে চোখ তুলে শাষি'য়েছে ইফতিকে। কিন্তু লোকটা শুনলে তো?এদিকে দু পরিবারে মতামতে ইফতি আর আলিফার বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করা হল।এখন আপাতত আংটি

পরিয়ে রাখা যাক।হলোও তাই।ইফতি আর আলিফাকে পাশাপাশি বসানো হলো।দুজন দুজনকে আংটি পরানোর মাধ্যমে বাগদান সম্পন্ন করে নিল।সবাই এইবার মিষ্টিমুখ করানোতে ব্যস্ত হয়ে পরল।এই সুযোগে ইফতি আলিফার হাত চেপে ধরল।আলিফা চমকে উঠে।চোখজোড়া বড় বড় হয়ে আসে ওর।ফিসফিস করে বলে,' কি করছেন?হাত ছাড়ুন।'' কেন ছাড়ব?'

' আরে আশ্চর্য? এখানে সবাই আছে।মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার?'

আলিফার কথায় বাঁকা হাসল ইফতি।মাথাটা একটু ঝুকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে,' হ্যা মাথা

তো খারাপ হয়েই গিয়েছে তোমাকে এই শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখে।অপেক্ষা যেন আর ভালো লাগে না।কবে যে তোমাকে আমার বউ করে নিয়ে যাব।আলুরে তুই তো সেদিন শেষ হয়ে যাবি।'ইফতির এমন অসভ্য কথাবার্তায় কান গরম হ য়ে গেল আলিফার লজ্জায়।চোখ খিচিয়ে বন্ধ করে বলে,' বন্ধ করুন আপনার অসভ্য কথাবার্তা। '

' আচ্ছা আজ নাহয় বন্ধ করলাম।কিন্তু সেদিন আমাকে থামাবে কিভাবে?সেদিন সবদিক দিয়ে ঘায়েল করব তোমাকে।দেখে নিও।' ইফতির এমন লাগামছাড়া কথায় আলিফার সারাশরীর লজ্জায় কাঁপছে। ইফতি আলিফার

অবস্থা দেখে হাসে।অনেক হয়েছে মেয়েটাকে আর লজ্জা দেওয়া যাবে নাহ।দেখা যাবে আর ও সামনেও আসবে না।চুপচাপ বসে আছে আরাবী।মাথাটা প্রচন্ড ব্যাথা করছে ওর।সাথে কেমন যেন অস্থির লাগছে।বসেও শান্তি পাচ্ছে না।আবার দাঁড়াতেও ইচ্ছে করছে না।গলা শকিয়ে আসছে বারবার।এই নিয়ে প্রায় ছয় সাত গ্লাস পানি খেয়ে নিয়েছে আরাবী।তাও যেন তৃষ্ণা মিটছে না।এদিকে সামনে রাখা খাবার থেকে যেন আরাবী অদ্ভূত একটা গন্ধ পাচ্ছে।যা ওর কাছে অনেক খারাপ লাগছে। পেট মোচড় দিচ্ছে বারবার।এদিকে আরাবীর এই অস্থিরতা অনেকক্ষন ধরেই খেয়াল

করেছে জায়ান।এইবার না পেরে জিজ্ঞেস করল, ‘ কি হয়েছে আরাবী?এমন করছ কেন?কেমন অস্থির দেখাচ্ছে তোমায়?’জায়ানের কথায় আরাবী সোজা হয়ে বসল।দূর্বল কণ্ঠে বলে,’ জানি না কি হয়েছে। ভালো লাগছে না আমার।অস্থির লাগছে কেমন যেন।মাথাটাও ব্যথা করছে।’

আরাবীর কণ্ঠস্বর শুনেই জায়ানের বুকটা ধ্বক করে উঠল।হঠাৎ কি হলো মেয়েটার?বাড়িতে থাকতেও তো ভালো ছিল।চিন্তিত কণ্ঠ জায়ানের,’ বেশি খারাপ লাগছে?তাহলে চলো আমরা সবাইকে বলে এখনই চলে যাই। ওনারা নাহয় পরে আসবেন।“ আরে না তার

কোন দরকার নেই।একটু পর এমনিতেই ঠিক হয়ে যাব।’

‘ কিন্তু তোমায় দেখে তো তা মনে হচ্ছে না আরাবী।কোন কথা না। আমি মায়ের কাছে বলে আসি।আমরা এক্ষুনি ফিরব।’

‘ আরেহ শোনেন তো।’কিন্তু কে শুনে কার কথা।জায়ান তার কথামতো সোজা সাথি বেগমের কাছে চলে গেল।গিয়েই সোজাসাপ্টাভাবে বলে,’ মা আরাবীর শরীরটা বোধহয় ভালো না।ওকে অনেক দূর্বল দেখাচ্ছে।আমি এখনই ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইছি।’

সাথি বেগম আলিফার মায়ের সাথে কথা বলছিলেন।পুত্রবধূর অসুস্থতার কথা শুনতে পেয়েই তিনি অস্থির কণ্ঠে বলেন, ‘ সে কিরে? কখন থেকে ভুগছে মেয়েটা আমার।আমাকে একটাবার বললও না।আর তোরা বাড়ি ফিরবি মানে?আমিও যাচ্ছি তোদের সাথে।

চল।’আলিফার মা এইবার এগিয়ে এসে বলেন,’ সে কি আপা।রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছি আমি।আরাবী মায়ের শরীর বেশি খারাপ হলে আমি ডক্টর ডেকে আনছি।তুমি চিন্তা করো না বাবা।’

জায়ান থমথমে গলায় বলে,’ ধন্যবাদ আন্টি আপনার আন্তরিকতার জন্যে।কিন্তু আমি ওকে

নিয়ে একেবারে বাড়ি ফিরতে চাইছি।আমাদের ফ্যামিলি ডক্টর আছেন উনাকেই দেখাব।'

তারপর সাথি বেগমের উদ্দেশ্যে বলেন,' আর মা তোমরা থাকো।চিন্তা করো না। আমি আছি তো।সামলে নিব।আমি যাওয়ার সময় বাবাকেও বলে যাব নেহ।''কিন্তু বাড়িতে একা তুই কিভাবে?'

' মা বললাম তো চিন্তা করতে না।আর বাড়িতে একা কোথায়?রহিমা আন্টি আছেন। আমি তাকে ডেকে নিব কোন সাহায্য প্রয়োজন হলে।আর অবস্থা বেশি খারাপ হলে আমি তোমাদের ফোন করে জানিয়ে দিব।'

সাথি বেগম ছেলের কথায় একটু ভরসা পেলেন তাই অনুমতি দিয়ে দিলেন।তবে তিনি পুরোপুরি দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারলেন নাহ। জায়ান নিহান সাহেবকে বাড়ি ফিরার কথা বলে আরাবীর কাছে ফিরে আসল।তখন আরাবীর কাছে আলিফা এসে বসেছে। জায়ানকে দেখেই আলিফা চিন্তিত কণ্ঠে বলে,' ভাইয়া?আরাবীর কি হয়েছে?ওকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।আমি এতোবার জিজ্ঞেস করলাম কিছু বলছেও না।বলে কিছু হয়নি।'জায়ান নিস্তেজ হয়ে থাকা আরাবীর দিকে একবার তাকিয়ে।তারপর আলিফার প্রশ্নের জবাব দেয়,' ওর শরীরটা একটু খারাপ।মাথা ব্যথা।

তাই আমি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরছি।তুমি চিন্তা করো না।আমি আছি তো।আর আমি আর আরাবীই চলে যাচ্ছি বাকিরা থাকবে।তোমার আম্মু দেখলাম রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছেন।তাই আমি সবাইকে ডিনার সেরে তারপরেই আসতে বলেছি।এখন অনুমতি দেও।'আরাবী অসুস্থতা জেনে আলিফা আর না করল নাহ।জায়ান ইফতিকে বলল সবাইকে সাবধানে বাড়ি নিয়ে ফিরতে। তারপর আরাবীর কাছে আসল।ধীর স্বরে ডাকল,' আরাবী,উঠ।বাড়িতে ফিরব আমরা।' আরাবী চোখ খুলে তাকাল।স্থির চোখজোড়ায় যেন রাজ্যের ক্লান্তি।জায়ান আরাবীকে উঠতে

সাহায্য করল।জায়ান বলে,’ যাওয়ার সময় ডক্টর দেখিয়ে যাব।“ কোন কিছু করা লাগবে না।প্লিজ আমি কোন ডক্টরের কাছে যেতে পারব নাহ।ক্লান্ত লাগছে।বাড়ি ফিরতে চাই আমি ব্যস।’

আরাবীর কথা আর ফেলতে পারল না জায়ান।তাই আরাবীকে নিয়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা হলো।সাখাওয়াত বাড়ির ভীতরে গাড়ি প্রবেশ করতেই তা থেমে গেল।গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল জায়ান।তারপর আবার অপারপাশে গিয়ে দরজা খুলে আরাবীকে কোলে তুলে নিলো।যাওয়ার আগে দারোয়ানকে বলে গেল গাড়ি ভালোভাবে পার্ক

করে দিতে।আরাবীকে নিয়ে দ্রুত নিজেদের রুমে ফিরে আসে জায়ান।আরাবীর দূর্বল ছোট্টো শরীরটা বিছানায় রাখল।পরপর নিজের শক্তপোক্ত হাতটা নিয়ে আলত স্পর্শ করল আরাবীর নরম গালে।পিটপিট করে নেত্র মেলে তাকাল আরাবী।জায়ান চিন্তিত কণ্ঠে বলে,' অনেক বেশিই কি খারাপ লাগছে?আমি ডক্টরকে ফোন করি।" তা..তার প্রয়োজন ন..নেই।একটু বি..বিশ্রাম নিলেই ঠিক হ..হয়ে যাব।' থেমে থেমে বলল আরাবী।

জায়ান না চাইতেও ধমকে ফেলল ওকে, ' কি চাইছ টা কি তুমি? রাস্তায় দু দুবার বমি

করেছ।আমি বললাম হসপিটালে নিয়ে যাই। তাও রাজি হলে নাহ।এখন দূর্বলতার কারনে ঠিকঠাকভাবে একটু কথাও বলতে পারছ না। তারপরেও আমাকে ডক্টর ডাকতে বারণ করছ কেন তুমি? আমায় এতোটা অস্থিরতার মাঝে রাখতে কি তোমার ভালো লাগে?'আরাবী কিছুই বলল না।চুপচাপ জায়ানের সব অভিযোগ শুনল।মূলত ও কথা বলার শক্তিটুকও পাচ্ছে নাহ।জায়ান আরাবীর এমন অবস্থা দেখে চুল খামছে ধরে জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিয়ে নিজের রাগ কমানোর চেষ্টা করল। অতঃপর সোজা চলে গেল ওয়াশরুমে। একমগ পানি নিয়ে ফিরে আসল আরাবীর

কাছে।ওর ছোটো রুমালটা ভিজিয়ে নিল। তারপর আরাবীর মুখে স্পর্শ করতেই ঠান্ডায় কাঁপল আরাবী।ধীর আওয়াজে বলে,’ ক..কি করছেন?’

‘ ওয়াশরুমে তো যেতে পারবে না।তাই এইভাবে আপাততো ফ্রেস হয়ে নেও।যেই অবস্থা শরীরের গায়ে সামান্য শক্তিও নেই।’জায়ান ভালোভাবে রুমাল ভিজিয়ে আরাবীর গা মুছে দিল।এরপর আলমারি থেকে আরাবীর জামা কাপড় নিয়ে ফিরে আসল।আরাবীর শাড়ির আঁচলে হাত দিবে এমন সময় আরাবী আৎকে উঠে।বলে,’ এমন ক..করছেন কেন?’

‘ জামা কাপড় চেঞ্জ করবে নাহ?’
‘ ক..করবো।আমায় দিন। আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি।আপনার করা লাগবে নাহ।’আরাবীর কথা শুনে জায়ান ভ্রু-কুচকালো। অতএব গম্ভীর গলায় বলে,’ শুধু শুধু লজ্জা পাচ্ছ তুমি। এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই।আমি তোমার স্বামি হই।তোমার অসুস্থতার সময় আমি তোমার সেবা করব এটা স্বাভাবিক।আর আমার অসুস্থতার সময়েও সেম কাজটা তুমিও করব।আর রইল জামা কাপড় চেঞ্জ করার কথা।তোমার শরীরের ইঞ্চি ইঞ্চির সম্পর্কে আমি জানি।সো লজ্জা টজ্জা পেয়ে লাভ নেই।’আরাবী ঠোঁট কামড়ে ধরে ওপাশে

ফিরিয়ে নিল মুখশ্রী।জায়ান আরাবীর জামা চেঞ্জ করে দিল।এরপর ল্যান্ডলাইনে সার্ভেন্টসকে খাবার আনতে বলল। তারপর নম্র কণ্ঠে আরাবীকে বলে,' তুমি থাকো।আমি একটু ফ্রেস হয়ে আসছি। খবরদার ঘুমাবে নাহ।আমি এই যাব এই আসব।খাবার না খেয়ে ঘুমাতে পারবে না তুমি।ঠিক আছে?'

' ঠিক আছে।'জায়ান ফ্রেস হতে চলে গেল। ঝড়ের গতিতে গিয়ে তুফানের গতিতে ফিরে আসল যেন।এসে দেখে আরাবীর নেত্রজোড়া বন্ধ।জায়ান ভরাট কণ্ঠে বলল,' আরাবী ঘুমিয়েছ?'

আরাবী ঘুমায়নি।চোখ বন্ধ করে ছিল এমনিতেই।জায়ানের ডাকে দ্রুত চোখ খুলল। ধীর আওয়াজে বলে,’ নাহ।এমনিতেই একটু চোখ বন্ধ করে ছিলাম।’জায়ান সস্থির নিশ্বাস নিলো।যাক মেয়েটা ঘুমায়নি।এমন সময় দরজায় টোকা পরল।জায়ান গিয়ে দরজা খুলে দেখল সার্ভেন্ট খাবার নিয়ে এসেছ।খাবারটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে আসল জায়ান।আরাবীর পাশে বসে ওকে দুহাতের সাহায্যে জড়িয়ে নিয়ে উঠিয়ে বসাল।বিছানার হেডবোর্ডের সাথে একটা বালিশ রেখে সেখানে হেলান দিয়ে বসাল আরাবীকে। তারপর খাবারের প্লেট হাতে নিল।মাছের

ঝোলের তড়কারি দিয়ে ভাত মাখিয়ে আরাবীর মুখে সামনে ধরতেই আরাবী আতকে উঠে দুহাতে মুখ নাক ঢেকে ফেলল।জায়ান খাবারের প্লেট রেখে দিল আরাবী এমন করায়।অস্থির গলায় বলে,' কি হলো তোমার? এমন করছ কেন?'' আপ..আপনি কি দিয়ে ভাত মেখে দিয়েছেন?'

' কেন কি হয়েছে?মাছের ঝোলের তরকারি।'

' ভীষণ গন্ধ ওটায়।জঘন্য লাগল।আমি ওটা খাবো না।'

আরাবীর কথায় জায়ান অবাক হলো।গন্ধ কোথায় পেল মেয়েটা?তারপরেও মনের দ্বিধা দূর করার জন্যে খাবারের প্লেট হাতে তুলে

নিল।ওই তরকারিটা দিয়ে মাখা ভাতটুক অনায়াসে খেয়ে নিল জায়ান। কপালে ভাঁজ পরল জায়ানের।আশ্চর্য ওর কাছে তো কোন গন্ধই লাগল নাহ।সব তো ঠিকই আছে।আর এই মাছের ঝোলের তরকারি তো আরাবীর অনেক পছন্দের তাহলে মেয়েটা আজ এমন করছে কেন?জায়ান আর অতোশতো ভাবল নাহ।হয়তো আজ ভালো নাও লাগতে পারে। সবসময় যে সবার একরকম লাগবে এমন তো কোন কথা নাহ।জায়ান নরম গলায় আরাবীকে বলে,' আচ্ছা ওই তরকারি দিয়ে খাওয়া লাগবে নাহ।আমি ওটা খেয়ে নিয়েছি। তুমি অন্য তরকারি দিয়ে খাও।'আরাবী

জায়ানের পাশে রাখা ট্রেতে উকি দিল।মূলত ওখানেই বাটিতে করে রাখা আছে বাকি তরকারিগুলো।একটা বাটিতে করলা ভাজি দেখেই আরাবী বলল,' আমি করলা ভাজি দিয়ে ভাত খাবো।'

জায়ান আরাবীর এহেন কথায় একবার আরাবীর দিকে তো একবার করলা ভাজির বাটির দিকে তাকাচ্ছে।ওকে এমন করতে দেখে আরাবী বিরক্ত হয়ে বলে,' কি হলো এমন করছেন কেন?'

জায়ানের কণ্ঠে স্পষ্ট বিষ্ময়,' তুমি সিয়র তুমি এটা দিয়েই খাবে?'' হ্যা।কেন কি হয়েছে।'

' না কিছু হয়নি।আচ্ছা ঠিকাছে।'

জায়ান করলা ভাজি দিয়ে ভাত মেখে আরাবীকে দিতেই আরাবী বিনাবাক্যে খেয়ে নিল।জায়ান প্রশ্ন করল,

‘ এখন ঠিক আছে?’

‘ হ্যা।দিন আমাকে।এটা অনেক ভালো।’

আরাবী করলা ভাজি দিয়েই অনায়াসে সবটুকু ভাত শেষ করে নিল।খাওয়া শেষে জায়ান বলে,

‘ আর ভাত নিব?আর খাবে?’

‘ নাহ।পেট ভরে গেছে।’জায়ান এইবার নিজেও খেয়ে নিল।এঁটো থালাবাটিগুলো পাশের টি-টেবিলে রেখে হাত ধুয়ে আসল। রুমের লাইটগুলো নিভিয়ে গিয়ে আরাবীর

পাশে সুয়ে পরল।আরাবী এসে জায়ানের বুকে মাথা রাখল।জায়ান দুহাতে আরাবীকে নিজের সাথে জড়িয়ে নিলো ভালোভাবে। তারপর আরাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,' ঘুমিয়ে যাও।শরীর ভালো না তোমার।'

জায়ানের আদুরে হাতের স্পর্শে একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পরলো আরাবী।কিন্তু ঘুম নেই জায়ানের চোখে।মাথাটা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে। আরাবীর হঠাৎ কি হলো?মাছের তরকারি অনেক প্রিয় আরাবীর।সেই তারকারি ওর মুখের সামনেও নিতে পারলো না ও।আর করলা ভাজি তো দেখলেই আরাবী দশ হাত

দূরে সরে যায়।আর আজ কিনা সেই মেয়ে করলা ভাজি দিয়েই ভাত খেলো।আর আরাবী স্বাভাবিকভাবে এতো ভাত খায় না।আজ তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই ভাত খেয়েছে।হঠাৎ আরাবীর এমন পরিবর্তনগুলো দেখে জায়ানের চিন্তা লাগছে মেয়েটার জন্যে।এটা সেটা ভেবে মধ্যরাতের দিকে জায়ানের চোখ লেগে আসল।আর সেইভাবেই ঘুমিয়ে পরলো।কোচিং-এর ক্লাসে একদম মনোযোগ নেই নূরের।ওর ধ্যানজ্ঞান সবটা মগ্ন সামনে থাকা পুরুষটার উপর। পুরুষটা বড্ড নিষ্ঠুর।তাইতো ভুল করেও তাকাচ্ছে না নূরের দিকে।কেন এমন করছে

লোকটা?কি এমন করেছে ও? যার কারনে লোকটা এমন রেগে আছে?কোচিং-এ আসার পথে ফাহিমের সাথে দেখা হয়েছিল পথে নূরের।নূর ভেবেছিল ফাহিম ওকে দেখে ওর কাছে আসবে।কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমান করে নূরকে দেখা সত্ত্বেও বাইক ছুটিয়ে চলে গিয়েছে।এমনটা মোটেও আশা করেনি নূর। ব্যথিত হৃদয় নিয়ে একলাই আসে এখানে। কিন্তু এখানে এসেও একই অবস্থা।ফাহিমের কাছ থেকে কোন প্রকার রেস্পন্সই পাচ্ছে না ও।হঠাৎ কারো তিক্ত কণ্ঠে হুশ ফিরে আসে নূরের।ফাহিম বলছে,' মিস নূর।ক্লাসে এসে যদি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে চিন্তা ভাবনা

করেন তাহলে আমি বলব আমার ক্লাসে আপনি আর আসবেন নাহ।আপনার কারনে আমার অন্য স্টুডেন্টসদের সমস্যা হয়।'ক্লাসের সবাই হেসে উঠল ফাহিমের কথায়।ফাহিম ধমকে উঠল,' সাইলেন্স।হাসির কি আছে এখানে?চুপচাপ ক্লাসে মনোযোগ দিন সবাই।' ফাহিমের ধমকে সবাই চুপ হয়ে গেল। নূরের পিছনে বসা একটা মেয়ে ফিসফিস করে বলছে,' ফাহিমের স্যারের কি হয়েছে কে জানে?স্যার তো এতো রাগি না। কাল থেকেই দেখছি অযথা ভীষণ রাগারাগি করছেন।'

‘ আমিও জানি না দোস্ত।তবে যাই বলিস নূরকে যা বলল না স্যার। আমার অনেক হাসি পেয়েছে।’

‘ আমারও হা হা হা।’নূর সবই শুনল।নূরের চোখে জল টলমল করছে।নূর সবসময়েই একজন ভালো স্টুডেন্ট। কখনও পড়া নিয়ে বা রেজাল্ট নিয়ে ওর বাবা মায়ের হা হুতাশ করতে হয়নি।আর এমনকি কখনও স্কুল,কলেজ থেকে বিচারও যায়নি ওদের বাড়িতে।কোনোদিন স্যারদের থেকে কটু বাক্যও শোনেনি।আর আজ এমন একটা কথা শুনলো ও।তাও নিজের প্রিয় মানুষটার কাছ থেকেই।সবার সামনে হাজির পাত্র বানাল

ফাহিম ওকে।নূর নিজের অস্রু লুকাতে মাথা নিচু করে নিল।আর একবারও তাকাল না ফাহিমের দিকে।সম্পূর্ণ ক্লাস এইভাবেই শেষ করল ও।ক্লাস শেষ হতেই সবার আগেই বের হয়ে গেল।না চাইতেও এইবার গাল গড়িয়ে পরল চোখের জল।ও কি কোন ভুল করল? ফাহিম তো ওকে কোনোদিন বলেনি যে ফাহিম ওকে ভালোবাসে।ও কি অনেক বেশিই আশা করছে ফাহিমের কাছ থেকে? নাকি ভালোবেসে ও অনেক বেশিই বেহায়া হয়ে গিয়েছে?ফাহিম হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।নূরকে ও একটুও পছন্দ করে না। হয়তো অন্য মেয়েকে ভালো লাগতে শুরু

করেছে এখন।আনমনা হয়ে হাটছিল নূর। রাস্তার পাশে অনেকগুলো ঝোপঝাড় হঠাৎ সেই ঝোপঝাড়ের মাঝে হঠাৎই নূরের হাত লেগে গেল।কাটা গাছের ঝোপ ছিল বোধহয়। তাই নূরের হাত ছি'লে রক্ত বের হয়ে আসল। ব্যথায় মৃদ্যু আওয়াজ করে উঠল।হঠাৎই কেউ এসে ওর সেই ব্যথাযুক্ত হাতটা টেনে নিল নিজের কাছে।নূর কান্নার কারনে লাল হয়ে যাওয়া চোখ দিয়েই তাকাল।নজরে আসল ফাহিমের উদ্বিগ্ন মুখশ্রী।ফাহিম নূরের হাত ওর দুহাতের মাঝে নিয়ে অস্থির হয়ে বলছে,' কিভাবে হাটো?দেখে হাটতে পারো নাহ? দেখলে তো কিভাবে হাতটায় ক্ষ'র হলো।

এমন কেন তুমি?নিজের প্রতি বিন্দু পরিমান কেয়ার নেই তোমার।'নূর চোখ সরিয়ে নিল। মনের ব্যথার তুলনায় এই ব্যথা তার জন্যে কিছুই না।ও কিছু না বলে টেনে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো ফাহিমের হাতের থেকে। তারপর কিছু না বলে কাধের হাতটা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরে সামন্ত্র দিকে হাটা ধরল।ফাহিম নূরের আচড়ণে হতবাক।কতো বড় সাহস মেয়েটার।ওকে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছে।রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে আসল ফাহিমের।তেড়েমেড়ে এগিয়ে গেল নূরের কাছে।বিনাবাক্যে নূরের বাহু খামছে ধরে ওকে নিজের দিকে ফিরালো।ফাহিম রাগে

হিসহিস করে বলে,’ কি সমস্যা তোমার?কথা বলছিলাম না আমি?তাহলে আমায় উপেক্ষা করে চলে যাওয়ার সাহস পেলে কোথায় তুমি?’নূর বরাবরের মতোই শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ফাহিমের দিকে।নূরকে কোনপ্রকার কথা বলতে না দেখে ফাহিম ধমকে উঠে,’ কি সমস্যা?কথা বলছিস না কেন?আমাকে কি তোর পাগল মনে হয়?যে ফাউ কথা বলতে থাকব তোর সাথে?’

‘ আপনিই না বলেছিলেন আপনার চোখের সামনেও যেন না আসি?তাহলে সমস্যাটা আমার কোথায়?আমি তো আপনার কথাই পালন করছি।আপনি এমন করছেন কেন?

আপনার সমস্যাটা কি?’ অভিমানি কণ্ঠে বলল নূর।ফাহিম দুকদম এগিয়ে আসল নূরের কাছে।তারপর নূরের দু বাহু খামছে ধরে তীব্র আক্রোশপ্রসূত মনোভাব পোষণ করে বলে,’ আমার সমস্যা তুই।তুই-ই আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা।আমার সবকিছু তোর কারনে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।খেতে গেলে তোর কথা মনে পরে,বসতে গেলে তোর কথা মনে পরে,শুতে গেলেও তোর কথা মনে পরে।আমি খেতে পারি না,শান্তিতে বসতে পারি না,ঘুমোতে পারি না।সর্বদা তুই আমার মস্তিষ্কে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াস।তুই তো আমাকে যন্ত্রনা দিয়ে শান্তি পাস।তাই তো কাল কি

সুন্দর অনায়াসে ম’রে যাওয়ার কথা বললি। একবারও ভাবলি ওইপাশের ব্যক্তিটার কেমন লেগেছে তোর কথা শুনে।কতোটা কষ্ট পেয়েছে সে।যদি ভাবতিই তাহলে কাল ওইসব কথা বলতি না। এখন বল আমার এতো এতো সমস্যার একমাত্র কারন তুই। আমাকে এইভাবে যন্ত্র’না দেওয়ার জন্যে তোকে কি শা’স্তি দিব বল তো?’সাখাওয়াত বাড়িতে আজ মানুষের আনাগোনায় ভরপুর। জিহাদ সাহেব তার পরিবার নিয়ে এসেছেন। আলিফাও এসেছে ওকে ইফতি গিয়ে নিয়ে এসেছে।বসার রুমে সবার আড্ডা চলছে। আরাবী চুপচাপ বসে।তার ভালো লাগছে না

কিছুই।সকাল থেকেই প্রচন্ড খারাপ লাগছে ওর।আলিফা আরাবীর শুকনো মুখ দেখে ওর কাছে গিয়ে বসল।ধীর আওয়াজে ডেকে উঠে,' আরাবী?'আলিফার ডাকে চোখজোড়া খুলে আরাবী বলে, ' হুম কিছু বলবি?'
' তোর কি হয়েছে?খারাপ লাগছে তোর?'
' আসলে তেমন কিছুই না।সকাল থেকেই কেমন যেন লাগছে।'
আলিফাকে চিন্তিত দেখাল।কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কিছু একটা ভাবল।অতঃপর ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।ওকে এমন হাসতে দেখে আরাবী ভ্রু-কুচকে বলে,' আমি অসুস্থ আর তুই হাসছিস?'

আলিফা ওর বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে দিল। তারপর আবার সিরিয়াস হয়ে গেল।অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আরাবীকে জিজ্ঞেস করে,

‘ তোর কি খাবার দেখলে বমি পায়? সত্যি করে বলবি।’

আরাবী অতোশতো না ভেবে সত্যি কথাই বলল, ‘ হ্যা ইদানিং বমি পায়।’‘ মাথা ঘুরায়।’

‘ ওতোটাও না। তবে মাঝে মধ্যে।’

‘ ঘন ঘন ক্ষিদে পায়?’

‘ হ্যা।আর আমি খাচ্ছিও অনেকগুলো করে খাবার।’

‘ হুট হাট মুড সুয়িং হয়?’

‘ হ্যা হয়!’

‘ তোর লাস্ট পিরিয়ড কবে হয়েছিল?’এই প্রশ্নটা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল আলিফা।আরাবী চোখ বড় বড করে তাকাল আরাবীর দিকে।এইবার একনিমিষেই বুঝে গেল আলিফা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে।আলিফা শুকনো ঢোক গিলে বলে,’ সত্যিই কি এটা হবে আলু?’

‘ তুই তোরটা ভালো জানিস।আমি যাস্ট ইঙ্গিতগুলো ধরিয়ে দিলাম।বাকিটা তোর হাতে।’

আরাবী দুহাতে মুখ ঢেকে নিল।ওর শরীর কাঁপছে।সত্যিই কি এটা হবে? ও কি মা হতে চলেছে? ওর পিরিয়ডের ডেট অনেক অভার

হয়ে গিয়েছে।এতো ঝুট ঝামেলার মাঝে তো সেটা খেয়ালই নেই আরাবীর। আলিফা আরাবীর অবস্থা বুঝতে পেরে ওর কাধে হাত রাখল।আরাবী ছলছল চোখে ওর দিকে তাকাল।আলিফা হেসে বলে,' বোকা মেয়ে। কাঁদছিস কেন?'' আমি কি সত্যি মা হবো আলিফা?'

' আল্লাহ্ যদি রহমত করেন। আর এতে কান্নার কি আছে?এটা খুশির খবর।'

' আমি তো খুশিতে কাঁদছি।'

' ধুর এতো কান্না কাটি করে লাভ নেই।আমি বলে কি তুই একটা প্রেগ্ন্যাসি কিট এনে টেস্ট করে দেখে নিস।অথবা তুই হাসপাতালে গিয়ে

টেস্ট করতে পারিস।এটাই বেস্ট হবে।এটায় একেবারে ১০০% সিউর হতে পারবি।'আলিফার কথায় আরাবী মাথা নাড়িয়ে সায় জানাল।ইস,সত্যিই কি ও মা হবে? উপরওয়ালার কাছে দোয়া করল আরাবী যাতে এটা যেন সত্যি হয়।আচ্ছা জায়ান যখন জানবে সে বাবা হতে চলেছে। তখন লোকটা কি করবে?খুশিতে কি করবে লোকটা?যদিও এটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হয়ে গিয়েছে।এখনও বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কোন প্লানিং করেনি ওরা। তবুও উপরওয়ালার রহমত বর্ষণ করে দিয়েছেন।তাই উপরওয়ালার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করে নিল।এটাই যেন

হয়।আরাবীর খুশিতে তো পাগল পাগল লাগছে। ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে জায়ানের কাছে।লোকটা সেইযে বেড়িয়েছে কোন খবর নেই।কে বলে স্পেশাল একজন নাকি আসবে।তাকে আনতে গিয়েছে।কে এমন স্পেশাল মানুষটা কে জানে।আরাবী বুকের মাঝে চাপা উত্তেজনা নিয়ে অধীর আগ্রহে প্রিয় মানুষদের অপেক্ষা করতে লাগল।এদিকে আলিফা খুশিতে পারে না চিল্লিয়ে বাড়ি মাথায় উঠিয়ে ফেলতে।নিজ বাড়িতে হলে এতোক্ষণে তাই করত।এখন আছে শশুড়বাড়ি।নিজেকে অনেক কষ্টে কন্ট্রোল করে রেখেছে।এইবার আল্লাহ্ আল্লাহ্

করে ওর ভাবনাটা একশো পার্সেন্ট সিউর হলেই হলো।আলিফা যখন নিজের ভাবনায় ব্যস্ত।এমন সময় ওর ফোনের টোন বেজে উঠল।ভাবনা চ্যুত হয়ে আলিফা ফোন হাতে নিয়ে দেখে ইফতির মেসেজ।মেসেজটা ওপেন করল আলিফা।সেখানে লিখা,‘ একটু উপরে আসবে।কথা আছে।’

আলিফা মেসেজটা পড়া শেষ করেই আশেপাশে তাকাল এখানে সবাই আছে। ইফতির কাছে যেতে হলে সবার সামনে দিয়ে গিয়ে সিড়ি পেড়িয়ে তারপর যেতে হবে।যা ওর কাছে লজ্জার বিষয়।আর এখন এটা ওএ

শশুড়বাড়ি।বাগদানের পর এইটাই ওর প্রথম আসা।আলিফার রিপ্লাই মেসেজ লিখল,

‘ এখানে সবাই আছে।কিভাবে আসব?’

‘ সবাই আছে তো কি হয়েছে?’‘ সবার সামনে দিয়ে সিড়ি ডিঙিয়ে আপনার রুমে যাব আমি। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে আপনার?’

‘ মাথা তো অনেক আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছে।যবে থেকে তোমার প্রেমে পরেছি।’

‘ ফ্লার্টিং বন্ধ করুন।আর এতোগুলো মানুষ আমরা নিচে আপনি উপরে কি করছেন?’

‘ ভাবছিলাম তোমার সাথে একটু রোম্যান্স করব।তাই রুমে এসেছিলাম।এখন সেই ঘুরে বালি।’

আলিফা হেসে দিল ইফতির মেসেজে।তারপর লিখে,‘ রোম্যান্সের ধান্দা বাদ দিন।এই মুহূর্তে ভদ্র ছেলের মতো।’

‘অভদ্র হয়েছি আমি তোমারি প্রেমে , তাই কাছে আসো না আরো কাছে আসো না’

‘উফ কি শুরু করলেন।নিচে আসুন।’

‘ আসছি।’

আলিফা লাজুক হেসে মাথা নত করে নিল। ইফতি টাও যে এমন।লোকটার কথায় এতো লজ্জা পায় আলিফা।তবে যাই হোক ভালোলাগে আলিফার ইফতির এই স্বভাবটা। আরাবী জিহাদ সাহেব আর লিপি বেগমের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। উশখুশ করছে কিছু

জিজ্ঞেস করার জন্যে।জিহাদ সাহেব অনেকক্ষন যাবত মেয়েকে এমন আনচান করতে দেখে এইবার বলে উঠলেন,' কিরে মা কিছু বলবি?'

বাবার কথায় যেন ভরসা পেল আলিফা।

' তোমাকে অনেকদিন একটা কথা জিজ্ঞেস করব।কিন্তু তুমি আর মা যদি কষ্ট পাও তাই সাহস করে উঠতে পারছি না।'

লিপি বেগম বলেন,' তুই নির্দ্বিধায় আমায় বল মা।'আরাবী সাহস পেয়ে বলে উঠে,' মা ফিহা কোথায়?ওকে কেন দেখিনা।প্রায় মাস পেড়িয়ে গেল ওর কোন খবর পেলাম নাহ।কি হয়েছে ওর?ও কি এখনও আমায় ঘৃ'না করে মা?'

আরাবীর কথায় তারা জিহাদ সাহেব আর লিপি বেগমের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।চুপ হয়ে গেলেন তারা।নিহান সাহেব বলে উঠেন,' আসলেই ভাই। মানছি ফিহা যা করেছে সেটা অন্যায়।তবে এভাবে আর কতোদিন চলবে? ওর কোন খবরই নেই একদম।'ফাহিম বাবা মায়ের দিকে তাকাল।তারপর আরাবীর দিকে তাকাল।বাবা মায়ের কষ্টটা বুঝল ফাহিম।ওর নিজেরও কম কষ্ট হচ্ছে না ফিহার জন্যে। হাজার খারাপ হোক বোন তো ওর।ফাহিম বাবা মা'কে চুপ থাকতে দেখে নিজেই বলে উঠল,' ফিহাকে আমরা লন্ডন পাঠিয়ে দিয়েছি। ওর এখানে থাকা ভালো হবে না।ওর মনে

তোর প্রতি এতোই ঘৃ’না যে ওর মস্তিষ্ক কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তাও মানছে না। উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছে।মা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে।তখন ওকেও বলেছিল তোর কাছে এসে যেন ও ক্ষমা চায়।ও মাকেও আক্রমন করতে গিয়েছিল।তাই সবটা বিবেচনা করে তোর জন্যে,ওর জন্যে মোট কথা আমাদের সবার ভালোর জন্যে ওকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছি।দূরে গিয়ে যদি মেয়েটা পরিবারের গুরুত্ব বুঝে।’ফাহিমের বুক ভার হয়ে আসল।চোখটা জ্বলছে।বোনের জন্যে বুকের ভীতর হাহাকার করছে।কেমন আছে মেয়েটা কে জানে? অভিমান করে আছে

অনেক ওদের প্রতি।তাই তো লন্ডন যাওয়ার পর কোন প্রকার যোগাযোগ করেনি ওদের সাথে।জিহাদ সাহেবও মেয়ের জন্যে বুকটা পু'ড়ে যাচ্ছে।সন্তান যতোই খারাপ হোক। সন্তান তো সন্তানই।লিপি বেগম চোখ থেকে পানি ঝরছে।মেয়েটার সাথে আজ কতোদিন হলো তিনি কথা বলেন নাহ।কতোদিন হলো ফিহার কণ্ঠে মা ডাক শোনা হয় না।এসবই যে উনার পাপের ফল তা উনি ভালো ভাবেই জানেন।তবুও উপরওয়ালার কাছে উনি সর্বদা চান তার মেয়েটাকেও যেন তার মতো সুবুদ্ধি দান করেন।সময় থাকতে ভালো পথে ফিরে আসে।পরিবার, পরিজন যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ

তা যেন মেয়েটা বুঝতে পারেন।এদিকে আরাবী স্তব্ধ। ও কোনদিন ভাবতেও পারেনি। বাবা মা এমন একটা সিদ্ধান্ত নিবেন।শেষে কিনা ফিহাকে সবার থেকে এতো দূরে পাঠিয়ে দিলেন।তারা তো ওর জন্মদাতা পিতা মাতা না।তাও ওর ভালোর জন্যে নিজের জন্ম দেওয়া সন্তানকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।আরাবী কি বলবে ভেবে পেল না। আপন মা বাবারাও তো সন্তানের জন্যে এতোটা করে না।আর ও তো দত্তক নেওয়া। কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান তাদের।কৃতজ্ঞতায় বুক ভার হয়ে আসে আরাবীর।সোজা গিয়ে ঝাপিয়ে পরে জিহাদ সাহেবের বুকে।কাঁপা

গলায় বলে উঠে,' আমার জন্যে আজ ফিহাকে এতো কষ্ট করতে হচ্ছে।আমার জন্যে ওকে এতো দূরে গিয়ে পরিবার ছাড়া থাকতে হচ্ছে।আমায় ক্ষমা করে দিও বাবা।আমার জন্যে তোমাদের এতো কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে।'জিহাদ সাহেব মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলেন,' কে বলেছে তোর জন্যে?আমরা ওর জন্যে,ওর ভালোর জন্যেই ওকে দূরে সরিয়েছি।তাই একদম নিজেকে দোষারপ করবি না।'

আরাবী ছলছল চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে তারপর আবার মায়ের দিকে তাকাল।কান্নারত গলায় বলে,' আমায় ক্ষমা করে দিও মা।

আমার কারনে তুমি তোমার সন্তান থেকে দূরে।’লিপি বেগম আরাবীর গালে মমতাময়ী হাতের স্পর্শ দিয়ে বলেন,’ এইসব কি ক্ষমা টমা চাচ্ছিস তুই।লন্ডন পাঠিয়েছি ফিহার ভালোর জন্যেই।ওখানে গিয়ে ওর পড়ালেখাও ভালো হবে।নিজেকে সময় দিতে পারবে। পরিবারের ভালোবাসা কি সেটাও বুঝবে।আর আমার এক মেয়েকে দূরে পাঠিয়েছি তো কি হয়েছে?আরেক মেয়ে তো এখানেই আছে।’ আরাবী লিপি বেগমকে জড়িয়ে ধরল।সবার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল বাবা মা আর সন্তানের এই আবেগঘন মূহুর্ত দেখে।ঠিক এমন সময় বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠল।

সাথি বেগম বলেন,’ ওই তো জায়ান এসে পরেছে বোধহয়।মুন্নি যা তো দরজাটা খুলে দিয়ে আয়।’মিহান সাহেব বলে, ‘ কে এমন স্পেশাল মানুষটা এসেছে দেখতে তো হবেই। যার জন্যে আজ জায়ান কাউকেই কোন কাজে যেতে দেয়নি।’

‘ এইতো চাচ্চু।এখন অনায়াসে তাকে দেখে নিতে পারো।’

জায়ানের কণ্ঠস্বর পেয়ে সবাই দরজার দিকে তাকাল।আরাবীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল জায়ানকে দেখে।পরক্ষণে ওর পাশে দাঁড়ানো একজন মধ্যবয়স্ক থেকে একটু বেশি বয়স হবে এমন একজন মহিলাকে দেখে ভ্রু-

কুচকালো। কে এই মহিলা?একে তো কোনদিন দেখেনি আরাবী? আরাবী সাথি বেগমের দিকে তাকিয়ে ধীরে বলে উঠে,' ইনি কে মা?'

সাথি বেগম নিজেও আজ প্রথম দেখলেন এই মহিলাকে।তাই আরাবীর প্রশ্নে তার ভাবুক গলার উত্তর,' আমি নিজেও জানি না মা।আমি তো আজ তাকে প্রথম দেখলাম।'সাথি বেগমও চিনেন না।আরাবী অবাক নজরে তাকিয়ে রইল জায়ান আর ওই মহিলাটির দিকে।

এদিকে দরজার দিকে একজনের নজর যেতেই যে ওর বুকের কাঁপন বেড়ে গিয়েছে।

হাঁপা'নি রোগের ন্যায় শ্বাস নিচ্ছেন তিনি।ভয়ে তার হাত পা কাঁপছে। বরফের ন্যায় শীতল হয়ে পরেছে দেহ।বাইশ বছর পর আবার সেই মুখের সাথে দেখা পেলেন তিনি।বাইশ বছর আগের অতীত কি এইবার সবার সামনে আসতে চলেছে?আর কি পারবেন না তিনি তা লুকিয়ে রাখতে?এদিকে জায়ান তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি দিল।এতে যেন তার গলা আরও শুকিয়ে গেল।মরুভূমির মতো।তার কণ্ঠনালি ভেদ করে কাঁপা স্বরে একটা নাম বেড়িয়ে আসল অস্ফুটস্বরে, ' রোজি?'ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।কেমন হয়েছে জানাবেন।দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখিত।স্তব্ধ,বিমুঢ় আর

ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা শামিম সাহেবকে দেখে জায়ানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।তারপর ডা.হোসনে আরা রোজিকে ধীর আওয়াজে বলে উঠে,' খেলা তো পুরো জমে যাচ্ছে আন্টি।'

' তা দেরি কিসের?চলো যাওয়া যাক।'

' হ্যা,চলুন আন্টি।'জায়ান ডা.রোজিকে নিয়ে এগিয়ে গেল সবার মাঝে।রোজি সালাম জানালেন।সবাই সালামের জবাব নিলেন। নিহান সাহেব বলে উঠলেন,' জায়ান কে উনি?উনাকে চিনলাম না তো বাবা।'

জায়ান ডা. রোজিকে বসতে বলে নিজেও সোফায় আয়েশ করে বসল।বলল,' বোসো সবাই।তারপর পরিচয় করাচ্ছি।'
সবাই বসল জায়ানের কথায়।জায়ান নিজের হাতের আঙুলগুলো নড়াচড়া করে দেখতে দেখতে হঠাৎই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল শামিম সাহেবের দিকে।শামিম সাহেব যেন ভড়কে গেলেন এতে।জায়ানের ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভয়ে র'ক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে উনার। জায়ান বাঁকা হাসল তার এই অবস্থা দেখে। পরক্ষনেই বলে,' ফুপা আন্টিকে খুব ভালোভাবে চেনেন।কি বলেন ফুপা?চিনেন তো?'মিথিলা স্বামির দিকে তাকালেন।স্বামির

ভয়ার্ত মুখশ্রী দেখেই বুঝে নিলেন।কিছু একটা খারাপ হতে চলেছে।

শামিম সাহেব জায়ানের কথা শুনে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, ‘ এ...এসব তুই ক..কি বলছিস বাবা? আমি একে চিনিনা।’

‘ সত্যি চিনো নাহ?’

‘ নাহ!’

নিহান সাহেব ছেলের হোয়ালিপনায় বিরক্ত হয়ে গেলেন।বললেন,’ হচ্ছেটা কি জায়ান? সোজাসাপ্টাভাবে উনার পরিচয় করিয়ে দিলেই তো হয়? এতো হোয়ালি করছ কেন?’জায়ান শামিম সাহেবের দিকেই তাকিয়ে।সেই অবস্থাতেই দাঁত খিঁচিয়ে বলে,’ বাইশ বছর

ধরে তো তোমরা হোয়ালিপনার মাঝেই ছিলে বাবা।আজ আমি নাহয় একটু হোয়ালি করলাম।এতে ক্ষতি কি?’
সাথি বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,’ তুই এসব কি রকম কথাবার্তা বলছিস বাবা?’‘ এখনই সব জানতে পারবে মা।আজ আর কোনো লুকোচুরি হবে না।সব সত্য আজ সবার সামনে বেড়িয়ে আসবে।’
জায়ান দৃষ্টি তাক করল আরাবীর দিক। মেয়েটা তাকিয়ে ওর দিকে।ওই দৃষ্টিজোড়ায় কি অসীম প্রেম তার জন্যে।এক আকাশসম ভালোবাসা দেখতে পায় জায়ান আরাবীর ওই চোখজোড়ার দিকে তাকালে।ওই আদুরে

মুখশ্রীর মায়া মায়া চাহনী দেখলেই মনটা জুড়িয়ে যায় জায়ানের।জায়ান একপা দুপা করে এগিয়ে যায় আরাবীর কাছে।আরাবী প্রশ্নোসূচক চোখে তাকিয়ে আছে।জায়ান আরাবীর নরম হাতজোড়া নিজের শক্তপোক্ত হাতজোড়া দিয়ে আঁকড়ে ধরল।তারপর নরম কণ্ঠে বলে উঠল,' আমার স্ট্রং গার্ল তুমি তাই নাহ বলো?'আরাবী কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল জায়ানের দিকে।পরক্ষণে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল।জায়ান হালকা হেসে বলে,' আমি জানতাম তুমি এটাই বলবে।' জায়ানের হঠাৎ এইসব কথাবার্তায় আরাবীর কেমন যেন লাগছে।তাই জিজ্ঞেস করল,' কিন্তু

হয়েছে কি?আমাকে বলবেন আপনি?" এখনই সব জানবে।তুমি কোনোভাবেই ভেঙে পরবে না।সাহস রাখবে মনে।ভরসা রাখবে নিজের উপর।আমার উপর।আমি আছি তো তোমার জন্যে।আমার শেষ নিশ্বাস অব্দিই থাকব।'

আরাবী চুপচাপ জায়ানের কথাগুলো শুনল। তার মনটা কু ডাকছে।কি এমন করতে চলেছে জায়ান?যার জন্যে লোকটা ওকে এসব কথা বলছে।জায়ান আরাবীর হাত ধরে নিয়ে সেইভাবেই এগিয়ে গেল ডা.রোজির কাছে। তারপর হাসি মুখে বলে,' আন্টি এইটাই হলো আরাবী।আমার স্ত্রী।'ডা.রোজি ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন আরাবীর দিকে।এই

মেয়েটাকেই কিনা? মা'রার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ছিল ও অন্যের হাতে দিয়ে।মেয়েটার মায়াভরা মুখশ্রীটা দেখেই অনুশোচনাগুলো যেন কিলবিল করে আঁকড়ে ধরল উনার হৃদপিণ্ডটা।তিনি আরাবীর একহাত ধরে সেই হাতের উপর উনার কপালটা ঠেকিয়ে কেঁদে উঠলেন।কান্নারত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,' আমায় ক্ষমা করে দেও মা।আমায় ক্ষমা করে দেও।তোমার সাথে অনেক বড় অন্যায় করেছি আমি।আমায় ক্ষমা করে দেও।বিগত বাইশটা বছর আমি অনুশোচনায় প্রতি মুহূর্ত দগ্ধ হয়েছি।তিলে তিলে যা আমায় ভীতর থেকে শেষ করে দিচ্ছিল।তুমি আমায় মাফ করো

মা।অনেক জঘ’ন্য অন্যায় কাজ করেছি আমি।’আরাবী দ্রুত উনার হাতের থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল।তারপর ডা.রোজির বাহু ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বলে,’ এসব কি বলছেন আপনি আন্টি।কিসের ক্ষমা চাইছেন আপনি।আমি তো আপনাকে চিনিই না।তাহলে আমার সাথে অন্যা’য় করলেনই বা কিভাবে?’ডা.রোজি চোখ মুছলেন।আরাবীর কথায় জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল শামিম সাহেবের দিকে।তিনি বিষ্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।এ কি হচ্ছে?কিসব দেখছেন উনি? আর রোজি-ই বা আরাবীর কাছে এইভাবে মাফ চাইছে কেন?তবে কি সেদিন ওই

বাচ্চাটাকে রোজি মা'রেনি?আর...আর সেই বাচ্চাটাই কি এখনকার আরাবী?কিন্তু কিভাবে সম্ভব?কিভাবে?এটা হবার নয়।বাচ্চাটা মা'রা গিয়েছে।এ হতে পারে না।ওনার ভাবনার মাঝেই রোজি এসে উনার সামনে উপস্থিত হন।শামিম সাহেব ভড়কে গেলেন।তা দেখে রোজি হাসলেন।ঠান্ডা গলায় বলে উঠেন,' কেমন আছিস রাশেদ?'শামিম সাহেব চমকে উঠলেন।জায়ান ভ্রু উচিয়ে বলে উঠল,' আরে আন্টি শুধু রাশেদ বললে তো হবে না।পুরো নামটা বলবেন নাহ?আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। মি.রাশেদুল শামিম শেখ।কি ঠিক বলছি তো ফুপা?'

শামিম ভয়ার্ত গলায় বলেন,' কি হচ্ছে কি এসব?তোমরা এমন করছ কেন আমার সাথে?'

জায়ান রাগি গলায় বলে, ' আমরা কোথায় করলাম ফুপা?করেছ তো তুমি।নিজের স্ত্রীর মৃ'ত্যুতে উল্লাস করেছ।নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে মা'রার জন্যে অন্যকে মোটা অংকের টাকা দিয়েছ।যাতে তোমার কুকীর্তি সম্পর্কে কেউ না জানে।'ভয়ে বুকটা ধরাস করে উঠল শামিমের।এই সত্য জায়ান জানল কিভাবে? হঠাৎ ডা.রোজির দিকে নজর যেতেই বুঝলেন।রোজিই আছে যে জায়ানকে সব বলে দিয়েছে।শামিমের মাথায় ধপ করে রাগ উঠে

গেল।তারপর এতো বছরের পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেল।বাইশটা বছর ধরে যেই সত্যকে তিনি ধাপাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন আজ তা সবার সামনে বেড়িয়েই আসল।শামিম রেগে তেড়েমেড়ে এগিয়ে গেল রোজির কাছে।রাগে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে বলেন,' তুই এমন কিভাবে করলি আমার সাথে?তোকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম না আমি? তার জন্যে মোটা অংকের টাকাও দিয়েছিলাম তোকে। তাহলে কেন আমার সাথে বেঈমানী করলি বল?কেন করলি?আজ তো তোকে মেরে ফেলব আমি।'শামিম রোজির গলা চেপে ধরল।ইফতি আর ফাহিম এসে দ্রুত রোজিকে

ছাড়িয়ে আনল শামিমের কাছ থেকে।জায়ান রেগে ফোঁস ফোঁস করতে এগিয়ে গেল শামিমের দিকে।তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড় লাগাল শামিমের গালে।হুংকার ছুড়ে বলে,' তোর সাহস কিভাবে হলো এটা করার? তুই আমার বাড়িতে থেকেই আমার মানুষদের মারার চেষ্টা করিস।'জায়ানের এমন ব্যবহারে সবাই অবাক।শামিম সম্পর্কে ওর ফুপা হয়। সেই ফুপার সাথে এমন বেয়াদবি আচরণ নিশ্চয়ই শোভা পায় না।নিহান সাহেব ছেলের এমন আচরণগুলো অবাক হয়ে দেখছেন।তবে তিনি এটুকু জানেন তার ছেলে অন্যায়ভাবে কোনোদিন কারো সাথে এমন বিহেইভ

করতে পারেন নাহ।আর গুরুজনদের তো একেবারে না-ই।এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারন আছে।এদিকে মিথিলা স্বামির সাথে জায়ানের এমন ব্যবহার দেখে তেতে উঠে বলেন,’ বড় ভাইয়া এসব হচ্ছে টা কি? তোমার সামনে তোমার ছেলে আমার স্বামির সাথে এমন বেয়াদবি করছে। আর তুমি কিছু বলছ না কেন?’

নিহান সাহেব তাকালেন না অব্দি মিথিলার দিকে।তিনি জায়ানের উদ্দেশ্যে বেশ শান্তভাবেই বলে উঠেন,’ জায়ান সবাইকে সবটা খুলে বল।কেন তুমি এমন করছ?আর শামিমই বা কি করেছে?আর কিসের সত্যির

কথা বলছ তুমি? সবটা বলো।'ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।ছোটো হওয়ার জন্যে দুঃখিত।একটু মানিয়ে নিন।ঠান্ডা লাগায় প্রচুর মাথা ব্যথা করছে।অনেক কষ্টে এটুকু লিখলাম।আমি আমার যথাসাধ্য দিয়ে বাকিটুক আগামীকালই দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ্।যদি আল্লাহ্ চান।' ফুপা ওরফে রাশেদুল শামিম শেখই হলো আরাবীর জন্মদাতা পিতা।' জায়ানের ঠান্ডা কণ্ঠে বলা এই এক বাক্যের শব্দটা যেন পুরো সাখাওয়াত বাড়িতে বজ্রপাত ঘটাল।প্রচন্ডরকম ছটকা খেলেন সবাই।এযে মোটেও আশা করেননি কেউ।আরাবী মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে।জায়ানের বলা বাক্যটি তার

বুকে তীব্র ঝড় তুলে দিচ্ছে।এই লোকটা কিভাবে ওর বাবা হতে পারে?কিভাবে?আরাবী কাঁপা কণ্ঠে বলে,' এ..এসব আপনি কি বলছেন জায়ান? উনি আমার...মানে আমার বা..বাবা কিভাবে?'জায়ান শক্ত কণ্ঠে বলে উঠে,' এই সত্যিটাই তোমাকে মানতে হবে আরাবী।কষ্ট হলেও মানতে হবে।এই জঘ'ন্য নিকৃষ্টতম মানুষটাই হলো তোমার আসল জন্মদাতা।'

নিহান সাহেব বলেন,' কিন্তু শামিম কিভাবে আরাবীর বাবা হবে? শামিম তো আমেরিকায় থাকে।মানে কিভাবে কি? আমি কিছু বুঝতে

পারছি না।তুমি সবাইকে সবটা পরিষ্কারভাবে বলো জায়ান।'

মিথিলা চেঁচিয়ে উঠলেন আকস্মিক,' থামো তোমরা।কি শুরু করলে তোমরা হ্যা? এই জায়ান যা বলছে সব মিথ্যে।সব মিথ্যে।সব এই মেয়েটার ষড়যন্ত্র।'শেষ কথাটা আরাবীকে উদ্দেশ্য করে বলল মিথিলা।জায়ান মিথিলার কথায় তাচ্ছিল্যভরা হাসল।তারপর একটা কাগজ বের করে সবার সামনে তুলে ধরে বলে,' এই হলো ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট। যা ফুপা দেশের আসার পরের দিনই আমি খুব সাবধানে করিয়ে নিয়েছি।কি বলেন তো

প্রমান ছাড়া তো আবার কেউ কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না।'

আরাবী হাত এগিয়ে দিল ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টটা চাইলো।জায়ান আরাবীকে সেটা দিল।আরাবী পুরো রিপোর্টটা ভালোভাবে পরল।যেখানে স্পষ্ট তার আর শামিমের ডিএনএ মেচ হয়েছে লিখা আছে।'

রিপোর্টটা পরে আরাবী জায়ানের উদ্দেশ্যে বলে,'এই লোকটা আবার বাবা হলে।আমার মা কোথায় জায়ান?" মা আর এই দুনিয়াতে নেই আরাবী।'

কথাটা শুনে দুকদম পিছিয়ে গেল আরাবী।বহু কষ্টে বলে,' কি..কিভাবে হলো এসব?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জায়ান।আর হোয়ালি না করে একে একে অতীতের সবকিছু খুলে বলল সবাইকে।সব শুনে ধপ করে সোফায় বসে পরল আরাবী।আলিফা আরাবীকে দুহাতে আঁকড়ে ধরল।ডা.হোসনে আরা রোজি আরাবীর কাছে গিয়ে অপরাধি কণ্ঠে বলে,' আমায় ক্ষমা করে দিও আরাবী।আমি কিভাবে যেন এই পাপ কাজটা করে ফেললাম।আমায় মাফ করে দিও।'

আরাবী চোখ বন্ধ করে বড় নিশ্বাস নিলো। তারপর দৃষ্টি তাক করল ডা.রোজির দিকে। শান্ত গলায় বলে,' নিজেকে আর দোষারোপ করবেন না আন্টি।এই দুনিয়ায় সবাই টাকার

পাগল।টাকার বিনিময়ে মানুষ মানুষ’কে মে’রে ফেলে।তাতে ওদের বিন্দুমাত্র আফসোস হয় না।আর আপনি তো তাও নিজের পাপ বুঝতে পেরেছেন।অনুশোচনায় ভুগেছেন।আমি বেঁচে আছি জেনেও ওই নি’কৃষ্ট লোকটাকে কিছু জানান নি।নাহলে যে ওই লোকটা আমাকেও মেরে ফেলত।আমি তো আরও আপনার কাছে ঋণি হয়ে গেলাম।’আরাবী এইবার জায়ানকে বলে,’ ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করুন জায়ান। এই লোকটা কেন করল এসব আমার মায়ের সাথে?কেন আমাকে ম’রার জন্যে ফেলে এসেছিল ময়লার আবর্জনার স্তুপে?’

জায়ান রাগি গলায় শামিমকে বলে,' শুনেছেন? ও কি বলল?কেন করেছিলেন এসব? আর হ্যা? অবশ্যই মিথ্যা কথা বলবেন নাহ।সবাই এখন আপনার আসল রূপ দেখে নিয়েছে।'শামিম চুপ করে আছে।আহানার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পরছে।নিজের বাবার এমন জ'ঘন্য রূপ যে এভাবে ও জানতে পারবে ভাবেনি কোনদিন।আহানা একপা একপা করে শামিম সাহেবের কাছে যায়।শামিম ওকে দেখেই আঁতকে উঠেন। মেয়ের চোখের অশ্রু যে উনি দেখতে পারেন না।শামিম অস্থির হয়ে বলেন,' মা তুই কাঁদছিস কেন?'

‘ এখনও বলবে আমি কাঁদছি কেন?আমার বাবা যে এতো বড় একজন অপরাধি এসব জেনেও কি আমায় কষ্ট পেতে তুমি বারণ করছ?’‘ ওরা মিথ্যে বলছে মা।তুই তো জানি...’
শামিমকে থামিয়ে দিল আহানা।ধরা গলায় বলে,’ আর মিথ্যে বলো না বাবা।দয়া করে সবাইকে সবটা বলে দেও। কেন তুমি এমন করেছ?কেন এইভাবে একজন মানুষের জীবনটা ধ্বং’স করে দিলে?’
শামিম মেয়ের চোখে জল দেখে আর কোন কথা বাড়ালেন না।সোফায় বসে পরলেন। বাইশ বছর পর যেহেতু অতীত সবার সামনে

এসে পরেছে তাহলে আর লুকিয়ে লাভ নেই। শামিন বলতে শুরু করলেন,’ তখন আহানা সবে জন্ম নিয়েছে।মিথিলা আর আমার সংসার বেশ সুখেরই ছিল।হঠাৎ একদিন বাংলাদেশ থেকে ফোন আসে বাবা না-কি খুব অসুস্থ। আমায় দেখতে চান।আহানা যেহেতু ছোটো আর মিথিলাও অসুস্থ তাই ওদের ছাড়া আমি একাই বাংলাদেশে আসলাম।বাংলাদেশে এসে বাবাকে সুস্থ্য করার জন্যে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগলাম।এভাবে একজন হার্ট সার্জনের সাথে দেখা হলো আমার।সে আর কেউ না আরাবীর মা মানে ইরা ছিল। বাবার চিকিৎসা সূত্রে আমাদের সম্পর্ক বেশ

ভালোভাবে জমে গেল।একসময় বেশ গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এরপরেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম।এদিকে মিথিলার সাথে যোগাযোগ হলেই সে জিজ্ঞেস করত আমি কবে ফিরব।আমি ইনিয়ে বিনিয়ে নানান কারন দিয়ে দিতাম।মিথিলার জন্যে আমার খারাপ লাগত।হাজার হোক ওকে ভালোবাসি তো।কিন্তু আরেকদিকে ইরার বাবার বিশাল সম্পত্তির লোভটাও সামলাতে পারেনি।ইরা ছিল বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান।ওকে বিয়ে করলেই ওই সব সম্পত্তির মালিক আমি হবো।এর মাঝে বাবা সুস্থ্য হলো বাবাকে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম।বাবা বলল

ছেলে মানুষ তিন চারটা বিয়ে করলেই বা সমস্যা কোথায়?যেই ভাবা সেই কাজ আমি বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গেলাম ইরার বাসায়।কিন্তু ওর বাবা সম্পর্কটায় মত দিলেন না সাথে সাথে।তিনি কিছুদিন সময় চাইলেন। অনেক রাগ লাগছিল আমার।কিন্তু ইরার জন্যে আমায় ভালো সাজার অভিনয় সাজিয়ে যেতে হলো। কিন্তু কে জানত এইটাই আমার জন্যে কাল হবে?ইরার বাবা লোক লাগিয়ে আমার খোজখবর নিয়ে জানতে পারলেন আমি বিবাহিত।ইরা সেসব শুনে অনেক ভেঙে পরেছিল।আমি আবারও ওকে মিথ্যে বললাম। বললাম ওর বাবা আমায় পছন্দ করেননা।ওর

বিয়ে যাতে আমার সাথে না হয় এই জন্যেই তিনি ওকে এসব মিথ্যে কথা বলেছে।আরও অনেক মিথ্যে অজুহাত দিলাম।ইরা আমার প্রেমে এতোই অন্ধ ছিলো যে আমার এইসব মিথ্যেকে বিশ্বাস করে নিলো।ওকে বললাম চলো পালিয়ে বিয়ে করে ফেলি।কারন বাবা যেমনই হোক সন্তানকে তো আর ফেলে দিতে পারেননা।তাই বিয়ে একবার করে নিলে আজ হোক বা কাল মেনে নিবেনই।ইরাও আমার কথায় সম্মতি দিয়ে পালিয়ে গেল আমার সাথে।বিয়ে করে নিলাম আমরা।তারপর যখন ইরার বাবার কাছে গেলাম।তিনি ইরাকে ত্যাজ্য সন্তান করে দিলেন তাড়িয়ে দিলেন

ওকে।এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন।অনেক প্ল্যান সাজাতে লাগলাম কিভাবে ইরার বাবাকে হাত করব।এর মাধ্যেই ইরা একদিন আমায় জানাল ও মা হতে চলেছে।এটা আমি চাইনি সন্তানটা অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল।তবে বাবা আমায় বুদ্ধি দিল এই সুযোগটা হাত ছাড়া করতে না। মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনি হওয়ার সংবাদ পেলে ইরার বাবা আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।আমিও তাই সেই কথা শুনে ইরাকে নিয়ে ওর বাবার কাছে গেলাম। স্বভাবমতো তাই হলো মেয়েকে দেখে ইরার বাবা আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেননি।সময় ভালোই কাটছিল কিন্তু ইরার বাবা তখনও

আমায় পছন্দ করতেন না।শুধু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব মেনে নিতেন।একদিন মিথিলার সাথে কথা হয় আমার।আহানার অবস্থা নাকি অনেক খারাপ।আই সি ইউ তে ভর্তি।মেয়ের আমার এই অবস্থার কথা শুনে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। ইরাকে ভুলভাল বুঝিয়ে দিয়ে আমি চলে যাই আমেরিকা।এইটাই সর্বনাশ হয়ে দাঁড়াল আমার জন্যে।আমার অনুপস্থিতিতে ইরার বাবা আমার সকল বিরুদ্ধে সকল প্রমান একসাথে করে ইরাকে সব বলে দেয়।আহানা সুস্থ্য হতেই আমি আবার দেশে ফিরে আসি। তখন ইরার গর্ভাবস্থার শেষ মাস চলছিল।

আমি আসতেই আমার সাথে ওর তুখোর ঝগড়া লাগল।আমি এতোসব সহ্য করতে না পেরে ওর গায়ে হাতও তুললাম।মারধোর করলাম ওকে।তারপর বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে গেলাম।ইরার বাবা সেদিন বাড়ি ছিলেন না। ব্যবসার কাজে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন।সেদিনই ইরার পেইন উঠে বাড়ির কাজের মেয়েটা ইরাকে নিয়ে হস্পিটাল যায়।আমি বাড়ি এসে সেটা জানতে পারি।আর তখনই হাসপাতাল পৌছাই।হাসপাতালে এসেই রোজির সাথে আমার দেখা হয়।ওর থেকে জানতে পারি ইরা আর নেই।আর এদিকে ইরার বাবাও ইরাকে সম্মত্তি লিখে দেয়নি তখনও।তাই

আমিও সম্মত্তি পেতাম নাহ।তাই রোজিকে টাকা দিয়ে ওর মুখ বন্ধ রাখতে বললাম বাচ্চাটা সন্তান বেঁচে আছে।বাচ্চাটাকে মে'রে ফেলতে বলে আমি চলে যাই ইরার লাশ নিয়ে।বাড়িতে ইরার লাশ নিয়ে যাই সাথে একটা ম'রা বাচ্চার ব্যবস্থা করে নিয়ে যাই। ইরার বাবাকে জানানো হয়।তিনি দ্রুত ছুটে আসেন।ইরাকে দাফন করা হয়।ইরার বাবা সম্পূর্ণ দোষ চাপালেন আমার উপর। আমি নাকি ইরাকে মেরেছি।পুলিশ কেইস ও করেন।কিন্তু উপযুক্ত প্রমান না পাওয়ায় ওরা আমার কিছুই করতে পারেন নাহ।আমারও ফিরার সময় হয়ে যাচ্ছিল।এখানে থেকেই বা

কি লাভ?কিছুই তো পায়নি। এর কয়েকদিন পরেই আমি আমেরিকা চলে যাই।পরে বহুদিন পর জানতে পারি ইরার মা একমাত্র মেয়ের এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর কয়েকদিন পরেই নাকি মারা যান।ইরার বাবাও একা হয়ে পরেন।তার বছর খানিক পর তিনিও মারা যান।আমি আবার ফিরে আসি সম্পত্তির জন্যে। কিন্তু সেবারও আমায় শূন্য হাতে ফিরতে হয়।কারন ইরার বাবা তার সকল সম্মতি বিক্রি করে স্কুল, হাসপাতাল,এতিমখানা তৈরি করে গিয়েছে ইরার নামে।বাদ বাকি টাকা অন্যান্য

এতিমখানায় দান করে দিয়েছেন।সেবারও আমার হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।কিছুই করতে পারিনি। ভেবেছিলাম এইসব অতীতের সত্য কোনদিন কেউ জানতে পারবে না।কিন্তু...কিন্তু জায়ান তুই?তুই তা হতে দিলি না।দিলিনা আর লুকায়িত অতীতকে লুকিয়ে রাখতে।আমায় অন্ধকার গর্তের থেকে টেনেটুনে বের করেই আনলি।পিনপতন নিরবতার মাঝে হঠাৎ তীব্র চ'ড়ের শব্দে মুখোরিত হয়ে গেল চারপাশ। শামিম অবাক হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন।আজ এতো বছরের সংসার জীবনে মিথিলা আর তার

কোনদিন ঝগড়া হয়নি।মিথিলা খুবই স্বামিভক্ত একজন মহিলা।শামিম যা বলতেন তিনি তাই করতেন।আজ সেই মিথিলা নিজের প্রাণপ্রিয় স্বামির গায়ের হাত তুলেছেন।তাও এতোগুলো মানুষের সামনে।শামিম সাহেব অবাক কণ্ঠে বলেন,' এটা তুমি কি করলে মিথু?'মিথিলার চোখে মুখে তীব্র রাগের আভা ছড়িয়ে পরেছে।ক্রোধে ফেটে পরছেন তিনি।শামিমের কথা শুনে তিনি চিৎকার করে বলে উঠেন,' চুপ একদম চুপ।কোন কথা বলবি না তুই।' শামিমের আত্মা কেঁপে উঠল মিথিলার এমন ক্রোধান্বিত কণ্ঠ শুনে।এই মিথিলাকে তিনি চেনেন না।শামিম কাঁপা গলায় বলে,' মিথু

তুমি....’মিথিলা রাগে থরথর করে কাঁপছেন। তিনি বলেন,’ আমায় আর কিছু বলবি না তুই।তোর মতো মানুষের সাথে কথা বলতেও আমার রুচিতে বাঁধছে।লজ্জা করছে না তোর? একটুও কি লজ্জা করছে নাহ?আরে তোর এই জঘন্য কির্তীকালাপ শুনে তো ঘৃ’নায় আমার নিজেরই ম’রে যেতে ইচ্ছে করছে। আরে সবাই ভাবে আমি নাকি একজন খারাপ মানুষ।কিন্তু তুই তো আমার থেকেও নিকৃষ্ট রে।এতোদিন ভালো সাজার এতো নিখুঁত অভিনয় করে গিয়েছিস আমাদের সাথে।আজ তোর এই মুখোশের আড়ালে এমন জঘন্য রূপ আছে তা জায়ান আমাদের না জানালে

তো আমরা জানতেই পারতাম নাহ।কি করে পারলি রে তুই?ইরা মেয়েটা নাহয় পরের মেয়ে।তাকে শুধু স্বার্থের লোভে বিয়ে করেছিস।কিন্তু আরাবী তো তোর নিজের জন্মের সন্তান।তোর রক্ত ও?কিভাবে ওর সাথে এমন করতে পারলি? তোর আহানা তোর মেয়ে হলে তো আরাবীও তো তোর মেয়ে।তাহলে কিভাবে পেরেছিলি ওই সদ্য জন্মানো বাচ্চাটাকে মে’রে ফেলার কথা বলতে?বুক কাঁপেনি তোর একবারও?এতোটা পাষাণ তোর হৃদয়।আমার তো নিজের প্রতিই ঘৃনা হচ্ছে।যে তোর মতো জা*নোয়ারকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।’মিথিলা

বেগম শেষের কথাটুক বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কষ্টে তার বুকে চি'রে যাচ্ছে।সাথি আর মিলি বেগম গিয়ে উনাকে ধরলেন।মিলি বেগম বলে উঠেন,' আপা শান্ত হন।কাঁদবেন না আপা।'

' ভাবি...ভাবি ও কি করে পারল এমন করতে।আমার কষ্ট হচ্ছে ভাবি।ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।আমি সহ্য করতে পারছি না ভাবি।'

মিথিলা বেগম লুটিয়ে পরলেন সাথি বেগমের বুকে।সাথি আর মিলি দুজনে তাকে ধরে সোফায় নিয়ে বসালেন।আহানা ধীর পায়ে এগিয়ে গেল শামিমের কাছে।শামিম ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন মেয়ের দিকে।যতো

যাই হয়ে যাক না কেন?তিনি যতোই খারাপ হোক না কেন?তবে একটা চিরন্তন সত্য যে তিনি মিথিলা আর আহানাকে অনেক ভালোবাসেন।আজ সেই প্রিয়তমা স্ত্রী আর নিজের সন্তানের চোখে নিজের জন্যে এতো ঘৃনা তিনি সহ্য করতে পারছেন না।বুকে ব্যথা করছে তার।মাথাটা ভণভণ করছে।আহানার চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পরছে।ও কান্নারত কণ্ঠে বলে,' আগে আমি সবাইকে গর্ভে বুক ফুলিয়ে বলতাম আমার বাবা পৃথিবীর বেস্ট বাবা।শতো কোটিবার তোমার বুকে মাথা রেখে বলেছি,আই লাভ ইউ বাবা। ইউ আর দ্যা বেস্ট ফাদার ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড।

কিন্তু আজ তোমার সম্পর্কে জেনে আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।আসলে তোমার সাথে কথা বলতেও আমার রুচিতে বিধছে। আজ শুধু এটুকুই বললাম আই হেইট ইউ। আই হেইট ইউ বাবা।ইউ আর দ্যা ওয়ার্স্ট ফাদার ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড।'আহানা দৌড়ে চলে গেল। আহানা প্রতিটি বাক্য ধা'রাল ছু'ড়ির ন্যায় আ'ঘাত করেছে।তার মেয়ে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বাবা বলে গেল।তিনি সত্যিই তো পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বাবা।তিনি যা করেছেন একজন বাবা তা কোনদিন করতে পারেন না।শামিম সাহেব তাকালেন আরাবীর দিকে।মেয়েটা কেমন অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে তার দিকে।তবে সেই দৃষ্টিতে যে এক সমুদ্র ঘৃ’না মিশে আছে তা খুব ভালোভাবে জানেন তিনি।আরাবীর মুখশ্রীটা ভালোভাবে দেখলেন তিনি।ওই ছোট্ট মুখখানটায় কি প্রগাঢ় মায়া।মেয়েটা তার দেখতে একদম ইরার মতোই হয়েছে।ইরার চেহারাটাও এমন মায়ায় পরিপূর্ণ ছিল।সামনে দাঁড়ানো এই মেয়েটা তার রক্ত।তার সন্তান। এই সন্তানকেই কিনা তিনি বলেছিলেন মে’রে ফেলতে।কিভাবে নিজের সন্তানের সাথে এমন করতে পেরেছিলেন?আজ তার বুকটা বড্ড হাহাকার করছে।আরাবীর মুখ থেকে বাবা ডাকটা শুনতে ইচ্ছে করছে।কিন্তু তা যে

অসম্ভব। শামিম সাহেবের বুকে ব্যথাটা আস্তে আস্তে তীব্র থেকে তীব্র হচ্ছে।এতো এতো মানুষের ঘৃনিত দৃষ্টি তিনি নিতে পারছেন নাহ।পারছেন না তিনি।জায়ান তাকিয়ে আছে আরাবীর দিকে।মেয়েটা কেমন পাথর বনে দাঁড়িয়ে আছে।প্রিয়তমা স্ত্রীর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে জায়ান।আরাবীর কাছে গিয়ে ওর নরম গালজোড়া স্পর্শ করল।আরাবী নিষ্প্রাণ চোখে তাকাল।ওই দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলতেই কলিজাটা ধ্বক করে উঠল জায়ান। আরাবীকে এই অবস্থায় কোনোদিন দেখেনি জায়ান।এতো নির্বিঘ্ন, অনুভুতিশূন্য আর নিষ্প্রাণ হয়ে থাকার মতো মেয়ে তো আরাবী

না।তবে আজ কেন ও এইভাবে আছে? মেয়েটা কি অধিক শোকে পাথর হয়ে গেল? কিন্তু জায়ান তো চায় আরাবী কাঁদুক।কেঁদে কেঁদে ওর বুক ভাসিয়ে দিক।কেঁদে নিলে মনটা হালকা হয়।কিন্তু এমন নিষ্প্রাণ হয়ে থাকলে তো মেয়েটা ভীতরে ভীতরে গুমরে ম'রে যাবে।জায়ান শুকনো ঢোক গিলল।নরম গলায় বলে,' কি হয়েছে আরাবী?'' কোথায় কি হয়েছে?' আরাবীর শীতল কণ্ঠস্বরে বুক কেঁপে উঠল জায়ানের।জায়ান ধীর আওয়াজে বলে,

' কিছু বলছ না কেন?'

' কিছু কি বলার ছিল আমার জায়ান?'

জায়ান অবাক হচ্ছে আরাবীর এমন নির্লিপ্ত ব্যবহার দেখে।আরাবী ফের বলে,' আমার ভালো লাগছে না জায়ান।আমি রুমে যাচ্ছি। এই তামাশা শেষ হলে আপনিও এসে পরুন জলদি। 'এই বলে আরাবী ধীরে কদম বাড়াল কক্ষের যাওয়ার জন্যে।সিড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় মাথা ঘুরে উঠল আরাবীর।তাও নিজেকে সামলে নিল।জায়ান আরাবীর টালমাটাল পরিস্থিতি দেখে দ্রুত পায়ে আরাবীর কাছে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। এদিকে আরাবী দু ধাপ সিড়ি না পেরোতেই আবারও ওর মাথা ঘুরে উঠল।এইবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না আরাবী।শরীরের

ভাড় ছেড়ে দিতেই ঝুকে গিয়ে বারি খায় সিড়ির রেলিংয়ে।নিচে গড়িয়ে পরার আগেই জায়ান দ্রুত আরাবীকে টেনে নিজের বুকে আগলে নেয়।আরাবীকে বুকের মধ্যিখানে চেপে ধরে সিড়িতেই বসে পরে জায়ান। তারপর আরাবীর গালে হালকা চর মেরে অনবরত ডেকে চলেছে সে,' আরাবী?আরাবী কি হলো তোমার?চোখ খুলো আরাবী?'

ডা.হোসনে আরা রোজি আরাবীকে এমন অবস্থায় দেখে দ্রুত এগিয়ে যান।ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন,' জায়ান। তুমি দ্রুত আরাবীকে রুমে নিয়ে চলো।আমি দেখছি ওর চেক-আপ করে।চলো বাবা।'

জায়ান ডা.রোজির কথা শুনে দ্রুত আরাবীকে কোলে তুলে নিল।ডা.রোজি আবার বলে,' ইফতি তুই যা জায়ানের গাড়ি থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়।'' হ্যা আন্টি যাচ্ছি।' ইফতি ছুটে চলে গেল বাহিরে।জায়ান আর একমুহূর্তও দাঁড়ালো না।আরাবীকে নিয়ে রুমে চলে গেল।রুমে এসেই বিছানায় সুইয়ে দিল আরাবীকে।ততক্ষনে ইফতি ব্যাগ নিয়ে এসেছে।ছেলেটা হাপাচ্ছে।যেই জোড়ে দৌড়ে গিয়েছে আর এসেছে।জায়ান আরাবীর হাত ধরে বসল বিছানার পাশে।চিন্তায় ওর চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।অস্থির কণ্ঠে ও বলে উঠল,' আন্টি?ও এইভাবে সেন্সল্যাস হলো

কেন? কোন খারাপ কিছু হবে না-কি আন্টি? ওর মাথা থেকে অনেক রক্ত ঝরছে আন্টি। দ্রুত রক্ত থামান।’ডা.রোজি জায়ানকে শান্ত হতে বললেন।তারপর ব্যস্ত হাতে আরাবীর মাথায় আঘাতের জায়গা পরিষ্কার করে মেডিসিন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল।এরপর ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বের করে আরাবীর চেক-আপ করতে লাগল। চেক-আপ শেষ হতেই জায়ান অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করে,’ কি হয়েছে আন্টি?খারাপ কিছু?ওর জ্ঞান ফিরছে না কেন?কিছু বলছেন না কেন আন্টি?’ডা.রোজি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,’ প্রেসার লো আরাবীর।রক্তশূন্যতাও আছে।আর

হঠাৎ করে মানষিকভাবে আঘাত পাওয়ার কারনেই সেন্সলেস হয়ে গিয়েছে।’

জায়ানের চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেল।ডা.রোজির আবারও একটা কথায় যেন কলিজা শুকিয়ে আসল ওর।তিনি বলেন,’ এইগুলো ছোটো ছোটো কারন বললাম। এর থেকেও বড় কারন আছে।ওর এইভাবে অসুস্থ হওয়ার পিছনে।’

জায়ান কাঁপা গলায় বলে,’ কি হয়েছে আন্টি? কি এমন কারন?’হঠাৎ ডা. হোসনে আরা রোজি মুঁচকি হাসলেন।হাস্যজ্জ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন,’ আরাবী মা হতে চলেছে জায়ান।আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় কারন।ইউ টু আর

গোয়িং টু বি প্যারেন্টস।'কথায় আছে না দুঃখের পর সুখ আসে।তেমনটাই ঘটেছে সাখাওয়াত ভিলাতে।এতো দুঃখজনক ঘটনা জানার পর আরাবী মা হবে এই খুশির খবরটা যেন সেই দুঃখটুকুকে ছায়ার মতো ঢেকে দিয়েছে।সবার চোখে মুখে আনন্দ উপচে পরছে।নূর খুশিতে চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে বলে,' আমি ফুপি হবো। আমি ফুপি হবো।উফ,উফ,এতো খুশি লাগতেছে।'ফাহিম সবার দিকে তাকাল।কেউ এদিকে তাকিয়ে নেই।এই সুযোগে ফাহিম নূরের কানে ফিসফিস করে বলে,' মামিও কিন্তু হচ্ছো সেই সাথে।ভুলে গেলে?'

নূর লাফানো থামিয়ে দিল ফাহিমের কথা শুনে।তারপর ফাহিমের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।আলিফা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।যাক ওর কথাটাই ঠিক হলো। ইফতি আলিফার সেই মনো মুগ্ধকর হাসি দেখে নিজেও হাসে।সাথি বেগম,মিলি বেগম, লিপি বেগম তিনজন মিলে কোলাকুলি করে নিলেন।নিহান সাহেব,মিহান সাহেব আর জিহাদ সাহেবের ক্ষেত্রেও একই। ‘ দাদি হবো।’ সাথি বেগম বললেন। তা শুনে

মিলি বেগম হেসে বলেন,আমিও তো দাদি হচ্ছি ভাবি।’

‘ হ্যা রে।’

‘ আমি নানু হবো।’ লিপি বলেন।

‘ আমি দাদা।মিহান তুইও।আর জিহাদ সাহেব আপনি নানা হবেন।’ বললেন নিহান সাহেব। হাসি যেন সরছেই না তার অধর থেকে। ফাহিম আর ইফতি কোলাকুলি করল।ফাহিম বলে,’ মামা হচ্ছি।’

‘ আমি চাচ্ছু।’নূর আর আলিফার ক্ষেত্রেও এক।তারাও আনন্দ প্রকাশ করছে।ডা.রোজি সবাইকে এতো আনন্দিত দেখে তিনি হাসি মুখে বলেন,’ তা এতো খুশির একটা সংবাদ জানালাম আপনাদের।মিষ্টি খাওয়াবেন নাহ?’

সাথি বেগম দ্রুত মাথা নারেন,’ হ্যা হ্যা এইতো আমি যাচ্ছি।নিজ হাতে বানাবো মিষ্টি। চল মিলি।’

‘ আমিও আসি ভাবি।’ লিপি বেগম বলে উঠেন।সাথি বেগম আর না করলেন নাহ। হেসে মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিলেন।তারা তিনজন মিলে চলে গেলেন রান্নাঘরে।

ডা.রোজি তাকালেন জায়ানের দিকে।তারপর মুঁচকি হেসে বলে উঠেন,’ সবাই নিচে যাই আমরা।আপাততো আরাবীকে বিশ্রাম নিতে দেই।ওর শরীর অনেক দূর্বল।”‘ হ্যা হ্যা অবশ্যই।আসুন আন্টি। আপনার ব্যাগটা আমায় দিন।’ কথাগুলো বলে ইফতি

ডা.রোজির ব্যাগটা নিয়ে নিচে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।আলিফাকেও ইশারা করল আসার জন্যে।তাই আলিফাও ইফতির পিছু পিছু যাচ্ছে।এরপর একে একে সবাই চলে গেল।সবাই চলে যেতেই ডা.রোজি উঠে দাঁড়ালেন।জায়ানের কাছে গিয়ে ওর কাধে হাত রাখলেন।জায়ান কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।কোন নড়চড় নেই ওর মাঝে।ডা.রোজি ধীর আওয়াজে বলতে লাগলেন,'
বাবা হচ্ছো জায়ান।এখন থেকে আরাবীর প্রতি আরোও যন্তশীল হতে হবে তোমাকে। ওর খেয়াল রাখবে ভালোভাবে।এই সময়ে তোমার সাপোর্টই ওর সবচেয়ে বেশি

প্রয়োজন।আর যেই পরিস্থিতিতে দিয়ে আজ ও গিয়েছে।তাতে ও অনেক কষ্ট পেয়েছে,মানুষিক আঘাত পেয়েছে।ওকে তোমাকেই সামলাতে হবে।একমাত্র তুমিই পারবে আরাবী আর তোমাদের সন্তানকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে আনতে।তোমার হাতেই সবকিছু।আর বাদ বাকি যা হবে বাকিটা উপর-ওয়ালার ইচ্ছা।আসি তাহলে জায়ান।ওর পাশেই থেকো।জ্ঞান ফিরলে কিছু ফল খাইয়ে দিও।আর হ্যা ফলটা গ্লিসারিন যুক্ত পানিতে দশ মিনিট ভিজিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে তারপরেই ওকে খাওয়াবে।'ডা.রোজি জায়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে

গেলেন। জায়ান ডা.রোজিকে যেতে দেখেই তাকাল আরাবীর দিকে।তারপর আবার আরাবীর পেটের দিকে তাকাল।ওর সারা শরীর কাঁপছে।জায়ান অনেক কষ্টে ওর কাঁপা হাতজোড়া নাড়িয়ে আরাবীর শাড়ির আঁচল সরিয়ে দিল।তারপর আরাবীর ফর্সা উদরে কাঁপা হাতটা রাখতে ওর শরীরটা ঝংকার দিয়ে উঠল।অদ্ভুত শিহরণে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে জায়ানের।এ কেমন অনুভুতি? বাবা হবার অনুভুতি কি সত্যিই এতো সুখের? জায়ান চোখ বন্ধ করল।ওর চোখের কার্ণিশ বেয়ে গড়িয়ে পরল একফোটা তপ্তজল।জায়ান দুহাতে মুখ ঢেকে নিল।কিয়ৎক্ষণ এইভাবেই

রইল।তারপর হুট করে আরাবীর পাশে শুয়ে পরল।তারপর দু হাতে আরাবীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।এলোপাথাড়ি আরাবীর মুখশ্রী জুড়ে অধরজোড়ার উষ্ণ স্পর্শে ভড়িয়ে দিলো।এরপর আরাবীর ঘারে মুখ গুজে দিলো জায়ান।বিরবির করে বলতে লাগল,’ থ্যাংকিউ আরাবী।থ্যাংকিউ সো মাচ।আমায় এতো বড় একটা উপহার দেওয়ার জন্যে।ভালোবাসি আরাবী।তোমাকে অনেক ভালোবাসি।আমার হৃদয়ের বাগানে একমাত্র ফুল হলে তুমি। আমার কাঠগোলাপ।তোমাকে আমি আমার এই বুকে আজীবন আগলে রাখব।’একটু

থেমে আবারও বলে জায়ান,’ তুমি আমার শুরু, তুমি আমার শেষ,
তুমি আমার ভালোবাসার সুখের যত রেশ।’শামিম সাহেব নিজের জন্যে বরাদ্ধ করা রুমের ফ্লোরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিচ্ছেন তিনি।তার পাপের ফল যে তিনি এভাবে ভোগ করবেন কোনোদিন ভাবতে পারেননি তিনি।লোভে পরে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে।দিনের পর দিন ভালোবাসার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ঠকিয়ে গিয়েছে। আরেকজনকে ভালো না বেসেও মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করে গিয়েছে।প্রতিটি মুহূর্তে তার বিশ্বাস তার ভরশা নিয়ে

ছেলেখেলা করেছে।শেষ মেষ নিজের সন্তান নিজের অংশকেও মৃ'ত্যুর মুখে ফেলে দিয়েছিল।একবারও তার বুক কাঁপেনি এমন জঘ'ন্য কাজ করে।মানুষ অপরাধ করে কোনোদিন অপরাধ স্বিকার করে না।যতোক্ষন পর্যন্ত না তার প্রায়েশ্চিত্ত বোধ হয়।অনুশোচনা না হলে কেউ-ই তা অপরাধ এতো সহজে মেনে নেয় না।তিনি স্বিকার করেছেন।স্ব-ইচ্ছাতেই স্বিকার করে নিয়েছেন নিজের অপরাধ।কারন তিনি অপরাধবোধে ভুগছেন। তিলে তিলে মর'ছেন অপরাধবোধে।তাও আজ থেকে না বিগত বিশটা বছর ধরে।আর আজ থেকে এই অপরাধবোধের মাত্রা আরোও

বেড়ে গিয়েছে।যখন থেকে জেনেছে আরাবীই তার সেই সন্তান।যেই সন্তানের অস্তিত্বই তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।তার সেই ফেলে দেওয়া সন্তানকেই অন্য একজন সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন।এতোটা বছর বাবা মায়ের আদর,স্নেহ দিয়ে বড় করেছেন।এতো ভালো একটা পরিবার দেখে বিয়েও দিয়েছেন।আর তিনি কি করলেন?জন্মদাতা পিতা হয়ে কিছুই করতে পারলেন নাহ।কিছুই না।তার দু দুটো মেয়ের চোখে আজ তিনি ঘৃ'নার পাত্র।অবশ্য সে তো ঘৃনারই যোগ্য।কারও ভালোবাসা তিনি ডিজার্ব করেন না।তার সবচেয়ে আদরের

মেয়ে তার কলিজার টুকরো তাকে আজ ভালোবাসি বাবা বলার বদলে ঘৃ’না করি বাবা বলে গিয়েছে।আর আরেক সোনার টুকরো মেয়ের মুখে তো এখনও বাবা ডাকটাও শুনতে পাননি তিনি।আর কোনোদিন শুনতেও পারবেন নাহ।এটা তো আশা করাও তার জন্যে অপরাধ।এইসব ভাবছেন শামিম আর জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিচ্ছেন।সে নিশ্বাস নিতে পারছে না।মনে হচ্ছে তার বুকে কেউ বিশাল ওজনের পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে।এই ওজন তিনি নিতে পারছেন নাহ।তার বুকে ব্যথা করছে প্রচন্ড ব্যথা।অশহনীয় ব্যথা।তিনি মুক্তি চান এই ব্যথা থেকে।এই যন্ত্রনা থেকে।তিনি

দুহাতে বুকের বাঁম পাশটা খামছে ধরলেন। যন্ত্রণা হচ্ছে এখানটায়।এতো মানুষের ঘৃনা নিয়ে তিনি বাঁচতে পারবেন না।তিনি বেঁচে থাকতেও চাননাহ।তিনি ঘুমোতে চান।শান্তির ঘুম।চিরনিদ্রায় যেতে চান।যেই নিদ্রা কোনোদিন ভঙ্গ হবে না।যেই নিদ্রা থেকে কেউ তাকে জাগাতে পারবে না।শামিম সাহেবের বুকের ব্যথাটা আরও বাড়তে লাগল।তীব্র ব্যথায় তিনি কুকিয়ে উঠলেন। শরীর মুচড়ে উঠল।সহ্য করতে না পেরে তিনি একহাত দিয়ে ফ্লোরে থা'প্পড় মারতে লাগলেন ক্রমাগত।এতো যন্ত্রণার মাঝেও তার অধর জুড়ে হাসি। কারন সে যে জানে তার

সময় এসে পরেছে চিরনিদ্রায় যাওয়ার।আস্তে আস্তে শামিম সাহেবের নিশ্বাস কমে যেতে লাগল।চোখজোড়া বন্ধ হয়ে গেলো তার।তিনি গভীর শ্বাস নিয়ে ধীর স্বরে বলে উঠলেন,' আ..আমায় ক্ষমা করো ইরা।আ..মাকে ক্ষমা করো মিথিলা।আমাকে তোমরা ক্ষমা করিও আহানা,আরাবী।ক্ষ...মা.. ক..রে দিও।'
এই কথাগুলো বলে শেষ করতেই তার নিশ্বাস থেমে গেল।তার দেহের প্রাণপাখি সবার চোখের আড়ালে পারি জমালো অন্য এক জগতে।শুধু পরে রইল নিষ্প্রাণ এক দেহ।ঘুমের ঘোরে নিজের দেহের ওপর কারো অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরে। পিটপিট করে

নয়নজোড়া মেলে তাকাল আরাবী।জোড়ে জোড়ে কয়েকটা শ্বাস নিলো।শক্তপোক্ত লম্বাটে দেহটা দেখেই বুঝার বাকি নেই লোকটা তার স্বামি তার জায়ান।আরাবীর ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে হাসি ফুটে উঠল।দূর্বল হাতজোড়া রাখল জায়ানের চুলের ভাজে। আলতোভাবে জায়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।লোকটা কিভাবে তাকে ঝাপ্টে ধরে ঘুমোচ্ছে।যেন সে কোথাও পালিয়ে যাবে আর জায়ান তাই ওকে নিজের সাথে ধরে বেধে রেখে দিয়েছে।হঠাৎ করে কিছুক্ষণ আগের ঘটনাগুলো মনে পরতেই আরাবীর ঠোঁটের হাসি উধাও হয়ে যায়।নিজের

জীবনের তিক্ত কিছু সত্য আজ ও জেনে গিয়েছে।ওর মা...ওর মা আর বেঁচে নেই। আর..আর শামিম?শামিম সাহেবই কিনা ওর জন্মদাতা পিতা।এতো ভালো মানুষটা যে এতোটা জঘ’ন্য, এতোটা খারাপ হতে পারে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি আরাবী।বিগত কয়েকটাদিনে এই লোকটার ভালো মানুষী দেখে মনে অনেক শ্রদ্ধা জমেছিল ওর মনে। আজ সেই শ্রাদ্ধার পাহার একনিমিষেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।কিভাবে পারলো সে এমনটা করতে?কিভাবে ঠকালো তার মা’কে। কিভাবে পারলো নিজেরই ঔরসজাত সন্তানকে মে’রে ফেলার পরিকল্পনা করতে।না

চাইতেও আরাবী আর নিজের কষ্টটুক লুকিয়ে রাখতে পারলো না।দুহাতে জায়ানের পিঠ খামছে ধরে নিশব্দে কেঁদে উঠল।এদিকে জায়ান বক্ষস্থলের মাঝে নরম তুলতুলে দেহের কাঁপতে থাকা অনুভব করতে পেরেই ধরফরিয়ে উঠে বসল জায়ান।জায়ান আরাবীর উপর থেকে উঠতেই আরাবী দুহাতে মুখ ঢেকে অন্য দিকে ফিরে গেল।জায়ান ব্যাথিত নয়নে আরাবীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর দুহাতে জোড় করে টেনে আরাবীকে বুকে আগলে নিল।ব্যাকুল কণ্ঠে বলতে লাগল,’ কেঁদো না আরাবী।কাঁদে না তো।তুমি কাঁদলে আমার কষ্ট হয়।কেন বুঝো না।

‘আরাবী দুহাতে জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরল।
জায়ানের বুকের মাঝে মিশে যাওয়ার চেষ্টা
করতে লাগলো যতোটা পারা যায়। আরাবী
কাঁদতে কাঁদতে বলে,’ আমার ভাগ্যটাই এতো
খারাপ কেন জায়ান?আমার সাথেই কেন
এমন হয়।’
জায়ান অপরাধিস্বরে বলে,’ আমি সরি
আরাবী।আমার জন্যেই তুমি এতো কষ্ট
পেয়েছ।আমি যদি অতীত টেনে এনে তোমার
সামনে দাঁড় না করাতাম তুমি এতো কষ্ট
পেতে নাহ।“ আপনার কোন দোষ নেই
জায়ান।আপনিই তো আমাকে আমার আসল
আমির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।আমার

বাবা মায়ের পরিচয়পত্র এনে দিয়েছেন।আমি নিজেই তো আপনার কাছে আবদার করেছিলাম এটার জন্যে।আপনি আমার জন্যে কি তা আমি নিজেও বলে বুঝাতে পারবো নাহ।আপনার আগমনে আমার জীবন যেন নতুন রং খুঁজে পেয়েছে। সে রঙের মহিমায় আমি সব সময় উচ্ছ্বসিত থাকি। সে রং আমাকে সব সময় অনুপ্রেরণা যোগায়, আত্মবিশ্বাস দেয়।'আরাবীর নাক মুখ লাল হয়ে গিয়েছে।জায়ান কিছুতেই আরাবীর কান্না থামাতে পারছে না।জায়ান এইবার না পেরে আরাবীর দু গাল শক্ত করে ধরল।আরাবীর চোখের দিকে প্রগাঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাঢ়

স্বরে বলে,' এতো কাঁদো কেন?এতো কাঁদলে হবে?এখন তো তুমি একা নও।তোমার মাঝেও একজন আছে।তুমি কষ্ট পেলে তো তারও কষ্ট হবে।'

আরাবী নাক টেনে কান্না থামানোর চেষ্টা করল।ফ্যালফ্যাল করে জায়ানের দিকে তাকিয়ে জায়ানের কথাটা বোঝার চেষ্টা করল।বিষয়টা বুঝতে পেরেই চোখ বড় বড় করে তাকাল।তবে কি জায়ান জেনে গিয়েছে? কিন্তু কিভাবে জানল?আরাবী কাঁপা গলায় বলে,' আপনি...মানে... আমি...!'' হ্যা আরাবী আমাদের সন্তান আসতে চলেছে।তুমি মা আর আমি বাবা হবো আরাবী।আমাদের পুচকে

একটা বেবি হবে।যার ছোটো ছোটো হাত পা হবে।মায়াবী,আদুরে মুখশ্রী হবে।আমাকে বাবা আর তোমাকে মা বলে ডাকবে আরাবী। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আরাবী আমাকে এই সুখের সাথে পরিচয় করার জন্যে। ভালোবাসি আরাবী।ভালোবাসি আমার কাঠগোলাপ।’মিথিলা এসে তার আর শামিম সাহেবের জন্যে বরাদ্ধকৃত রুমটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।মনটা কু ডাকছে তার।রাত হয়ে গেল শামিম সাহেবের দেখা পাননি তিনি।হাজার হোক স্বামি তো তার। ভালোবাসেন তিনি তাকে।সেই ভালোবাসার টানেই শামিম সাহেবকে একটি পলক দেখার

জন্যে ছুটে এসেছেন।কিন্তু রুমে ভীতরে যেতে গিয়েও বার বার ফিরে আসছেন।কি করবেন তিনি?নানা দ্বিধাদ্বন্দে ভুগে অবশেষে পা বাড়ালেন রুমটায়।রুমটা অন্ধকার করে রাখা। বাতিগুলো সব নিভানো।মিথিলা বেগম এগিয়ে গেলেন। রুমটা গুমোট অন্ধকারে ছেঁয়ে আছে।সেই অন্ধকারের মাঝেই আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে ফ্লোরে কেউ শুয়ে আছে।মিথিলা বেগম ঘাবড়ে গেলেন।ওটা যে শামিম তা বুঝতে বাকি রইলো নাহ।মিথিলা দ্রুত রুমের লাইটসগুলো জ্বালিয়ে দিলো।চারদিকে আলোকিত হতেই দৌড়ে শামিম সাহেবের কাছে যান।উনার ফ্যাকাশে মুখশ্রী দেখেই

মিথিলার গলা শুকিয়ে যায়।কাঁপা গলায় তিনি আলতো স্বরে ডাকেন,' শামিম?শামিম?উঠো। এখানে এইভাবে শুয়ে থাকার মানে কি?উঠো বলছি।'কিন্তু না শামিম সাহেবের বিন্দুমাত্র নড়চড় নেই।হবে কিভাবে?কোনোদিন কি এটা হয়?মৃ'ত মানুষ কি কখনো জীবত হয়?হয় না।কোনোদিনও হয় না।মিথিলার শরীর কাঁপছে।কম্পিত হাতজোড়া শামিমের গালে স্পর্শ করতেই তার রূহ কেঁপে উঠে।চোখ ভিজে উঠে উনার।আর্তনাদ করে বলে উঠেন,' শামিম?উঠো।এটা হয় নাহ।কি করছ?আবার আমার সাথে অভিনয় করছ?কেন করছ? দেখো এইগুলো আমার ভালো লাগছে না।

উঠো শামিম।’মিথিলা উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন।তার শামিমের সাহেবের দেহটা ঠান্ডা হয়ে আছে।মিথিলা দ্রুত শামিম সাহেবের বুকে মাথা রাখলেন।স্পন্দনের ধ্বনি শোনার জন্যে।কিন্তু ব্যর্থ হলেন।কারন শামিম সাহেবের হৃদস্পন্দন তো অনেক আগেই থেমে গিয়েছে।মিথিলা সেটা বুঝতে পেরেই ছিটকে দূরে সরে যায়।অবিশ্বাস্য নয়নে তাকিয়ে থাকে শামিম সাহেবের দিকে।তারপর হঠাৎই চিৎকার করে উঠেন তিনি,’ নাহহহহহহহহ! এটা হতে পারে না।কখনোই না।’তারপর আবার উন্মাদের মতো শামিম সাহেবের কাছে যান।বলতে থাকেন,’

এইইইইইই তুমি কিভাবে পারো?কিভাবে পারো আমায় এইভাবে ছেড়ে যেতে।আমি এখনো ক্ষমা করিনি তোমায়।শুনছো ক্ষমা করিনি আমি।উঠো বলছি।উঠোওওওওওওওওও।'

তারপর চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

এদিকে আরাবীর রুমে সবার ভীড়।সবাই আরাবীর সাথে কথা বলছে।আর ব্যস্ত আরাবীকে এটা সেটা খাওয়াতে।এমন সময় হঠাৎ মিথিলা বেগমের এমন বিভৎস চিৎকার শুনে সবাই আঁতকে উঠে।আরাবী পানি খাচ্ছিলো ও নিজেও খাবড়ে যায় ফলে পানি ওর নাকে মুখে উঠে যায়।জায়ান অস্থির হয়ে দ্রুত আরাবীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে

লাগল।ইফতি বলে,’ এইটা ফুপির চিৎকার না?উনি এইভাবে কাঁদছেন কেন?মা চলো তো।’

ইফতির কথামতো মিলি বেগম ইফতির সাথে পা বাড়ালেন।একে একে সবাই ছুটলো সেদিকে।আরাবী একটু স্বাভাবিক হতে দেখে জায়ান বলে,’ ঠিক আছ?’‘ হ্যা।কি হয়েছে ফুপি এইভাবে কাঁদছেন কেন?’

‘ সেটা তো ওখানে গেলেই দেখতে পাবো।’

‘ আচ্ছা চলুন তাহলে।’

তারপর জায়ান আরাবী এগিয়ে গেল ওখানে। গিয়ে দেখে মিথিলা কাঁদছেন সেই সাথে আহানাও চিৎকার করে কাঁদছে।

আহানা বলছে,’ বাবা উঠো।এভাবে তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পারো না বাবা।আমায় এইভাবে একলা করে রেখে যেতে পারো নাহ।’আরাবী থম মেরে গেল।কি বলছে এসব ওরা? চলে গেছে মানে?আরাবী ধীর পায়ে এগিয়ে যায়।সবাই আরাবীকে দেখে সরে দাঁড়ায়।আরাবী গিয়ে শামিম সাহেবের কাছে বসে পরেন।শামিম সাহেবের নিস্তেজ মুখশ্রীটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।কান্নারত মিথিলাকে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,’ কি হয়েছে উনার?উনি এইভাবে এখানে শুয়ে আছেন কেন?’

মিথিলা আরাবীর কথা শুনে যেন আরও ভেঙে পরেন।আরাবীকে শক্ত করে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন,' ও আর নেই আরাবী।ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।চলে গিয়েছে আরাবী।'আরাবী মাথায় যেন বজ্রপাত হলো।অবাক নয়নে তাকিয়ে রইলো শামিম সাহেবের মৃ'তদেহের দিকে। কেমন যেন পাথর হয়ে গিয়েছে ও।কষ্ট লাগছে ওর আবার লাগছেও নাহ।হাজার হোক লোকটা ওর জন্মদাতা পিতা।আজকেই বাবা সম্পর্কে জানতে পারলো আর আজই কিনা এমন হলো?আরাবী কাঁদলো না।মূলত ওর কান্না আসছে না।কার জন্যে কাঁদবে ও?

লোকটা শুধুমাত্র ওর নামেই জন্মদাতা পিতা। এছাড়া আর কিছুই নাহ।আরাবী ঢোক গিলে বড় বড় শ্বাস নিল।তারপর শামিম সাহেবের গালে স্পর্শ করল।কি ঠান্ডা শরীরটা।মানুষ ম'রে গেলে বুঝি এমনই হয়?আরাবী অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে বলে উঠে,' আপনি যা করেছিলেন তা খুবই জ'ঘন্য কাজ করেছিলেন আমার মায়ের সাথে,আমার সাথে।আমার মায়ের শেষ চিহ্ন মানে আমাকে মা'রার জন্যে আমার অস্তিত্ব বিলীন করার জন্যে রাস্তায় কুকুর শিয়ালের খাবার হবার জন্যে ফেলে দিয়েছিলেন।আপনার কারনে আমার নানাজান মারা গিয়েছে।সম্পত্তির লোভে আপনি

কতোগুলো পাপ করেছেন।আপনি কি ক্ষমার যোগ্য বলুন?যোগ্য না জানি।তবুও আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম।আজ এই এতোগুলো মানুষকে সাক্ষি রেখে বললাম আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম।আল্লাহ্ তায়ালা যেন আপনাকে জান্নাত নসিব করেন আমিন।'তারপর মিথিলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আরবী।জায়ানের কাছে গিয়ে বলে,' উনার জানাজা'র ব্যবস্থা করুন জায়ান।'

জায়ান নিঃশ্বাস ফেলে বলে,' তুমি ঘরে যাও। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

অতঃপর শামিম সাহেবের মৃ'তদেহটা জায়ান, ইফতি আর ফাহিম ধরে ভালোভাবে রাখল।

সাথি বেগম আর মিলি বেগম মিথিলাকে সামলাচ্ছেন।নূর,আলিফা দুজন মিলে আহানাকে।রাতটা সেইভাবেই কেটে গেল। পরেরদিন যথাসময়ে শামিম সাহেবের জানাজা দেওয়া হয়।মিথিলা আর আহানা আরাবীর কাছে গিয়ে অনেকবার ক্ষমা চান।মিথিলা নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনেক অনুতপ্ত। শামিম সাহেবের মৃত্যুর পাঁচদিন পরেই মিথিলা আর আহানা আমেরিকা চলে যান। সবাই বারণ করেছিলো তাদের আমেরিকা যাওয়ার জন্যে।কিন্তু মিথিলা শোনেন নাহ কারো কথা।সময় বহমান এইভাবেই কেঁটে যায় তিনমাস ।সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই

চলছে।এর মাঝে ফাহিম তার বাবা মাকে জানায় ও নূরকে ভালোবাসে আর নূরকে যতো দ্রুত সম্ভব বিয়ে করতে চায়।ছেলের কথামতো তারা সম্বন্ধ নিয়ে যান সাখাওয়াত বাড়িতে।ফাহিম ভালো ছেলে।ফ্যামিলিও ভালো।লিপি বেগমও ভালো হয়ে গিয়েছেন। তাই আর দ্বিমত করলেন না কেউ।সেদিনই বাগদান সেরে ফেলা হয় ওদের।আর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ইফতি আর আলিফার বিয়ে সাথেই ফাহিম আর নূরের বিয়ে হবে।শামিম সাহেবের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃ'ত্যুর কারনে ইফতি আর আলিফার বিয়ের তারিখ পিছিয়ে যায়। তার উপর এর কিছুদিন পরেই আলিফা আর

আরাবীর মাস্টার্সের ফাইনাল এক্সাম এসে পরে।তাই আর হয়নি ওদের বিয়ে।একেবারে পরিক্ষা শেষেই বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করবেন তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।আজই আরবী আর আলিফার লাস্ট এক্সাম।এক্সাম শেষ করে আরাবী আর আলিফা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে নিজেদের প্রিয় মানুষদের। আরাবীর প্রেগ্ন্যাসির পাঁচমাস চলছে।মেয়েটা এখন অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যায়।এইযে একনাগাড়ে বসে পরিক্ষার খাতায় লিখতে লিখতে এখন ওর কোমড়ে প্রচন্ড ব্যথা করছে।তবুও মুখ ফুটে কিছু বলছে না মেয়েটা।আরাবী ব্যথাতুর মুখশ্রী দেখে আলিফা

বিষয়টা আন্দাজ করতে পারল।আলিফা নরম গলায় বলে,’ তোর কি কষ্ট হচ্ছে?’

আরাবী মলিন হাসল।দূর্বল গলায় বলে,’ এইতো কোমড়টা একটু ব্যথা করছে।”‘ তোর একটু ব্যথা মানে অনেকটা ব্যথা আমি জানি। দেখি এদিকে আয়।এখানটায় বোস।আমি ভাইয়াকে ফোন করছি।’

আরাবী ধরে করিডোরে রাখা একটা বেঞ্চে বসিয়ে দিলো আলিফা।আরাবী বেঞ্চে বসে হালকা আওয়াজে বলে,’ তাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই।এমনিতেই লোকটা পুরো পাগল।দেখিস নি প্রতিটা এক্সামে আমার জন্যে পুরোটা সময় অপেক্ষা করত দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে।অফিস যেতো না সেদিন।আজও যেতো না।সেতো জরুরি মিটিং থাকায় গিয়েছে।এখন তুই ফোন করলে মিটিং ছেড়েছুড়েই চলে আসবে।" তবুও আরাবী তুই অসুস্থ।'

' কিচ্ছু হবে নাহ।আমি ঠিক আছি।'

' কিন্তু.....'

আলিফা কিছু বলবে তার আগেই দূর থেকে জায়ান আর ইফতিকে দেখে বলে উঠে,' ওইতো ইফতি আর ভাইয়া এসে পরেছে।'আরাবী আলিফার কথা শুনতে পেতেই সামনের দিকে দৃষ্টি রাখে।জায়ানের ঘার্মাক্ত চেহারাটা দেখে হাসল।লোকটা মনে

হয় মিটিং শেষ করেই ছুটে চলে এসেছে। জায়ান দ্রুত পায়ে আরাবীর কাছে আসল। আরাবীর ব্যথাতুর মুখশ্রী নজরে আসতেই অস্থির হয়ে উঠে ও।জায়ান আরাবীর গালে হাত রেখে অস্থির গলায় বলে,' কি হয়েছে? এমন দেখাচ্ছে কেন তোমায়?'

আলিফাই আগে হরবর করে বলে,' ওর কোমড়ে নাকি ব্যথা করছে ভাইয়া।'জায়ান ভয়ার্ত নয়নে তাকায়।এই মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হবার পর থেকে জায়ান যে ঠিক কতোটা ভয়ে থাকে ওকে নিয়ে তা বলার বাহিরে। আরাবী একটু টু শব্দ করলেও ও নিজেই ব্যাকুল হয়ে পরে।জায়ান হাটু গেরে বসল

আরাবীর সামনে।তা দেখে আরাবী বলে উঠে,' আরে কি করছেন?'

জায়ান ভ্রু-কুচকালো।আরাবীর কথায় পাত্তা দিয়ে বলে,' কোথায় ব্যথা হচ্ছে?বেশি ব্যথা করছে?আমি রোজি আন্টির সাথে কথা বলে নিচ্ছি।এখান থেকেই সোজা তার কাছে যাবো আমরা।চেক-আপ করিয়ে আনি।'এই লোকটা এতো পাগল কেন?ভাবে আরাবী।ওর একটু কিছু হলেই হুলুস্থুল কান্ড বাধিয়ে ফেলে। আরাবী ঠোঁট উলটে বলে,' এখনও এক সপ্তাহও হয়নি চেক-আপ করিয়েছি জায়ান। এটা সামান্য একটু ব্যথা করছে।চিন্তা করবেন না।বাড়িতে গিয়ে কোমড়ে টাইগার বাম দিয়ে

ম্যাসাজ করেলেই ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু তুমি....'

' কোন কিন্তু না।বাড়ি যাবো।ভালো লাগছে নাহ।ক্ষিদেও পেয়েছে।'

আরাবী ক্ষিদে পেয়েছে শুনে জায়ান আর কিছু বলল নাহ।অন্য সময় হলে আশেপাশে কোন রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতো।কিন্তু এখন জায়ান আরাবীকে বিন্দুমাত্র বাহিরের কোন খাবার খেতে দেয় নাহ।জায়ান নিজের হাত বাড়িয়ে দিল আরাবীর দিকে।তারপর নরম স্বরে বলে,' চলো তাহলে।সাবধানে ঠিক আছে?'আরাবী মুঁচকি হেসে জায়ানের হাতে হাত রাখে।তারপর পা বাড়ায় সামনের দিকে।

জায়ান খুব সাবধানে আরাবীর হাত ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।আরাবী মুগ্ধ চোখে জায়ানকে দেখছে।জায়ানের ঘর্মাক্ত,ক্লান্ত মুখটা যেন জায়ানকে অন্যরকম সুন্দর লাগে।চোখ ধাধিয়ে যায় আরাবীর।এই লম্বা,চওড়া,শক্ত-পোক্ত দেহের অধিকারি সুদর্শন লোকটা ওর স্বামি। যে ওকে পাগলের মতো ভালোবাসে।জায়ানের ভালোবাসায় আরাবী মাঝে মাঝে অবাক হয়। কেউ কাউকে কিভাবে এতোটা ভালোবাসতে পারে।আরাবীও ভালোবাসে এই লোকটাকে। খুব খুব ভালোবাসে।লোকটার স্পর্শ, লোকটার শরীরের মাতাল করা ঘ্রাণ সব সব ভালোবাসে।আর আজীবন এইভাবেই ওরা

দুজন দুজনকে ভালোবাসতে চায়।চারদিকে লাইটিংয়ের কারনে ঝলমল করছে।খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে সাখাওয়াত ভিলা। হবেই বা না কেন?সাখাওয়াত বাড়ির ছেলে মেয়ের দুজনের একসাথে বিয়ে হয়েছে আজ। দুপুরে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ইফতি আর আলিফার।আর রাতে ফাহিম এবং নূরের। কারন একসাথে তো আর দুটো বিয়ে দেওয়া যায় না।যেহেতু একই বাড়ির ছেলে মেয়ে। মেয়ে বিদায় দিয়ে বিধ্বস্ত মন মানুষিকতা নিয়ে তো আর নতুন বঁধুকে বরণ করা যায় নাহ।তাই আলিফা আর ইফতির বিয়ে দুপুরে হয়েছে।এবং রাতে নূর আর ফাহিমের।একটু

আগেই নূর আর ফাহিমের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।বাড়ির একমাত্র মেয়েকে বিদায় দিয়ে সবাই ভেঙে পরেছে।প্রচুর কান্নাকাটি করে এখন সবাই যার যার রুমে বিশ্রাম নিচ্ছে। আরাবী ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়্র বের হয়ে আসল।প্রচুর ক্লান্ত লাগছে।এমনিতে তো কোন কাজ ওকে করতে দেয় নেই কেউ।তবুও টুকাটুকি একটু তো করতেই হয়।একেবারে হাত গুটিয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না ওর। আবার এতো এতো মেহমান।তাদের চিল্লাপাল্লায় আরাবী অস্থির।সারদিনেও একটু ঘুমোতে পারিনি ও।জায়ান অবশ্য বার বার বলেছে ওকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে।দম

ফেলবার সময়টুকু পায়নি ছেলেটা।একমাত্র ভাই আবার বোনের বিয়ে একসাথে।বাড়ির বড়ো ছেলে ও।দায়িত্বটাও ওর বেশি।তবুও আরাবীর যত্ন নিতে বিন্দুমাত্র পিছুপা হয়নি। কিছুক্ষণ পর পর নিজে এসে নয়তো কাউকে দিয়ে এটা সেটা খাবার পাঠিয়েছে।জায়ানের কথা ভাবতেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল আরাবীর।আবার রুমের চারদিকে চোখ বোলালো। নাহ,লোকটা এখানে নেই।গেলো কোথায়?নূরের বিদায়ের পর থেকে আর লোকটাকে দেখে নাই আরাবী।বারান্দায় গিয়ে দেখল।সেখানেও জায়ান নেই।পরক্ষণে জায়ান কোথায় থাকতে পারে সেটা মাথায় আসতেই

আরাবী আলগোছে রুম থেকে বেড়িয়ে যায়। সিড়ি বেয়ে ধীর পায়ে নিচে নেমে আসে। তারপর বাড়ির দরজাটা খোলা দেখেই শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যায় জায়ান ওর ধারণাকৃত জায়গাতেই আছে।আরাবী জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিলো।এইটুকুতে যেন হাপিয়ে উঠেছে।হাটতে অনেক কষ্ট হয় ওর।পা জোড়ায় পানি এসেছে।ফলে পা দুটো ফুলে ঢোল হয়ে আছে।সাত মাসের উঁচু পেটটা নিয়ে একপা দুপা করে আগাতেই বাগানে রাখা বেতের সোফা সেটের উপর কাঙ্ক্ষিত ব্যাক্তিটাকে বসে থাকতে দেখে সস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।এদিকে মাথা নিচু করে বসে আছে

জায়ান।আজ কলিজার টুকরো একমাত্র বোনটাকে বিদায় করে দিয়েছে।পাঠিয়ে দিয়েছে পরের ঘরে।যেটা আজ থেকে ওর আসল ঠিকানা হবে।আর কোনোদিন চাইলেই কারনে অকারনে বোনটার কাছে ছুটে যেতে পারবে নাহ।বোনটা কিভাবে কাঁদছিলো ওর বুকে আছড়ে পরে।বার বার বলছিল ‘ ভাইয়া আমি যাবো নাহ।যাবো না আমি ভাইয়া।’ কিন্তু জায়ানের যে কিছুই করার ছিলো নাহ। এটাই যে নিয়ম।মেয়েরা বড় হলে তাদের বিয়ে দিয়ে পর করে দিতে হয়।অন্যের বাড়ির সদস্য হয়ে যায় তখন তারা।যখন জায়ান এসব ভাবতে ব্যস্ত।তখন হঠাৎ কারো

উপস্থিতি টের পায় জায়ান।আর এটা যে আরাবী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই জায়ানের।জায়ান চোখ বন্ধ করে জোড়ে শ্বাস ফেললো। মেয়েটা হয়তো ওকে খুজতে খুজতে এখানে চলে এসেছে।এরই মাঝে আরাবী এসে পাশে বসে জায়ানের।তারপর আলতো করে জায়ানের কাধে হাত রাখে।ধীর আওয়াজে বলে,' আমি জানি আপনার কষ্ট হচ্ছে।কষ্ট আমারও হচ্ছে জায়ান।আপনি অফিসে গেলে নূরই তো ছিলো যার সাথে আমি আমার একলা সময়টা হাসি ঠাড্ডায় মেতে উঠে কাটিয়েছি।কিন্তু কি করার বলুন? এটাই যে ভাগ্য।সব মেয়েদেরই নিজের

নিজের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়ি যেতে হয়। আর একসময় সে পরের বাড়িটাই নিজের বাড়ি হয়ে যায়।আমিও তো এসেছি জায়ান। আমারও কষ্ট হয়েছিলো।কিন্তু দেখুন আজ আর সেই কষ্ট নেই আমার মাঝে।যখন এই বাড়িতে আপনার হাত ধরে এসেছিলাম তখন মনে হচ্ছিলো দম বন্ধ হয়ে যাবে আমার।বার বার ভাবছিলাম আব্বু আম্মুকে ছাড়া কিভাবে থাকবো আমি।কিন্তু আপনার ভালোবাসা, এই পরিবারের এতো এতো ভালোবাসায় আমি আস্তে আস্তে এই বাড়ি আর এই পরিবারকেই আপন করে নিতে শুরু করলাম।আর দেখুব এখন এই বাড়ি ছাড়া আমার অন্য কোথায়

মন বসে নাহ।যেই বাবার বাড়িতে আমি ছোটো থেকে বড়ো হয়েছি।সেখানে গেলেও একদিনের বেশি মন টিকে নাহ আমার।তো চিন্তা করবেন নাহ।নূরও নিজেকে সামলে নিবে আস্তে আস্তে।'জায়ান নম্র দৃষ্টিতে তাকায় আরাবীর দিকে।তারপর জড়িয়ে ধরে আরাবীকে শক্ত করে।আরাবীও দুহাতে আঁকড়ে ধরে জায়ানকে।এইভাবেই কেটে যায় কিছু সময়।এর মধ্যেই হঠাৎ আরাবী শব্দ করে আর্তনাদ করে উঠে।ভয় পেয়ে যায় জায়ান।তড়িঘড়ি আরাবীকে ছেড়ে দিয়ে আরাবীর গালে হাত রাখে।আরাবীর ব্যথাতুর মুখশ্রী দেখে ব্যাকুল হয়ে বলে,' কি হয়েছে

আরাবী?আমি ব্যথা দিয়েছি তোমায়?আচ্ছা সরি হ্যা।আসলে আমার খেয়াল ছিলো নাহ।'আরাবী ব্যথার মাঝেই হেসে ফেলে। ওকে হাসতে দেখে জায়ান অবাক কণ্ঠে বলে,' কি হয়েছে?হাসছ কেন?'

আরাবী হাসি মুখেই জবাব দেয়,' হাসছি কারন আপনার বাচ্চা আমার পেটে ফুটবল খেলছে।এইজন্যেই আমি ব্যথা পেয়েছি। সেখানে আপনি বলেন কিনা আপনি আমায় ব্যথা দিয়েছেন।'

জায়ান সস্তির নিশ্বাস ফেলল।বেচারা ঘাবড়ে গিয়েছিলো অনেক।জায়ান আরাবীর পেটে হাত রাখল।স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে,' আপনার না

বলো আমাদের বাচ্চা।আমাদের সোনা বাচ্চা। একদম লক্ষীটি হয়ে থাকো মায়ের পেটে কেমন?মা ব্যথা পায় তো।আর তোমার মা ব্যথা পেলে তো তোমার বাবাও কষ্ট পায়।তাই তোমার মা'কে আর ব্যথা দিও নাহ।'আরাবী মুগ্ধ চোখে জায়ানকে দেখছে।প্রতিদিন লোকটা এইভাবে কথা বলে ওদের অনাগত সন্তানের সাথে।মধ্যরাতে আরাবীর মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে ও দেখতে পায় জায়ান ওর পেটে কান লাগিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে।আরও কতোশতো পাগলামি তার। আরাবী চোখ জুড়িয়ে যায় সেই দৃশ্য দেখলে।

আরাবী মুঁচকি হেসে বলে,' ঘরে চলুন রাত হয়েছে।'

আরাবীর কথায় যেন জায়ানের হুশ ফিরলো। আসলেই অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।ওর তো খেয়ালও ছিলো নাহ।জায়ান উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে দিলো আরাবীর দিকে।ভরসা যোগ্য ওই হাতটা শক্ত করে ধরল আরাবী। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ে অনুভব করে।ফলে হালকা গোঙায় ও।জায়ান তা দেখে চিন্তিত কণ্ঠে বলে,' কি হয়েছে?'আরাবী ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে,' পায়ে পানি নেমেছে।বসা থেকে দাঁড়াতে গেলে ব্যথা লাগে।'

‘ কাল তোমাকে নিয়ে রোজির আন্টির কাছে যাবো।এই মাসে তো এখনও চেক-আপ করালাম নাহ।দেখি এসো কোলে নেই।হাটা লাগবে নাহ তোমার।’
জায়ান আরাবীর দিকে হাত বাড়াতে নিলেই আরাবী জায়ানের হাত ধরে থামিয়ে দেয়। বলে,’ আমি ঠিক আছি।আমার ওজন এখন কতো আপনি জানেন?শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন?এইটুকুই তো পথ।আমি হেটে যেতে পারব।আপনি শুধু আমার হাতটা ধরে একটু সাহায্য করুন।’জায়ান চোখ ছোটো ছোটো করে আরাবীর দিকে তাকিয়ে বলে,’ সাম হাও

তুমি কি বলতে চাইছো আমি তোমাকে আমাদের বাচ্চাসহ কোলে নিতে পারব নাহ?’ জায়ানের কথায় আরাবী অবাক হয়ে বলে,’ আমি এটা কখন বললাম।আমি তো জাস্ট এটা বললাম যে।আমি তো এখন ঠিক আছি। এইটুকু পথ হেটেই যেতে পারব।’

‘ ওই একই হলো।’

‘ আরেহ কি মুশকিল।আচ্ছা নিন তুলুন আমায় কোলে।’জায়ানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।এক ঝটকায় আরাবীকে পাজাকোলে তুলে ফেলে।আরাবী দুহাতে জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরে বলে,’ কি?ওজন লাগছে না কতো?’

‘ ধুর বোকা মেয়ে।এইটুকু ওজনে জায়ান সাখাওয়াতের কিছু হয় নাহ।’

‘ তাই নাকি?’‘ ইয়াপ।আফটার ওল বাবা হতে যাচ্ছি।মেয়ের মাকে এতোদিন কোলে নিয়েছি। এখন থেকে মেয়ের মা আর মেয়ে দুজনকে একসাথে কোলে তুলবো।এইজন্যে ব্যায়াম ট্যায়াম করে আরও শক্তি বাড়িয়েছি।’

‘ মেয়ে না হয়ে তো ছেলেও হতে পারে। আপনি জানলেন কিভাবে?’

‘ আমি জানি।এখন আর কথা না।রুমে যাবো।’

‘ হুম।’রুমে গিয়ে জায়ান আরাবীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেও ফ্রেস হয়ে এসে আরাবীর

পাশে শুয়ে পরল।জায়ান পাশে এসেই শুতেই আরাবী শুরশুর করে জায়ানের সান্নিধ্যে চলে গেল।জায়ান ও পরম ভালোবাসায় প্রিয়তমাকে বুকে আগলে নিলো।আরাবী ওর হরিণী চোখদুটো মেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে আছে জায়ানের দিকে।তা দেখে জায়ান হেসে বলে,' কি দেখছ ওমন করে?'

' আপনি না অনেক সুন্দর।অনেক অনেক সুন্দর।তাই আপনার দিকে তাকিয়ে থাকি। যাতে আমাদের বাচ্চাটা আপনার মতো সুন্দর হয়।'জায়ান আরাবীর গালে হাত রাখল।আস্তে আস্তে স্লাইড করতে লাগল আরাবীর গালে। জায়ানের হঠাৎ এমন স্পর্শে কেঁপে উঠে

আরাবী।জায়ান আরাবীর চোখে চোখ রেখে নেশাক্ত কণ্ঠে বলে,’ তুমি আমার কথা বাদ দেও।তুমি যে কতো সুন্দর তা তুমি জানো? এইযে আমাদের সন্তান তোমার গর্ভে আসার পর থেকে তোমার সৌন্দর্য বেড়ে দ্বিগুন হয়েছে।তোমায় যে ঠিক কতোটা সুন্দর লাগে আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারব নাহ আরাবী। তোমার কাছে আসা থেকে তোমাকে একটুখানি আদর করা থেকে নিজেকে যে কিভাবে আমি নিয়ন্ত্রণ করি তা বলে বোঝাতে পারব নাহ।”‘ আমি কি মানা করি আপনাকে?’

‘ সেটা করো না ঠিক আছে তবে।’

‘ তবে কি...?’

‘ আমাদের সন্তানের জন্যে এটা ঠিক নাহ।’ আরাবী চুপ করে রইলো কিয়ৎক্ষণ।তারপর হুট করে বলে উঠে,’ একটা চুমু খাবেন আমার ঠোঁটে?’জায়ান চমকে তাকায় আরাবীর দিকে।আরাবী লজ্জায় দৃষ্টি সরিয়ে ফেলে। জায়ান মায়াময় চাহনিতে আরাবীর লজ্জা রাঙা মুখশ্রী দেখে।এরপর আরাবীকে বালিশে শুইয়ে দেয়।জায়ান নিজের মুখ এগিয়ে আনতেই আরাবী চোখ বন্ধ করে নেয়।জায়ান ওষ্ঠ ছোঁয়ায় আরাবীর কপালে।আরাবী চোখ বন্ধ অবস্থাতেই জায়ানের গলা জড়িয়ে ধরে। জায়ান সরে আসতেই আরাবী নিভু নিভু চোখে তাকায় জায়ানের দিকে।জায়ানের

চোখে তাকাতে পারে নাহ আরাবী।লজ্জায় চোখ সরিয়ে নেয়।তারপর নিজেই মাথা উঁচিয়ে জায়ানের অধরে অধর ছুঁইয়ে দেয়। পরম ভালোবাসায় চুমু খাচ্ছে আরাবী।জায়ান আর নিজেও সায় দেয় প্রিয়তমার ভালোবাসায়।আরাবীকে ভালোভাবে খুব সাবধানে আগলে নিয়ে চুমু খাচ্ছে সে।দীর্ঘ চুম্বনের পর সরে আসে দুজন।জায়ান সোজা হয়ে বালিশে শুতেই আরাবী জায়ানের বুকে মুখ গুজে দেয় লজ্জায়।জায়ানকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে।ফিসফিস করে বলে,' আপনি আমার জীবনে না আসলে এতো ভালোবাসা আমি কোনোদিন পেতাম নাহ।আজ আপনার

কারনে আমি এতো সুখী।আপনার কারনে আমি নিজের অস্তিত্বকে চিনতে পেরেছি।আমি আপনার ভালোবাসা পেয়ে আপনার স্ত্রী হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি।

ভালোবাসি জায়ান।অনেক ভালোবাসি।হয়তো আপনার মতো নাহ।তবুও ভালোবাসি।'জায়ান আরাবীর কপালে চুমু খেল।ধীর আওয়াজে বলল,' তোমাকে যে আমি ঠিক কতোটা ভালোবাসি তা বলে বোঝাতে পারবো না আরাবী।তোমার ঠোঁটের হাসি যেমন আমায় এক আকাশসমান সুখ দেয়।তোমার চোখের জল ঠিক ততোটাই ক্ষ'তবিক্ষ'ত করে দেয় আমার বুকের বা পাশটা।তুমি আমার অনেক

সাধনার আরাবী।অনেক ভালোবাসি তোমায়।
তোমায় যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তখন আমার বুকে বর্ষণ নেমেছিলো।প্রেমের বর্ষণে।
আর আমার হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসার এক ফুল ফুটেছিলো।যার নাম কাঠগোলাপ।আর কাঠগোলাপ মানে তুমি।আমার কাঠগোলাপ।
আমার তীব্র প্রেমের বর্ষণে সিক্ত হওয়া শুভ্র স্নিগ্ধ এক কাঠগোলাপ তুমি।তুমি হলে আমার #হৃদয়াসিক্ত_কাঠগোলাপ!’অবশেষে শেষ হয়ে গেল গল্পটা।আমার লিখা প্রিয় একটা গল্প।
আর জায়ান আরাবী জুটিটাও অনেক প্রিয় আমার।অন্তিম পর্ব পড়ে সবার মনের অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করে যাবেন।ইনশাআল্লাহ

খুব দ্রতই আবার নতুন গল্প নিয়ে ফিরে আসব।ততোদিন আমার পাঠক'রা ভালো থাকবেন।আসসালামু আলাইকুম।